

# ধম্মপদট্ঠকথা

[ বৌদ্ধ গম্পা ]

নবম খণ্ড



অধ্যাপক ডঃ সুকোমল চৌধুরী



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!  
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Mangalsree Bhante

ধম্মপদটীকথা ( নবম খণ্ড )

অনুবাদক : অধ্যাপক ডঃ স্নকোমল চৌধুরী

পালি সূত্রপিটকের অন্যতম গ্রন্থ 'ধম্মপদ' শব্দধর্ম বৌদ্ধ সাহিত্যে নহে, সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে একটি অতুলনীয় গ্রন্থ। গীতা, বাইবেল ও কোরাণের ন্যায় ধম্মপদ বৌদ্ধশাস্ত্রের আকরগ্রন্থ। মানদুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সর্বাঙ্গসুন্দর সংহত রূপায়ণের মধ্যেই ধম্মপদের বাণীর পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। সুতরাং ধম্মপদকে মানদুষের জীবন-বেদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ধম্মপদের অটীকথা (Commentary) খৃষ্টীয় ঐশতাব্দীর প্রারম্ভে আচার্য বুদ্ধঘোষ স্থবির কতৃক সিংহলী ভাষা হইতে পালিভাষায় অনূদিত হয়। ইহা ধম্মপদের ৪২০টি গাথার কুশলাকুশল-বিপাক সন্দীপনী চিন্তাকর্ষক ৩০৫টি উপাখ্যানে পরিপূর্ণ সুবহু একটি গ্রন্থ। নীতিবিষয়ক এতগুণি উপাখ্যানের সমষ্টি একত্রে অন্য কোন সাহিত্যে বিরল।

প্রথম ২০টি উপাখ্যানের সমূল বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে দুইটি খণ্ডে। অনূবাদক যথাক্রমে শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির (১৯৩৪ খৃঃ) ও শ্রীমৎ ধর্মকীর্তি মহাস্থবির (১৯৬৯ খৃঃ)। ইহার পর হইতে ডঃ স্নকোমল চৌধুরী কৃত সমূল বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ও ৮ম খণ্ডে মোট ২৪২টি উপাখ্যান ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য নবম খণ্ডে মোট ৪০টি উপাখ্যান প্রকাশিত হইতেছে।

# ধম্মপদট্টকথা

( বৌদ্ধ গল্প )

নবম অঙ্ক

[ স্তোত্রাঙ্গণ বগ্গ ]

( বাংলা অনূবাদ সমেত )

( সমগ্র ধম্মপদট্টকথার শব্দকোষ, শব্দসূচী ও গাথাসূচী  
এবং সদীর্ঘ ভূমিকা সহ )

অধ্যাপক

ডঃ স্নকোমল চৌধুরী

কর্তৃক অনূদিত

মহাবোধি বুক এজেন্সী

৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কোলকাতা—৭০০ ০৭৩



# COMMENTARY ON THE DHAMMAPADA (Part IX)

By

Professor Sukomal Chaudhuri

প্রথম প্রকাশ :

মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২ : ২৫ জানুয়ারী ২০০৫

বঙ্গাব্দ : ২৫৪৭

© মহাবোধি বুক এজেন্সী

Publisher :

Sri D. L. S. Jayawardana

Maha Bodhi Book Agency

4-A, Bankim Chatterjee Street,

Kolkata—700 073

Ph : 2241-9363

প্রকাশক :

ডি. এল. এস জয়বর্ধন

মহাবোধি বুক এজেন্সি

৪-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কোলকাতা—৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :

পঞ্চানন জানা

জানা প্রিন্টিং কনসার্ন

৪০/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,

কোলকাতা ৭০০ ০১২

দূরভাষ—২২১৯-৬৮২৬

মূল্য : দুই শত টাকা ( Rs 200/-)

ISBN. 81-87032-53-7

## উৎসর্গ

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে যিনি ছিলেন আমার শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য, যিনি ছিলেন আমার জীবনে চলার পথে পথপ্রদর্শক ও নিত্য শ্রদ্ধানুধ্যায়ী, পরম বিদ্যোৎসাহী পরম পরোপকারী স্বনামধন্য পণ্ডিতপ্রবর ব্রাহ্মণকুলগৌরব পরমসৌগত অধুনা সাধনোচিতধামে প্রয়াত বর্তমান সংস্কৃত কলেজের নবজীবনদাতা অধ্যক্ষপ্রবর এবং বারাণসীর সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপকূলপতি **ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রীর** পদ্যাম্মতিতে তথাগতোপদিষ্ট ব্রাহ্মণবর্গের সানুবাদ অটুটকথা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ সাদরে অর্পণ করিলাম।

সুকোমল চৌধুরী

## প্রকাশকের নিবেদন

ধ্মপদট্ঠকথার নবম ও শেষ খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে আছে ব্রাহ্মণবর্গের সমূল বজ্ঞানবাদ ও পরিশিষ্টে। অনুবাদক ও সম্পাদক অধ্যাপক স্নকোমল চৌধুরী। অধ্যাপক ড. চৌধুরী সমগ্র ধ্মপদট্ঠকথার বজ্ঞানবাদের দায়িত্ব লইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে অন্তিম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে জুলাই, ২০০৪ শব্দ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে।

নিভুলভাবে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিবার জন্য আমরা চেষ্টার চূড়ি রাখি নাই। তথাপি কিছ্ মদ্রণ প্রমাদ থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। আশা করি পাঠকগণ এই চূড়ি উপেক্ষা করিবেন। ‘জানা প্রিণ্টে কনসান’ এর শ্রী পণ্ডানন জানা এবং তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ আমাদের ধন্যবাদাহঁ, যেহেতু তাঁহারা আশাতীত কম সময়ের মধ্যে ধ্মপদট্ঠকথার সমস্ত খণ্ড মদ্রিত করিয়াছেন।

মহাবোধি বৃক এজেন্সী

কোলকাতা

মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১১

}

ডি. এল. এস. জয়বর্ধন

## সংক্ষিপ্তসার\*

### ২৬। ব্রাহ্মণবঙ্গো

ভারতে চিরাচরিত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে মিথ্যা ধারণা ছিল তাহারই জব্দস্ব প্রতিবাদ এই অধ্যায়ে প্রস্তুত হইয়াছে। বুদ্ধোত্তর ভারতে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের নিজ মাহাত্ম্য প্রচার করিবার ছলে জাত্যভিমান প্রকাশ করিত। বুদ্ধ ভগবান তাঁহার ধর্মপ্রচারের প্রারম্ভ হইতেই ব্রাহ্মণদের তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্বের দাবী স্বীকার করিতেন না। হিন্দুদের বিশ্বাস ব্রাহ্মার মূখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। জাতির দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয় অর্থাৎ জাতিগতভাবে ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।<sup>১</sup> বুদ্ধের সঙ্গে তেবিত্তের<sup>২</sup> আলোচনায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে কেবল শ্রমবেদ জ্ঞাত হইলে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করা যায় না। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য অসার্থক তর্ক ও বেদ আলোচনাই যথেষ্ট নয়। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হইলে মৈত্রী, করুণা, মৃদুতা ও উপেক্ষা প্রভৃতি চারি প্রকার ব্রহ্মবিহার ভাবনা করা একান্ত দরকার<sup>৩</sup>। জন্মের দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। আচার-অনুষ্ঠান ও শীলপালনের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়<sup>৪</sup>। বংশগৌরব অথবা উচ্চবংশে জন্মলাভ করিয়াও শীলগুণ বিভূষিত না হইলে কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। বহুলোক নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শীলাচারসম্পন্ন হইয়া পরিশ্রমের দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ ও স্বর্গে গমন করিতে পারে। জাতি হিসাবে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের পদ চিহ্ন একরূপ। হস্তী, অশ্ব, ব্যাঘ্র, বীপী প্রভৃতি প্রাণীদের মত মনুষ্য মনুষ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। প্রাণীদের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ, বর্ণ, শারীরিক গঠন, লোম, চণ্ডপ্রভৃতিতে পার্থক্য আছে; মানুষে মানুষে তেমন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। জীবনের হাসি, কান্না, সুখ দুঃখ, বুদ্ধিমত্তা, বিচারশক্তি, আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষে মানুষে অথবা জাতিতে জাতিতে তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। বুদ্ধের মতে যে কোন ব্যক্তি সংকর্ষ করিলে ব্রাহ্মণের পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে। সংভাব ও কৃচ্ছ্র-সাধনের দ্বারা যে কোন লোকই ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করিতে পারে।

ব্রাহ্মণ জাতিতে জন্ম কিম্বা ব্রাহ্মণী গর্ভজাত হইয়া পাপমল ত্যাগ করিতে না পারিলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। তাহাকে কেবল ‘হে ব্রাহ্মণ!’ বলিয়া সম্বোধন করা যায়। যিনি নিষ্কলুষ, অনাসক্ত, রজঃমুক্ত, লোভ, দ্বেষ ও মোহবিহীন তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করা হয়।<sup>৫</sup> দিনে সূর্য দীপ্তি দান করে, রাত্রিতে চন্দ্র প্রদীপ্ত হয়, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইলে রাজার শোভা বৃদ্ধি পায়, ব্রাহ্মণ ধ্যানরত থাকিলেই শোভিত হয়। বুদ্ধ আপনার দীপ্তিতে অহোরাত্র প্রদীপ্ত হন। পাপ অপগত হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ, শম আচরণ করেন বলিয়া শ্রমণ এবং পাপমল পরিহার করিয়াছেন বলিয়া প্রব্রজিত নামে অভিহিত হন।

যিনি বন্ধনমুক্ত, কৃতকৃত্য, অনাম্রব, কামাচিন্তা বিরহিত তিনিই ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য। ব্রাহ্মণ ধ্যানী, একক বিচরণশীল, বস্তুকাম ও ক্রেশকাম পরিহার করিয়া চলেন। যিনি সর্ব সংযোজন ছিন্ন করিয়া ভয়মুক্ত, অনাসক্ত ও শৃংখলমুক্ত তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। রাগাদি মলপূর্ণ, জটধারী, অজিনচর্ম পরিহিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ক্রোধবিহীন, ব্রতপরায়ণ, শীলবান, বীতৃষ্ণ, সংযত ও অস্তিম দেহধারী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন। যিনি গৃহস্থ ও অনাগারিক উভয়ের প্রতি অসংশ্লিষ্ট, অপ্পেচ্ছ ও আলয়বিহীন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি দীর্ঘ, হৃস্ব, স্থূল, সূক্ষ্ম, সর্বপ্রকার অদন্ত গ্রহণে বিরত, ষাঁহার কোন প্রকার তৃণ বিদ্যমান নাই যিনি সংশয়মুক্ত ও নিবারণপ্রাপ্ত তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি পঙ্কিল, দূরতিক্রম্য, মোহপূর্ণ সংসারাবর্ত উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং যিনি পারগত, অনাসক্ত ও বিমুক্ত তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

---

\* ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়ার ‘কথায় ধর্মপদ’ হইতে সংকলিত ।

১। ‘জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ’।

২। দীর্ঘানিকায়, ১ম খণ্ড, তেবিস্তজ সূক্ত, নং ১৩।

তেবিস্তজ সূক্তে দুইপ্রকার ব্রাহ্মণ ঋষির উল্লেখ দেখা যায়। প্রথম দলে অট্ঠক, বামক, বামদেব, প্রভৃতি দশজন ব্রাহ্মণ ঋষির উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহারা ই বেদের শ্লোক রচয়িতা ও উদ্গাতা। দ্বিতীয় দলে (১) অকরিয় (ঐতরেয়) (২) তৈত্তিরীয় (তিত্তিরীয়,) (৩) ছান্দোগ্য (ছান্দোক), (৪) শতপথ (ছান্দবা) এবং (৫) ভাবুছ (ভাব্যারিষ্য)।

৩। মজ্জিমনিকায় সূভসূক্ত, নং ৯৯।

৪। ‘ন জটাহি ন গোস্তেন ন জগ্ঘা হোতি ব্রাহ্মণো,  
ষম্‌হি সচ্চণ্ড ধম্মো চ সো সূচি সো চ ব্রাহ্মণো’। শ্লোক নং ৩৯৩।

৫। ন চা’হং ব্রাহ্মণং ব্রূমি যোনিজং মন্তিসম্ভবং,  
ভোবাদি নাম সো হোতি সচে হোতি সাকিণ্ণনো ;  
অকিণ্ণনং অনাদানং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।’ শ্লোক নং ৩৯৬।



## সূচীপত্র

ব্রাহ্মণ বর্গ	উপাখ্যান	পৃষ্ঠা
১। প্রসাদবহুল ব্রাহ্মণের	"	১
২। বহু ভিক্ষুর	"	৪
৩। মারের	"	৬
৪। জনৈক ব্রাহ্মণের (১)	"	৮
৫। আনন্দ স্থবিরের	"	১০
৬। জনৈক প্রব্রজিত ব্রাহ্মণের	"	১৩
৭। শারিপত্র স্থবিরের (১)	"	১৫
৮। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর	"	২১
৯। শারিপত্র স্থবিরের (২)	"	২৩
১০। জটিল ব্রাহ্মণের	"	২৫
১১। কুহক ব্রাহ্মণের	"	২৭
১২। কুশা গৌতমীর	"	৩৩
১৩। জনৈক ব্রাহ্মণের (২)	"	৩৫
১৪। উগ্রসেন শ্রেষ্ঠিপুত্রের	"	৩৭
১৫। দুই ব্রাহ্মণের	"	৩৯
১৬। আক্রোশক ভারদ্বাজের	"	৪২
১৭। শারিপত্র স্থবিরের (৩)	"	৪৬
১৮। উৎপলবর্ণা থেরীর	"	৪৯
১৯। জনৈক ব্রাহ্মণের (৩)	"	৫২
২০। ক্ষেমা ভিক্ষুণীর	"	৫৪
২১। পর্বতগুহাবাস ভিক্ষু স্থবিরের	"	৫৬
২২। জনৈক ভিক্ষুর	"	৬৪
২৩। শ্রামণেরগণের	"	৬৮
২৪। মহাপম্বক স্থবিরের	"	৭৫
২৫। পিলিন্দবচ্ছ স্থবিরের	"	৭৭
২৬। জনৈক স্থবিরের	"	৮০
২৭। শারিপত্র স্থবিরের (৪)	"	৮৩
২৮। মহামোদ্‌গল্যায়ন স্থবিরের	"	৮৬

ব্রাহ্মণ বর্গ	উপাখ্যান	পৃষ্ঠা
২৯। রেবত স্থবিরের	"	৮৮
৩০। চন্দ্রাভ স্থবিরের	"	৯০
৩১। সীবলী স্থবিরের	"	৯৮
৩২। সুন্দরসমুদ্র স্থবিরের	"	১০২
৩৩। জটিল স্থবিরের	"	১১১
৩৪। জ্যোতিক স্থবিরের	"	১৫৩
৩৫। নটপুত্রক স্থবিরের (ক)	"	১৫৮
৩৬। নটপুত্রক স্থবিরের (খ)	"	১৬০
৩৭। বঙ্গীশ স্থবিরের	"	১৬২
৩৮। ধর্মদিম্মা থেরীর	"	১৬৮
৩৯। অঙ্গুলিমালা স্থবিরের	"	১৭২
৪০। দেবহিত ব্রাহ্মণের	"	১৭৪
৪১। উপসংহারকথা	"	১৭৭
ধর্মপদের গাথাসূচী		১৮১
ধর্মপদে ব্যবহৃত শব্দার্থকোষ		১৮৮
ধর্মপদে ব্যবহৃত শব্দ-নির্দেশ		২০৪

# ধম্মপদ সম্বন্ধে গণ্ডিতগণের অভিমত

## ১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জগতে যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আছে ধম্মপদ তাহার একটি। বৌদ্ধদের মতে এই ধম্মপদগ্রন্থের সমস্ত কথা স্বয়ং বুদ্ধদেবের উক্তি এবং এগুলি তাহার মৃত্যুর অনতিকাল পরেই গ্রন্থাকারে আবদ্ধ হইয়াছিল।

এই গ্রন্থে যে-সকল উপদেশ আছে তাহা সমস্তই বুদ্ধের নিজের রচনা কি না তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন; অস্তুত এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, এই-সকল নীতিবাক্য ভারতবর্ষে বুদ্ধের সময়ে এবং তাহার পূর্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক মহাভারত পঞ্চতন্ত্র মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই বাংলা-অনুবাদ-গ্রন্থের ভূমিকায় দেখাইয়াছেন। এ স্থলে কে কাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে তাহা লইয়া তর্ক করা নিরর্থক। এই সকল ভাবের ধারা ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশ এমনি করিয়াই চিন্তা করিয়া আসিয়াছে। বুদ্ধ এইগুলিকে চতুর্দিক হইতে সহজে আকর্ষণ করিয়া, আপনার করিয়া সুসম্বদ্ধ করিয়া ইহাদিগকে চিরন্তনরূপে স্থায়িত্ব দিয়া গেছেন; যাহা বিক্ষিপ্ত ছিল তাহাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া মানবের ব্যবহার-যোগ্য করিয়া গেছেন। অতএব, ভগবদ্গীতায় ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেশটা ভারতের চিন্তাকে যেমন এক স্থানে একটি সংহতমূর্তি দান করিয়াছেন, ধম্মপদেও ভারতবর্ষের চিন্তার একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়াছে। এইজন্যই কী ধম্মপদে কী গীতায়, এমন অনেক কথাই আছে ভারতের অন্যান্য নানা গ্রন্থে, যাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্মগ্রন্থকে যাহারা ধর্মগ্রন্থরূপে ব্যবহার করিবেন তাহারা যে ফললাভ করিবেন এখানে তাহার আলোচনা করিতেছি না। এখানে আমরা ইতিহাসের দিক হইতে বিষয়টাকে দেখিতেছি। সেইজন্য ধম্মপদ গ্রন্থটিকে বিশ্বজনীন ভাবে না লইয়া আমরা তাহার সহিত ভারতবর্ষের সংস্রবের কথাটাই বিশেষ করিয়া পড়িয়াছি।

সকল মানুষের জীবনচরিত যেমন, তেমনি সকল দেশের ইতিহাস এক ভাবের হইতেই পারে না, এ কথা আমরা পূর্বে অন্যত্র কোথাও বলিয়াছি। এইজন্য যখন আমরা বলি যে ভারতবর্ষে ইতিহাসের উপকরণ মিলে না, তখন এই কথা বুঝিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে যুরোপীয় ছাঁদের ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, ভারতবর্ষের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। ভারতবর্ষে এক বা একাধিক নেশন কোনদিন সকলে মিলিয়া রাষ্ট্রের চাক বাধিয়া তুলিতে পারে নাই। সুতরাং, এ দেশে কে কবে রাজা হইল, কতদিন রাজত্ব করিল, তাহা লিপিবদ্ধভাবে রক্ষা করিতে দেশের মনে কোন আগ্রহ জন্মে নাই।

ভারতবর্ষের মন যদি রাষ্ট্রগঠনে লিপ্ত থাকিত তাহা হইলে ইতিহাসের বেশ মোটা মোটা উপকরণ পাওয়া যাইত এবং ঐতিহাসিকের কাজ অনেকটা সহজ হইত। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষের মন যে নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎকে কোন ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে নাই তাহা স্বীকার করিতে পারি না। সে সূত্র সূক্ষ্ম, কিন্তু তাহার প্রভাব সামান্য নহে; তাহা স্থূলভাবে গোচর নহে, কিন্তু তাহা আজ পর্যন্ত আমাদের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় নাই। সর্বত্র যে বৈচিত্র্যহীন সাম্য স্থাপন করিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের ভিতরে ভিতরে একটি মূলগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র রাখিয়া দিয়াছে। সেইজন্য মহাভারতে বর্ণিত ভারত এবং বর্তমান শতাব্দীর ভারত নানা বড়ো বড়ো বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

সেই যোগই ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সত্য এবং সেই যোগের ইতিহাসই ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস। সেই যোগটি কী লইয়া? পূর্বেই বলিয়াছি, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ লইয়া নহে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে, ধর্ম লইয়া।

কিন্তু ধর্ম কী তাহা লইয়া তকের সীমা নাই, এবং ভারতবর্ষে ধর্মের বাহ্যরূপ যে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই।

তাহা হইলেও এটা বোঝা উচিত, পরিবর্তন বলিতে বিচ্ছেদ বুঝায় না। শৈশব হইতে যৌবনের পরিবর্তন বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়া ঘটে না। যুরোপীয় ইতিহাসেও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতির বহুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সেই

পরিবর্তনের ভিতর দিয়া পরিণতির চেহারা দেখাইয়া দেওয়াই ইতিহাস-বিদের কাজ ।

য়ুরোপীয় নেশন-গণ নানা চেষ্টা ও নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া মধ্যযুগে রাষ্ট্র গড়িতে চেষ্টা করিয়াছে । ভারতবর্ষের লোক নানা চেষ্টা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ধর্মকে সমাজের মধ্যে আকার দিতে চেষ্টা করিয়াছে । এই একমাত্র চেষ্টাতেই প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতের ঐক্য ।

য়ুরোপে ধর্মের চেষ্টা আংশিকভাবে কাজ করিয়াছে, রাষ্ট্রচেষ্টা সর্বাঙ্গীণ-ভাবে কাজ করিয়াছে । ধর্ম সেখানে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হইলেও রাষ্ট্রের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে ; যেখানে দৈবক্রমে তাহা হয় নাই সেখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের চিরস্থায়ী বিরোধ রহিয়া গেছে ।

আমাদের দেশে মোগল-শাসন-কালে শিবাজিকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল তখন সে চেষ্টা ধর্মকে লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই । শিবাজির ধর্মগুরু রামদাস এই চেষ্টার প্রধান অবলম্বন ছিলেন । অতএব দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রচেষ্টা ভারতবর্ষে আপনাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল ।

পলিটিক্‌স্ এবং নেশন কথাটা যেমন য়ুরোপের কথা, ধর্ম কথাটাও তেমনি ভারতবর্ষের কথা । পলিটিক্‌স্ এবং নেশন কথাটার অনুবাদ যেমন আমাদের ভাষায় সম্ভব নয় তেমনি ধর্ম শব্দের প্রতিশব্দ য়ুরোপীয় ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া অসাধ্য । এইজন্য ধর্মকে ইংরাজী রিলিজন-রূপে কল্পনা করিয়া আমরা অনেক সময়ে ভুল করিয়া বসি । এইজন্য, ধর্মচেষ্টার ঐক্যই যে ভারতবর্ষের ঐক্য এ কথা বলিলে তাহা অস্পষ্ট শুনাইবে ।

মানুষ মধ্যভাবে কোন ফলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কর্ম করে তাহাই তাহার প্রকৃতির পরিচয় দেয় । 'লাভ করিব' এ লক্ষ্য করিয়াও টাকা করা যায়, 'কল্যাণ করিব' এ লক্ষ্য করিয়াও টাকা করা যায় । যে ব্যক্তি কল্যাণকে মানে, টাকা করিবার পথে তাহার অনেক অপ্রাসঙ্গিক বাধা আসে ; সেগুলিকে সাবধানে কাটাইয়া তবে তাহাকে অগ্রসর হইতে হয় । যে ব্যক্তি লাভকেই মানে তাহার পক্ষে ঐ-সকল বাধার অস্তিত্ব নাই ।

এখন কথা এই, কল্যাণকে কেন মানিব । অন্তত ভারতবর্ষ লাভের চেয়ে কল্যাণকে, প্রেয়ের চেয়ে শ্রেয়কে, কী বুদ্ধিয়া মানিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে ।

যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ একা তাহার ভালো মন্দ কর্ম কিছই নাই। আত্ম-অনাচারে যোগে ভালো মন্দ সকল কর্মের উদ্ভব। অতএব গোড়ায় এই আত্ম-অনাচারের সত্যসম্বন্ধনির্ণয় আবশ্যিক। এই সম্বন্ধনির্ণয় এবং জীবনের কাজে এই সম্বন্ধকে স্বীকার করিয়া চলা, ইহাই চিরদিন ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টার বিষয় ছিল।

ভারতবর্ষে আশ্চর্যের বিষয় এই দেখা যায় যে, এখানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় এই সম্বন্ধকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্ণয় করিয়াছে, কিন্তু ব্যবহারে এক জায়গায় আসিয়া মিলিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র দিক হইতে ভারতবর্ষ একই কথা বলিয়াছে।

এক সম্প্রদায় বলিয়াছেন, আত্ম-অনাচারের মধ্যে কোন সত্য প্রভেদ নাই। যে প্রভেদ প্রতীয়মান হইতেছে তাহার মূলে অবিদ্যা।

কিন্তু যদি এক ছাড়া দুই না থাকে তবে তো ভালোমন্দের কোন স্থান থাকে না। কিন্তু এত সহজে নিষ্কৃতি নাই। যে অজ্ঞানে এককে দুই করিয়া তুলিয়াছে তাহাকে বিনাশ করিতে হইবে, নতুবা মায়ার চক্রে পড়িয়া দুঃখের অন্ত থাকিবে না। এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্মের ভালো-মন্দ স্থির করিতে হইবে।

আর এক সম্প্রদায় বলেন, এই যে সংসার আবর্তিত হইতেছে, আমরা বাসনার দ্বারা ইহার সহিত আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতেছি ও দুঃখ পাইতেছি, এক কর্মের দ্বারা আর-এক কর্ম এং এইরূপে অন্তহীন কর্মশৃঙ্খল রচনা করিয়া চলিতেছি—এই কর্মপাশ ছেদন করিয়া মুক্ত হওয়াই মানুষের একমাত্র শ্রেয়।

কিন্তু, তবে তো সকল কর্ম বন্ধ করিতে হয়। তাহা নহে, এত সহজে নিষ্কৃতি নাই। কর্মকে এমন করিয়া নিয়মিত করিতে হয় যাহাতে কর্মের দুঃখের বন্ধন ক্রমশ শিথিল হইয়া আসে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোন্ কর্ম শুভ, কোন্ কর্ম অশুভ, তাহা স্থির করিতে হইবে।

অন্য সম্প্রদায় বলেন, জগৎসংসার ভগবানের লীলা। এই লীলার মূলে তাঁহার প্রেম, তাঁহার আনন্দ, অনুভব করিতে পারিলেই আমাদের সার্থকতা।

এই সার্থকতার উপায়ও পূর্বোক্ত দুই সম্প্রদায়ের উপায় হইতে বস্তুত ভিন্ন নহে। নিজের বাসনাকে খর্ব করিতে না পারিলে ভগবানের ইচ্ছাকে



অনুভব করিতে পারা যায় না। ভগবানের ইচ্ছায় মধ্যে নিজের ইচ্ছাকে মর্দিতদানই মর্দিত। সেই মর্দিত্য প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কর্মের শূন্যশূন্য স্থির করিতে হইবে।

যাহারা অষ্টতানশব্দকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহারাও বাসনামোহকে ছেদন করিতে উদ্যত, যাহারা কর্মের অনন্ত শৃঙ্খল হইতে মর্দিত্যপ্রার্থী তাহারাও বাসনাকে উৎপাটিত করিতে চান, ভগবানের প্রেমে যাহারা নিজেকে সম্মিলিত করাই শ্রেয় জ্ঞান করেন তাহারাও বিষয় বাসনাকে তুচ্ছ করিবার কথা বলিয়াছেন।

যদি এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপদেশগুলি কেবল আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইত তাহা হইলে আমাদের পরম্পরের মধ্যে পার্থক্যের সীমা থাকিত না। কিন্তু এই ভিন্ন সম্প্রদায়গণ তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে তত্ত্ব যতই সূক্ষ্ম বা যতই স্থূল হউক, সে তত্ত্বকে কাজের মধ্যে অনুসরণ করিতে হইলে যত দূর পর্যন্তই যাওয়া যাক্, আমাদের গুরুগণ নির্ভীকচিত্তে সমস্ত স্বীকার করিয়া সেই তত্ত্বকে কর্মের দ্বারা সফল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ কোনো বড়ো কথাকে অসাধ্য বা সংসার যাত্রার সহিত অসংগত-বোধে কোনদিন ভীরুতা-বশত কথার কথা করিয়া রাখে নাই। এইজন্য এক সময়ে যে ভারতবর্ষ মাংসাশী ছিল সেই ভারতবর্ষ আজ প্রায় সর্বত্রই নিরামিষাশী হইয়া উঠিয়াছে। জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। যে যুরোপ জাতিগত সমুদয় পরিবর্তনের মূলে সন্নিবিধাকেই লক্ষ্য করেন তাহারা বলিতে পারেন যে, কৃষির ব্যাপ্তিসহকারে ভারতবর্ষে আর্থিক কারণে গোমাংস-ভক্ষণ রহিত হইয়াছে। কিন্তু মনু প্রভৃতি শাস্ত্রের বিধান সত্ত্বেও অন্য সকল মাংসাহারও, এমন-কি মৎস্যভোজনও, ভারতবর্ষের অনেক স্থান হইতে লোপ পাইয়াছে। কোনো প্রাণীকে হিংসা করিবে না, এই উপদেশ জৈনদের মধ্যে এমন করিয়া পালিত হইতেছে যে তাহা সন্নিবিধার তরফ হইতে দেখিলে নিতান্ত বাড়াবাড়ি না মনে করিয়া থাকিবার জো নাই।

যাহাই হউক, তত্ত্বজ্ঞান যত দূর পৌঁছিয়াছে, ভারতবর্ষ কর্মকেও ততদূর পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গেছে। ভারতবর্ষ তত্ত্বের সহিত কর্মের ভেদ সাধন করে নাই এইজন্য আমাদের দেশে কর্মই ধর্ম। আমরা বলি, মানুষের কর্মমাত্রের চরম লক্ষ্য কর্ম হইতে মর্দিত্য, এবং মর্দিত্যের উদ্দেশ্যে কর্ম করাই ধর্ম।

পূর্বেই বলিয়াছি, তত্ত্বের মধ্যে আমাদের যতই পার্থক্য থাকে, কর্মে আমাদের ঐক্য আছে। অষ্টেতানুভূতির মধ্যেই মুক্তি বলা, আর বিগত-সংস্কার নিবাণের মধ্যেই মুক্তি বলা, আর ভগবানের অপরিমেয় প্রেমানন্দের মধ্যেই মুক্তি বলা, প্রকৃতিভেদে যে মুক্তির আদর্শই যাহাকে আকর্ষণ করুক না কেন, সেই মুক্তিপথে যাইবার উপায়গুলির মধ্যে একটি ঐক্য আছে। সে ঐক্য আর কিছু নয়, সমস্ত কর্মকেই নিবৃত্তির অভিমুখ করা। সোপান যেমন সোপানকে অতিক্রম করিবার উপায়, ভারতবর্ষে কর্ম তেমনি কর্মকে অতিক্রম করিবার উপায়। আমাদের সমস্ত শাস্ত্র পুরাণে এই উপদেশই দিয়াছে এবং আমাদের সমাজ এই ভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

য়ুরোপ কর্মকে কর্ম হইতে মুক্তির সোপান করে নাই, কর্মকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এইজন্য য়ুরোপে কর্মসংগ্রামের অন্ত নাই; সেখানে কর্ম ক্রমশই বিচিত্র ও বিপুল হইয়া উঠিতেছে। কৃতকাৰ্ঘ হওয়া সেখানে সকলেরই উদ্দেশ্য। য়ুরোপের ইতিহাস কর্মেরই ইতিহাস।

য়ুরোপ কর্মকে বড়ো করিয়া দেখিয়াছে বলিয়া কর্ম করা সম্বন্ধে স্বাধীনতা চাহিয়াছে; আমরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিব—সেই স্বাধীন ইচ্ছা যেখানে অন্যের কর্ম করিবার স্বাধীনতাকে হনন করে কেবল সেখানেই আইনের প্রয়োজন, এই আইনের শাসন-ব্যতিরেকে সমাজে প্রত্যেকের যথাসম্ভব স্বাধীনতা থাকিতেই পারে না। এইজন্য য়ুরোপীয় সমাজে সমস্ত শাসন ও শাসনের অভাব প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছাকে স্বাধীন করিবার জন্যই কল্পিত।

ভারতবর্ষও স্বাধীনতা চাহিয়াছে, কিন্তু সে স্বাধীনতা একেবারে কর্ম হইতে স্বাধীনতা। আমরা জানি, আমরা যাহাকে সংসার বলি সেখানে কর্মই বস্তুত কৰ্তা, মানুষ তাহার বাহনমাত্র। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এক বাসনার পরে আর-এক বাসনাকে, এক কর্ম হইতে আর-এক কর্মকে বহন করিয়া চলি; হাঁফ ছাড়িবার সময় পাই না; তাহার পরে সেই কর্মের ভার অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া হঠাৎ মৃত্যুর মধ্যে সরিয়া পড়ি। এই-যে বাসনার তাড়নায় চিরজীবন অন্তবিহীন কর্ম করিয়া যাওয়া, ইহারই অবিরাম দাসত্ব ভারতবর্ষ উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছে।

এই লক্ষ্যের পার্থক্য থাকাতোই য়ুরোপ বাসনাকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিয়াছে এবং আমরা বাসনাকে যথাসম্ভব খর্ব করিয়াছি। বাসনা যে কোনো-

দিনই শান্তিতে লইয়া যায় না, পরিণামহীন কর্মক্ষেত্রে জাগ্রত করিয়া রাখে, ইহাকেই আমরা বাসনার দৌরাণ্য বলিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠি। মুরোপ বলে, বাসনা যে কোনো পরিণামে লইয়া যায় না, তাহা নিয়তই যে আমাদের প্রয়াসকে উদ্ভিষ্ট করিয়া রাখে, ইহাই তাহার গৌরব। মুরোপ বলে, প্রাপ্তি নহে, সন্ধানই আনন্দ। ভারতবর্ষ বলে, তোমরা যাহাকে প্রাপ্তি বল তাহাতে আনন্দ নাই; কারণ সে প্রাপ্তির মধ্যে আমাদের সন্ধানের শেষ নাই। সে প্রাপ্তি আমাদের অন্তর প্রাপ্তির দিকে টানিয়া লইয়া যায়। প্রত্যেক প্রাপ্তিকেই পরিণাম বলিয়া ভ্রম করি, এবং তাহার পরে দেখিতে পাই তাহা পরিণাম নহে। যে প্রাপ্তিতে আমাদের শান্তি, আমাদের সন্ধানের শেষ, এই ভ্রমে তাহা হইতে আমাদের দৃষ্টি করে—আমাদের কোনোমতেই মর্জিত দেয় না। যে বাসনা সেই মর্জিত বিরোধী সেই বাসনাকে আমরা হীনবল করিয়া দিব। আমরা কর্মকে জয়ী করিব না, কর্মের উপরে জয়ী হইব।

আমাদের গৃহধর্ম, আমাদের সম্মানধর্ম, আমাদের আহার বিহারের সমস্ত নিয়মসংযম, আমাদের বৈরাগী-ভিক্ষকের গান হইতে তত্ত্বজ্ঞানীদের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা পর্যন্ত সর্বত্রই এই ভাবের আধিপত্য। চাষা হইতে পণ্ডিত পর্যন্ত সকলেই বলিতেছে, আমরা দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াছি, বুদ্ধিপূর্বক মর্জিত পথ গ্রহণ করিবার জন্য, সংসারের অন্তর্হীন আবর্তনের আকর্ষণ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িবার জন্য।

সংস্কৃত ভাষায় 'ভব' শব্দের ধাতুগত অর্থ 'হওয়া'। ভবের বন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন আমরা কাটিতে চাই। মুরোপ খুব করিয়া হইতে চায়; আমরা একেবারেই না হইতে চাই।

এমনতরো ভয়ংকর স্বাধীনতার চেষ্টা ভালো কি মন্দ তাহার মীমাংসা করা বড়ো কঠিন। এরূপ অনাসক্তি যাহাদের স্বভাবসিদ্ধ, আসক্ত লোকের সংসর্গে তাহাদের বিপদ ঘটিতে পারে, এমন-কি তাহাদের মারা যাইবার কথা। অপর পক্ষে বলিবার কথা এই যে মরা-বাঁচাই সার্থকতার চরম পরীক্ষা নয়। ফ্রান্স তাহার ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লবে স্বাধীনতার বিশেষ একটি আদর্শকে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই চেষ্টায় প্রায় তাহার আত্মহত্যার জো হইয়াছিল—যদিই সে মরিত তবে কি তাহার গৌরব কম হইত? একজন মজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার চেষ্টায় একটি লোক প্রাণ নিল, আর একজন

তীরে দাঁড়াইয়া থাকিল—তাই বলিয়া কি উদ্ধার চেষ্টাকে মৃত্যুপরিণামের দ্বারা বিচার করিয়া ধিক্কার দিতে হইবে? পৃথিবীতে আজ সকল দেশই বাসনার অগ্নিকে প্রবল ও কর্মের দৌরাণ্যকে উৎকট করিয়া ভুলিতেছে; আজ ভারতবর্ষ যদি, জড়ভাবে নহে, মৃতভাবে নহে, জাগ্রত সচেতনভাবে বাসনা-বন্ধ-মুক্তির আদর্শকে, শাস্তির জয়পতাকাতে, এই পৃথিবীব্যাপী রক্তাক্ত বিক্ষোভের উর্ধ্বে অবিচলিত দৃঢ়হস্তে ধারণ করিয়া মরিতে পারিত, তবে অন্য-সকলে তাহাকে যতই ধিক্কার দিক, মৃত্যু তাহাকে অপমানিত করিত না।

কিন্তু এ তর্ক এখানে বিস্তার করিবার স্থান নহে। মোট কথা এই যুরোপের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের ঐক্য হইতেই পারে না একথা আমরা বারংবার ভুলিয়া যাই। যে ঐক্যসূত্রে ভারতবর্ষের অতীত ভবিষ্যৎ বিধৃত তাহাকে স্বার্থভাবে অনুসরণ করিতে গেলে আমাদের শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়; রাজবংশাবলীর জন্য বৃথা আক্ষেপ করিয়া বেড়াইলে বিশেষ লাভ নাই। যুরোপীয় ইতিহাসের আদর্শে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে এ কথা আমাদের কাছে একেবারেই ভুলিয়া যাইতে হইবে।

এই ইতিহাসের বহুতর উপকরণ যে বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বহুদিন অনাদৃত এই বৌদ্ধ-শাস্ত্র যুরোপীয় পাণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—আমরা তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ। দেশের প্রতি আমাদের সমস্ত ভালোবাসাই কেবল গভর্মেন্টের দ্বারে ভিক্ষা কাষের মধ্যেই আবদ্ধ, আর-কোনো দিকেই তাহার কোনো গতি নাই। সমস্ত দেশে পাঁচজন লোকও কি বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধার করাকে চিরজীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন না? এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে, এ কথা মনে করিয়াও কি দেশের জনকয়েক তরুণ যুবার উৎসাহ এই পথে ধাবিত হইবে না!

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় ধর্মপদের অনুবাদ করিয়া দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আশা করি তিনি এইখানেই ক্ষান্ত হইবেন না, একে একে বৌদ্ধশাস্ত্রসকলের অনুবাদ বাহির করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের কলঙ্কমোচন করিবেন।

চারুবাবুর প্রতি আমাদের একটা অনুরোধ এই যে, অনুবাদটি মূলের সঙ্গে একেবারে কথায় কথায় মিলাইয়া করিলেই ভালো হয় ; যেখানে দুবোধ হইয়া পড়িবে সেখানে টীকার সাহায্যে বুঝাইয়া দিলে কোনো ক্ষতি হইবে না। অনুবাদ যদি স্থানে স্থানে ব্যাখ্যার আকার ধারণ করে তবে অন্যায় হয় ; কারণ, ব্যাখ্যায় অনুবাদের ভ্রম থাকিতেও পারে ; এইজন্য অনুবাদ ও ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলে পাঠককে বিচার করিবার অবকাশ দেওয়া হয়। মূলের যে সকল কথার অর্থ সুস্পষ্ট নহে অনুবাদে তাহা যথাযথ রাখিয়া দেওয়াই কর্তব্য মনে করি। গ্রন্থের প্রথম শ্লোকটিই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। মূলে আছে—

মনোপদ্বজ্জমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া ।

চারুবাবু ইহার অনুবাদ লিখিয়াছেন : মনই ধর্মসমূহের পূর্বগামী, মনই ধর্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ধর্ম মন হইতে উৎপন্ন হয়। যদি মূলের কথাগুলিই রাখিয়া লিখিতেন “ধর্মসমূহ মনঃপূর্বংগম মনঃশ্রেষ্ঠ মনোময়” তবে মূলের অস্পষ্টতা লইয়া পাঠকগণ অর্থ চিন্তা করিতেন। ‘মনই ধর্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ’ বলিলে ভালো অর্থগ্রহ হয় না, সুতরাং এরূপ স্থলে মূল কথাটা অবিকৃত রাখা উচিত।

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে ।

যে তং ন উপনয্হন্তি বেরং তেসুপসম্মতি ॥

ইহার অনুবাদে আছে : আমাকে তিরস্কার করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে পরাস্ত করিল, আমার দ্রব্য অপহরণ করিল, এইরূপ চিন্তা যাহারা মনে স্থান দেয় না তাহাদের বৈরভাব দূর হইয়া যায়।

‘এইরূপ চিন্তা যাহারা মনে স্থান দেয় না’ বাক্যটি ব্যাখ্যা, প্রকৃত অনুবাদ নহে। বোধ হয় ‘যে ইহাতে লাগিয়া থাকে না’ বলিলে মূলের অনুগত হইত ; অর্থসুগমতার অনুরোধে অতিরিক্ত কথাগুলি ব্যাচ্যেটের মধ্যে দিলে ক্ষতি হয় না। যথা : আমাকে গালি দিল, আমাকে মারিল, আমাকে জিতিল, আমার ( ধন ) হরণ করিল, ইহা যাহারা ( মনে ) বাঁধিয়া না রাখে তাহাদের বৈর শাস্ত হয়।

এই গ্রন্থে মূলের অম্বয়, সংস্কৃত ভাষান্তর ও বাংলা অনুবাদ থাকতে ইহা পাঠকদের ও ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এই গ্রন্থ অবলম্বন করিলে পালিভাষা অধ্যয়নের বিশেষ সাহায্য হইতে পারিবে।

এইখানে বলা আবশ্যিক, সম্প্রতি ত্রিবেণী-কপিলাশ্রম হইতে শ্রীমৎ হরিহরানন্দ স্বামী-কর্তৃক ধ্মপদং সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। আশা করি, গ্রন্থখানিও এই ধর্মশাস্ত্র-প্রচারের সাহায্য করিবে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩১২



## ২। শ্রীমতীশচন্দ্র আচার্য্য বিজ্ঞানভূষণ

আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষেরূপ সমাদর করি, বৌদ্ধগণ ধর্মপদ গ্রন্থেরও তদ্রূপ সমাদর করিয়া থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ষেরূপ সকল ধর্মের সারস্বরূপ গীতোক্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, বুদ্ধ তথাগতও সেইরূপ ধর্মপদ গ্রন্থে স্বীয় ধর্মের স্থূল মর্ম সংক্ষিপ্তভাবে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। ধর্মপদ গ্রন্থ হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান্ প্রভৃতি সকলেরই পাঠ্য। ইহার বিশ্বজনীন উপদেশ কোন ধর্মেরই বিরোধী নহে। ষেরূপ পুরাকালে চীন, জাপান, সিংহল, ব্রহ্ম, তিব্বত, ভারত প্রভৃতি সকল স্থানে এই গ্রন্থখানি যত্নের সহিত ও ভক্তিভাবে অধীত ও অধ্যাপিত হইত, এখনও সেইরূপ বৌদ্ধদেশমাতেই উক্ত গ্রন্থের প্রতি সমাদর অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। শ্রমণগণ উপসম্পদা ( Ordination ) গ্রহণকালে এই গ্রন্থ কণ্ঠস্থ ( অন্ততঃ আবৃত্তি ) করিয়া থাকেন।

অনেকস্থলে মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের বচনের সঙ্গে ধর্মপদ প্রভৃতি পালি গ্রন্থের বচনের সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হয়। বুদ্ধঘোষ ধর্মপদ গ্রন্থের অশ্বকথ্যনামে যে-টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার সঙ্গেও হিন্দু গ্রন্থে উদ্ধৃত শ্লোকের অনেক সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। একটি উদাহরণ এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে :—

এক সময়ে একটি ব্যাধ জাল পাতিয়া বসিয়াছিল। বহু পক্ষী ঐ জালে বদ্ধ হয়। তখন পক্ষিগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া জাল লইয়া যুগপৎ উড়িয়া গেল। এই ঘটনাপ্রসঙ্গে হিন্দু ও বৌদ্ধগ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ দৃষ্ট হয় :—

### মহাভারত

পাশমে কন্মুভাবেতং সহিতৌ হরতৌ মম।

যত্র বৈ বিবিদ্যেতে তত্র মে বশমেযাতে ॥

—উদ্যোগপর্ব, শ্লোক ২৪৬১ ॥

দুইটি পক্ষী সম্মিলিত হইয়া আমার জালপাশ হরণ করিল। কিন্তু যখন ইহারা বিবাদ করিবে, তখন আমার বশে আসিবে।

## পঞ্চভঙ্গ

জালমাদায় গচ্ছন্তি সহসা পক্ষিণোহপ্যমী ।

যাবচ্চ বিবদিস্যন্তে পতিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ।

এমন কি পক্ষিগণও জাল লইয়া সহসা উড়িয়া গেল । কিন্তু যখন ইহারা বিবাদ করিবে, তখন নিশ্চয়ই ভূমিতে পতিত হইবে ।

## হিতোপদেশ

সংহত্যস্ত হরন্ত্যেতে মম জালং বিহঙ্গমাঃ ।

যদা তু নিরতিষ্যাস্ত কামেষ্যন্তী মে তদা ॥ ( ১।৩৫ ) ॥

এই পক্ষিগণ মিলিত হইয়া আমার জাল হরণ করিল । কিন্তু ইহারা যখন ভূমিতে পতিত হইবে, তখন আমার বশে আসিবে ।

## পালি

## বস্তুক-জাতক ও স্তুতিনিপাত-অথকথা

সংমোদগানা গচ্ছন্তি জালমাদায় পক্খিণো ।

যদা তে বিবদিস্‌সন্তি তদা এহিস্তি মে বসং ॥

পক্ষিগণ সম্মিলিত হইয়া আনন্দ সহকারে জাল লইয়া গমন করিতেছে । যখন ইহারা পরস্পর বিবাদ করিবে, তখন আমার বশে আসিবে ।

হিন্দু ও বৌদ্ধ গ্রন্থে উদ্ধৃত বচনসমূহের ঐক্যের কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া পাশ্চাত্য পাণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, পালিভাষার বচনগুলিই মূল । সংস্কৃতে ঐ সকল বচন কালক্রমে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে অথবা উহাদের অনূকরণে সংস্কৃতে অনেক শ্লোক প্রস্তুত হইয়াছে । পাশ্চাত্য পাণ্ডিতগণের মতের সমালোচনা করা এস্থলে আমার উদ্দেশ্য নহে । মূল ধর্মপদ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াই আমি ভূমিকার উপসংহার করিব ।

পালিভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা—সুত্ত ( সুত্ত ), বিনয় ও অভিধম্ম ( অভিধম্ম ) । ধর্মপদ গ্রন্থ সুত্তপিটকের অন্তর্গত । এই গ্রন্থ অতি প্রাচীন । ইহা ২৬ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ হইয়াছে । এই কয়েকটি অধ্যায়ে নানা প্রস্তাবে গ্রন্থকার কোন-গুলি সংকম ও কোন-গুলি অসংকম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । গ্রন্থের নাম ধর্মপদ, কিন্তু ধর্মপদের প্রকৃত অর্থ

কি, তাহা এ পৰ্যন্ত নিৰ্দ্ধারিত হয় নাই। মিঃ গগালি'র মতে “ধম্মপদের” অর্থ “ধম্মের সোপান”, স্পেন্স হার্ডি'র মতে “ধম্মের পথ”, ফীর্ মহোদয়ের মতে “ধম্মের ভিত্তি”, অধ্যাপক ফজ্বালের মতে “ধম্ম-বিষয়ক কাব্য”; মিঃ বীল বলেন, চীন ভাষায় উহার অর্থ “ধম্ম-গ্রন্থ”। এইরূপে “পদ” শব্দের অর্থ লইয়াই নানা গোল। “ধম্ম” শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা ত কেহই সূনিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন নাই। কেহ বলেন, “ধম্ম” শব্দের অর্থ “কম্ম” কাহারও মতে উহার অর্থ “সংস্কার”; কেহ কেহ বলেন, “বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার”, এই তিন স্কন্ধই ধম্ম শব্দের অন্তর্ভূত। অন্যেরা বলেন, “ধম্ম” শব্দের অর্থ “কার্য্যকারণ ভাব” কেহ কেহ বা ধম্ম শব্দের সামান্যতঃ “পদার্থ” অর্থ স্বীকার করিয়া থাকেন। কোন কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থে “ধম্ম” শব্দ “স্বভাব” অর্থে পরিগৃহীত হইয়াছে। এইরূপে “ধম্ম” ও “পদ” শব্দের অর্থ লইয়া নানা মত উপস্থিত হইয়াছে। সহস্র মত সত্ত্বেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়াছেন, ‘কার্য্যকারণ ভাবই ধম্ম শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ।’ আমি বর্ত্তমান মূহূর্ত্তে যাহা আছি, তাহা পূর্ষ্ব পূর্ষ্ব মূহূর্ত্তে যাহা ছিলাম তাহারই পরিণাম মাত্র। আমি পর মূহূর্ত্তে যাহা হইব, তাহাও বর্ত্তমান মূহূর্ত্তে যাহা আছি তাহার ফল মাত্র। এই-রূপে কম্মের পরিণামেই আমরা উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছি। কম্ম সাধারণতঃ ত্রিবিধ; যথা—কায়িক, বাচনিক ও মানসিক; আমি কুঠার দ্বারা কোন ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করিলাম, এই শিরশ্ছেদ ব্যাপার প্রকৃত প্রস্তাবে ‘কম্ম’ নহে। উক্ত ব্যাপারের অন্ত্ৰস্থান করিয়া আমার হৃদয়ে যে সংস্কারের উৎপত্তি হইল, তাহাই কম্ম। আমি ককর্শ বচন দ্বারা কোন ব্যক্তিকে ব্যথিত করিলাম, এই ব্যথিত-করণ ব্যাপারও কম্ম নহে। ঐ ব্যাপারজনিত সংস্কারই কম্ম। আমি কাহারও অনিষ্ট করিবার অভিলাষ করিলাম, এই অভিলাষ করণও কম্ম নহে। ঐ ব্যাপার হইতে সমুৎপন্ন সংস্কারই কম্ম। এই সকল উদাহরণ দ্বারা আমরা দেখিতে পাইলাম, ‘সংস্কার’ ও ‘কম্ম’ একই পদার্থ। এই সংস্কার বা কম্মের পরিণামই ‘আমি’ বা অহং। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি কাহারও বিনষ্ট করিবার ক্ষমতা নাই, যতক্ষণ অগ্নি থাকিবে, ততক্ষণ ইহার দাহিকাশক্তি থাকিবে, সেইরূপ কম্মের ফল কাহারও প্রতিরুদ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই। বর্ত্তমান মূহূর্ত্তের কম্ম পর মূহূর্ত্তের ফল প্রসব করিবে, পর মূহূর্ত্তের কম্ম তৎপরবর্ত্তী মূহূর্ত্তের ফল প্রসব

করিবে। কৰ্মপ্রবাহ দ্বারা আমরা নিয়ত পরিচালিত হইতেছি। আমাদের সূত্র, দ্রুত, উন্নতি, অবনতি এই কৰ্মের উপর নির্ভর করিতেছে। এই কৰ্মসমূহের মধ্যে কাৰ্য্যকারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। আমি বর্তমান মূহুর্তে যে দ্রুত অনুভব করিতেছি, উহা আমার পূৰ্ব্ব মূহুর্তের কৰ্মের পরিণাম। অতএব দ্রুত ও কৰ্ম পরমার্থতঃ একই পদার্থ, বিশেষ এই—কৰ্মটী কারণ ও দ্রুত কাৰ্য্য। আমার কাৰ্য্য ও কারণের মধ্যেও কোনও প্রভেদ নাই, বর্তমান মূহুর্তে যাহা কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, পর মূহুর্তে উহাই কাৰ্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং বর্তমান মূহুর্তে যাহা কাৰ্য্য, তাহাই পূৰ্ব্ব মূহুর্তের কারণ, এই আখ্যা লাভ করিয়াছিল। এইরূপে পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ‘সংস্কার,’ ‘কৰ্ম,’ ‘স্বভাব,’ ‘কাৰ্য্য-কারণভাব,’ ‘পদার্থ,’ ইত্যাদি সমস্তই পরস্পর অভিন্ন। ‘ধম’ শব্দের অর্থ ‘কৰ্ম’ই হউক, ‘সংস্কার’ই হউক, ‘স্বভাব’ই হউক, আর ‘পদার্থ’ই হউক, উহা ‘কাৰ্য্যকারণ-ভাব’ মাত্র। যেহেতু ‘ধম’ বা কৰ্মের প্রভাব কেহই পরিহার করিতে পারেন না, অতএব ধম কি, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া সকলেরই কতব্য। এই পদার্থ বুদ্ধাইবার জন্যই বুদ্ধদেব ‘ধম্মপদ’ গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছিলেন। ধম্মপদ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই লিখিত আছে বলীবন্দ যেমন নিয়ত শকটচক্রের অনুধাবন করে, সেইরূপে কৰ্মসমূহও জীবের সতত অনুসরণ করিয়া থাকে।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে বুদ্ধঘোষ পালি ভাষায় ধম্মপদের টীকা বিরচন করেন। তিনি প্রত্যেক শ্লোকের ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক একটি উপাখ্যান উল্লিখিত করিয়াছেন। কথিত আছে, স্বয়ং বুদ্ধদেব ঐ সকল উপাখ্যান তাঁহার শিষ্যগণের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, বুদ্ধের নিষ্পাণের অব্যবহিত পরে, রাজগৃহ নগরে প্রথম বোধিসত্তম কালে ধম্মপদ গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে বুদ্ধঘোষের আবির্ভাব হয়। তিনি ধম্মপদের টীকা লিখিতে যাইয়া বলিয়াছেন, ধম্মপদ গ্রন্থে যাহা আছে, উহা সমস্তই বুদ্ধের উক্তি। প্রথম বোধিসত্তমকালে ঐ সমস্ত উক্তি গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হইয়াছিল।

অধ্যাপক মোক্ষমূলর বলেন, বুদ্ধঘোষ স্বীয় টীকায় ধম্মপদের মূল শ্লোকসমূহের বহু পাঠান্তর উল্লেখ করিয়াছেন। যে সকল হস্তলিখিত পুস্তক হইতে ঐ পাঠান্তরসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছিল ঐ সকল পুস্তকের

প্রতিলিপি বস্তগামণির রাজত্বকালে খ্রীষ্টপূর্ব ৭৬-৮৮—অন্দ্রে রচিত হয় ।

খ্রীষ্টীয় ৪১০—৪৩২ অন্দ্রে মহানাম নামক পণ্ডিত ‘মহাবংস’ নামে সিংহলের এক ইতিহাস রচনা করেন । প্রথম ৩৭ অধ্যায় মহানামের রচিত । এই ৩৭ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে বুদ্ধঘোষ মগধ হইতে সিংহলীর অন্তর্গত অনুরাধাপুর নগরে গমন করেন এবং সিংহলীয় অথকথা ( অর্থ-কথা ) পালি ভাষায় অনূদিত করেন ।

‘মহাবংস’ গ্রন্থে বুদ্ধঘোষের জীবনচরিত সংক্ষেপে বর্ণিত আছে । মগধের বোধিদ্রুম সমীপে এক ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিতেন । তিনি সমগ্র বিদ্যায় ও সমগ্র কলায় সুদীপ্ত ছিলেন এবং বেদগ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন । তিনি একদা রেবত নামক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হন, এবং পরাজিত হইয়া বিজ্ঞেতার ধর্ম গ্রহণ করেন । উক্ত ব্রাহ্মণের স্ত্রীর বুদ্ধদেবের ন্যায় ওজস্বী ও সুমধুর ছিল বলিয়া বৌদ্ধগণ তাঁহাকে বুদ্ধঘোষ, এই উপনাম প্রদান করেন । বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি বুদ্ধঘোষ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । দীক্ষা গ্রহণান্তর বুদ্ধঘোষ ‘জ্ঞানোদয়’ নামে একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ প্রণয়ন করেন । অনন্তর তিনি ত্রিপিটকের টীকা বিরচন করিবার মানস করেন । এই সময়ে রেবত ভিক্ষু তাঁহাকে বলিলেন : ‘জম্বুদ্বীপে ত্রিপিটকের মূলগ্রন্থ মাত্র বিদ্যমান আছে ; কিন্তু উহার ব্যাখ্যা এদেশে বর্তমান নাই । স্থবির মহেন্দ্র খৃষ্টপূর্ব ২৪১ অন্দ্রে সিংহলী ভাষায় ত্রিপিটকের যে ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন, উহা অবলম্বন করিয়া পালিভাষায় ত্রিপিটকের টীকা বিরচন কর । ইহাতে জগতের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে ।’ রেবত ভিক্ষুর পরামর্শানুসারে বুদ্ধঘোষ সিংহল যাত্রা করেন । এই সময়ে ( ৪১০—৪৩২ খৃঃ অন্দ পৰ্য্যন্ত ) মহানাম সিংহলের রাজা ছিলেন । বুদ্ধঘোষ সিংহলের অনুরাধাপুর নগরস্থিত মহাবিহারে উপস্থিত হইয়া স্থবির সংঘপালের নিকট ত্রিপিটকের সিংহলী ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন । তদনন্তর তিনি পালি ভাষায় বিসুদ্ধিমগ্গো ( বিশুদ্ধিমার্গ ) নামক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন । সিংহলবাসিগণ তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অথকথা ( অর্থকথা ) নামক পদ্বস্তক প্রদান করেন । এই অথকথাই ত্রিপিটকের পালি ব্যাখ্যা । বুদ্ধঘোষ এই অথকথা পালি ভাষায় অনূদিত করিয়া জম্বুদ্বীপে ত্রিপিটকের মথার্থ ব্যাখ্যা প্রচার করেন । বুদ্ধঘোষ সিংহল হইতে যে সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থের উদ্ধার করেন, ব্রহ্ম বা তৈলঙ্গী অক্ষরে ঐ সকল গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত হয় । এইরূপে ক্রমে ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার বৃদ্ধি হয় ।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কবাসী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ফজ্বোল্ ধম্মপদের এক অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সময়ে তিনি উক্ত গ্রন্থ ল্যাটীন ভাষায় অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় পাণ্ডিতমণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করেন। তদনন্তর বাণ্‌ফ, গগালি, উফম, ওয়েবার, প্রভৃতি পাণ্ডিতগণ ধম্মপদ গ্রন্থ ফরাসী, ইংরাজী, ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত করিয়া উহার প্রচার বৃদ্ধিকরেন। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক মোক্ষমূল্যের ধম্মপদ গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় অনূদিত করিয়া প্রাচ্য-ধর্মগ্রন্থশ্রেণী মধ্যে প্রকাশিত করেন। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে লন্ডন রয়েল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটির জার্নালে অধ্যাপক চাইল্ডার্স মহোদয় ধম্মপদ সম্বন্ধে নানা গবেষণাপূর্ণ একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে ডাক্তার জেম্‌স্‌ আল্‌ উইস্‌ সিংহলী জার্নালে ধম্মপদের এক সুবিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ফার্নান্দ হু ধম্মপদ গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত করেন। ডাক্তার রিজ্‌-ডেভিড স্‌ও ধম্মপদের অনেক অংশ ভাষান্তরিত করেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে রেভারেন্ড্‌ বীল্‌ চীন ভাষায় অনূদিত ধম্মপদ গ্রন্থের ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ সীফ্‌নার তিস্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত ধম্মপদ গ্রন্থের জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন। বীল্‌ বলেন, চীন ভাষায় ধম্মপদ গ্রন্থের চারিখানি অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। একখানি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে, দ্বিতীয় খানি ২২০ খ্রীষ্টাব্দে, তৃতীয় খানি ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে ও চতুর্থ খানি ৮ম শতাব্দীতে প্রস্তুত হইয়াছিল। চীন অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছে—আর্ম ধর্মগ্রাত নামক পাণ্ডিত ভারতবর্ষ হইতে ধম্মপদ গ্রন্থ চীন দেশে লইয়া গিয়াছিলেন। ধর্মগ্রাত বসুমিগ্রের পিতৃব্য। বসুমিগ্র কণিষ্কের সমসাময়িক। অতএব খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর লোক। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ধম্মপদ গ্রন্থের মূল ও বুদ্ধঘোষের টীকা কলিকাতা বুদ্ধিষ্ট টেক্‌স্ট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। আজকাল চতুর্দিকে প্রাচ্য-ভাষা-সমূহের যেরূপ অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে আমরা আশা করি, চারুবাধুকৃত ধম্মপদের নূতন সংস্করণখানি পাণ্ডিত সমাজে বিশেষরূপে আদৃত হইবে ও পালি ভাষা শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিবে। এরূপ মহামূল্য গ্রন্থ সর্বসাধারণের উপযোগী হইয়া প্রকাশিত হইল, ইহা বড়ই আনন্দের।

প্রেসিডেন্সী কলেজ,

কলিকাতা

৩রা এপ্রিল, ১৯০৪

}

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য বিজ্ঞানভূষণ



### ৩। প্রবোধচন্দ্র সেন

সংস্কৃত সাহিত্যে গীতার যে স্থান, পালি সাহিত্যে ধম্মপদের সেই স্থান। এই দুই গ্রন্থেই ভারতীয় ধর্মজীবনের সংহততম ও উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছে। গীতা মূলতঃ ভাগবত বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ হলেও এই গ্রন্থের আদর্শ আসলে অসাম্প্রদায়িক ও বিশ্বজনীন; ধম্মপদও তেমনি বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ বলে গণ্য হলেও এই গ্রন্থের নীতি ও বাণী আজ সর্ব-মানবেরই গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বাণীই সংকলিত হয়েছে, এই হচ্ছে প্রচলিত ধারণা। তেমনি বৌদ্ধদের বিশ্বাস ধম্মপদ গ্রন্থখানি বুদ্ধবাণীরই সংগ্রহ। কিন্তু গীতা ও ধম্মপদের ধর্মবাণী-গুলি আমরা যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব সেই ভাষায় ও ভঙ্গিতেই উপদেশ দিয়েছিলেন, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে একথা সত্য যে, এই দুই গ্রন্থে ভারতবর্ষেরই শাস্বত বাণী সংকলিত হয়েছে। এই বিশেষ মর্যাদার প্রভাবেই এই দুই গ্রন্থ আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ও সব ভাষাতেই সমভাবে আদৃত ও অনূদিত হচ্ছে। অথচ যে ধম্মপদ আজ পৃথিবীতে ভারতীয় আদর্শের মর্যাদাবৃদ্ধির সহায়তা করছে, সেই ধম্মপদ ভারতবর্ষেই এক সময়ে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক কালে অবশ্য ধম্মপদ ভারতবর্ষে নূতন করে প্রতিষ্ঠালাভ করতে শুরুর করেছে, কিন্তু গীতার সহিত সমকক্ষতা লাভের আশা এখনও বহু দূরবর্তী। অথচ এক সময়ে এশিয়ার চিন্তাবিজয়-অভিযানে ধম্মপদ গীতাকে বহু পরিমাণেই অতিক্রম করে গিয়েছিল। অধুনাপূর্ব কালে গীতা ভারতবর্ষের বাইরে খুব বেশি প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেনি। অথচ ধম্মপদ এক কালে সিংহল-ব্রহ্ম-শ্যাম এবং চীন-তিব্বত-তুর্কিস্থান প্রভৃতি এশিয়ার বহু দেশে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তী কালে যে কারণে বৌদ্ধধর্ম তার উৎপত্তি ভূমিতে মহিমালুপ্ত হয়েছিল, সে কারণেই ধম্মপদের প্রভাবও সেখানে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছিল।

আধুনিক কালে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চার ফলে ধম্মপদ গ্রন্থখানির প্রকৃতি ও প্রভাবের ইতিহাস বহু পরিমাণেই জানা গিয়েছে। সকলেই জানে যে, গীতা পুস্তকখানি মহাভারতের ভীষ্মপর্বের একটি অংশমাত্র। ধম্মপদও তেমনি বৌদ্ধ ত্রিপিটকেরই অঙ্গবিশেষ। পালি স্দুত্তপিটকের পাঁচটি নিকায়

বা অংশ ; তার পঞ্চমটির নাম খুন্দকনিকায় পনেরটি পুস্তকের সমষ্টি ; তার দ্বিতীয় পুস্তকখানিরই নাম ধম্মপদ । ধম্মপদও ক্ষুদ্র, বোধ করি পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম ধর্মগ্রন্থ । অথচ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আজ বিশ্বমানবের চিত্তকে গভীরভাবে ও নিবিড়ভাবে অধিকার করেছে । কত ভাষায় যে তার অনুবাদ হয়েছে বলা যায় না । প্রাচীন কালেও এই গ্রন্থখানি বহু ভাষাকে আশ্রয় করে আপন প্রভাব বিস্তার করেছিল । সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত এই তিনটি ভারতীয় ভাষাতেই ধম্মপদ সুপ্রচলিত ছিল । কালক্রমে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধম্মপদ বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । একমাত্র পালি সাহিত্যেই ধম্মপদ গ্রন্থখানি আবহমানকাল সুরক্ষিত আছে । তাই তার পালি রূপটাই সুপরিচিত হয়েছে । কিন্তু এক সময়ে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধম্মপদের প্রভাবও কম ছিল না । কিছুকাল পূর্বে মধ্য এশিয়ার মরুভূমি থেকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধম্মপদ উদ্ধার করা হয়েছে । সংস্কৃত ধম্মপদের নাম ‘উদানবর্গ’ । এই উদানবর্গ একাধিকবার চীনা ও তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছে । ধম্মপদ গ্রন্থের এইসব বিভিন্নরূপের বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে শ্রীপ্রভাত কুমার মুনোপাধ্যায়ের ‘ধম্মপদ ও উদানবর্গ’ প্রবন্ধে ( হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা, ১৯৩১ ) । ডক্টর প্রমোদচন্দ্র বাগচী-প্রণীত ‘বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য’ পুস্তকেও সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ধম্মপদের সংক্ষিপ্ত অথচ সুদৃষ্ট পরিচয় আছে । বর্তমান ভূমিকা লেখকের ‘ধম্মপদ-পরিচয়’ গ্রন্থে ধম্মপদের রচনাকাল তথা তার ভারতীয় প্রকৃতি, প্রভাব ও গৌরবের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত বিশদভাবেই আলোচিত হয়েছে । এস্থলে তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক ।

সুখের বিষয় দীর্ঘকালীন বিস্মৃতির পরে ধম্মপদ আজ আবার আমাদের নবোন্মুখ চিত্তে আপনার স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভের উপক্রম করছে । এই প্রতিষ্ঠাদানে যারা অগ্রণী, তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র বসু, সত্যীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় । তাঁদের পর থেকে বাংলাদেশে ধম্মপদ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও আলোচনা মন্থর হলেও স্থির গতিতে বেড়ে চলেছে । ফলে গীতার ন্যায় ধম্মপদেরও বিভিন্ন প্রকারের সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । ধর্মাকুর বিহারের বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ ধর্মধার মহাস্থবির-সম্পাদিত ধম্মপদের সুদৃভ ও সুবহ সংস্করণটি সাদরে অভিনিন্দিত হবার যোগ্য । বাংলা ভাষায় ধম্মপদের এমন সুদৃপ্তিপাটি ও স্বল্পায়তন সংস্করণ আর আছে কিনা জানি না । মূল

পালি পাঠের সঙ্গে বিতর্ক ব্যাখ্যা ও পাণ্ডিত্য-বর্জিত সহজ সরল অথচ মূলানুগ অনুবাদ থাকাতে বইখানি পাণ্ডিত-অপাণ্ডিত-নির্বিশেষে সব রকম আগ্রহী পাঠকেরই নিত্যসঙ্গী ও নিত্যপাঠ্য হবার উপযোগী হয়েছে। প্রয়োজন মতো স্থলে স্থলে ভারতীয় সাহিত্য থেকে সানুবাদ সদৃশ উক্তি উদ্ধৃত করাতে এবং পরিশেষে দূরদূর শব্দের অর্থ দেওয়াতে বইখানির উপযোগিতা বহু পরিমাণে বেড়েছে। এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের ফলে শ্লোক-গুলির অর্থ গ্রহণ ও তাৎপর্য উপলব্ধির পক্ষে পাঠকের খুবই সহায়তা হবে। আশা করি এই সংস্করণটি পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে এবং বাঙালির হৃদয়ে ধর্মপদের মহৎ বিশ্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অন্যতম পথিকৃতির কাজ করবে।

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

প্রবোধচন্দ্র সেন

৭ চৈত্র ১৩৬০

## ৪। পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির

ধম্মপদ করুণাময় বুদ্ধের মৃদু-নিঃসৃত বাণী। নানা ঘটনা উপলক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তিকে এই উপদেশাবলী প্রদত্ত হইয়াছিল। মানুষের অধ্যাত্ম জীবনের এমন কোনও সমস্যা নাই যাহার সমাধান ইহার মধ্যে পাওয়া যাইবে না। গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে প্রায়শই ইহা প্রতীত হইবে যেন আড়াই হাজার বৎসরের পূর্ব-সীমায় উপবিষ্ট সেই ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা পুরুষই আমাদের অন্তরের গোপন ভাব, আমাদের অধ্যাত্মজীবনের প্রধান অন্তরায়গুলি, আমাদের সাধনমার্গের বাধা-বিপত্তি বিঘ্নসমূহ আবিষ্কার করিয়া সেগুলি মোচন করিবার উপায় প্রাজ্ঞ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মানুষ, মানব মনের চিরন্তন রহস্যগুলির উদ্ঘাটন ও উহাদের সুদৃষ্টিত সমাধান ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। মানব-প্রকৃতি দেশ-কাল নিরপেক্ষ। অতীতেও ধম্মপদ মানুষের পক্ষে ঘেরূপ আত্মশুদ্ধি ও সত্যোপলব্ধির সহায়ক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে বর্তমানেও ইহা সেইরূপই বিবেচিত হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতেও তদ্রূপই হইবে।

ধম্মপদের প্রতিটি যুক্তি অকাট্য। উপমাগুলি যথাযথ এবং সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন হইতে আহৃত, সুতরাং অনায়াসবোধ্য। কোন দূরত্ব দার্শনিকতত্ত্ব ইহাতে স্থান পায় নাই। সেকারণে ইহা সহজেই মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। যাহার উপাদেয়তা সম্রাট অশোককে মৃদু ও আমূল পরিবর্তিত করিয়াছিল সে মাধুর্যে কোটি কোটি মানব-হৃদয় তৃপ্তিলাভ করিবে ইহাতে আশ্চর্য কি? শান্তি-সম্পাদনী জন-সমাজের জন্য আজিও ইহা অপরিহার্য।

### রচনাকাল

সিক্কিলাভের পর হইতে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত ভগবান বুদ্ধ জনসাধারণের হিতের জন্য বিভিন্ন ধর্মপিপাসুদের মধ্যে যে অমৃতবাণী বর্ষণ করিয়াছেন তাহারই সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ এই ধম্মপদ। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে সিংহলাধিপতি মহানামের রাজত্বকালে (৪১০-৩২) মগধের আচার্য বুদ্ধঘোষ পালি ভাষায় ইহার অর্থকথা রচনা করেন। ধম্মপদের ইহাই একমাত্র প্রামাণ্য ভাষ্য। গ্রন্থকার ইহাতে মূল গাথার অনেক পাঠান্তরের উল্লেখ করেন। যে সকল হস্তলিখিত পুস্তকে এই পাঠান্তর পরিদৃষ্ট হয় সে প্রতিলিপিগুলি

সিংহলরাজ ষট্‌গামনির সময়ে ( খৃঃ পূঃ ৮৮-৭৬ ) লিপিবদ্ধ হয়। খৃঃ পূঃ ৩য় শতকের পূর্বার্ধে সম্রাট অশোকের পুত্র ভিক্রাদ্রষ্ট মহেন্দ্র কর্তৃক মাগধী ভাষা হইতে ঐ ভাষা সিংহলী ভাষায় অনূদিত হয়। 'যা তম্বপাণিম্‌হি দীপভাসায় সন্নিষ্ঠতা' তাহাই উক্তকালে বুদ্ধঘোষের অর্থকথা রচনার উপজীব্য হয়।

খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর রচিত 'মিলিন্দ প্রশ্ন' বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহাতে ধর্মপদের উল্লেখ আছে। অভিজ্ঞ পিটকের 'কথাবন্ধু' খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে রচিত। ধর্মপদের অনেক গাথা ইহাতে পাওয়া যায়, সুতরাং ধর্মপদ এই দুই গ্রন্থের পূর্ববর্তী।

দীপবংস ও মহাবংসে দেখা যায় সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোক ( খৃঃ পূঃ ২৭২-৩২ ) শ্রামণের নিগ্রোধের ( উপগুপ্তের ) মৃত্যু ধর্মপদের 'অপমাদ বগ্‌গ' শব্দনিয়া মৃদু হন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং অশোকের পূর্বেও ধর্মপদ বর্তমান ছিল।

মহাসাংঘিকদের রচিত 'মহাবস্তু'র অনেক স্থানে ধর্মপদ বুদ্ধভাষিত বলা হইয়াছে [ যথোক্তং ভগবতা ধর্মপদেষু ]। তাহার উপদেশ হইতে চয়ন করিয়া প্রথম সঙ্গীতিতে (খ্রীঃ পূঃ ৪৮৫ অব্দে) ধর্মপদ সংকলিত ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গীতিতে অনূদিত হয়।

## ধর্মপদ ও গীতা

'আমরা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ষেরূপ সমাদর করি বৌদ্ধগণ ধর্মপদ গ্রন্থের তদ্রূপ সমাদর করিয়া থাকেন।'

—ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ( ধর্মপদ ভূমিকা )

'ধর্মপদ বৌদ্ধগ্রন্থ না হলে এদেশে তা গীতার চেয়ে কম আদর পেত বলে মনে হয় না।'

—ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী ( বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, ৬৬ )

বৌদ্ধধর্মে ধর্মপদ যে স্থান অধিকার করিয়াছে, হিন্দুধর্মে গীতাও সেই স্থান পাইয়াছে। ধর্মপদ যেমন প্রত্যেক বৌদ্ধগৃহে পঠিত হয়, গীতাও তদ্রূপ বহু হিন্দুগৃহে পঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে ভাব-সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। গীতার ব্রহ্মনির্বাণের অর্থ ব্রাহ্মী-স্থিতি, বৌদ্ধ নির্বাণের মত শূন্য নহে, বৌদ্ধগণই যে গীতা হইতে 'নির্বাণ' শব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন, এই মতই অধিকতর সমীচীন

মনে হয়। ‘যোগক্ষেম’ শব্দটি প্রাচীন। সম্ভবতঃ উপনিষদ্ ও গীতা হইতে উহা ধম্মপদে গৃহীত।

—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত গীতা ভূমিকা।

বুদ্ধই সর্বপ্রথম নিৰ্বাণ শব্দ মূক্তি অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। তৎপূর্বে ইহা দীপ-নিৰ্বাণে ব্যবহৃত হইত—মূক্তি অর্থে নহে। আৰ্যমুক্তির সহিত ইহা ভাবসামঞ্জস্যহীন। দীপ-নিৰ্বাণ দীপস্থিতি নহে, তৈল, সলিতা প্রভৃতি কারণ দ্রব্যের সমবায়ে যে দীপশিখা উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকিত, ইন্ধন বা কারণের অভাবে সেই ক্ষুদ্রলিঙ্গরাশির অন্তঃপত্তিই দীপনিৰ্বাণ। স্নাতরাং অন্তঃপাদে স্থিতি অবাস্তব কল্পনা। জীব-নিৰ্বাণ সম্বন্ধেও সে কথা প্রযোজ্য। কাৰ্য-কারণের যে বিভিন্ন প্রবাহ জীবরূপে চলিয়াছে, অবিদ্যা, তৃষ্ণা, কর্ম প্রভৃতি কারণের নিরোধে কাৰ্যরূপ জীবন-প্রবাহের অন্তঃপত্তিই জীব-নিৰ্বাণ, জীবস্থিতি নহে। নিৰ্বাণের নামান্তর ‘অন্তঃপাদ নিরোধ’। বৌদ্ধ মূক্তির সহিত নিৰ্বাণের ভারসাম্য বিদ্যমান, যাহা আৰ্যমুক্তির দ্যোতক নহে। ধম্মপদের জনপ্রিয় ও মূক্তিবাদক নিৰ্বাণ শব্দ পরবর্তী কালে সজ্ঞতিহীন হইলেও গীতাকার ব্রহ্মনিৰ্বাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই মূক্তিসঙ্গত।

যোগক্ষেম শব্দ ধম্মপদের ন্যায় গীতায়ও পরিদৃষ্ট হয়—‘যাহারা অন্য চিন্তা না করিয়া আমাকে উপাসনা করেন সেই সকল নিত্য যোগযুদ্ধগণের যোগ ও ক্ষেম ( অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ ) আমি বহন করি’ গীতা, ৯।২২।

‘যাহারা নিত্য দৃঢ় পরাক্রমশালী ও সত্য ( শমথ-বিদর্শন ) ধ্যানপরায়ণ সেই সকল সূধীরাই অনন্তর যোগক্ষেম ( যোগমুক্তি ) নিৰ্বাণ অধিগত হন।’ ধম্মপদ, ২।৩।

উভয় গ্রন্থে নিজস্ব নীতি ও আদর্শ ঘোষিত হইয়াছে। গীতা বলে উপাসকের যোগক্ষেম শ্রীকৃষ্ণই বহন করেন, পরতন্ত্রতা ও মূখ্যাপেক্ষিতা ইহার আদর্শ। কিন্তু ধম্মপদ ঘোষণা করে অধ্যবসায় ও সাধনা প্রভাবে সাধক নিজেই নিজের মূক্তি অর্জন করেন। আত্মনিষ্ঠা ও পুরুষকার ইহার আদর্শ। অপরে অধ্যয়ন করিয়া নিজের জ্ঞান আহরণ যেমন অসম্ভব, একের মূক্তিও সেইরূপ অপরে আহরণ করিতে পারে না। ‘পচ্ছন্তং বেদিতম্বো বিপ্রং ঞ্জিহ’ মূক্তিতত্ত্ব বিজ্ঞগণের স্বয়ং উপলব্ধির বিষয়। যোগক্ষেম শব্দের অর্থ সম্বন্ধেও

উভয় গ্রন্থ প্রবৃতি ও নিবৃতিমুখী। এ সকল আলোচনার প্রমাণিত হয় ধর্মপদের যোগক্ষেম মৌলিক।

গীতা ও ভাগবতে অবতার-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। লৌকিক অবতারবাদে বৈদিক ঈশ্বরের সর্বব্যাপীত্বের বিরোধ রহিয়াছে। যেখানে যে ছিল না সেখানে তার আগমন—উপর হইতে নীচে আগমন—সাকার কিংবা নিরাকারই হউন সর্বব্যাপীর পক্ষে অবতরণের স্থান ও প্রয়োজন নাই। আচার্য শঙ্করের মতে ‘গীতাশাস্ত্র বেদার্থসার সংগ্রহ। সুতরাং উহা বেদানুকূল হইবে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার তাই গীতা ভগবদুক্তিরূপে বর্ণিত এই বিশ্বাস বেদবিরুদ্ধ।’

‘গীতা পদ্মনাভ নামক ঋষির রচিত। পদ্মনাভের যৌগিক অর্থ বিষ্ণু বটে, কিন্তু গীতা বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের মূখনিঃসৃত নহে।’ (ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন)।

মহাভারতের ১৬শ অধ্যায়ে, অনঙ্গীতাতে উল্লেখ আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর গীতার উপদেশ বিস্মৃত হওয়ায় অর্জুন যখন পুনরায় শুনিতে চাহেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিলেন, ‘যোগস্থ হইয়া আমি যাহা বলিয়াছিলাম এখন তাহা মনে হইবে কেন?’ যাহা শ্রোতা বিস্মৃত, বক্তা পুনর্বার বলিতে অসমর্থ তাহাই সঞ্জয় অবলীলাক্রমে বর্ণনা করিলেন ধৃতরাষ্ট্রের নিকট! তবে শ্রীকৃষ্ণের মূখ দিয়া এই সকল তত্ত্বের উদ্ভব হইল কেন? পুরাতন ত্রিপিটক ও বাইবেলে দেখা যায় উপদেশটা কিহু বলিতে যাইয়া আরম্ভ করেন ‘এতদবোচ ভগবা’—Thus said the Lord অর্থাৎ ভগবান এরূপ বলিয়াছেন। ইহা উপদেশ দিবার তদানীন্তন একটা প্রণালী; সম্ভবতঃ গীতায়ও তাহা অনুসৃত হইয়াছে।

গীতা ও ভাগবত উভয়ের অবতারবাদ পরস্পর সঙ্গতিহীন। ‘সম্ভবামি যুগে যুগে’ (গীতা ৪।৮) অর্থাৎ ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত এক ঈশ্বরই যুগে যুগে অবতরণ করেন। তার ভাগবতের ‘অবতারাঃ হ্যসংখ্যয়াঃ’ অবতারেরা অসংখ্য।

বিশ্বমচন্দ্রের অবতারতত্ত্বে, অবতার পূর্ণব্রহ্ম বা ঈশ্বর নহেন; সর্বাঙ্গ-সুন্দর মানুষ। সুতরাং মানুষের ন্যায় অবতারও অসংখ্য।

‘ভাগবতের সার কথা কৃষ্ণতত্ত্ব । স্বর্গীয় নীলমণি গোস্বামীর আধ্যাত্মিক উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় অন্ততঃ ভাগবতের কৃষ্ণচরিত্র কলংকমুক্ত নহে ।’

রাসলীলা শ্রবণ করিয়া সন্দেহান্দোলিত পরীক্ষিত প্রশ্ন করিলেন,—যিনি ধর্মের স্থাপয়িতা—

‘স কথং ধর্মসেতুনাং বস্তা কর্তাভিরক্ষিতা,

প্রতীপমাচরশ্রম্ভান্ পরদারাভিমর্ষণম্ ?’ ভাগবত, ১০।৩৩।২১—তিনি ধর্মের কর্তা, বস্তা ও রক্ষিতা হইয়াও পরদারাভিমর্ষণরূপ গর্হিত কর্ম করিলেন কেন ? শঙ্করদেব দুই যুক্তি দ্বারা এই কার্য সমর্থন করিলেন, (১) তেজীয়ান ব্যক্তিদের কোন অপকর্মে দোষ হয় না, ‘তেজীয়সাং ন দোষায় বহুঃ সর্বভূজোঃ যথা’ ১০।৩৩।৩০ ; (২) তিনিই তো গোপীগণের স্বামীদিগের অন্তর্ধর্মী পুরুষ, ক্রীড়ার জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে দেহধারণ করিয়াছেন—তবে তঁর তব আর কি দোষ হইল ?’

গীতা এই যুক্তি সমর্থন করে না । প্রধান ব্যক্তির যে যে আচরণ করেন অন্য লোকে তাহাই অনুকরণ করে ।

‘যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ’ ( গীতা ৩।২১ ) । যিনি ধর্ম সংস্থাপক ও ধর্মজগতের আদর্শ, জনসাধারণ তাঁহার অনুসরণ করিবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে । এই সকল কৈফিয়ৎ ন্যায়ালায়ে নিরপরাধ প্রমাণের পক্ষে পর্যাপ্ত কি না সূধীগণের বিবেচ্য ।

‘অতএব অবতারবাদ সমর্থন করা নিতান্তই অজ্ঞান-কল্পনা মাত্র । তাহা মানবসমাজকে বিনাশের পথে লইয়া যায় ।’

( ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন )

বাসুদেব কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধজাতকেও উল্লেখ দৃষ্ট হয় :

যং যং কামী কাময়াতি অপি চন্দালিকামপি,

সশ্বেহি সদিমো হোতি নশি কামে অসদিমো ।

অশি জংবাবতী নাম মাতা সিবিস্ স রাজিনো,

সা ভরিয়া বাসুদেবস্ কণ্ঠস্ মহিসী পিয়া ।’

( জাতক ষষ্ঠ খণ্ড, ৪২১, ফসবোল সংস্করণ )

কামী গান্ধুষ যেই যেই স্ত্রীর কামনা করে—চন্দালিকা হইলেও সে তাহার প্রতি মদ্যুপ হয় । কামভোগে উচ্চ-নীচ ভেদ নাই, সকলেই সমান ।



শিবি রাজার মাতার নাম জংবাবতী, তিনি ছিলেন বাসুদেব কৃষ্ণের প্রিয়া ভাষা ও অগ্রমহিষী।

টীকাকার বলেন ‘একদিন মহারাজ কৃষ্ণ স্বীয় উদ্যানের পথে এক সুন্দরী তম্বী অবিবাহিতা চণ্ডালতরুণীকে দেখিতে পান, তাহাকে তিনি পাটরাণী করিয়া লন। তখন কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার ছিলেন না, ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন, জাতিভেদ মানিতেন না।’

তৎপরে ‘নিশ্দেশে’ বাসুদেব ও তৎপম্হী সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। পার্গনির—‘বাসুদেবাজ্জনাভ্যাং বদন্’ ৪৩।৯৮ সূত্রে ঐ সম্প্রদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। উহারা বিশেষ চিহ্নধারণ করিয়া বাসুদেবের মূর্তিসহ ঘরে ঘরে ঘূরিত এবং উদরনিবাহ করিত। মহারাজের পুত্রাদি জিলায় বাসুদেব নামক লোকদিগকে দেখিলে ঐ সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ হয়। উহারা মাথায় ময়ূর পাখার উঁচু টুপি এবং দেহে লম্বা চোগান পরে আর প্রাতঃকালে বাসুদেবের নামে ভিক্ষা করে। বাসুদেব ছিলেন গুপ্তরাজাদের কুলদেবতা। শকদের পতনের পর যেমন মহাদেব লিঙ্গরূপে রূপান্তরিত হন, তেমনি গুপ্তদের অবনতির সময়ে বাসুদেব হইলেন ব্যাভিচারী গোপাল। রজোদের বিলাসিতা যত বাড়িয়াছে বাসুদেবও তত বিলাসী হইয়াছেন। ( ভারতীয় সংস্কৃতি ওঁর অহিংসা )।

ক্ষেত্রবিশেষে রক্তমাংসের মানুষ বুদ্ধিবলে আপনাকে ভগবানের অবতার, অংশ, কিম্বা সম্পর্কিত করিয়া স্বীয় দুর্বলতা আচ্ছাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। কোথাও অশ্ব ভক্তের হাতে পড়িয়া তথাকথিত ভগবানের শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে। ধর্মপদ অবতারবাদ মানে না।

ডক্টর অটো সাহেবের মতে গীতার কুরূক্ষেত্রযুদ্ধবিষয়ক আখ্যায়িকা-অংশই মহাভারতের প্রকৃত অংশ। উহার শ্লোক সংখ্যা ১২৮ এর অনধিক। ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম যোগ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গীতার উপদেশগুলি পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ এবং শ্রীকৃষ্ণের বাণীরূপে প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যেই মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সুতরাং এইগুলি প্রক্ষিপ্ত।

গার্বে ও হপকিন্‌স্‌-এর মতে অনেক লেখক বিভিন্ন শতাব্দীতে গীতায় স্ব স্ব রচনা সংযোগ করিয়াছেন। বার্ণেটের ধারণা যে গীতাকারের যশে বিভিন্ন ধর্মমতের সুসামঞ্জস্য হইয়াছিল।

বিভিন্ন দেশে গীতার পাণ্ডুলিপিতে শ্লোকসংখ্যার বৈষম্য এই সকল উক্তি

সমর্থন করে। ৭০টি মাত্র শ্লোকের গীতা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাথিয়াবার গাডাল স্টেটে ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দের হস্তলিখিত যে পান্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে, উহাতে প্রচলিত গীতা হইতে ২১টি অতিরিক্ত শ্লোক ও ২৫০টি পাঠান্তর দেখা যায়। মাদ্রাজের ধর্মমন্ডলের মর্দিত গীতায় প্রচলিত গীতা হইতে ৩৭টি শ্লোক বাদ দিয়া মহাভারতের উদ্যোগ, অনূশাসন ও শান্তি পর্ব হইতে ৮২টি শ্লোক যথেষ্টভাবে গ্রহণপূর্বক ৭৪৫টি শ্লোকসংখ্যা পূর্ণ করা হইয়াছে। একাদশ শতকে বিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক আল্‌বেরুণী স্বীয় গ্রন্থে গীতার যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, প্রচলিত গীতায় তাহা নাই। সল্লাট আকবরের সময়ে গীতার যে ফার্সী অনুবাদ হয় উহার শ্লোকসংখ্যা ৭৪০। বর্তমানে অনেক পাণ্ডিত ৭৪৫ সংখ্যাই সমর্থন করেন। শঙ্করাচার্যের সময় পর্যন্ত ইহাতে শ্লোক ছিল ৭০০।

খ্রীষ্টীয় ৪৫৫-৫২৮ পর্যন্ত গুপ্তযুগ। এই সময় ভারতকাব্য মহাভারতে পরিণতি লাভ করে। উহার অনেক স্থানে হুণদের উল্লেখ আছে। স্কন্দ-গুপ্ত হুণদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরবর্তী চৈনিক পরিব্রাজক 'হিউএনচাঙ' এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত হুণদের আক্রমণ ও ধ্বংসাবশেষের সন্ধান দেয়। এই সময় আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজন অনুভূত হয়। গুপ্তরাজ বালাদিত্যের সময় (৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) যুদ্ধের প্ররোচনা দানের নিমিত্ত গীতার প্রথমাংশ রচিত ও মহাভারতে সংযুক্ত হয়। (ভাঃ সংঃ অঃ ১২৭) সহস্র বৎসরের প্রচলিত বৌদ্ধ সভ্যতার প্রতিক্রিয়ারূপেই গীতার সৃষ্টি। একক কোন মতের পক্ষে হয়ত টিকিয়া থাকা তখন সম্ভব ছিল না, সেই কারণে সাংখ্য, যোগ, বেদ, উপনিষদ, সগুণ, নিগুণ, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন মত ও গ্রন্থের শ্লোকাবলী একত্র সংগৃহীত হয়।

পাণ্ডিতেরা বলেন গীতার 'এবং প্রবর্তিতং চক্রম্' ৩।১৬ বৌদ্ধ ধর্ম-চক্রের প্রভাব সূচনা করে। 'গীতাসুপনিষৎসু' উক্তি দ্বারা ইহা শ্রুতি-স্মৃতির সঙ্গে রচিত বলিয়া যদি কেহ প্রাচীনত্বের দাবী করে, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। সল্লাট আকবরের সময়ে রচিত দশ সূত্র সমন্বিত 'আল্লোপনিষদ্' নামের জন্য প্রাচীনত্বের দাবী করিতে পারে না। বস্তুতঃ শুধু প্রাচীনত্বের দ্বারা কোন গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি হয় না।

ধর্মপদের ১২।৪ গাথার সহিত গীতার ৫।৬ শ্লোকের সামঞ্জস্য দেখা যায়। পাণ্ডিতেরা বলেন, ইহা ধর্মপদ বাণীরই বিস্তার মাত্র। আত্মশরণ

গীতার মূলনীতি নহে। কারণ, প্রথমতঃ আত্মশরণ নীতি ও ভক্তি পরস্পরের অন্তর্কূল বা পরিপূরক নয় এবং গীতাদর্শ যে আসলে ভক্তির ধর্ম এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণকথিত 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। (গীতা ১৮।৬৬) বুদ্ধকথিত 'অন্তদীপা অন্তসরণা অনন্তঃসরণা বিহরথ।' (পারিনিব্বান সূত্র) এই দুই নীতি যে সম্পূর্ণরূপেই পরস্পর-বিরোধী একথা বলারও অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে আত্মশরণ ও উত্থান যে বুদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান নীতি তাতে সন্দেহ নাই। (ধর্মপদ পরিচয় ২৭ পৃঃ) স্ববিরোধী হইলেও গীতায় এই নীতি সগৌরবে বিরাজমান।

ধর্মপদের ৭।৮ গাথায় ধর্মসেনাপতি সারীপুত্র খেরের নিকট পূরুষোত্তম আদর্শ বর্ণিত হইয়াছে। ৬।৩ গাথায় ছত্র খেরকে তথাবিধ পূরুষোত্তম ভজনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। গীতার ১৫শ অধ্যায়েও পূরুষোত্তম যোগ এবং ১৫, ১৮, ১৯ শ্লোকে পূরুষোত্তম আদর্শ ও ভজনা প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরকালে উহাই গীতায় শ্রেষ্ঠ লাভ করে।

ধর্মপদ ২০।৪ গাথার স্মরণীয় রূপে গীতার ১৮।৬৬ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। বন্ধনমুক্তি সম্বন্ধে ধর্মপদ আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দিয়াছে। গীতার শিক্ষা বিপরীত। বুদ্ধগণ ভববন্ধন হইতে মুক্তির স্বীয় আবিষ্কৃত পথ শিক্ষা দেন মাত্র। মুক্তিকামীকেই তৎজন্য উদ্যম করিতে হয়। আপন মুক্তি আপনার হাতে, কাহারও অনুগ্রহ ভিক্ষায় কিংবা মধ্যস্থতায় প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নহে। ইহা কত বড় আত্মনির্ভরতা ও আশ্বাসের বাণী। যোগক্ষেম বহনের ন্যায় সর্বপাপমুক্তি আশ্বাসও অনর্থক। যদি শরণাগত ভক্তের পাপ-মুক্তি ভগবানের দ্বারা সম্ভব হইত তবে 'অশ্বখামা হত ইতি গজঃ' এই মিথ্যার জন্য ভক্ত যুর্ধিষ্ঠিরকে নরকদর্শন করিতে হইত না। বস্তুতঃ পাপের পরিণাম ও পুণ্যের পুরস্কার, শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, বন্ধন ও মুক্তি ধর্মপদের ১২।৫, ৯ গাথানুসারে ব্যক্তিগত ব্যাপার। একে অপরকে শুদ্ধ বা মুক্ত করিতে পারে না।

গীতা কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রেরণা দানের নিমিত্ত কেবল অজুর্দ্রুকেই বলা হইয়াছে। ধর্মপদ প্রশান্ত হৃদয়ে জীবকল্যাণ প্রেরণায় বহুজনকে উপদিষ্ট। যুদ্ধ ধর্মের পথ, যুদ্ধ দ্বারা প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। রোহিনী নদীর জলের জন্য শাক্য ও কোলিয়ের সংগ্রাম ও কাশী রাজ্যের জন্য মগধরাজ অজাতশত্রুর সহিত যুদ্ধে পরাজিত কোশলরাজ প্রসেনজিতের অনুতাপ

প্রশমনের জন্য ধ্মপদের ১৫।১, ২, ৩ ও ৫ গাথা বর্ণিত। যুদ্ধ সম্বন্ধে ইহাই ধ্মপদের সনাতন নীতি।

### ধ্মপদের প্রভাব

ধ্মপদ বিশ্ব-সংস্কৃতিকে যেমন সমৃদ্ধ করিয়াছে, তেমনি ভারতের অনেক ধর্মমত ও সাহিত্য ইহা দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে। ইহার অপ্রমাদ নীতি মহাভারতে ও খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকের খোদিত বেশনগরের গরুড়স্তম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ ভাগবত সম্প্রদায়ের মূল নীতি। এই অনুমান সর্বৈব সত্য নহে। ইহারা বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি। ঐতিহাসিকদের বিচারেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত। ডক্টর বড়ুয়া বলেন—

‘অপ্রমাদই হল ভগবান বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি বা মূল নীতি। তাঁর মতে এই অপ্রমাদ কথাটির মধ্যেই তাঁর সমস্ত উপদেশের সারমর্ম নিহিত রয়েছে।’

—Asoka and his Inscriptions pp 27—50

ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেন—

‘প্রত্যেকের নিবাণ লাভের জন্য উদ্যম ও অপ্রমাদ অত্যাৱশ্যক। ইহাই ভগবান বুদ্ধের শেষ বাণী।’

—ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৯৩৪) পৃঃ ৪৯

পাণ্ডিতেরা বলেন ‘স্বাধিকার বা স্বকর্তব্যে অবিচলিত নিষ্ঠাই অপ্রমাদ।’ অপ্রমত্ততার জন্য সদাজাগ্রত উত্থান ও আত্মনির্ভরতা বা পুরুষকারের প্রয়োজন। তাই ধ্মপদে অপ্রমাদের সঙ্গে এই দুই নীতির প্রতিও জোর দেওয়া হইয়াছে। আত্মনিষ্ঠা ব্যতীত উত্থান ও অপ্রমাদ সম্ভব নহে। ভাগবতেরা কিন্তু ভগবান্নিষ্ঠ—আত্মনিষ্ঠ নহেন। ঐ নীতির সহিত অপ্রমাদ সামঞ্জস্যহীন। মহাভারতের ভাগবত নীতি :—

‘জানামি ধ্মং ন চ মে প্রবৃন্তি জানাম্যধ্মং ন চ মে নিবৃন্তিঃ,

যয়া হৃষীকেশ, হৃদিস্থিতেন যথা নিষদ্ব্তোহস্মি তথা করোমি।’

ধর্ম জানি তাতে আমার প্রবৃন্তি নাই, অধর্ম জানি তাতেও আমার নিবৃন্তি নাই, হে হৃষীকেশ ! তুমি হৃদয়ে থাকিয়া ধাহাতে নিষদ্ব্ত কর, আমি তাহাই করি।

এই নীতিতে স্বাধিকার বা পুরুষকারের প্রকৃত মূল্য কতটুকু তাহা

জ্ঞানীদের বিবেচ্য। অথচ ঐ সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ গীতার অপ্রমাদের উল্লেখ পর্যন্ত নাই।

ধর্মপদের অপ্রমাদ নীতিই সম্রাট অশোককে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগিত করে, সারা জীবন তিনি এই নীতির অনুসরণ ও প্রচার করায় তখন ইহা বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। সুতরাং এই নীতি অপর সম্প্রদায় গ্রহণ করিবেন, ইহাও অযৌক্তিক নহে।

ধর্মপদের গাথার সহিত মহাভারত, মনসংহিতা, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোকের সহিত সামঞ্জস্য যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ডক্টর সত্যীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন—‘হিন্দু ও বৌদ্ধ গ্রন্থে উদ্ধৃত বচনসমূহের ঐক্যের কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—পালি ভাষায় বচনগুলিই মূল, সংস্কৃতে ঐ সকল বচন কালক্রমে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, অথবা উহাদের অনুকরণে সংস্কৃতে অনেক শ্লোক প্রস্তুত হইয়াছে।’ (ধর্মপদ ভূমিকা)

অধ্যাপক ভাগবত মহাশয়ের ইংরেজী অনুবাদসহ ধর্মপদের পকেট সংস্করণ দেখিয়াই বাংলা ভাষায় এইরূপ সংস্করণের প্রয়োজন অনুভব করি। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। কয়েকবার মদ্রণের প্রয়াস করিয়াও ভুল প্রমাদ পরিলক্ষিত হওয়ায় তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। ইতিমধ্যে ধর্মপদের কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছে। কিন্তু এ সংস্করণের অভাব পূর্ণ হয় নাই। আমাদের দুর্বলতার বিষয় অবগত হইয়া অধ্যাপক সেন মহাশয় বলেন—‘সর্বদ্বন্দ্বের করিবার নিমিত্ত পনের বৎসর অপেক্ষা করার চেয়ে বার আনা সুন্দরেই তখন ইহা বাহির হওয়া উচিত ছিল, এভাবে রাখিলে হয়ত আর বাহির হইবে না।’ সত্যি ইতিমধ্যে জীবনের যে বিপর্যয় গিয়াছে হয়ত মদ্রণের সম্ভাবনা চিরতরে লুপ্ত হইত, তাহার পরামর্শ, উৎসাহ ও প্রদূর দর্শনে সক্রিয় সাহায্যেই ইহার মদ্রণ সম্ভব হইল। অনুগ্রহপূর্বক ভূমিকা লিখিয়া তিনি ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিলেন; তজ্জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। কবি বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্মিকুর সভার সহ-সম্পাদক শ্রীপ্রকাশ কুসুম বড়ুয়া বি, এ, ও আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান্ শান্তরঞ্জন স্থবির ইহার মদ্রণের উপযোগী প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। জগজ্জ্যোতির প্রচার-সচিব শ্রীমান্ জ্ঞানানন্দ ভিক্টর সহায়তা মদ্রণ কার্যে অরাম্ভিত করিয়াছেন, তজ্জন্য

তাদের প্রতি ধন্যবাদ। ধর্মপদের অনুবাদে যাঁহারা অগ্রণী তাঁহাদের ঋণ অনস্বীকার্য।

ধর্মপদ মানবমানুষেরই নিত্য পাঠ্য। বৌদ্ধ উপাসকগণ প্রাতে সম্মুখায় ইহার কয়েক বর্গ অধ্যয়ন না করিয়া অন্নজল গ্রহণ করেন না। সাধারণের ব্যবহার সৌকর্য্যে ইহা অনূদিত হইল। ইহা কোন মৌলিকত্বের দাবী রাখে না। কেবল ক্ষুদ্র কলেবরে ধর্মপ্রাণ নরনারীর নিকট স্থান পাইবার প্রত্যাশা করে।

### বৌদ্ধ সাহিত্যে ধর্মপদের স্থান

ভগবান গৌতম বুদ্ধ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষের মূলে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। ইহার দুই মাস পর বারাণসীর মৃগদাবে পঞ্চ-বর্গীয় শিষ্যদের নিকট তাঁহার উদ্ভাবিত সত্যধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন। তৎপর তিনি ভারতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছেন। কোথাও ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে কথোপকথনে, কোথাও বা বহু জনসমাগমে ভাষণের মাধ্যমে এই প্রচারকার্য চলিতে থাকে। এইরূপে দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসরব্যাপী ‘বহুজন-হিতায়, বহুজন-সুখায়’ প্রচারকার্য সম্পন্ন করিয়া তিনি জনসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। বহু রাজা-প্রজা, ধনী-নিধন তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করেন। অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি তাঁহার ভিক্ষুসংঘে প্রবেশ করেন। এই প্রকারে ত্রিতাপ-দগ্ধ জনসমাজে দুঃখমুক্তির উপায় পরিবেশন করিয়া তিনি আশি বৎসর বয়সে কুশীনগরে মল্লরাজাদের শালবনে পরিনির্বাণ লাভ করেন।

তাঁহার পরিনির্বাণের তিনমাস পর মহারাজ অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় শ্রদ্ধায় স্থবির মহাকাশ্যপের অধিনায়কত্বে এক ধর্ম-সম্মেলনের অধিবেশন হয়, উহাতে বুদ্ধের সমগ্র উপদেশাবলী সংগীত ও ত্রিপিটকরূপে সংগৃহীত হয়। ‘পিটক’ মানে পেটরা, পাত্র বা আধার বুদ্ধায়। তিনটি পিটক হইল সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম। রক্ষণশীল ও প্রাচীন থেরবাদী বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রাণাণ্য ন্যায়াংশ ‘নৈস্তরঙ্গাকর’ বলে : ‘সম্মাসম্বুদ্ধপভবং সূত্রং’—অর্থাৎ সম্যকসম্বুদ্ধের উপদেশাবলীকে সূত্র বলা হয়। সূত্রাং বুদ্ধবাণীর সাধারণ নাম সূত্রপিটক। বিনয় এবং অভিধর্ম পিটক স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিনয় পিটকের প্রাতিমোক্শের বর্ণনাকে সূত্র-বিভঙ্গ বলা হয়। আর প্রাতি-

মোক্ষের উদ্দেশ্য বা আবৃত্তির পর উল্লেখ করা হয় : ‘এতকং সূত্ৰাগতং, সূত্ৰপরিয়াপন্নং, অম্বন্ধমাসং উদ্দেশং আগচ্ছন্তি ।’ অর্থাৎ এই পরিমাণ সূত্রে আসিয়াছে, সূত্ৰের অন্তর্গত হইয়াছে, প্রতি অর্ধমাসে উপোসথ দিনে ভিক্ষু-সংঘের মধ্যে আবৃত্তি করা হয় । সূত্ৰাং এই ক্ষেত্রে বিনয়পিটক সূত্ৰ নামে অভিহিত হইয়াছে । অভিধর্ম পিটকের প্রামাণ্য গ্রন্থ ‘কথাবন্ধু’ সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে : ‘সকবাদে পণ্ডসত-সূত্ৰানি, পরবাদে পণ্ডসত-সূত্ৰানি’—এই সহস্র সূত্ৰের সমাহার ‘কথাবন্ধু’ প্রকরণ । সূত্ৰাং অভিধর্ম পিটকও সূত্ৰের অন্তর্গত । অতএব সমগ্র বুদ্ধবাণী সাধারণত সূত্ৰ নামে অভিহিত । সেই কারণে ‘নেত্তিপকরণ’ বলে : ‘সূত্ৰান্তি সামগ্ৰ্যং বিধিবিসেস-বিধয়ো পরে’—সূত্ৰ বুদ্ধবাণীর সাধারণ নাম, অন্যগদুলি বিশেষ অভিধান মাত্র ।

প্রথম সঙ্গীতির সূত্ৰ বা বুদ্ধবাণীর মধ্যে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের প্রাত্যহিক জীবনের আচার-আচরণ সম্বন্ধে যে সকল বিধিনিষেধ প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সমুদয় একত্র সন্নিবেশিত করিয়া বিনয়পিটক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । এই সভায় ধর্ম ও বিনয় দুই ভাগে সংগৃহীত হয় । বিনয়পিটক পুনরায় পাঁচ উপবিভাগে বা প্রকরণে বিভক্ত, যথা : সূত্ৰ বিভঙ্গে (১) পারাজিকা ও (২) পাচিভিত্তয় এবং খন্ধকে (৩) মহাবঙ্গ, (৪) চুলবঙ্গ ও (৫) পরিবার পাঠ । এই পিটক বুদ্ধের পরিনিবাণের একশত বৎসর পরে দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে পূর্ণতা লাভ করে ।

সূত্ৰ ও অভিধর্ম পিটক ধর্মের অন্তর্গত । ধর্মের গভীর ও সূক্ষ্ম তত্ত্বগদুলি বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া ধর্ম বা সূত্ৰ হইতে অভিধর্মকে পৃথক করা হয় । অভিধর্ম পিটক সাতটি প্রকরণের সমাহার : (১) ধম্মসংগণি, (২) বিভঙ্গ, (৩) পুপ্পলপঞ্জী, (৪) ধাতুকথা, (৫) কথাবন্ধু, (৬) যমক ও (৭) পট্ঠানপকরণ । এই পিটকটি ক্রমশঃ পুষ্টি হইতে থাকে । বুদ্ধের পরিনিবাণের দুইশত ছত্রিশ বৎসর পরে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় পাটলিপুত্রে মৌগলিপুস্ত তিস্যের সভাপতিত্বে যে তৃতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয়, তাহাতেই অভিধর্ম পিটক পরিপূর্ণতা লাভ করে ।

বৌদ্ধসাহিত্যের ব্যাপক ও সর্বোৎকৃষ্ট রচনাবলী সংকলিত হইয়াছে সূত্ৰ-পিটকে । তদানীন্তন ভারত সংস্কৃতির তথা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও সমাজতত্ত্বের মূল্যবান ঐতিহ্য রহিয়াছে এই পিটকের সংগ্রহের মধ্যে । ইহা

পাঁচটি নিকায় বা শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা : (১) দীঘ নিকায়, (২) মজ্জিম নিকায়, (৩) সংযুক্ত নিকায়, (৪) অঙ্গুত্তর নিকায় ও (৫) খুন্দক নিকায় ।

ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যে চারি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ যেমন প্রধান ও প্রাচীন, বৌদ্ধ-সাহিত্যে ত্রিপিটকের মধ্যে সূত্র পিটকের স্থানও তদ্রূপ মহিমাম্বিত । ভগবান বুদ্ধের অতিদীর্ঘ উপদেশাবলী দীর্ঘ নিকায়ে সন্নিবেশিত, মধ্যম দৈর্ঘ্যের উপদেশগুলি মধ্যম নিকায়ে, গুচ্ছ গুচ্ছ একজাতীয় উপদেশগুলি একস্থানে সংকলিত হইয়াছে সংযুক্তনিকায়রূপে এবং গাণিতিক সংখ্যাক্রমে এক হইতে ক্রমোত্তর উপদেশাবলী অঙ্গুত্তর নিকায়ে সংগৃহীত হইয়াছে । আর খুন্দক নিকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের সমাহার । গ্রন্থগুলির নাম : (১) খুন্দক পাঠ, (২) ধম্মপদ, (৩) উদান, (৪) ইতিবৃত্তক, (৫) সূত্তনিপাত, (৬) বিমানবন্ধ (৭) পেতবন্ধ, (৮) থেরগাথা, (৯) থেরীগাথা, (১০) জাতক, (১১) নিম্বেদস—মহানিম্বেদস ও চুল্লানিম্বেদস (১২) পটিসম্বিদামঙ্গ, (১৩) থের অপদান ও থেরী অপদান, (১৪) বুদ্ধবংস এবং (১৫) চরিয়াপিটক ।

প্রথম শিক্ষার্থীদের সুবিধার নিমিত্ত ক্ষুদ্রতম গ্রন্থ ‘খুন্দক পাঠ’ হইতে ক্রমশ বৃহত্তর গ্রন্থরাজি লইয়া এই খুন্দক নিকায় সংকলিত হইয়াছে । নামে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা কোন অংশে কম নহে । অর্থকথা আচার্যেরা বলেন :

ঠপেত্ভা চতুরো’পেতে নিকায়ে দীঘ-আদিকে ।

তদঞ্ঞং বুদ্ধবচনং নিকায়ো খুন্দকো মতো ॥

অর্থাৎ দীর্ঘ, মধ্যম, সংযুক্ত ও অঙ্গুত্তর এই চারি নিকায় ব্যতীত অপর যে সকল বুদ্ধবাণী আছে, সেই সমস্তই খুন্দক নিকায়ের অন্তর্গত । এই যুক্তি অনুসারে বিনয়পিটক ও অভিধম্ম পিটকের গ্রন্থাবলী, এমন কি নেতিপ্রকরণ আদি পরবর্তী বৌদ্ধসাহিত্যের গ্রন্থরাজির স্থানও খুন্দক নিকায়ে । বিগত ষষ্ঠ সঙ্গীতি-সংস্করণ গ্রন্থসমূহে এই নীতি অনুসৃত হইয়াছে । এই নিকায় ভাগ রাজগৃহে প্রথম-সঙ্গীতির অধিবেশনে সমাধা হয় ।

ধম্মপদ খুন্দক নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ । সুতরাং ইহার সংকলন কাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের প্রথমাংশ । ধম্মপদের বহুসংখ্যক গাথা ত্রিপিটকের অন্যান্য অংশেও পাওয়া যায় । সেই সকল অংশ অতি প্রাচীন, এমন কি, বুদ্ধের সমসাময়িক ও তাঁহার উপদেশ—তাহাতে কোন সন্দেহ নেই ।



বৌদ্ধ সংস্কৃতির সহজ, সরল, সরস ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটিয়াছে এই ধর্মপদে। বিশাল মহাভারতে গীতার যে স্থান বিপুল বৌদ্ধ ত্রিপিটক সাহিত্যে ধর্মপদের সেই স্থান। ইহা কোন দেশ-কালের ভূমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রসঙ্গে, বহু বিদ্যাজ্ঞানকে প্রদত্ত বুদ্ধের উপদেশের ইহা সারসংগ্রহ। এই কারণে ধর্মপদ সকলেরই উপযোগী।

‘ধর্ম’ ও ‘পদ’ এই দুই শব্দ যোগে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে ধর্মপদ। বৌদ্ধ সাহিত্যে ‘ধর্ম’ ও ‘পদ’ শব্দদ্বয় অনেক অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ‘অভিধান-পদীপিকায়’ অনেকাংশে প্রকরণে (৭৮৪ শ্লোক) ‘ধর্ম’ শব্দের যে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয় তাহা হইল—স্বভাব, বৌদ্ধশাস্ত্র বা ধর্ম-গ্রন্থ, প্রজ্ঞা, ন্যায়, সত্য, প্রকৃতি, পূর্ণা, জ্ঞেয়, গুণ, আচার, সমাধি, নিঃস্বভাব, আপত্তি, বা অপরাধ। তাছাড়া নীতি, শীল ও অবস্থা, জাগতিক বিধান বা কার্যকারণ মনোবৃত্তি, পদার্থ, আর্ষমার্গ, ফল ও নিবাণ প্রভৃতি অর্থেও ‘ধর্ম’ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সেরূপ ‘পদ’ শব্দও নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। উক্ত অভিধানের ৮১৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে—স্থান, পরিণাম, নিবাণ, কারণ, শব্দ, বস্তু, অংশ, পাদ, তলদেশ, উৎসব, মত, পথ প্রভৃতি অর্থে ‘পদ’ শব্দের প্রয়োগ হয়।

অতএব ‘ধর্মপদ’-এর অর্থ হয়—ধর্মোপলব্ধির উপায়, পূর্ণার পথ, ধর্মের পদাঙ্ক, সত্যের পথ ইত্যাদি।

### প্রাচ্যে ধর্মপদ চর্চা

ধর্মপদের অপ্রমাদ বর্ণের উপদেশ শ্রবণ করিয়া সম্রাট অশোক বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করেন। তৎপর তাঁহার জীবন আগুল পরিবর্তিত হয়। তিনি সন্ধর্গ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং রাজ্যের সর্বত্র পর্বতগাত্রে, পুস্তকফলকে, শিলাস্তম্ভে বুদ্ধবাণী উৎকীর্ণ করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় তৃতীয় সঙ্গীতির পর এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মদূত প্রেরিত হয়। তাঁহারা এই ধর্মপদ সঙ্গে লইয়া যান। স্থবির মহেন্দ্র প্রমুখ ধর্মদূত দ্বারা খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৯ অব্দে ধর্মপদ সিংহল বা শ্রীলঙ্কায় প্রচারিত হয়। এই সময় সোণ ও উত্তর থের সুবর্ণভূমি বা ব্রহ্ম ও শ্যাং দেশে, মহারক্ষিত থের যবনলোক বা গ্রীকদেশে, যবন রক্ষিত থের বন্যাসী রাজ্যে, ধর্মরক্ষিত থের অপরাণ্ড বা পশ্চিম ভারতে, মধ্যাস্তিক থের কাশ্মীর ও গান্ধার রাজ্যে, মহারবত থের মাহিঙ্গমণ্ডল বা

অশ্বপদদেশে, মহাধর্মরক্ষিত থের মহারাষ্ট্রে এবং মধ্যম থের হিমালয় সংলগ্ন চীন রাজ্যে ধর্মপদ প্রচার করেন। এই সময় প্রাচ্য ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলেও ইহা প্রচারিত হয়। শ্ববির মহেশ্বরের উদ্যোগে ইহা তদানীন্তন সিংহলী ভাষায় অনূদিত হয় এবং সিংহলীতে ইহার অর্থকথা রচিত হয়। পরবর্তীকালে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে আচার্য বুদ্ধঘোষ এই ভাষা পালি ভাষায় রূপান্তরিত করেন। ইহাই ধর্মপদের একমাত্র প্রামাণ্য ভাষা। এই ভাষা সমেত ধর্মপদ কলিকাতা বুদ্ধ সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত। এই ভাষা ক্রমে ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হয়। এই রূপে খ্রীষ্টীয় অষ্ট আরম্ভের বহু পূর্বে এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ধর্মপদ প্রসারিত ও স্থানীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের পূর্বার্ধে সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের আচার্য ধর্মগ্রাত মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় ধর্মপদের এক সংস্করণ সম্পাদন করেন। উহা সম্রাট কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আচার্য বসুমিত্রের অধিনায়কত্বে অনূদিত চতুর্থ ধর্মমহাসভায় বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রামাণ্য সংস্কৃত গ্রন্থরূপে অনূদিত হয়। ইহার ছাব্বিশটি বর্গ পালি ধর্মপদের অনূদরূপ। পণ্ডিতেরা মনে করেন, পালি ধর্মপদই ধর্মগ্রাত মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। এই ভাষান্তরের সময় সম্ভবত বৌদ্ধ সাহিত্যের বিভিন্ন স্থান হইতে উপায়ে শ্লোকাবলী চরন করিয়া তিনি অতিরিক্ত ১৩ বর্গে ৩২৯টি গাথা সংস্কৃত ধর্মপদে সংযোগ করিয়াছেন। এই অনুবাদের ভূমিকায় বলা হইয়াছে, মূল ধর্মপদ রাজা অশোকের পূর্বে এমন কি রাজা অজাতশত্রুর সময়ে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রথম ধর্মমহাসঙ্গীতির সময় বিদ্যমান ছিল। সেই সময় বৌদ্ধ সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হইত না। সম্রাট কণিষ্কই বৌদ্ধ সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচলন করেন। এই সংস্কৃত ধর্মপদই চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়া থাকিবে।

বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায়ও ধর্মপদের একাধিক সংস্করণ দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সংকলিত সংস্কৃত ‘উদানবর্গ’ মূলতঃ সর্বাশ্ববাদ সম্প্রদায়ের ধর্মপদ। ৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় শ্রমণ সঙ্ঘভদ্র কাবুল হইতে সংস্কৃত ধর্মপদের এক পাণ্ডুলিপি চীনে লইয়া যান। ইহাতে মূল ধর্মপদের সহিত আরও সাতটি বর্গ যুক্ত ছিল। মধ্য এশিয়ার তুরফান অঞ্চলেও ধর্ম-

পদের এক খণ্ডিত অংশ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত।  
তাহার নমুনা এইরূপ :

অপ্রমাদো হ্যমতপদং প্রমাদো মৃত্যুনো পদম্ ।

অপ্রমত্তা ন ম্রিয়ন্তে যে প্রমত্তাঃ সদা মৃত্যুঃ ॥

ইহার লিপি উত্তর গুপ্তযুগের ( ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর ) ব্রাহ্মীলিপি। পণ্ডিত-  
দের ধারণা এই বিশেষ সংস্করণটিই পরবর্তী কালে তিব্বতরাজ রল-প-চনের  
সময়ে ( ৮১৭-৪২ ) পণ্ডিত বিদ্যাপ্রভাকর তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন।

নেপালেও ধর্মপদের পান্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১১৭৩ সালে  
তথাকার বৌদ্ধ আচার্য অবলোকিত সিংহ ৩৬ বর্গ ও ২৬৮৪ শ্লোকযুক্ত  
'ধর্মসমুচ্চয়' নামে সংস্কৃত ভাষায় এক গ্রন্থ সংকলন করেন। ডঃ বেণীমাধব  
বড়ুয়ার মতে 'ইহা ধর্মপদের সর্বশেষ ও বৃহত্তম সংস্করণ।'<sup>১</sup>

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের কোন আচার্য কর্তৃক  
প্রাকৃত ভাষায় ধর্মপদ অনূদিত হয়। মধ্য এশিয়ার খোটান অঞ্চলে গৌশুঙ্গ  
ধর্মসাধনেশ্বরের মধ্যে খরোষ্ঠী লিপিতে এই ধর্মপদের খণ্ডিতাংশ পাওয়া  
গিয়াছে। ইহার ভাষা গান্ধার জনপদের ( রাওলপিণ্ডি অঞ্চলের ) তৎকালীন  
প্রচলিত প্রাকৃত, স্থানীয় অশোক শিলালিপির সহিত সম্পর্কিত। পণ্ডিতদের  
মতে ইহাই অধুনাপ্রাপ্ত প্রাচীনতম ভারতীয় পান্ডুলিপি।

প্রাকৃত ধর্মপদের একটি শ্লোক নমুনাস্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

অপ্রমদ অমতপদ প্রমদ মৃত্যুনো পদ ।

অপ্রমত্ত ন ম্রিয়তি যে প্রমত্ত যধ মৃত্যু ॥

ডঃ বড়ুয়া ও মিত্রের সম্পাদনায় ইহা ১৯২১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়  
হইতে প্রকাশিত হয়। প্রাকৃত ধর্মপদের সম্পাদকগণ বলেন, 'ধর্মপদ  
সাহিত্যের খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় নবম শতক পর্যন্ত বারশো  
বছর ব্যাপী ঐতিহ্য আছে। তাছাড়া তার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আছে।  
কেননা, এই ধর্মপদের সাহায্যেই বৌদ্ধধর্মের মহদ্বাণী এশিয়ার বিভিন্ন  
জাতির হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল।'

চীনা ভাষায় ধর্মপদের চারিখানি প্রাচীন অনুবাদ বিদ্যমান। বিঘ্ন ও  
লুই-বেন নামক দুই পণ্ডিতের দ্বারা ২২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা চীনা ভাষায় প্রথম

অনুদিত হয়। এই অনুবাদ-গ্রন্থে সর্বসাকুল্যে ৩৯ অধ্যায় ও ৭৫২ শ্লোক বিদ্যমান। কা-চু এবং কা-নি নামক দুইজন শ্রমণ ৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনা ভাষায় দ্বিতীয় অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহারও অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যা সমপরিমাণ। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ কিংবা পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে (৩৯৮-৪১০) পণ্ডিত চো-কো-নিয়েন কর্তৃক ধর্মপদের তৃতীয় অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহাতে ৩৩টি অধ্যায় আছে। ৯৭০-১০০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমণ থিন-নিস-চাই ধর্মপদের চতুর্থ অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহাতেও সর্বমোট ৩৩টি অধ্যায় দেখা যায়। চীনা অনুবাদগুলির অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যার অসামঞ্জস্য প্রমাণিত করে যে উহাদের কোন সংখ্যাই সর্বজন-স্বীকৃত নহে। চারটির মধ্যে পূর্ববর্তী দুইটি সংস্করণ যে আচার্য ধর্মগ্রাতের মিশ্র সংস্কৃত ধর্মপদ অবলম্বনে অনুদিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরবর্তী দুইটি সংস্করণের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতে পারে। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভারতীয় শ্রমণ সঙ্ঘভদ্র কাবুল হইতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ধর্মপদের যে পাণ্ডুলিপি চীনে লইয়া যান, উহার অধ্যায় ও শ্লোক-সংখ্যা অনুরূপ পরিমাণই ছিল। সুতরাং উহারা সঙ্ঘভদ্রের ধর্মপদ অবলম্বনে অনুদিত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। যে সময়ে এই অতিরিক্ত শ্লোকাবলী যুক্ত হউক না কেন—মূল পালি ধর্মপদে এই অতিরিক্ত অংশ ছিল না, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য। এই সকল অনুবাদকেরা সম্ভবত পালি ধর্মপদ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না।

পালি ধর্মপদে ৪২৩টি গাথা আছে। এই গাথাগুলি ২৬টি বর্গে সন্নিবেশিত এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে বা ঘটনা সম্পর্কে উপদিষ্ট। কোন কোন ঘটনায় একাধিক গাথা উক্ত হইয়াছে। এইভাবে গাথাগুলি ২৯৯টি উপাখ্যানের সহিত সংযুক্ত। এই সকল উপাখ্যান আচার্য বুদ্ধঘোষ রচিত ধর্মপদের পালিভাষ্যে সংগৃহীত আছে। প্রথম সঙ্গীতি হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত, এমন কি বর্তমান কাল পর্যন্ত পালি ধর্মপদের পরিমাণ একই প্রকার। সংস্কৃত ও চীনা ধর্মপদে যে সকল অতিরিক্ত অধ্যায় ও শ্লোক দেখা যায় উহারা প্রক্ষিপ্ত ও পরবর্তী সংযোজন মাত্র। উহাদের কোন অর্থ কথা আছে কিনা জানা যায় নাই। সমস্ত ধর্মপদের মধ্যে পালি ধর্মপদই মৌলিক, প্রাসঙ্গিক এবং প্রাচীনতম।

এই ধর্মপদ এক সময় ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হয়। সিংহল, ব্রহ্মদেশ

থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওজ, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, মাল্দিব, চীন, জাপান, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দেশে প্রাচীনকালে ইহা প্রসারিত হইয়াছে। এই সকল দেশের ভাষায় ধর্মপদের অসংখ্য সংস্করণ বিদ্যমান। প্রাচীন কাল হইতে ধর্মপদের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয় অভিযান চলিয়াছে। বুদ্ধবাণীই এশিয়ার অন্যান্য দেশকে ভারতের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন বলেন : ‘আন্তর্জাতিক গুরুত্বের বিচারে ধর্মপদের সঙ্গে ভারতবর্ষের আর কোন গ্রন্থেরই তুলনা হয় না। গীতা, উপনিষদ্ কোন কালেই ধর্মপদের ন্যায় বিভিন্ন জাতির শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করতে পারেনি।...বস্তুত এই গ্রন্থের দ্বারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষের যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্য কোন গ্রন্থের দ্বারাই তা হয়নি। এই হিসাবে ধর্মপদকেই ভারতবর্ষের সর্বোত্তম গ্রন্থ বলে অভিহিত করা যায়।’

ভারতবর্ষের মর্মকোষ হইতে উৎসারিত হইয়া ধর্মপদ আমাদের জাতির নৈতিক জীবনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অতঃপর উহা বিশ্ব-বিজয়ে অগ্রসর হইয়াছে। এশিয়া মহাদেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগে যে সার্বিক জাতীয় সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছে, ধর্মপদই তাহার প্রেরণার উৎস। সিংহল হইতে মালেকিয়া এবং মধ্য এশিয়া হইতে যবদ্বীপ পর্যন্ত সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের ব্যাপারে ধর্মপদের দান অপরিমেয়।

### প্রতীচ্যে ধর্মপদচর্চা

ধর্মপদের প্রভাবে শুধু যে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচুর সমৃদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে, ইহা সমগ্র এশিয়া খণ্ডের হৃদয় জয় করিয়াছে। তথাপি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পর নানা বিপর্যয়ে ভারতবাসী বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ধর্মপদও প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। সুখের বিষয়, বহু শত বৎসর পরে গত ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে ধর্মপদের প্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডেনমার্কবাসী ডঃ ফস্‌বোল ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত এই গ্রন্থের এক উপাদেয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়া ধর্মপদ সম্পর্কে ইউরোপীয় পণ্ডিত মহলে আগ্রহ সঞ্চার করেন। ১৮৭১ অব্দে আর. সি. চাইলডার্স মহোদয় লন্ডনে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির

জানালাে ধম্মপদ সম্বন্ধে গভীর ও গবেষণাপূর্ণ এক সন্দর্ভ নিবন্ধ প্রকাশিত করেন। একই সময়ে ডঃ জেমস্ আলউইস কলম্বোর সিংহলী জানালাে ধম্মপদের তথ্যপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশ করেন। মনীষী জেমস্ গ্রে লন্ডনে ১৮৮১ সালে ধম্মপদের একটি ইংরাজী অনূবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেন্ড সামুয়েল বীল চীনা ধম্মপদের ইংরাজী অনূবাদ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় তিনি সম্ভান দেন যে, চীনা ভাষায় চারিখানি অনূবাদ রহিয়াছে। উহাদের সম্পাদন কাল সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনবাসী অধ্যাপক ম্যাকস্‌মুলার ধম্মপদ ইংরেজী ভাষায় অনূবাদ করিয়া প্রাচ্য ধর্মগ্রন্থমালার (Sacred Books of the East) অন্যতম খণ্ড হিসাবে প্রকাশিত করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ ম্যাকডোনেল ধম্মপদ সম্বন্ধে বলেন, 'বৌদ্ধ সাহিত্যের সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে মহৎ ও সবচেয়ে কাব্যময় ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ধম্মপদের সুভাষিত সংগ্রহের মধ্যে।'

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক আলবার্ট জে এডমন্ডস্ 'ধর্মীয় স্তোত্র' (Hymns of the Faith) নাম দিয়া শিকাগো হইতে ধম্মপদের মনোরম ইংরাজী অনূবাদ প্রকাশ করেন। ইহার ভূমিকায় তিনি বলেন, 'এশিয়া মহাদেশে যদি কোন অমর মহাকাব্য কখনও রচিত হইয়া থাকে তবে সেইটি হইতেছে এই ধম্মপদ। ভারতের ঋষি মনীষীরা যুগ যুগ ধরিয়া যে অতীন্দ্রিয় মহাজীবন গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেই জীবনের এই চিরন্তন বাণী সমূহ কত হৃদয়ে যে উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দুই সহস্র বৎসরের রোমান ও খ্রীষ্টান সংস্কৃতির পরে আজও সেই বাণী কোপেনহেগেন হইতে ক্যামব্রিজ এবং শিকাগো হইতে সেন্ট পিটার্স বাগ' (আধুনিক লেনিনগ্রাড) পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের শ্রদ্ধা অর্জন করিতেছে।'

১৯১১ সালে পণ্ডিত কে, জে সান্ডার্স 'বুদ্ধের পদ্য-পথ' (The

- 
1. 'It ( Dhammapada ) is a collection of aphorisms representing the most beautiful, profound and poetical thoughts in Buddhist literature.' ( Arthur A Macdonell, A History of Sanskrit Literature, 1913, P 379 ).

Buddha's Way of Virtue ) নাম দিয়া ধম্মপদের আর একটি দ্বন্দ্বগ্রন্থ হইয়া ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহার ভূমিকায় তিনি বলেন : 'ধম্মপদে রহস্য বা তত্ত্ববিচারে কোন স্থান নাই। তার ফলে এইটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। তত্ত্ববিচারের পরিবর্তে ইহাতে পাই নিছক সাধারণ বুদ্ধির অব্যাহত প্রয়োগ বাহা আশ্চর্য্যতায় এবং জীবনের সর্ববিধ বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত।'

বিশ্বজনীন প্রতীচা ভাষা ইংরাজীতে প্রাচ্যের অনেক মনীষীও ধম্মপদের প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সিংহলের মাননীয় এস. সুমঙ্গল থের ১৯১৪ সালে ধম্মপদের প্রাজল ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ভারতের পণ্ডিত পি. এল্. বৈদ্য মহোদয় ১৯৩৪ সালে ইহা ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। উহার উপক্রমণিকায় তিনি পালি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া তাহাতে ধম্মপদের স্থান নির্দেশ করেন। আর্ভিং বাবিট মহোদয় ১৯৩৬ সালে ধম্মপদের ইংরাজী অনুবাদ প্রচার করেন। বিশ্ববিখ্যাত মনীষী ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ইংরাজী ভাষায় ধম্মপদের যে প্রামাণ্য অনুবাদ করেন তাহা ১৯৫০ সালে লন্ডনে এবং ১৯৬৬ সালে মাদ্রাজে মৃদুদিত হয়। এই সংস্করণ বিবিধ বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। ইহার বিস্তৃত ভূমিকা ও টীকাগুলি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্বান জুয়ান মাসকারো লন্ডন হইতে ধম্মপদের আধুনিক সংস্করণ প্রকাশ করেন। এইরূপে আরও অনেক মনীষী ইংরাজী ভাষাভাষী বিশ্বজনগণের মধ্যে ধম্মপদের মর্মবাণী প্রচার ও প্রসারে নিরত রহিয়াছেন।

জার্মান ভাষাতেও ধম্মপদের অনেক অনুবাদ হইয়াছে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত এ. ওয়েবার ধম্মপদের জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ সালে মিঃ সিম্ফনার তিস্বতী ভাষার ধম্মপদ জার্মান ভাষায় রূপান্তরিত করেন।

প্যারিস হইতে পণ্ডিত ফার্নান্দ হু ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় ধম্মপদের মূল্যবান সংস্করণ বাহির করেন। ইহাতে তথাকার পণ্ডিত সমাজের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পায়। তৎপর খ্যাতিমান লোটার্স বানর্ফ, ডি. এলারিসস, ওলডেনবার্গ প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ ধম্মপদের পূর্ণ ও অংশবিশেষের অনুবাদ প্রকাশ করেন। এইরূপে পাশ্চাত্যের ভাষাসমূহ ধম্মপদের প্রভাবে সমৃদ্ধ হইতে থাকে।

প্রতীচ্য দেশসমূহের নানা ভাষায় ধর্মপদ যেভাবে অনূদিত হইয়া আপন মহিমা বিস্তার করিয়াছে তাহার সহিত একমাত্র বাইবেল ছাড়া পৃথিবীর আর কোন গ্রন্থের তুলনা চলে না। বাইবেল বিশেষ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ সম্প্রদায়ের উপযোগী করিয়াই রচিত হইয়াছে। ধর্মপদ বৌদ্ধ সাহিত্য হইলেও ইহার উপদেশাবলী অসাম্প্রদায়িক, সর্বকালের, সর্বদেশের ও সর্বজনের উপযোগী হইয়াছে।

ভারতে ধর্মপদের পুনরভ্যুদয়ের সূচনা হয় ১৯০১ সালে। মনীষী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে ইহার পথিকৃৎ বলা চলে। তাঁহার রচিত ‘বৌদ্ধধর্ম’ গ্রন্থে ধর্মপদের অনেক শ্লোকের গদ্য ও পদ্যানুবাদ সংযোগ করিয়া তিনি আধুনিক যুগের পাঠকবর্গের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র বসু মহাশয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মপদের পালি অম্বয়, সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহাই বর্তমান ভারতীয় ভাষায় ধর্মপদের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। অতঃপর বাংলা ভাষায় আরো দশ বারোটি অনুবাদ হইয়াছে। কর্ণিল-আশ্রম হইতে স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্যক মহাশয় পুনর্বার ইহার সংস্কৃত পদ্য ও বাংলা গদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। হিন্দী, অসমীয়া, মারাঠী, গুজরাটি, নেপালী প্রভৃতি ভাষায় ইহার অনেক অনুবাদ হইয়াছে। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন হিন্দী ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন (১৯২১)। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের ‘ধর্মপদ-পরিচয়’ বাঙালী পাঠকের অনেক অনুসন্ধিৎসা নিবৃত্ত করিবে।

ধর্মপদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে উপাখ্যানগুলি ভাষ্যে বিধৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়—একটি ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতাদের অনেকে বিমল ধর্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। অনেকে জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। অনেকের জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। গত সাদর্শ্যসহস্র বৎসরে বিশ্বের কত মানুস ইহা দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার সর্বজনীন উপদেশাবলী আজও মানুষের হৃদয় পরিতুষ্ট করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১, বুদ্ধিগট টেম্পল স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

১৪৪৮৫৪

ধর্মার্থ মহাস্ববিদ



## ৫। শ্রীগিরিশচন্দ্র বরুয়া, বিজ্ঞাবিনোদ\*

### বুদ্ধবাণী-ধর্মবিনয়-ত্রিপিটক

বুদ্ধজ্ঞানভের পর হইতে তাঁহার মহাপরিনির্বাণকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বিষয়বস্তু অবলম্বনে, বিভিন্ন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া, তথাগত সম্যক্সম্বুদ্ধ নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গে, যেই বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনামূলক সত্য-তথ্য সর্ব-সাধারণের কল্যাণার্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সাধারণতঃ সেইগুলিকে ‘বুদ্ধবাণী’ নামেই অভিহিত করা হয়।

তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি স্বয়ং কিংবা তাঁহার শ্রাবকবৃন্দ কেহই তাঁহার বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তাঁহার সমস্ত উপদেশ অবিকৃত-ভাবেই তাঁহার শ্রাবকসম্বন্ধে অস্তরে প্রোথিত হইয়া থাকিত। তাঁহার শ্রাবক-সম্বন্ধে মধ্যে প্রায় অধিকাংশই ছিলেন শ্রুতিধর। সুতরাং শ্রুতিধর পরম্পরায় তাঁহার বাণী সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছিল।

তাঁহার মহাপরিনির্বাণলাভের তিন মাস পরেই ( খৃঃ পূঃ ৪৮৩ অব্দ ) বুদ্ধ-প্ররাজিত ভিক্ষু সুভদ্দের বুদ্ধোপদিষ্ট বিনয়ানুশাসনগুলির বিরুদ্ধাচরণ প্রবণতা দেখিয়াই মহান অহং মহাকাশ্যপ সমগ্র বুদ্ধবাণী সঙ্কলনের জন্য রাজগৃহ নগর সন্নিকটবর্তী বৈভার পর্বতের সপ্তপর্ণী গুহায় নির্বাচিত পঞ্চশত অহং ভিক্ষুর সাহচর্যে প্রথম ‘বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি’র অধিবেশন আহ্বান করেন। সেই বুদ্ধবাণী সঙ্কলন মহাসভায় মহাকাশ্যপ মহানুভবির মহোদয় পৌরোহিত্য করেন। আনন্দ শ্রবির ‘ধর্ম’ এবং উপালি শ্রবির ‘বিনয়’ সেই মহাসভায় আবৃত্তি করেন। প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে এইরূপে সমগ্র বুদ্ধবাণী ধর্ম ও বিনয় ভেদে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া সংগ্রহ করা হয়।

দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশত বৎসর পরে বৈশালিতে—সপ্তশত অহং ভিক্ষু সম্বন্ধে সমবায়। সাত মাস ব্যাপিয়া সমগ্র বুদ্ধবাণী সঙ্কলনের কাজ চলে। রেবত মহানুভবির সেই ধর্ম মহাসঙ্গীতিতে পৌরোহিত্য করেন এবং সমগ্র বুদ্ধবাণী—‘ধর্ম ও বিনয়’ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াই সংগৃহীত হয়। তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি

\* বাংলা একাডেমী ( ঢাকা )র সৌজন্যে মুদ্রিত।

অনুষ্ঠিত হয়, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত বৎসর পরে (খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৭৭ অব্দ)। পাটলীপুত্রে প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্বকালে মহান অর্হৎ মৌদগলী পুত্র তিস্য মহাস্থবির মহোদয়ের অধিনায়কত্বে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘীতিতে বুদ্ধবাণী সমূহকে ধর্ম ও বিনয় নামে অভিহিত করিয়া সঙ্ঘায়ন কার্য চলিয়াছিল। তৃতীয় মহাসঙ্ঘীতি-কারকেরা সমগ্র বুদ্ধবাণীকে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম নামে অভিহিত করিয়া ‘ত্রিপিটক’ নামে আখ্যায়িত করেন।

প্রত্যেক মহাসঙ্ঘীতিতেই সর্বপ্রথমে বিনয়, দ্বিতীয়তঃ সূত্র এবং তৃতীয়তঃ অভিধর্ম পিটক সঙ্ঘায়িত হয়। এই রূপে বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের দুইশত বৎসরের মধ্যে বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক সাহিত্য, শ্রুতধর শ্রাবকসঙ্ঘের স্মৃতিপটেই অঙ্কিত হইয়া থাকে।

বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদর্শিত হইল :

১—বিনয় পিটক তিনভাগে বিভক্ত, যথা : (১) সূত্র বিভঙ্গ, (২) খম্বক, (৩) পরিবার পাঠ। প্রাতিমোক্খ সূত্রবিভঙ্গের প্রধান অঙ্গ। ইহাতে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য প্রাতিমোক্খের অনুশাসনগদ্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই অনুশাসনগদ্যের ব্যাখ্যার জন্য সূত্রবিভঙ্গ রচিত। সূত্রবিভঙ্গ দুইভাগে বিভক্ত : (১) মহাবিভঙ্গ—ভিক্ষুদের আচার-ব্যবহারের আলোচনা। (২) ভিক্ষুণী বিভঙ্গ—ভিক্ষুণীদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা। খম্বক দুইভাগে বিভক্ত—(১) মহাবগ্গ—ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বিনয় সম্বন্ধীয় প্রধান বিষয়গদ্যের বিশদ ব্যাখ্যা। (২) চুল্ল বগ্গ—বিনয় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র বিষয়ের আলোচনা। পরিবার পাঠ—বিনয় সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তরমালা ও সূচী ইত্যাদি।

২—সূত্র পিটক। সূত্র পিটকে নানাবিধ জটিল ধর্ম-তত্ত্বের আলোচনা, সমালোচনা ও উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত : (ক) দীর্ঘনিকায়, (খ) মজ্জিম নিকায়, (গ) সংঘসূত্র নিকায়, (ঘ) অঙ্গুত্তর নিকায়, (ঙ) খম্বক নিকায়। এই শেষোক্ত খম্বক নিকায় পুনরুত্থানি বিভিন্ন গ্রন্থের সমষ্টি—(১) খম্বক পাঠ, (২) ধম্মপদ, (৩) উদান, (৪) ইতিবৃত্তক (৫) সূত্রনিপাত, (৬) বিমান বন্ধু, (৭) পেত্তবন্ধু, (৮) থেরগাথা, (৯) থেরীগাথা, (১০) জাতক, (১১) নিশ্দেশ,

(১২) পটিসম্ভিদামগ্গ, (১৩) অপদান, (১৪) বুদ্ধবংস ও (১৫) চরিয়-  
পিটক ।

৩—অভিধম্মপিটক । অভিধম্মপিটকে লৌকিক ও লোকোত্তর চিত্ত-  
চৈতসিকের পদুত্থানদুপদুত্থরূপে বিশ্লেষণ ও শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে । ইহাও  
সাত খণ্ডে বিভক্ত : (১) ধম্মসঙ্গণি, (২) বিভঙ্গ, (৩) কথাবন্ধু,  
(৪) পদুগ্গলপঞ্ঞসত্তি, (৫) ধাতুকথা, (৬) যমক ও (৭) পট্টঠান ।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ ‘ধম্মপদ’ খৃষ্টাব্দে নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ । ‘ধম্মপদ’  
শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক । এই শব্দটিকে নানাভাবে পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা  
করিয়া গিয়াছেন । ‘ধম্ম’ শব্দের অর্থ সাধারণতঃ বুদ্ধের প্রচারিত উপদেশ-  
সমূহ অথবা পদুগ্গ, যাহার আচরণে নিবাণ প্রত্যক্ষ করা হয় । ‘পদ’ শব্দেরও  
নানারূপ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয় । অভিধম্ম পিটকে ইহার অর্থ করা হইয়াছে—  
স্থান, রক্ষা, নিবাণ, কারণ, শব্দ, পদার্থ, অংশ, পদ এবং পদবিক্ষেপ ।  
সুতরাং ধম্মপদ শব্দের অর্থ—নিবাণ উপলব্ধির পন্থা বা সংসার-দুঃখের  
অবসানের উপায় । ধম্মপদের শ্লোকসমূহেও ধর্মপদ শব্দের অর্থ বিভিন্ন-  
রূপে করা হইয়াছে । আচার্য বুদ্ধঘোষ অর্থ করিয়াছেন—‘সম্পত্তসঙ্কম্ম-  
পদো । সখা ধম্মপদং সুভং দেসেসি ।’—বুদ্ধ চতুরাষসত্য সম্যক্ উপলব্ধি  
করিয়া মঙ্গলময় ধর্মপদ (নিবাণোপলব্ধির পন্থা) প্রচার করিয়াছেন ।

মোটামুঠিভাবে বলা যায় যে, ধম্মপদ শব্দের অর্থ বুদ্ধের প্রচারিত  
চতুরাষসত্য উপলব্ধি করিয়া সংসার তৃষ্ণা বিনাশের উপায় ।

চারিটি ভাষায় লিখিত ধম্মপদ পাওয়া গিয়াছে—সংস্কৃত, মিশ্রসংস্কৃত,  
প্রাকৃত এবং পালি । ইহা ছাড়াও ‘ফা-খিউ-কিঙ্গ’ নামক ধম্মপদের একখানি  
চৈনিক অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে ।

সংস্কৃত—‘চু-ইয়-কিঙ্গ’ নামক ধম্মপদের একখানি সঠিক চৈনিক সংস্করণ  
আছে । গ্রন্থখানি বিশ খণ্ডে সমাপ্ত । আনুমানিক ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে  
বুদ্ধস্মৃতি ( চু-ফো-নিয়েন ) নামক একজন পাক-ভারতীয় ভিক্ষু চীন দেশে  
যাইয়া গ্রন্থখানি স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করে । ভূমিকায় বলা হইয়াছে  
যে, বসুমিত্রের পিতৃব্য ধর্মগ্রাত এই গ্রন্থখানি সংকলন করেন । এই ধম্মপদে  
তেরিশটি বর্গ আছে । প্রত্যেক বর্গের সহিত ভাষ্যও সংযোজিত আছে ।  
ডক্টর নাঞ্জিও বলেন যে, মূল গ্রন্থখানি ছিল সংস্কৃত ভাষায় । ৩৮৩

খ্রীষ্টাব্দে কাবুলবাসী শ্রমণ সংঘভূতি চীনে যাইয়া গ্রন্থখানি চৈনিক ভাষায় অনূবাদ করেন।

তুরফানে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আর একখানি ধর্মপদ পাওয়া গিয়াছে। পদ্যকথানির নাম কিন্তু ধর্মপদ নহে। গদ্যপদ যুগের হরফে লিখিত ঐ গ্রন্থখানির নামকরণ করা হইয়াছে ‘উদান বর্গ’। গাথা ও বর্গ সংখ্যার দিক হইতে রক্ষিত সাহেবের অনুদিত তিব্বতী ধর্মপদের সহিত উদান বর্গের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ‘ধর্ম-সংগ্রহ-মহার্ষ-গাথা’ নামক আরও একখানি ধর্মপদের চৈনিক অনূবাদ পাওয়া গিয়াছে। ধর্মগ্রন্থে এই গ্রন্থখানি সংকলন করেন। ১৮০—১০০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে খি-সি-সাই পদ্যকথানি চৈনিক ভাষায় অনূবাদ করেন।

মিশ্রসংস্কৃত—‘ফা-খিউ-কিঙ্গ’ নামক ধর্মপদের যে চৈনিক অনূবাদ আছে, উহার ভূমিকায় বলা হইয়াছে যে, বাইশটি বর্গে বিভক্ত পাঁচশত গাথা সম্বলিত মূল গ্রন্থখানি ‘ওয়াই-চি-লান’ নামক একজন পাক-ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণ—‘হোয়াঙ্গ-উর’ রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে ( ২২৩ খ্রীষ্টাব্দ ) পাক-ভারত হইতে চীনে আনয়ন করেন। পরে অন্য একজন পাক-ভারতীয় শ্রমণের সাহায্যে তিনি পদ্যকথানি চীনা ভাষায় অনূবাদ করেন। এই গ্রন্থখানির ভূমিকায় বলা হইয়াছে মূল পদ্যকে বাইশটি বর্গে বিভক্ত পাঁচশত গাথা ছিল; কিন্তু ‘পালি’ ধর্মপদের গাথা সংখ্যা চারিশত তেইশ।

‘ফা-খিউ-কিঙ্গ’ গ্রন্থে উল্লিখিত বর্গ এবং সাতশত বাহ্যমিটি গাথা আছে। বলা বাহুল্য, মূল পদ্যকের বহির্ভূত বহু গাথা ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

প্রাকৃত—খোটারানের তের মাইল দূরে অবস্থিত গো-শুঙ্গ বিহারের ধর্মসা-বশেষ হইতে খরোশ্টি অক্ষরে লিখিত একখানা ধর্মপদ উদ্ধার করা হইয়াছে; কিন্তু সম্পূর্ণ পদ্যকথিটি পাওয়া যায় নাই। সুতরাং মূল গ্রন্থের গাথা ও বর্গ সংখ্যা সঠিকভাবে জানা যায় না। বর্গ সমূহের পারস্পর্য নির্ণয় করাও কঠিন। প্রাকৃত ধর্মপদের কোন চৈনিক বা তিব্বতীয় অনূবাদ আছে কি-না তাহা অদ্যাবধি জানা যায় নাই।

পালি—পালি ধর্মপদে চারিশত তেইশটি গাথা আছে। গাথাগুণি ছাশিখিটি বর্গে বিভক্ত। সিংহলী পুরাবৃত্ত মহাবংসে বলা হইয়াছে যে, পাটলীপুত্র নগরে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘীতি অনুষ্ঠিত হইবার পরে সম্রাট অশোকের পুত্র ( মতান্তরে স্নাতা ) মহিন্দ্র থেরকে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে সিংহলে

প্রেরণ করা হইয়াছিল। মহিন্দ্র সমগ্র ত্রিপিটক পালি ভাষায় এবং ভাষ্যসমূহ সিংহলী ভাষায় প্রচার করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে ভাষ্যসমূহ সহ পিটকগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়।

ধম্মপদের গাথাগদূলি বুদ্ধের শ্রীমদুখনিঃসৃত বাণী। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন উপলক্ষে এই গাথাসমূহ উক্ত হইয়াছে। সঙ্গীতিকারক স্থবির, মহাস্থবিরগণ এই সকল গাথা চয়ন করিয়া ধম্মপদগ্রন্থ সংকলন করেন।

ধম্মপদ ত্রিপিটকেরই অন্তর্গত ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং ত্রিপিটকের সংকলন কালই ইহার সংকলন কাল বলিয়াই ধরিয়া নেওয়া সঙ্গত।

মহাবংসে বলা হইয়াছে যে সিংহলের রাজা বটুগামনির রাজত্বকালে (খ্রীষ্ট-পূর্ব ৮৮—৭৬ অব্দ)-এ অট্টকথা সহ ত্রিপিটক—বুদ্ধবচন লিপিবদ্ধ করা হয়। ধম্মপদের প্রাচীনত্বের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ যে, প্রথম শতাব্দীতে রচিত ‘মিলিন্দপঞ্‌হে’ (মিলিন্দপ্রশ্নে) ধম্মপদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অভিধম্মপিটকের কথাবন্ধুতেও ধম্মপদের অনেকগদূলি গাথা পরিলক্ষিত হয়।

‘ধম্মপদট্টকথা’ নামে এই ধম্মপদ গ্রন্থের পালি ভাষায় একখানা ভাষ্য (Comentary) আছে, আচার্য বুদ্ধঘোষই ইহার রচয়িতা।

ইহা বলা বাহুল্য যে, এই বিষয়ে যদিও আধুনিক পণ্ডিতগণ একমত নহেন, তথাপি আচার্য বুদ্ধঘোষকেই এই গ্রন্থের ভাষ্যকার বলিয়া স্বীকার করিয়া নেওয়া যায়।

অতএব, এখানে আচার্য বুদ্ধঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা বলার যুক্তি-যুক্ততা আমরা উপলব্ধি করি।

প্রখ্যাত বোধিবৃক্ষের নিকটবর্তী বুদ্ধগয়ায় ঘোষক গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে বুদ্ধঘোষের জন্ম হয়। তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও জ্ঞান-পিপাসু হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। কুলরীতি অনুসারে তিনি শৈশব হইতেই যথোপযুক্তভাবে শিক্ষালাভ করিতে করিতে গ্রিবেদে পারদর্শিতা লাভ করার পরও তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা না মিটায়, সমগ্র জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি নানাস্থানে বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে তর্কে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। এইভাবে জন-

সমাজে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ও তार्কিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেও তাঁহার অদম্য জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত হইল না ।

এই সময় রেবত মহাস্থবিরের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে এবং মহাস্থবির পণ্ডিত্যভিমানী ব্রাহ্মণ যুবককে তর্কে পরাস্ত করিলেন । তখন তিনি বুদ্ধমন্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য মহাস্থবিরের নিকট ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করিলেন । ত্রিপিটক অধ্যয়ন করিয়া তরুণ ভিক্ষুর এরূপ প্রতীতি জন্মে যে, একমাত্র বুদ্ধের ধর্ম অনুসরণ করিলেই মুক্তির পন্থা পাওয়া যায় ।

বুদ্ধের ন্যায় তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ছিল বলিয়া বোধ হয় যুবককে বুদ্ধঘোষ আখ্যা দেওয়া হয় এবং জগতে তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধিলাভ করেন । অতঃপর তিনি জ্ঞানোদয় নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং প্রায় এই সময়েই অভিধম্ম পিটকের প্রথম গ্রন্থ ধম্মসঙ্গণির ভাষ্য অট্ঠ-সালিনীর এক পরিচ্ছেদও রচনা করেন ।

বুদ্ধঘোষ সমগ্র ত্রিপিটকের ভাষ্য সংকলন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, রেবত মহাস্থবির তাঁহাকে বলিলেন, ‘মূল ত্রিপিটকই শুদ্ধ জম্বুদ্বীপে আছে : কিন্তু ভাষ্য পাওয়া যাইবে না, সিংহলী অট্ঠকথাই প্রামাণ্য । বুদ্ধ ও সারিপুত্র প্রমুখ মহাস্থবিরগণের আলোচনাসমূহ অনুধাবন করিয়া সুপণ্ডিত মহিন্দথের সিংহলীভাষায় এই অট্ঠকথা প্রণয়ন করেন, অতএব মাগধী ব্যাকরণ অনুযায়ী আপনিই ইহার অনুবাদ করুন । তাহাতে সমগ্র বিশ্বের ‘উপকার হইবে’ ।

বুদ্ধঘোষ মহাস্থবির রেবতের উপদেশে সানন্দচিত্তে সিংহলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তখন মহানাম সিংহলের রাজা ( ৪১০-৩৩২ খ্রীষ্টাব্দ ) । অনুরোধের অস্তর্গত মহাবিহারের ‘মহাপ্রধান’ কক্ষে বসিয়া বুদ্ধঘোষ সম্ভ্রমপালথের নিকট হইতে সিংহলী অট্ঠকথা এবং থেরবাদ শ্রবণ করেন । তখন তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে, সিংহলী অট্ঠকথা ও থেরবাদের মধ্যেই বুদ্ধের বাণীসমূহ যথাযথভাবে নিহিত আছে । অতঃপর তিনি ভিক্ষু-সংঘের নিকট অট্ঠকথা অনুবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন । ভিক্ষুসংঘ বুদ্ধঘোষের পণ্ডিত্য পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ ত্রিপিটক হইতে দুইটি গাথা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন ।

গাথা দুইটির মূলরূপে গ্রহণ করিয়া অট্ঠকথাসহ পিটকত্রয়ের সাহায্যে বুদ্ধঘোষ ‘বিসুদ্ধিমঙ্গ’ নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন ।

বিসদ্বাক্ষমগ্গ রচনা সমাপ্ত হইলে বুদ্ধবোধ সমবেত শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষুসঙ্ঘকে তাহা পড়িয়া শুনান। তাহা শুনিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ বুদ্ধবোধের পাণ্ডিত্যে অতিশয় মুগ্ধ হন এবং উচ্ছ্বাসিত আনন্দে তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, 'ইনি নিশ্চয়ই স্বয়ং মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব বা (ভাবীবুদ্ধ)'। তখন ভিক্ষুসঙ্ঘ বুদ্ধবোধকে ত্রিপিটকের অট্টকথা (ভাষ্য) সিংহলী ভাষা হইতে পালি-ভাষায় অনুবাদ করিতে অনুরূপ প্রদান করিলেন। গ্রন্থাকর পরিবেশে অবস্থান করিয়া বুদ্ধবোধ সিংহলী অট্টকথা পালিতে অনুবাদ করেন। পুনরায় সিন্ধুকাম বুদ্ধবোধ জম্বুদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিয়া বোধিবৃক্ষের নিকটবর্তী কোন বিহারে অবস্থান করিতে থাকেন।

ধর্মপদের গাথাগুলি পরমার্থ ভাবধারার সঞ্জীবিত, পারমীপূর্ণ ব্যক্তিগণের নিকট ধর্মভাষণ প্রসঙ্গে বুদ্ধ এই গাথাসমূহ উচ্চারণ করিয়াছেন। যাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া গাথাসমূহ উচ্চারিত হইয়াছিল, তাঁহারা মার্গফল লাভ করিয়াছিলেন। মার্গফল লাভ করিলে নির্বাণের নিকটবর্তী হওয়া যায়, বুদ্ধ নির্দেশিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাহায্যে নির্বাণসাধনা শুরু করিতে হয়, তবে কোন কোন সাধক সম্যক-ব্যায়াম, সম্যক-স্মৃতি ও সম্যক-সমাধি এই তিন প্রকার শমথধ্যানের সাহায্যে বিদর্শনধ্যান লাভ করেন। আবার কোন কোন সাধক শূদ্ধ সম্যকদৃষ্টি ও সম্যকসংকল্প এই দুই প্রকার বিদর্শনধ্যানের সাহায্যে মার্গফল লাভ করিয়া নির্বাণ উপলব্ধি করেন। শমথধ্যানে নির্বাণ উপলব্ধি হয় না—বিদর্শনধ্যানেই নির্বাণের পূর্ণ উপলব্ধি হয়। ধর্মপদট্টকথায় উল্লেখ আছে যে, ধর্মপদের প্রথম গাথা শ্রবণে ত্রিশ সহস্র, দ্বিতীয় গাথায় চুরাশী সহস্র, তৃতীয় গাথা শ্রবণে শত সহস্র শ্রোতা, মার্গফল চতুষ্টয়ের একটি না একটির অধিকারী হইয়াছিলেন। অট্টকথায় শ্রোতাদের সংখ্যা অতিরঞ্জিত করা হইলেও ধর্মপদের প্রত্যেক গাথা শ্রোতাদের বিমুক্তিরস পরিবেশনে সার্থকতা লাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

ধর্মপদের গাথা পঠন ও শ্রবণের সহিত আচরণের সঙ্গতি না থাকিলে দৃগুৎ মুক্তির উপায় উদ্ভাবন হেতুৎপত্তিমূলক জ্ঞানলাভ হয় না। শ্রুতময় ও চিন্তাময় জ্ঞানের সাহায্যে গাথাগুলির নিগূঢ় অর্থ অনুধাবন করিয়া নিজের জায়গায় বসিয়া ধ্যানানুশীলনে বিমুক্তিরস পান করিয়া লোভ, দ্বेष ও মোহের অবসান করিতে হয়, তাহাতেই নির্বাণ উপলব্ধি সম্ভব। যাহা

অনুভূতির বিষয়, তাহা শব্দ আবৃত্তি করিলে কোন ফল হয় না, সুতরাং ধর্মপদের গাথা পঠন ও শ্রবণের সঙ্গে সম্যক্ আচরণের সঙ্গতি রাখিলেই মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়।

ধর্মপদের ৩৬৭ নম্বর গাথায় বলা হইয়াছে যে, প্রকৃত জ্ঞানী নামরূপের প্রতি আসক্তিপরায়ণ হন না ; কিন্তু অবিদ্যাচ্ছন্ন অজ্ঞব্যক্তিগণ নামরূপেতে মমত্ব উৎপাদন করিয়া ভাবে—‘এতং মম, এসোহমস্মি, এসো মে অস্তা’—‘ইহা (নামরূপ) আমার, ইহাতে আমি অবাস্তিত, ইহা আমার আত্মা’। এইরূপে জীব ব্যবহারিক জীবনে মোহাবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে তৃষ্ণা জটায় বিজড়িত হইয়া পড়ে এবং বারংবার সংসারে আনাগোনা করিয়া দঃখ ভোগ করে। বিদ্যালোকে আলোকিত মুক্তিকামী সাধক পারমার্থিক সত্য উপলব্ধি করিয়া নামরূপের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া ভাবেন—‘নেতং মম, নেসোহমস্মি, ন মেসো অস্তা’—‘ইহা আমার নহে, ইহাতে আমি অবাস্তিত নহি, ইহা আমার আত্মা নহে’। সাধক এইরূপ চিন্তায় পশ্চকন্ধের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া সংসার দঃখ হইত মুক্তিলাভ করেন।

সাধারণ জীব ‘আমিত্ব’ ও ‘মমত্ব’ এই দুই মিথ্যা দৃষ্টির বশীভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই দৃষ্টির মোহ নিগড়ে আবদ্ধ হইলে সত্যের সম্ভান লাভ করা যায় না। সেজন্য জীব ক্ষণভঙ্গুর পশ্চকন্ধের প্রতি আসক্ত হইয়া ইহাতে ‘আমিত্ব’ ও ‘মমত্ব’ উৎপাদন করে। জীব এই বিভ্রান্তির কারণ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণসদৃশে বলিয়াছেন—‘চতুস্রং ভিক্ষুবে অরিয়সচ্চানং অননুবোধা অস্পটিবেধা এবমিদং দীঘমন্ধানং সম্ভাবিতং সংসারিতং মমণ্ণেব তুম্হাকণ্ড’—‘চতুরাশ্রসত্যের অননুভূতি হেতুই জীব সংসারে বারবার আনাগোনা করিয়া নিদারুণ দঃখ ভোগ করে।

সংসারের দৈনন্দিন ঘাতপ্রতিঘাতে জর্জরিত হইয়া জীবের সাময়িক দঃখ প্রতীতি জন্মিলেও পরক্ষণে সে তাহাই সুখ বলিয়া মনে করে।

সুতরাং তাহার সাময়িক দঃখানুভূতিতে প্রকৃত সত্যোপলব্ধির পথ সূগম হয় না। অধিকন্তু সে দঃখকেই সুখ মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, কিন্তু দঃখের প্রকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করিলেই দঃখ হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। এই সম্যক্ দঃখানুভূতি ধ্যানানুশীলনেই আসে। মনের ঔৎকর্ষ সাধন না হইলে কখনও প্রকৃত দঃখের উপলব্ধি হয় না, দঃখের



সম্যক্ উপলব্ধিতেই দঃখ বিনাশের হেতু হয়। বুদ্ধ তথাগত এই দঃখ বিনাশের উপায়স্বরূপ আৰ্য্ অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রচার করিয়াছেন—সম্যক্-দৃষ্টি, সম্যক্-সংকল্প, সম্যক্-বাক্য, সম্যক্-কর্মান্ত, সম্যক্-জীবিকা, সম্যক্-প্রচেষ্টা, সম্যক্-স্মৃতি ও সম্যক্-সমাধি। এই অষ্টমার্গের অনুশীলনেই মানুস মুক্তিলাভ করিতে পারে। মুক্তিলাভের ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা ; মুক্তিলাভের অন্য কোন পন্থা নাই। সংসার দঃখ হইতে মুক্তিলাভের জন্য সকল মুক্তিকামী সাধকের এই পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। এই আৰ্য্-মার্গের সম্যক্ অনুশীলনেই দঃখের প্রকৃত অনুভূতি আসে এবং চতুরার্য্-সত্য উপলব্ধি করিয়া নিবাণ প্রত্যক্ষ করা যায়। এইরূপে ধম্মপদের প্রত্যেকটি গাথায় বুদ্ধের সার-কথা চতুরার্য্ সত্যের সম্বন্ধ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ মুক্তি-রস বিতরণ করাই ইহার মূখ্য উদ্দেশ্য।

ত্রিপিটকের মধ্যে ধম্মপদেরই প্রচার সমধিক। পৃথিবীর প্রায় সকল সমৃদ্ধ ভাষাতেই ইহার অনুবাদ আছে ; কিন্তু কোন কোন অনুবাদক ধম্মপদকে মামূলী উপদেশমূলক পুস্তক মনে করিয়া উহার অন্তর্নিহিত পরমার্থ ভাবধারার প্রতি যথোচিত মর্যাদা দেন নাই। বৌদ্ধ দর্শনের সহিত সম্যক্ পরিচয় না থাকিলে অনুবাদের মধ্যে ভাব-মাধুর্য্ রক্ষা করা সম্ভব নহে।

‘ধম্মপদটীকথায়’ আচার্য বুদ্ধঘোষ প্রত্যেক গাথার পারমার্থিক ব্যাখ্যা করিয়া গাথা সমূহের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। ইহা সাধনা সাপেক্ষ। শূদ্ধ ভাষার বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুসরণ করিয়া বৌদ্ধ ভাবধারায় অপরিচিত ও সাধনাবিহীন ব্যক্তির পক্ষে ত্রিপিটকের সম্যক্ অর্থ উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়ে। সেজন্য কোন কোন অনুবাদক ‘পৃথিবী’ শব্দকে ‘পঞ্চস্কন্ধ’ রূপে অনুবাদ না করিয়া ‘পৃথিবী’ বলিয়া অনুবাদ করিয়া ভূ-মণ্ডলের পরিচয় দিয়াছেন। সেরূপ ‘লোক’ শব্দ। ইহার অর্থও পঞ্চস্কন্ধ। ‘সম্মেব সংখারা’কে পঞ্চস্কন্ধ (রূপ, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, বেদনা) অনুবাদ না করিয়া শূদ্ধ ‘সমস্ত সংস্কার’ রূপে অনুবাদ করা হইয়াছে। ইহাতে একটিমাত্র সংস্কার স্কন্ধেরই কথা বলা হয় ; অপর চারি স্কন্ধের কথা বাদ পড়িয়া যায়। ‘সচিন্তপারিয়োদপনং’-এর অর্থ কাম, হিংসা, শূন্য-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য, কৌকৃত্য ও সন্দেহ এই পঞ্চ নীবরণ হইতে নিজের চিন্তকে পরিশুদ্ধ বা মুক্ত রাখা। কেবল ‘স্বীয় চিন্তা বিশুদ্ধ রাখা’ অনুবাদ করিলে প্রকৃত অর্থ হয় না। এইরূপ

ধর্মপদের অনবদ্য সমূহে আরও অনেক শব্দ দেখা যায়, যেগুলির পারমার্থিক ব্যাখ্যা বাদ দিয়া শুদ্ধ ব্যবহারিক ব্যাখ্যাই করা হইয়াছে। ব্যবহারিক ব্যাখ্যাতেই শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকট হয় না, ইহাতে ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা হয় মাত্র।

ধর্মপদের গাথাগুলিকে অবলম্বন করিয়া ধর্মপদটুঠকথার এক একটা চমৎকার গল্প রচনা করা হইয়াছে। সেই গল্পসমূহের নায়ক-নায়িকার মনের অবস্থানদ্বারায় বুদ্ধ গাথাগুলি বলিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা নবজীবন লাভ করিয়া অমৃতের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। এই গল্পগুলি জানা না থাকিলে ধর্মপদের গাথার অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। সেজন্য গল্পগুলির সারাংশ পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

ধর্মপদের বিষয়বস্তু আলোচনা করার পূর্বে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে দুই-একটি কথার উত্থাপন করা প্রয়োজন মনে করি।

প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ নীতি ও ধ্যানমূলক। বুদ্ধ তাহা সুস্পষ্ট করিয়াছেন তাঁহার অষ্টাঙ্গিক মার্গের বিবৃতিতে। এই মার্গের আটটির মধ্যে তিনটি নীতিমূলক অর্থাৎ কায়িক বাচনিক সংঘমের দ্বারা কিরূপে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হওয়া যায় সে সম্বন্ধে; আর চারিটি ধ্যানমূলক অর্থাৎ চিত্ত সংযম, চিত্তের একাগ্রতা ও অকুশলচিত্তা ত্যাগ করিয়া কুশল চিত্তায় মনোনিবেশ করা। ব্রহ্মচর্য, চিত্তসংযম, চিত্তের একাগ্রতা ও অকুশল চিত্তা ত্যাগ করিয়া কুশলচিত্তায় মনোনিবেশ করা। ব্রহ্মচর্য ও চিত্ত সংযম, তৎসহ চিত্তের একাগ্রতা যে মুক্তির প্রথম দুই সোপান, তাহা সকল ধর্মেই প্রায় গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু বৌদ্ধধর্মে এই দুই-এর উপর যতটা গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে ততটা অন্য ধর্মে দেখা যায় না। অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাতটি অঙ্গই সব ধর্মাবলম্বীর নির্বিবাদে গ্রহণযোগ্য। এই হিসাবে বৌদ্ধধর্মকে সর্ববাদী-সম্মত বলা যাইতে পারে।

অন্যান্য ধর্ম হইতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভেদ অষ্টম অঙ্গে, অর্থাৎ সম্যক্-দৃষ্টিতে—বৌদ্ধ দর্শনে সম্যক্-দৃষ্টি অর্থে বলা হয় জগৎ অনিত্য ও অনাত্ম, এই জ্ঞান। জগতের অনিত্যতা ভারতের বহু দর্শন মতে গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু অনাত্মবাদ স্বীকৃত হয় নাই। বুদ্ধ বার বার বলিয়াছেন যে, জগৎ যখন অনিত্য তখন উহাতে নিত্য বা সার বস্তুর স্থান কোথায়?

স্থূল শরীর অথবা সুক্ষ্ম চিত্ত, দুইটিকে বা দুইটির একটিকে জনসাধারণ

আত্মা মনে করে, কিন্তু শরীর ও চিত্ত দুইই যখন অনিত্য তখন ইহাদের কোনটিকেই আত্মা অথবা সার যুক্ত নিত্য বলা অযৌক্তিক ; আর শরীরের মধ্যে নিষ্কিয় আত্মার কল্পনাও নিরর্থক । বুদ্ধের এই বাণী ভারতের সকল দার্শনিক গ্রহণ করিতে পারেন নাই । তাহার কিছুটা কারণ এই যে বহু প্রাচীন কাল হইতে আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা চলিয়া আসিতেছে আর সেই চিরন্তন বিশ্বাস ত্যাগ করা বহু দার্শনিকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে । বৌদ্ধ দর্শনের সহিত অন্যান্য দর্শনের প্রভেদ আত্মার অস্তিত্ব ও অনাস্তিত্বের মতবাদ গ্রহণের উপর প্রতিষ্ঠিত । বৌদ্ধদের কর্মফল ও পুনর্জন্ম এমন কি নির্বাণের সহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কর্মবাদ, পুনর্জন্ম ও মুক্তির বিশেষ কোন প্রভেদ নাই ।

নির্বাণ সম্বন্ধে বুদ্ধের প্রচার যৎসামান্য ; কারণ তিনি বারবার শিষ্যদের জ্ঞানাইয়াছেন যে সাধন মার্গের চরমে না পৌঁছাইলে নির্বাণ যে কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না । যাঁহারা সাধনার নীচের স্তরে আছেন তাঁহাদের নির্বাণ সম্বন্ধে যতই কিছু বলা হোক না কেন উহাতে অরণ্যে রোদন ব্যতীত আর কোন ফল হইবে না । নির্বাণ এতই গভীর সত্য যে তিনি উহা নিজে উপলব্ধি করার পর উহার প্রচারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন । যখন তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে চরম বা পারমার্থিক সত্যের কথা উত্থাপন না করিয়া সাধন মার্গের প্রচার ফলপ্রদ হইতে পারে ; তখন তিনি ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং তাঁহার ধর্মপ্রচারে অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলেন । যাঁহারা ধর্মপ্রচারে বুদ্ধের এই বিধার বিষয় জ্ঞাত আছেন তাঁহারা বুদ্ধিতে পারিবেন, কেন বুদ্ধ নির্বাণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু দেশনা করেন নাই ।

তিনি নির্বাণ সম্বন্ধে যতটা সম্ভব আভাস দিয়াছেন ; কিন্তু বুদ্ধি-তর্কের দ্বারা উহার সঠিকরূপে বর্ণনা করা ন্যায়সঙ্গত মনে করেন নাই, তবে তাঁহার পণ্ডিত শিষ্যেরা এই আভাস হইতে যতটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা পিটকের অনেক সূত্রে তাঁহারা প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন ।

বৌদ্ধধর্মের সাধনা ও দর্শন সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল তাহা ধর্মপদের তিনটি শ্লোকে সন্নিবদ্ধ করা হইয়াছে, যেমন—

যো চ বুদ্ধশ্চ ধর্মশ্চ সৎসংসারংগতো ।

চত্বারি অরিয়সঙ্কানি সম্মপঞ্ঞায় পম্পতি ॥ ১৯০

দুঃখং দুঃখসমুৎপাদং দুঃখং চ অতিক্রমং ।

অরিয়ট্টঙ্গিকং মঙ্গং দুঃখপসমগামিনং ॥ ১৯১

এতং থো সরণং থেমং এতং সরণমুত্তমং ।

এতং সরণমাপম্ম সম্বদুঃখা পমুচ্চতি ॥ ১৯২

এই গাথা তিনটিতে গ্রিগরণ, চতুরার্য-সত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গের উল্লেখ রহিয়াছে। এই তিনটির মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গের ব্যাখ্যার উপরই ধম্মপদের দৃষ্টি বেশী বলিয়া মনে হয়। ধম্মপদের মূখ্য উদ্দেশ্য গৃহস্থ বা জনসাধারণকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া অর্থাৎ তাঁহারা কি উপায়ে জীবন যাপন করিয়া নৈতিক উন্নতি সাধন করিতে পারেন তাহা বলা হইয়াছে। ৩৩২।৩৩৩ শ্লোকে—

সুখা মন্তেয়াতা দোকে অথো পেন্তেয়াতা সুখা ।

সুখা সামঞ্ণতা লোকে অথো বৃক্ষঞ্ণতা সুখা ॥ ৩৩২

সুখং যাব জরা সীলং সুখা সন্ধা পতিট্ঠতা ।

সুখো পঞ্ণায় পটিলোভো পাপানং অকরণং সুখো ॥ ৩৩৩

সাধারণ গৃহস্থদের জন্য ব্যবস্থা আছে শীলাদি পালন, দানশীলতা, গ্রিগ্রে শ্রদ্ধা, ইন্দ্রিয় সংযম, অপ্রমাদ, রাগ ও ঘৃণা ত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয় ইত্যাদি। মোহক্ষয় গৃহস্থীদের জন্য নয়। সেজন্য একটিমাত্র শ্লোকে ৩১৮ মোহের সরল ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, যেমন—‘অবজ্জো বজ্জমতিনো’ ইত্যাদি ; কিন্তু সংসার ত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ বহু শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম :

দুঃপস্বজ্জং দুঃভিরমং দুঃবাসা ঘরা সুখা ।

দুঃখো সমানসংবাসো দুঃখানুপতিতক্কাদু ।

তস্মা ন চাক্কাদু সিয়া ন চ দুঃখানুপতিতো সিয়া ॥ ৩০২

অষ্টাঙ্গিক মার্গে তিন সাধনা—কায়, মন ও বাক্-সংযম সংক্রান্ত। কায় ও বাক্-সংযমের জন্য বৌদ্ধশাস্ত্রে শীলাদি পালনের ব্যবস্থা আছে। শীল অর্থে ধম্মপদে ২৪৬ শ্লোকে পঞ্চশীলের উল্লেখ দেখা যায় দশ শীলের নয়, উহার কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে। ধম্মপদের মূখ্য উদ্দেশ্য গৃহস্থদের নৈতিক শিক্ষাদান। যদিও শ্রমণ ও ভিক্ষুদের প্রতি উপদেশ কিছু কম নাই, তবুও উহা ধম্মপদের গোণ উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে। শীল পালনের দ্বারা

সাধক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইতে পারেন এবং উহাই বৌদ্ধ সাধনার প্রথম সোপান ।

ব্রহ্মচর্য সাধনা সম্পন্ন করার পর, সাধককে চিত্ত সংযমের উপদেশ দেওয়া হয় এবং চিত্ত সংযমের ফলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ সাধিত হয় । চিত্তই যে সর্বদুঃখের কারণ এবং সর্ব মানসিক ক্রিয়াদির অগ্রগামী । ঐ চপল চিত্তকে দমন করা যে সুকঠিন তাহা ধর্মপদের বহুশ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । চিত্ত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

দূরঙ্গমং একচরং অসরীরং গৃহাসয়ং ।

যে চিত্তং সঞ্জেমেস্-সন্তি মোক্ষংস্তি মারবন্ধনা ॥ ৩৭

এরূপ চিত্তকে দমন করার একমাত্র উপায় ধ্যান ও ধারণা । তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে ধর্মপদের ৩৭২ শ্লোকে :

নখি ঝানং অপঞ্জেস্-স, পঞ্জে নখি অব্যায়তো ।

যম্-হি ঝানন্ত পঞ্জে চ স বে নিম্বান সন্তিকে ॥ ৩৭২

এই ধ্যান ও প্রজ্ঞার কথা ভিক্ষুবর্গে স্থান দেওয়া হইয়াছে ; কারণ উহা ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে । শ্রমণ ও ভিক্ষুদের জন্য বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে, যেমন অশুভ ভাবনা—জরাবর্গে, অরণ্যবাস, শূন্যতা, অনিমিত্ততা ও স্ত্যানার্জন—অরহন্ত বর্গে এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহত্যাগ—ব্রাহ্মণ বর্গে ইত্যাদি ।

অষ্টাঙ্গিক মার্গে দ্বিতীয় সোপান—চিত্ত সংযম, চিত্তের একাগ্রতা ও অকুশল চিন্তা ত্যাগ, কুশল চিন্তার প্রয়াস । চিত্ত দমনের একমাত্র উপায় ধ্যান । বৌদ্ধশাস্ত্রে উহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে । ত্রিপিটকের আলোচনা সর্বজনপ্রিয় হয় না, যেহেতু পণ্ডিত সাধকরাই কেবল উহা অনুধাবন করিতে পারেন ; সে জন্য ঐ সমস্ত বিষয় গৃহস্থ বা অন্য ধর্মবলম্বী বা শ্রমণের জন্য শ্রুতিমধুর ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া ধর্মপদে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ।

অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রথম দুই সোপান অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য পালন ও চিত্ত সংযম শিক্ষার জন্য সাতটি অঙ্গের ব্যবস্থা রহিয়াছে । একটি মাত্র অঙ্গ বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ক সম্যক-দৃষ্টি, ইহাই বুদ্ধের নিজস্ব মত । উহার সত্যতা

সম্বন্ধে তিনি যে কতটা স্থির নিশ্চয় তাহা সৰ্বজ্ঞ মহাপুরুষের বাণীতে  
সদৃশপটে হইয়া উঠিয়াছে :

সম্বাভিভূ সম্ববিদহমস্মি

সম্বেসদু ধম্মেসদু অনদুপলিস্তো ।

সম্বজ্জহো তণ্হক্খয়ে বিমদুস্তো

সয়ং অভিঞ্ণার কমদুদিসেসয়্যং ? ॥ ৩৫০

বুদ্ধের সম্যক্-দৃষ্টি ধম্মপদে কি ভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহাই এখন  
আমাদের বক্তব্য ।

প্রথম সাধনার দিক হইতে বুদ্ধ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে 'অন্তা হি  
অন্তনো নাথো' ( ৩৮০ ) 'ন তং মাতাপিতা কয়িরা অঞ্ণে বাপি চ ণাতকা'  
( ৪৩ ) 'ন সন্তি পুত্তা তানায় ন পিতা নাপি বাম্ববা' ( ২৮৮ ) ইত্যাদি ।  
মানুষকে নিজের মুক্তি নিজেই অর্জন করিতে হইবে । কোন দেবতা বা  
পিতামাতা বা পুত্র কেহই মুক্তি দানে সাহায্য করিতে পারিবে না । প্রত্যেক  
পুরুষকে স্বকীয় বীৰ্য ও সাধনার উপর নির্ভর করিতে হইবে । হোমাগ্নি,  
যজ্ঞ বা দেব-দেবীর পূজার দ্বারা মুক্তিলাভ অথবা এমন কি স্বর্গলাভ হওয়াও  
সম্ভব নয় । আত্মনির্ভরশীল হওয়া যে সকলের একান্ত প্রয়োজন ইহাই তিনি  
প্রচার করিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট অপীতি-  
ভাজন হইয়াছিলেন ।

দ্বিতীয়তঃ তিনি বলিয়াছেন যে সংসার অনিত্য ও অনাশ্রয়—সে জন্য উহা  
দুঃখময় । সংসারের জীব এবং বস্তুসমূহ যে নিত্যবস্তু নহে—উহারা  
পরিবর্তনশীল, তাহা সকলেরই জ্ঞাত । সুতরাং তাঁহার অনিত্যতা মত  
লইয়া বিশেষ মতভেদ দেখা যায় না, তবে কেহ কেহ বলেন যে তিনি অণু-  
পরমাণুর নিত্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন ; কিন্তু অণু-পরমাণুর সমষ্টিগত-  
ভাব অর্থাৎ সংস্কৃত বস্তু অনিত্য ইহা বলিয়াছেন । এই মতের জন্য  
বুদ্ধিতর্ক ও বুদ্ধ বচনের প্রয়োগ যথেষ্ট করা হইয়াছে, তবে বেশীর ভাগ  
সম্প্রদায় অনিত্যতা অর্থে সংসারের সকল জীব ও বস্তুর ক্ষণভঙ্গুরতা ও  
বিনাশিতা স্বীকার করিয়াছে ; অণু-পরমাণুকে সমষ্টিগতভাব বা সংস্কৃত  
বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং এই ব্যাখ্যাই ধম্মপদেও গৃহীত হইয়াছে ।  
১৭০ শ্লোকে দেখা যায় লোক ও জগৎকে জলবৃদ্ধ বা মরীচিকার সহিত  
তুলনা করা হইয়াছে এবং ১৭১ শ্লোকে জীবদেহকে রথের সহিত তুলনা করা

হইয়াছে। ৪৬ শ্লোকে মানবদেহকে বলা হইয়াছে ফেন-পিণ্ড বা মরীচিকা তুল্য। সাধকেরা যেন জগৎ শূন্য ও লক্ষণবিহীন—এই জ্ঞান লাভের জন্য সচেষ্ট হন। সূত্ররাং ধ্মপদে জগৎ বা সংসার অনিত্য অর্থে উহার স্বভাব বা চির অস্তিত্ব বা নিত্যত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। এক কথায় জগৎ মায়া বিশেষ। ফেন-পিণ্ড বা মরীচিকাতুল্য।

সংসার যদি অনিত্য হয় তাহা হইলে উহাতে সার বা নিত্য বস্তু কি করিয়া থাকিতে পারে। সেজন্য বুদ্ধ বলিয়াছেন যে সংসার অনিত্য ও অনাস্ত্য। অনিত্য জীবদেহে নিত্য আত্মার অবস্থান কল্পনা তাঁহার মতে ভ্রমাত্মক। ধ্মপদে ৬২ ও ২৭৯ শ্লোক দুইটিতে সেজন্য বলা হইয়াছে, ‘অন্তাহি অন্তনো নখি’ ‘সম্বে ধম্মা অনন্তা’। নামরূপ অর্থাৎ পঞ্চকন্ধের সমষ্টিটিকে কেহ কেহ আত্মা কল্পনা করিয়া ভ্রমে পতিত হন। সেজন্য ৩৬৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে :

সম্বসো নামরূপস্মিংস সস্ নখি মমায়িতং ।

অসতা চ ন সোচতি স বে ভিক্ষু’তি বুদ্ধতি ॥ ৩৬৭

নিবাণ সম্বন্ধে ধ্মপদে কি উক্তি আছে এখন তাহা দেখা যাক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বুদ্ধ নিবাণ সম্বন্ধে যথাসম্ভব নীরবতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কি কারণে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। শিষ্যেরা কিস্তু বুদ্ধের ন্যায় নিবাণ সম্বন্ধে কোন বিবৃতি না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। ধ্মপদেও কিছ্রু কিছ্রু আভাস আছে : যেমন, ‘নিম্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা’ (১৮৪), ‘নিম্বানং পরমং সুখং’ (২০৪), ‘নিম্বানং যোগক্খেমং অনন্তরং’ (২৩), ‘অধিগচ্ছে পদং সন্তং, সংসারূপসমং সুখং’ (৩৮১), ‘অমতং পদং’ (১১৪) ইত্যাদি। এই সকল বাক্য হইতে বুঝা যায় যে নিবাণকে চরম মোক্ষাবস্থার স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। উহাতে নিবাণের সত্তার কল্পনা আসিয়া পড়ে ; কিস্তু বুদ্ধ বলিয়াছেন, নিবাণ অনিবর্তনীয়, উহার সম্বন্ধে যদি কিছ্রু বলা যায় তাহা কেবল ‘নেতি নেতি’ দ্বারা বলা যাইতে পারে যেমন অদুঃখ, অসুখ, অব্যাধি, অজর, অমর, অস্কন্ধ, অসাংসার, ন অন্ত, ন অনন্ত ইত্যাদি। উহাকে কোন পদ বা অবস্থা বলা বুদ্ধের মতে সমীচীন নয়।

ধ্মপদ সংকলিত হইয়াছে জনসাধারণের জন্য। সেই কারণে ঠিক দার্শনিক মতানুযায়ী নিবাণের স্বরূপ দেওয়া হয় নাই। নিবাণ শান্তি ও আনন্দে পরিপূর্ণ এই ব্যাখ্যা ঠিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা

যায় কি রূপে? বিরাগকে কেনই বা নিবাণ নামে অভিহিত করা হইবে তাহাও বুঝা যায় না। এই ধ্মপদে এমন কথাও আছে যাহা হইতে বুঝা যায় যে নিবাণ অকম্পনীয়, যেমন :

আকাশে বা পদং নশি সমনো নশি বাহিরে ।

পপণ্ডাভিরতা পজ্জা নিম্পপণ্ডা তথাগতা ॥ ২৫৪

এই শ্লোকে তথাগত অর্থাৎ নিবাণপ্রাপ্ত বুদ্ধ ‘নিম্পপণ্ড’ অর্থাৎ কোন বিবৃতি সাপেক্ষ নহেন, ইহা বলা হইয়াছে। তুলনা করা হইয়াছে—আকাশে পদ-চিহ্নের সহিত, ১৮০ শ্লোকে বলা হইয়াছে ‘তং বুদ্ধমনন্তগোচরং অপদং’। এরূপ বাক্য প্রয়োগের দ্বারা মনে হয় নিবাণের ব্যাখ্যা ধ্মপদে সঠিকভাবে পাওয়া যায় না, অথবা বলিতে হয় ধ্মপদ সংস্কলনের যুগে নিবাণ সম্বন্ধে ‘অমৃতপদরূপ’ কোন এক অনিবচনীয় অবস্থার কম্পনা প্রচলিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্মের ও বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্ন দিক দিয়া ইহার মূলতত্ত্ব বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে গেলে সমগ্র ত্রিপিটকে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন না হইলে ইহার ধরন-ধারণ ও মর্মার্থ গ্রহণে অসুবিধায় পড়িতে হয়। সেজন্য এক্ষেত্রে আমরা বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদর্শন বিষয়ে বিশদ আলোচনার কথায় অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া এ গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিশ্ববরণে পণ্ডিতগণের অভিমত এবং ধ্মপদ গ্রন্থের পূর্ববর্তী, সমকালীন ও পরবর্তী গ্রন্থগুলির তুলনামূলক আলোচনা বিশিষ্ট প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মণীষীবৃন্দের মন্তব্য যথাস্থানে উদ্ধৃত করিয়া যাওয়ার আকাংখা করি।

প্রাচীন উপমহাদেশীয় সভ্যতার বাহন বলে যে কয়খানি গ্রন্থ আধুনিক বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, উহার মধ্যে চতুর্বেদ, ত্রিপিটক, মহাভারত, রামায়ণ, মনুসংহিতা এবং মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত ও শকুন্তলা এইগুলিই প্রধান। এইগুলির মধ্যেও আবার প্রথমোক্ত তিনখানি অর্থাৎ চতুর্বেদ, ত্রিপিটক ও মহাভারত একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। উক্ত গ্রন্থত্রয় প্রাচীন উপমহাদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির তিনখানি বিশ্বকোষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। বেদ, ত্রিপিটক ও মহাভারতের বিপুল সংস্কৃতি মণ্ডলের উজ্জ্বলতম প্রকাশ ও পরিণতি ঘটিয়াছে তিনটি সংহত কেন্দ্রে। উপমহাদেশীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির এই তিনটি প্রকাশ কেন্দ্র যথাক্রমে উপনিষদ, ধ্মপদ ও ভাগবদগীতা। উপমহাদেশীয় চিত্তের অভিবর্তনের



আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ; ‘ভারতের ইতিহাসে আমরা প্রাচীন কাল হইতেই দেখিয়াছি, জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাঁহার চিন্ত বরাবরই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে ; ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ—তাঁহার উপনিষদ, তাঁহার গীতা, তাঁহার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম সমস্তই এই মহাযুদ্ধে জন্মলব্ধ সামগ্রী—ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা পরিচয় ।

বৌদ্ধধর্মের পূর্ণতম ও সংহততম প্রকাশ ঘটিয়াছে ধর্মপদ গ্রন্থে । সুতরাং উপনিষদ, গীতা ও ধর্মপদকে জড়ত্বের বিরুদ্ধে পাক-ভারতীয় চিন্তাশক্তির জয়লব্ধ শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় ।

সমগ্র বৈদিকযুগ ব্যাপী চিন্তা মন্বনের ফলে যে অমৃত উঠিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায় বারখানি উপনিষদ গ্রন্থে । মহাভারতীয় সংস্কৃতির জগতে গীতার স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ‘আতস কাচের এক পিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর এক পিঠে তেননি তাহারই সংহত দীপ্তি রশ্মি ।’ মহাভারতেও তেমনি এক দিকে ব্যাপক জনশ্রুতি-রাশি আর এক দিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি, সেই জ্যোতিটিই ভাগবদ্-গীতা । —ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরমতত্ত্বকে দেখিয়াছিল । মানুষের সকল চেষ্টাই কোন্‌খানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে, মহাভারত সকল পথের মাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে—তাহাই গীতা ।

‘ভারতচিন্তার সমস্ত প্রয়াসকেই এক মূল সত্যের মধ্যে এক করিয়া দেখাই মহাভারতের দেখা । তাই মহাভারতের এই গীতার মধ্যে লজিকের ঐক্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ না থাকিতেও পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের ঐক্যতত্ত্ব আছে’—ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা : পরিচয় ।

বিশাল মহাভারতে গীতার যেমন বিপুল স্থান তদ্রূপ দিগন্তবিসারী বারিধিতুল্য ত্রিপিটক সাহিত্যে ধর্মপদের স্থানও বিরাট । এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—‘ভাগবদ্-গীতায় ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেশটা ভারতের চিন্তাকে যেমন একস্থানে একটি সংহত মূর্তি দান করিয়াছেন, ধর্মপদ গ্রন্থে ভারতবর্ষের চিন্তার একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়াছে’—ধর্মপদ : ভারতবর্ষ ।

বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও অনুরূপ উক্তি করিয়া গিয়াছেন, ‘আমরা গ্রীমৎ ভাগবদ্-গীতার ধেরূপ সমাদর করি, বৌদ্ধগণ

ধর্মপদ গ্রন্থেরও তদ্রূপ সমাদর করিয়া থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ষেরূপ সকল ধর্মের সার স্বরূপ গীতোক্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, বুদ্ধ তথাগতও সেইরূপ ধর্মপদ গ্রন্থে স্বীয় ধর্মের স্থূলমর্ম সংক্ষিপ্ত ভাবে পরিব্যক্ত করিয়াছেন—চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত : ধর্মপদ, ভূমিকা, প্রথম সংস্করণ।

উপনিষদ, ধর্মপদ ও গীতা এই তিনটি উপমহাদেশীয় সংস্কৃতির মূখ্যতম প্রতীক। সুতরাং এই সংস্কৃতির ইতিহাসে ধর্মপদের স্থান নির্ণয় করিতে হইলে উপনিষদ ও গীতার সঙ্গে উহার সম্বন্ধ বিচার করার প্রয়োজন থাকে; কিন্তু দৃষ্টির বিষয় এই অত্যাব্যশ্যক কাজটি এখনও পর্যন্ত যথোচিতভাবে সম্পন্ন হয় নাই। সংস্কৃতিমন্ডলের এই তিনটি উজ্জ্বলতম কেন্দ্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন উহাদের ঐতিহাসিক কালক্রম এবং তৎকালীন সংস্কৃতিগত পরিবেশ সম্বন্ধে সূক্ষ্মপণ্ট পরিচয় লাভ। এইস্থানে সে আলোচনা সম্ভব নয়। ধর্মপদ গ্রন্থে পরিচয় প্রসঙ্গে এই বিষয়ে সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলাই আমাদের পক্ষে উত্তম। বলা বাহুল্য, এই সব ক্ষেত্রে পণ্ডিত মহলে মতভেদের অবকাশ কম নয়। আমরা মতানৈক্যের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া এই বিষয়ে সাধারণতঃ স্বীকৃত সিদ্ধান্তগুলির পরিচয় দিয়া যাওয়াই উচিত মনে করি। তথাগত বুদ্ধের আবির্ভাবকাল (খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫৬৩—৪৮৩ অব্দ) যে উপনিষদেদের যুগের অব্যবহিত পরবর্তী এই বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে তেমন মতভেদ নাই। সুতরাং খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতককে মোটামুটিভাবে উপনিষদ রচনা কাল বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। এই বিষয়ে ভারততত্ত্ববিদ কীথ সাহেব (A. B. Keith) —এর মত উদ্ধৃত করা যাইতেছে : The death of Buddha falls in all probability somewhere within the second decade of the fifth century before Christ : the older Upanishads can therefore be dated as on the whole not later than 550 B. C. From that basis we must reckon backwards, taking such periods as seem reasonable—Cambridge : History of India, Vol. I, P. 112.

[বুদ্ধের মৃত্যু হয় সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম-শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কোন সময়ে, সুতরাং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন উপনিষদগুলিকে খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫৫০ সালের এ দিকে আনা যায় না। উপনিষদের যুগ নির্ণয় করিতে

হইলে ঐ তারিখ হইতে সম্ভবতঃ পশ্চাৎ গণনা করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। এই গ্রন্থের অন্যত্র কীথ্ বলিয়াছেন : We must legitimately carry the Upanishads of the older type later than 550 or perhaps more probably 600 B. C.

[ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ধরনের উপনিষদগুলিকে আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫০০ অব্দের এদিকে টানিয়া আনিতে পারি না ; এমন কি ঐগুলি খ্রীষ্ট-পূর্ব ৬০০ অব্দেরই পরবর্তী নয়, ইহাই অধিকতর সম্ভব। ] ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, খ্রীষ্ট-পূর্ব সপ্তম শতকই উপনিষদ্ রচনার মূখ্য কাল।

এবার ভাগবদগীতার রচনা কাল সম্বন্ধে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস লেখক ভিনটারনিটস্ ( Winternitz ) বলেন : There is evidence from inscriptions that, as early as the beginning of the second century B. C. the religion of the Bhagabatas had found adherents even among the Greeks in Gandhara, It is perhaps not too bold to assume that the old Bhagabatgita was written at about this time as an Upanishad of the Bha-

[ প্রাচীন খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকের আরম্ভকালে গান্ধারবাসী গ্রীকদের মধ্যেও কেউ কেউ ভাগবত ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মূল ভাগবতগীতা ভাগবত সম্প্রদায়ের উপনিষদ্ হিসাবে এই সময়েই লিখিত হইয়াছিল। এই অনুমান সম্ভবতঃ খুব অধোস্তিক নয়। ]

কৃষ্ণ প্রবর্তিত ভাগবত ধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণেরা প্রথমে প্রসন্ন ছিলেন না ; কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁহারা বাসুদেব কৃষ্ণকে বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়াই স্বীকার করেন এবং ভাগবত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্ভাব স্থাপন করেন। বিদেশী দূত হোলিও দোরসের বিদিশাস্থ গরুড় স্তম্ভ লিপি হইতে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় যে, খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকেই বাসুদেব কৃষ্ণ গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুরূপে পূজিত হইতেন। কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর এই অভিন্নতা প্রথম কখন স্বীকৃত হয়, সে সম্বন্ধে ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেন : A clear indication of the identification of Vasudeva with

Narayana—Vishnu is found in the Taittiriya Aranyaka  
The Aranyaka probably dates from the third century B. C.  
—Early History of the Vaishnava Sect. (1936) : P 107

[বাসুদেব (কৃষ্ণ) ও বিষ্ণুর অভিন্নতা স্বীকৃতির স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তৈত্তিরীয় আরণ্যকে : এই আরণ্যকটি সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকের বই।]

উক্ত পদ্যকেই ডক্টর রায়চৌধুরী বলেন, খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকের একটি ব্রাহ্মণ্যগ্রন্থে যে বাসুদেবকে বিষ্ণু বলিয়া স্বীকার করা হইল ইহা তাৎপর্য-হীন নয়। তিনি অনুমান করেন অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে ব্রাহ্মণেরা আত্মরক্ষার্থ ভাগবত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াই বাসুদেব কৃষ্ণ বিষ্ণু আরোপ করেন ; ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারেরও এই মত।

গীতায়ও কৃষ্ণের বিষ্ণু স্বীকৃত হইয়াছে। এক স্থলে (১০।২১) কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, 'আদিত্যানাং বিষ্ণু'। তারপর অর্জুনও তাঁহাকে দুই বার বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন (১১।২৪।৩০), অতএব গীতাকে অশোকের পরবর্তীকালের গ্রন্থ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। সব ঐতিহাসিক অবশ্য এই বিষয়ে একমত নহেন। কালিনাথ গ্রাম্যক তেলাঙ্গের মতে গীতা খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্ববর্তী। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকারের মতে উহা খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকের সূচনাকালের পরবর্তী নয় ; কিন্তু কাহারও মতেই গীতা বুদ্ধের পূর্ববর্তী নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নহেন। তাহা হইলেও তাঁহার ন্যায় মনীষীর ইতিহাস-দৃষ্টির একটি বিশেষ মূল্য আছে। সুতরাং গীতার ঐতিহাসিক মত সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত উদ্ধৃত করা অসমীচীন হইবে না। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত একখানি পত্রে (১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ তারিখে লিখিত) তিনি গীতার স্বরূপ সম্বন্ধে এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, 'গীতার ঠিক ইতিহাসটি পাওয়া গেলেই ওর হে'য়ালীর মীমাংসা পাওয়া যাইত। গীতার মধ্যে কোন একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনের সূত্র আছে, তাই ওর নিত্য অংশের সঙ্গে একটা ক্ষণিক অংশ জড়িয়ে গিয়ে কিছ্র যেন বিরোধ বাধিয়ে দিয়েছে। কোনো একজন মহাপুরুষের বাক্যকে কোন একটি সংকীর্ণ ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করলে যে রকমটি হয়, গীতার সেরকম একটা

টানাটানি আছে। অজ্ঞানকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্য আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে তার মধ্যেও বিশুদ্ধ সত্যের সরলতা নেই। আমার মনে হয়, বৌদ্ধ উপদেশ ভারতবর্ষকে যখন নিষ্ক্রিয় করে তুলেছিল, যখন অহিংসা ধর্মের সাত্ত্বিকতা কেবলমাত্র negative লক্ষণাক্রান্ত; সুতরাং পূর্ণ সত্য থেকে লুপ্ত হয়ে পড়েছিল, তখন কোনো একজন মনস্বী পূর্বতন গুরুদেব উপদেশকে ক্রোধসাহকরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সম্মুখে একটি সাময়িক প্রয়োজন অত্যন্ত উৎকটভাবে থাকতে ব্যাখ্যাটির মধ্যে খুব উচ্চভাবের সঙ্গেও তর্ক-চাতুরী খানিকটা না মিশে থাকতে পারেনি। গীতার সঙ্গে সঙ্গে গীতার সেই ইতিহাসটি যদি দেখতে পাওয়া যেত, তা হলে বোঝার পক্ষে ভারি সুবিধা হত।

গীতা রচনার মূখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে যুদ্ধে প্রবর্তনা দান, আর প্রাণহননে বিরুদ্ধ মনোভাবকে প্রশমিত করা। গীতা পড়িলে মনে হয়, তৎকালের দেশে যুদ্ধবিমুখ মনোভাব খুবই প্রবল ছিল, অথচ যুদ্ধ করিবার প্রয়োজনও প্রবলভাবে দেখা দিয়াছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই রকম সংকট দেখা দিয়াছিল কখন? আমরা জানি কলিঙ্গ যুদ্ধ (খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৬১)-এর পর হইতেই সম্রাট অশোক যুদ্ধ পরিহার নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, আর তাহার মৃত্যুর অল্পকাল পর হইতেই (খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৩২ অব্দ) বৈদেশিকদের উপর্যুপরি ভারত আক্রমণ আরম্ভ হয়। এই সময়েই দেখা দেয় হিংসা বিরোধী মনোভাবকে অতিক্রম করিয়া যুদ্ধে প্রবর্তনা দিবার তথা ধর্ম ও যুদ্ধকে সমন্বিত করিবার প্রয়োজন। আত্মার অনশ্বরত্বের কথা উত্থাপন করিয়া নরহননের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিবার আবশ্যকতা দেখা দেয় ঐ রকম সংকটকালেই। তাই গীতাকারকে তর্ক-চাতুরীর আশ্রয় লইয়াই প্রাণীহত্যা ও আত্মার অনশ্বরত্বের অবিরোধ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে এবং ঐতিহ্যগত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রসঙ্গে কৃষ্ণজ্ঞান-সংবাদের অবতারণা করিয়া ধর্মব্যাখ্যাচ্ছলে যুদ্ধের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে হইয়াছে। এই সব যুক্তির যদি কোন সারবস্তা থাকে তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, অশোকের মৃত্যুর পরে খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকে যখন অশ্বমেধ পরাক্রম পদ্যামিত্র প্রমুখ নৃপতিরা বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার কাছাকাছি কোনো সময়ে গীতা রচিত হইয়াছিল।

## ধম্মপদের রচনাকাল

বুদ্ধোপদিষ্ট ধম্মপদের সঙ্গে গীতার পৌৰ্ব্বাপর্ব্ণ নিৰ্ণয় উপলক্ষে ধম্মপদের রচনাকাল সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা প্রয়োজন।

বৌদ্ধ প্রসিদ্ধি অনুসারে বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ প্রভৃতি তাঁহার তিরোধানের পর অস্তুতঃ তিন কিস্তিতে সংকলিত হইয়াছিল। এই সংকলন কার্যের সূত্রপাত হয় মহাপরিনিৰ্বাণ (খ্রীষ্ট-পূর্ব ৪৮৩ অব্দ)-এর অত্যন্তপকাল পরেই রাজগৃহের মহাসঙ্ঘীতি (খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৭৭ অব্দ)-তে। এ কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন বুদ্ধের বিশ্বস্ত শিষ্য সম্প্রদায়; কিন্তু তখন সংকলনকার্য সম্পূর্ণতঃই সম্পূর্ণ হয় নাই এবং মতভেদেরও অবসান ঘটে নাই। তাই আরও একশত বৎসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় মহাসঙ্ঘীতি (খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৭৭ অব্দ) আহ্বানের প্রয়োজন অনুভূত হয়, আর তৃতীয় মহাসঙ্ঘীতি আরম্ভ হয় পাটলিপুত্রে প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্বকাল (খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৩৭ অব্দ)-এ। এই তৃতীয় কিস্তিতে বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য যে রূপ ধারণ করে, বৌদ্ধগণের মতে, তাহাই রাজপুত্র (মতান্তরে রাজভ্রাতা) মহেন্দ্র তাম্রপর্ণী অর্থাৎ সিংহল দ্বীপে লইয়া যান। যেখানে এই বিপুল সাহিত্য আরও দুইশত বৎসর মূখে মূখেই সংরক্ষিত ও প্রচারিত হয় এবং সিংহলরাজ বটুগামনি (খ্রীষ্ট-পূর্ব ৮৮-৭৬ অব্দ)-র শাসনকালে স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ হয়। এই বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত এবং তাই ত্রিপিটক নামে পরিচিত। ইহার ভাষার নাম পালি। এই পালি ত্রিপিটক কালক্রমে ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। রক্ষা পাইয়াছিল শুধু সিংহলে এবং সেইখান হইতে প্রচারিত হইয়াছিল ব্রহ্ম এবং শ্যামদেশে। সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্ম এই তিনটি বৌদ্ধ দেশেই মূল ত্রিপিটক এককাল শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে অধীত ও রক্ষিত হইতেছিল। অবশেষে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে পাশ্চাত্য মনীষীদের আগ্রহে এই সিংহলী ত্রিপিটক শিক্ষিত সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছে।

ত্রিপিটকের তিনটি বিভাগের নাম যথাক্রমে বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম। বিনয় পিটকে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়ম ও অনুশাসনাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। সূত্র পিটকে আছে বুদ্ধের বাণী ও তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের বিবরণ; আর অভিধর্ম পিটকে আছে এই ধর্মের তত্ত্ব বিশ্লেষণ। ইতিহাসের বিচারে পিটকত্রয়ের মধ্যে সূত্র পিটকের মূল্যই সর্বাপেক্ষা বেশী।

বস্তুতঃ বেদসমূহের মধ্যে ঋগ্বেদের যে স্থান, বৌদ্ধ ধর্ম সাহিত্যে সূত্র পিটকেরও সেই স্থান। বুদ্ধের জীবন-চরিত ও বাণী তাঁহার প্রচারিত ধর্ম এবং তাঁহার প্রধান শিষ্যবর্গের ইতিহাস রচনার প্রধান অবলম্বনই এই সূত্র পিটক। বৌদ্ধ সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট রচনাসমূহও সংকলিত হইয়াছে এই পিটকেই। ধর্মপদ গ্রন্থটিও এই পিটকেরই অন্তর্গত। সুতরাং ইহার আরও একটু বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

সূত্রপিটক পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এক একটি ভাগকে বলা হয় নিকায় অর্থাৎ সংগ্রহ। নিকায়গদ্যলির নাম যথাক্রমে দীঘ, মজ্জিম, সংঘদুত্ত, অঙ্গুত্তর এবং খুদ্দক। এই খুদ্দক নিকয়ে পনেরখানি বিভিন্ন প্রকৃতির গ্রন্থ সংকলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থগদ্যলিও এক সময়ের রচনা নহে। বিভিন্ন সময়ে রচিত এই গ্রন্থসমূহ যে পরবর্তীকালে একত্র সংকলিত হইয়া খুদ্দক নিকায় নামে সূত্রপিটকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে পণ্ডিত মহলে কোন মতভেদ নাই, কিন্তু এই সব গ্রন্থই যে অবাচীন তাহা নহে বরং বৌদ্ধদের রচিত কোন কোন প্রাচীনতম পুস্তকও এই নিকয়ে স্থান পাইয়াছে। শূদ্র তাহাই নহে, বৌদ্ধদের রচিত যে-সব গ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা-সমূহের মধ্যে স্থান পাইতে পারে, সেইগুলিও এই নিকায়েরই অন্তর্গত। খুদ্দক নিকয়ে সংকলিত পনেরখানি গ্রন্থের মধ্যে দ্বিতীয় গ্রন্থ ধর্মপদই সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং এক হিসাবে ভারতীয় প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠদান বলিয়া স্বীকৃত।

ধর্মপদ রচনাকাল সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট প্রমাণ কোথাও নাই। এ বিষয়ে কতকগুলি পরোক্ষ প্রমাণের উপরেই ঐতিহাসিকগণের একমাত্র নির্ভর। নিষ্ঠাবান বৌদ্ধদের বিশ্বাস ধর্মপদের উপদেশাবলী স্বয়ং বুদ্ধেরই মুখনিঃসৃত এবং ত্রিপিটকের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় বুদ্ধের পরি-নিবাণের অত্যন্তকাল পরেই রাজগৃহের মহাসঙ্ঘীতিতে সংকলিত হয়। সুতরাং তদনুসারে ধর্মপদের গ্রন্থাকারে সংকলনকাল হইতেছে খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধ। গীতার ন্যায় ধর্মপদের উপদেশসমূহ ছন্দো-বদ্ধ ভাষায় রচিত।

প্রচলিত ত্রিপিটকের মধ্যেই রাজগৃহ ও বৈশালীর মহাসঙ্ঘীতির উল্লেখ আছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, বর্তমান ত্রিপিটকের সংকলন কাল বুদ্ধের অন্তঃ শতাধিক বৎসর পরবর্তী। সুতরাং ধর্মপদও সম্ভবতঃ

be regarded as the most trustworthy evidences of the original doctrine of Buddha and the Buddhism of the first two centuries after Buddha's death. —History of Indian Literature : Vol. II, P, 18

[অশোকের সমকালে অথবা তাঁহার কাছাকাছি সময়ে, কিন্তু খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকের পূর্বেই, এমন একটি বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য ছিল যাহা আধুনিক পালি ত্রিপিটকের সঙ্গে অবিকল এক না হইলেও অনেকাংশেই উহার অনুরূপ। প্রচলিত ত্রিপিটকে যে পাঠ পাওয়া যায়, তাহা খুবই প্রাচীন এবং বুদ্ধের সময় হইতে খুব দূরবর্তী নয়, উহাকেই বুদ্ধের মূলনীতি তথা তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী প্রথম দুই শতকের বৌদ্ধধর্মের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করা যায়।]

বলা বাহুল্য, ত্রিপিটকের সমস্ত অংশ একই সময়ে রচিত হওয়াও সম্ভব নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, খৃস্টক নিকায়ের পনেরখান গ্রন্থের কতকগুলি অতি প্রাচীন এবং অন্যগুলি অপেক্ষাকৃত অবাচীন বলিয়াই পাণ্ডিত সমাজের অভিমত। বস্তুতঃ সমগ্র ত্রিপিটকই যে অশোকের পূর্ববর্তী একথাও স্বীকার করা যায় না। এই সাহিত্যে উক্ত মৌর্য সম্রাটের নাম কোথাও স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার পরোক্ষ উল্লেখ আছে। অঙ্গুত্তর নিকায়ের অব্যাক্তবগ্গে জন্ম খণ্ডের যে চক্রবর্তী অধীশ্বর অদণ্ড অশম্ভের দ্বারা পৃথিবীজয় এবং অপীড়ন ও ধর্মের দ্বারা রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তিনি যে ধর্মবিজয়ী রাজা প্রিয়দর্শী অশোক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সুতরাং ত্রিপিটক সাহিত্য মোটামুটিভাবে বুদ্ধের পরে দুই শত বৎসরের মধ্যে রচিত এবং অশোকের পূর্ববর্তী একথা স্বীকার করিলেও ধর্মপদ কত প্রাচীন, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র উত্তরের অপেক্ষা রাখে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ধর্মপদের ছন্দোবদ্ধ ভাষাকে অবিকল বুদ্ধবচন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাহা ছাড়া, বুদ্ধ এই গ্রন্থের সব উপদেশই এক সঙ্গে দিয়াছিলেন, একথাও স্বীকৃত হইতে পারে না; সুতরাং মানিতেই হইবে যে, ধর্মপদের উপদেশাবলী পরবর্তীকালের সংকলন মাত্র। ভগবদ্গীতার সমস্ত উপদেশ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে এক উপলক্ষে একই কালে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ধর্মপদ ঐরকম কোনও কল্পিত ভূমিকার উপর



প্রতিষ্ঠিত নহে। বস্তুতঃ, এই গ্রন্থের টীকাতে স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে যে, ধর্মপদ আসলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে বুদ্ধের উপদেশসমূহের সংগ্রহ মাত্র। এই সংগ্রহকর্তা যিনিই হউন, তিনি নিজের রুচি ও বিবেচনা অনুসারেই উপদেশসমূহ নিবাচন ও বিন্যাস করিয়াছেন। এই নিবাচন ও বিন্যাসে যথেষ্ট সুবিবেচনার পরিচয় আছে বটে, কিন্তু স্বভাবতই তাহাতে কালক্রম রক্ষিত হয় নাই। সুতরাং বিষয় এই যে, ধর্মপদের অর্ধেকেরও বেশী শ্লোক ত্রিপিটকের অন্যান্য অংশে যথাস্থান (অর্থাৎ যে স্থান হইতে সংকলন-কর্তা গ্রহণ করিয়াছেন)-এ পাওয়া গিয়াছে। ত্রিপিটক যে প্রাচীন—অর্থাৎ বুদ্ধের শ্রীমদ্বিনিঃসৃত বাণী এ বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না। সুতরাং ধর্মপদও স্বয়ং বুদ্ধের উপদেশবাণী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। অবশ্য এ বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যপণ্ডিতদের মধ্যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়বস্তু বা তৎকালীন বিভিন্ন মতবাদীর মতও তৎকালীন প্রচলিত শ্রুতি, কিংবদন্তী, নীতি ইত্যাদিতে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইলেও, কোনটা কোনটার পরবর্তী বা পূর্ববর্তী সে বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে আসা আমাদের পক্ষে নিতান্তই একটা সমস্যার বিষয়। তাই আমরা ঐ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ স্থান, তর্কযুক্তির মারপ্যাঁচ পরিহার করিয়া মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই সমীচীন বলিয়া মনে করি। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে এ কথাও মানিতে হয় যে, ত্রিপিটক সাহিত্য বুদ্ধবাণী সম্বন্ধে ভিনটারনিট্‌স সাধারণভাবে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ধর্মপদ সম্বন্ধেও তাহা সমভাবে প্রযোজ্য অর্থাৎ ধর্মপদের প্রচলিত পাঠ বুদ্ধের সময় হইতে খুব দূরবর্তী নয় এবং তাহাকে বুদ্ধের মূল উপদেশ তথা তাঁহার পরবর্তী প্রথম দুই শতকের ধর্মনীতির প্রাচীনতম ও প্রকৃষ্টতম নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করা যায়। অন্য প্রমাণের দ্বারাও এ অনুমান সমর্থিত হয়। মিলিন্দ-পণ্ডিত নামক বিখ্যাত পালি গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাষায় ধর্মপদের উল্লেখ আছে এবং সে উল্লেখ এমনভাবেই আছে, যাহাতে মনে হয়, এ গ্রন্থ রচনার সময় ধর্মপদ একটি প্রাচীন পুস্তক বলিয়াই গণ্য হইত। মিলিন্দ-পণ্ডিত রচনার কাল আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম শতক। অভিধর্মপিটকের অন্তর্গত কথা-বন্ধু নামক গ্রন্থটি অশোকের আমলের অর্থাৎ খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকের রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ঐতিহাসিকেরাও এই প্রসিদ্ধিকে সত্য বলিয়া মনে করেন। এ গ্রন্থে এমন কতগুলি শ্লোক আছে যাহা ধর্মপদ ব্যতীত

[ ধর্মচক্রপবন্তন সূত্রে উক্ত উপদেশবাণী, মহাপরিনির্মানসূত্রে উক্ত বিদায়বাণী এবং ধর্মপদে উক্ত কতকগুলি নীতি-বচনকে যথার্থ বুদ্ধের উক্তি বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাহাকে অশ্ব বিশ্বাস বলিয়া গণ্য করা চলে না । ]

এইবার প্রমাদ কথার তাৎপর্য বিচার করা যাক । মেঘদূতের প্রথমেই আছে, ‘স্বাধিকারপ্রমত্ত’ । মল্লিনাথ প্রমত্ত কথার অর্থ করিয়াছেন ‘অনবহিত’ । অমরকোষে আছে ‘প্রমাদোহনবধানতা’ । বস্তুতঃ প্রাচীন প্রয়োগের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুদ্ধা যায়, কতব্য বিষয়ে অনিবিষ্টতা বা অবহেলারই নাম প্রমাদ এবং স্বাধিকার বা স্বকর্তব্যে অবিচলিত নিষ্ঠাই অপ্রমাদ । একটু চিন্তা করিলেই বুদ্ধা যায়, অপ্রমত্ততার জন্য চাই সদাজাগ্রত উদ্যম ও আত্মনির্ভরতা বা পুরুষকার । তাই বৌদ্ধ ধর্মনীতিতে অপ্রমাদের সঙ্গে এই দুইটি নীতির উপরেও যথেষ্ট জোর দেওয়া হইয়াছে । বৌদ্ধ সাহিত্যে উদ্যমের প্রতিশব্দ হিসাবে উথান, উৎসাহ, পরাক্রম প্রভৃতি কথার প্রয়োগ দেখা দেখা যায় । অশোকের অনুশাসনসমূহে অপ্রমাদ কথার ব্যবহার নাই বটে, কিন্তু উথান প্রভৃতির বহুল প্রয়োগ দেখা যায় । বস্তুতঃ এইগুলিই হইতেছে অশোকের জীবন ও রাষ্ট্রনীতির মূল কথা । এ বিষয়ে ডক্টর বড়ুয়ার উক্তি উল্লেখযোগ্য : Parakrama, Pakama, Uyama, Usaha, and Uthana are the keywords of Asoka's life as well as his Government.—Asoka and His Inscription.

[ পরাক্রম, উদ্যম, উৎসাহ এবং উথান এইগুলিই হইল অশোকের শাসন তথা তাহার জীবনের মূলকথা । ]

অশোকানুশাসনের একটি অংশ এখানে তুলিয়া ধরিলে উহার যথার্থতা প্রমাণ করা যায় ।

কতয়্বমতে হি মে সর্বলোকহিতং ।

তস চ পুন এস মূলে উস্টানং ।

—ষষ্ঠ পর্বতলিপি ( গিরনার )

[ সর্বলোকহিতই কতব্য, কিন্তু তাহার মূল হইতেছে উথান । ]

ধর্মপদে অপ্রমাদের পাশ্বেই উথানের স্থান দেওয়া হইয়াছে, যথা—

উট্ঠানেনপ্ৰমাদেন সংযমেন দমেন চ ।

দীপং কয়িরাথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি ॥

—অপ্রমাদ বঙ্গ ॥ ৫ ॥

[মেধাবী, উখান, অপ্রমাদ, সংযম ও দমের দ্বারা এমন স্বীপ তৈয়ারী করিবেন, যাহা প্লাবনেও ধ্বংস হইবে না।]

এখানে মেধাবীকে উখান, অপ্রমাদ প্রভৃতির দ্বারা নিজেই নিজের আশ্রয় স্বীপ রচনা বলিতে বলা হইয়াছে। কেননা আত্মনির্ভরতা ব্যতীত উখান তথা অপ্রমাদ সম্ভব নয়। তাই বৌদ্ধধর্মে আত্মনিষ্ঠার উপরেই খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। মহাপরিনির্বাণের পূর্বে আনন্দকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান যুদ্ধ যে শেষ উপদেশ দিয়াছিলেন তার মূলকথাই আত্মনিষ্ঠা। ‘অন্তদীপা, অন্তসরণা, অনঞ্‌ঞসরণা, বিহরথ, ধম্মদীপা, ধম্মসরণা, অনঞ্‌ঞসরণা’—দীঘনিকায়, মহাপরিনির্বাণ সূক্তান্ত।

[আত্ম (নিজের) ও ধর্মের স্বীপ রচনা করিয়া আশ্রয় নাও; আত্ম ও ধর্মের শরণ নাও, আর কাহারও নহে।]

ধম্মপদেও এই কথাই ঠিক আছে।

অস্তা হি অস্তনো নাথো কোহি নাথো পরো সিয়া।

অস্তনা হি সুদন্তেন নাথো লভতি দুম্মভং॥

—অন্তবঙ্গ ॥ ৪ ॥

[নিজেই নিজের আশ্রয়, অন্য আশ্রয় আর কে হইবে? নিজেকে দমযুদ্ধ (অর্থাৎ সংযত) করিলেই দুর্লভ আশ্রয় লাভ করা হয়।]

এই আত্মশরণ ও উখান যে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান নীতি তাহাতে সন্দেহ নাই।

ধম্মপদ, উপনিষদ্ ও গীতা, উপমহাদেশীয় সংস্কৃতির এই তিনটি কেন্দ্রজ্যোতির প্রতি আধুনিক সভ্য জগতের দৃষ্টি যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে ইহা কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নহে। সত্যি এই তিন মহান গ্রন্থই উপমহাদেশকে বিশ্ব সমাজের শ্রদ্ধার আসনে বসাইয়াছে একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রন্থ তিনটিকে বিশ্বচিত্তবিজয়ী বলিয়া বর্ণনা করা অসঙ্গত নয়।

বিশ্ব-মনীষার ক্ষেত্রে ধম্মপদ গ্রন্থখানি ইউরোপীয় শিক্ষিত সমাজের নিকট হইতে প্রচুর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অর্জন করিয়াছে, তবে উপমহাদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য সাময়িক ভাবেই লুপ্ত হইয়া যাওয়াতে সে শ্রদ্ধা পাইতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছে মাত্র; কিন্তু সিংহলের পালি সাহিত্যের প্রতি পাশ্চাত্য মনীষীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার পর হইতেই ধম্মপদ স্বীয় মর্যাদায়

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লাতীন, ফরাসী, ইংরেজী, জার্মান, ইটালীয়, রুশ প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় ধর্মপদের বহু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম লাতীন ভাষায় অনুবাদ হয়। অনুবাদকর্তা ডেনমার্কের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত উল্টের ফৌজবল ( V. Fousboll )। লক্ষ্য করার বিষয় গীতা, উপনিষদ ও ধর্মপদ এই তিনটি গ্রন্থের প্রতি ইউরোপীয়দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপের দেবভাষা লাতীনে অনূদিত হয়। একটা কথা এখানে বলিবার প্রয়োজন মনে করি যে, এই তিনটি গ্রন্থের মধ্যে গীতার অনুবাদ প্রথমে ইংরেজীতে এবং পরে লাতীনে হয়। কিন্তু উপনিষদ ও ধর্মপদের অনুবাদ প্রথমতঃ লাতীনেই হইয়াছিল। ইহা হইতে এই ধর্মগ্রন্থগুলির প্রতি ইউরোপের শ্রদ্ধার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে ষাহাই হউক ফৌজবল সাহেবের উৎকৃষ্ট সংস্করণটি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন ভাষায় ধর্মপদ লইয়া আলোচনা আরম্ভ হয়। ১৮৮৯ সালে Sacred Books of the East নামক বিখ্যাত গ্রন্থমালায় ( দশম খণ্ডে ) ম্যাক্সমুলারের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তারপর হইতেই এই গ্রন্থের মর্যাদা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সে সময় হইতে এদিকে উপমহাদেশীয় মনীষীদেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে ধর্মপদের স্থান সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ ম্যাকডোনেল ( A. A. Macdonel ) বলেন : It is a collection of aphorism representing the most beautiful, profound and poetical thoughts in Buddhist literature.— History of Sanskrit Literature (1900) : p. 379.

[ বৌদ্ধ সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সর্বাপেক্ষা মহৎ ও সর্বাপেক্ষ কাব্যময় ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ধর্মপদের সুভাষিত সংগ্রহের মধ্যে। ] ম্যাক্সমুলারের পর ধর্মপদের অনেক ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মধ্যে অধ্যাপক আরবার্ট জে. এডমন্ডস ( Adomunds )-এর অনুবাদ ( Hymus of the faith : শিকাগো, ১৯০২ ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অনুবাদের ভূমিকায় গ্রন্থকার ধর্মপদ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করা গেল : If ever an immortal classic was produced on the continent of Asia it is this. These old refrains from life beyond time and sense as it was wrought out by generations of earnest thinkers, have been

fire to many a muse—And today after twenty centuries of Roman and Christian culture, they have won the administration of European and Americans in every seat of learning from Copenhagen to the Cambridges and from Chigaco to St. Petersburg.—Hymns of the faith ( 1902 ) : ভূমিকা।

[ এশিয়া মহাদেশের মধ্যে যদি কোনও অমর মহাকাব্য কখনও রচিত হইয়া থাকে তবে উহা হইল এই ধম্মপদ। উপমহাদেশের ঋষি মনীষীরা যুগ যুগ ধরিয়া যে অতীন্দ্রীয় মহাজীবন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেই জীবনের এই চিরন্তন বাণীসমূহ কত হৃদয়ে উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দুই হাজার বৎসরের রোমক ও খ্রীষ্টান সংস্কৃতির পরে অদ্যাবধি সেই বাণী কোপেনহেগেন হইতে কেমব্রিজ এবং শিকাগো হইতে সেন্ট পিট্‌সবার্গ ( আধুনিক লেলিনগ্রাড ) পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে। ]

ধম্মপদ সম্বন্ধে এডমন্ডস সাহেবের এই মন্তব্যকে অত্যন্ত মনে করা সঙ্গত হইবে না। ধম্মপদ বস্তুতঃই এশিয়ার মহাকাব্য—আলংকারিকের মাপকাঠিতে অর্থাৎ রঘুবংশ কুমারসম্ভব যে অর্থে মহাকাব্য সে অর্থে তো নয়ই। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াদ যে অর্থে মহাকাব্য সে অর্থেও নয়। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি এক এক দেশ ও জাতির হৃদয় হইতে উদ্ভূত হইয়া এক একটি জাতীয় জীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাই এইগুলিকে বল্লা চলে জাতীয় মহাকাব্য বা ন্যাশনাল এপিক। ধম্মপদও উপমহাদেশের মর্মকোষ হইতে উদ্গত হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে—সর্বমানবীয় জীবনকে নানাভাবে পরিপূর্ণতা দান করিয়াছে, কিন্তু এখানেই ইহার সার্থকতা শেষ হয় নাই, উপমহাদেশের হৃদকেন্দ্র হইতে যাত্রা করিয়া সে অগ্রসর হইয়াছে বিশ্বচিত্ত বিজয়ে। নদী-পর্বত-সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া ধম্মপদ দেশে দেশে বিস্তার করিয়াছে আপন অধিকারে। সুরুমার কাব্যের মত শৃঙ্খলিত রসিকজনের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করাই ইহার লক্ষ্য নহে। সমগ্র জাতির হৃদয়কে আয়ত্ত করাই ছিল ইহার রত ; আর শৃঙ্খল ভাবের ক্ষেত্রে যে কাব্য উপভোগের বস্তু হইয়া থাকে, ধম্মপদ সে শ্রেণীর কাব্যও নয়। মানবের সমগ্র জীবনকে সবঙ্গীন ভাবে বিবর্তিত করার গম্যেই এই কাব্যটির সার্থকতা। এশিয়া মহাদেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগে, যে সমষ্টিগত জাতীয়

মহা-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল, ধম্মপদকে ইহার প্রেরণাস্থল বলিয়া বর্ণনা করিলে অন্যায় হইবে না। সিংহল হইতে মঙ্গোলিয়া এবং মধ্য এশিয়া হইতে যবদ্বীপ পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে এক মহা জাতীয় জীবন গড়িয়া তোলার ব্যাপারে ধম্মপদ অপারিসীম, ইহার ইতিহাস তুলনাহীন। এই মহা জনতার সমগ্র জীবনে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি যে চিরন্তন মাধুর্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কোন মহাকাব্যের কোন লক্ষণই এইটির নাই। বাহ্য লক্ষণের বিচারে ধম্মপদকে নীতিকাব্য বলিতে হয়, আর রসরচা হিসাবে ইহার স্থান গীতি কবিতার সমপর্যায়ে। মূলতঃ নীতিকাব্য হইলেও ধম্মপদের প্রভাব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। এখানেই ধম্মপদের বিশেষ গৌরব। ইহার কারণ হইতেছে এক দিকে ইহার গভীরতা ও উদারতা এবং অপর দিকে ইহার সর্বকালীনতা ও বিশ্বজনীনতা।

এক হিসাবে বলিতে গেলে একমাত্র খ্রীষ্টান বাইবেলের সঙ্গে ইহার তুলনা হইতে পারে; কিন্তু পৃথিবীর আর কোন গ্রন্থের সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না। বাইবেল মহাকাব্য বলিয়া গণ্য না হইলেও ইউরোপের জাতীয় জীবনের পক্ষে মহাকাব্যের আসনেই ইহার স্থান। বাইবেলের সঙ্গে ধম্মপদের পার্থক্য এই যে, বাইবেল বিশেষ কালের ভূমিকায়, বিশেষ সম্প্রদায়ের উপযোগী করিয়াই রচিত হইয়াছে; কিন্তু ধম্মপদ বৌদ্ধ সাহিত্য হইলেও ইহার সুর এবং ব্যঞ্জনা মূলতঃই অসাম্প্রদায়িক। সর্বকালের, সর্বমানবের জীবন প্রতিষ্ঠায় এমন কাব্য আর একটিও নাই।

উপনিষদ এবং গীতার বাণী যদিও প্রধানতঃ অসাম্প্রদায়িক, কিন্তু ঐ দুইটি গ্রন্থেরই এমন একটি পরিবেশ আছে যাহা সর্বকালে সর্বজনের স্বীকার্য নয়। তাহা ছাড়া, গীতা ও উপনিষদ যে যে অংশে সার্বজনীন সে সে অংশও এমন কতগুলি তত্ত্ব ও রহস্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যাহা সকলের পক্ষে সমভাবে অধিগম্য নয় এবং অধিগম্য হইলেও সমভাবে স্বীকার্য নয়। ধম্মপদ কিন্তু প্রায় সম্পূর্ণরূপে তত্ত্ববিচার নিরপেক্ষ, তাই সকলের হৃদয়কেই প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করার পক্ষে কোন বাধা নাই। এ প্রসঙ্গে ধম্মপদের অনুবাদক সন্ডার্স (K. J. Sounders) বলেন : *Mysticism finds an entrance here — a fact which makes the Dhammapada almost unique amongst the great things of religious literature. Instead we find common sense, Supreme... . Conf-*

dent of itself and of its firm grasp of all the factors in life's equation. —The Buddhas' way of virtue ( 1912 ).

[ ধ্মপদে রহস্য বা তত্ত্ববিচারের কোন স্থান নাই ; ফলে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে । তত্ত্ববিচারের পরিবর্তে এইটিতে পাই নিছক সাধারণ বুদ্ধির অব্যাহত প্রয়োগ, যাহা আত্মপ্রত্যয় এবং জীবনের সর্ববিধ বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত । ]

আত্মা ও রক্ষের তত্ত্ব অনুসন্ধানই উপনিষদের প্রাণবস্তু । তত্ত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠা না হইলে জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা সম্ভব নয় । এই মত উপনিষদে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই স্বীকৃত । গীতার আদর্শ ও অধ্যাত্ম উপলব্ধির ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত । যেহেতু গীতাও আসলে উপনিষদ, উহার পূর্ণ নাম ভাগবদ্ গীতোপনিষদ ; এই নাম হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় ; কিন্তু ধ্মপদ স্বরূপতঃ উপনিষদ নয়, অর্থাৎ অধ্যাত্ম নিষ্ঠা ইহার প্রকৃতিগত নয় । তত্ত্ববিদ্যা নিরপেক্ষ ভাবে শুদ্ধ আচরণ সাধ্য জীবননীতির আদর্শে সব মানবকে সার্থকতার পথে প্রবর্তিত করাই ইহার লক্ষ্য । এই বিশিষ্টতাই ধ্মপদকে বিশ্ব সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । ধ্মপদের এই বলিষ্ঠ নীতিপরায়ণতার একমাত্র তুলনামূলক হইতেছে উপমহাদেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের ধ্মানুশাসন সমূহ ।

ধ্মপদের এই তত্ত্বনিরপেক্ষ সরল নীতিনিষ্ঠতাই তাহার জ্ঞানচিত্ত প্রবেশের পথকে সুগম করিয়াছিল । পক্ষান্তরে তত্ত্বপ্রধান অধ্যাত্মনিষ্ঠতাই গীতা ও উপনিষদকে জনসাধারণের অধিকারের উর্ধ্বে মনস্বীতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল । তাহা ছাড়া, যে জনকল্যাণের প্রবর্তনা ধ্মপদকে হিমালয় পর্বত ও ভারত সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া মহাদেশ জয়ে নিয়োজিত করিয়াছিল উপনিষদ ও গীতার মধ্যে সেই প্রেরণা নাই । তাই দেখিতে পাওয়া যায় আধুনিক যুগের মনস্বীদের বুদ্ধিবৃত্তিকে গভীরভাবে নাড়া দিলেও গীতা-উপনিষদ প্রাচীনকালের মানব হৃদয়কে উদ্বেগ করিতে পারে নাই ; কিন্তু ধ্মপদ প্রাচীন ও আধুনিক উভয়কালের মানুষকেই অনায়াসেই জয় করিতে পারিয়াছে । অশোকের পুত্র বা ভ্রাতা মহেন্দ্র যখন বুদ্ধের বাণী লইয়া সিংহলে যান, ধ্মপদও সেই সময় সেখানে প্রচারিত হয় বলিয়া সিংহলবাসীদের বিশ্বাস । তথা হইতে তাহার প্রভাব প্রসারিত হয়

ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশে। ঐ তিন বৌদ্ধ দেশে প্রথম প্রচারের সময় হইতে এখন পর্যন্ত ধর্মপদের চর্চা অবিশ্রান্তভাবেই চলিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক বৌদ্ধকেই মচরাচর উপসম্পদা অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণকালে এ গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ দেশগুলিতে এই পুস্তকের আদ্যোপাস্ত আবৃত্তি করিতে পারেন এইরূপ লোকের সংখ্যা কম নয়। সিংহল ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে পালি ধর্মপদই প্রচলিত এবং পালি পরীক্ষার্থীর পক্ষে এইরূপ উপযোগী গ্রন্থ আর বেশী নাই। সেজন্যও ঐ সব দেশে এই গ্রন্থের এত সমাদর।

যে গ্রন্থের সমাদর ও প্রভাব এত বেশী এবং যে গ্রন্থ প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন দেশে বিজয় যাত্রা শুরুর করিয়াছে, তাহার পক্ষে শব্দ এক ভাষাতেই আবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়। নানা দেশীয় ভাষায় ভাষান্তরিত হওয়াও অবশ্যস্বাভাবী। ধর্মপদেরও তাহাই হইয়াছে। পালি ধর্মপদ সংকলনের অনতিকাল পরেই (সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকেই) সংস্কৃত ভাষায় তাহার রূপান্তর ঘটে।

প্রথমে যে সংস্কৃতে ধর্মপদের ভাষান্তর তাহা হইলে ভাঙ্গা সংস্কৃত। এই ভাঙ্গা সংস্কৃতে রচিত একাধিক ধর্মপদের সম্বন্ধ পাওয়া গিয়াছে। বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষাতেও ধর্মপদ একাধিকবার রূপান্তরিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ভাঙ্গা সংস্কৃত অবলম্বন করিয়া ২২৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনা ভাষায় প্রথম ধর্মপদ লিখিত হয়। অতঃপর চীনা ভাষায় আর তিন বার ধর্মপদের অনূবাদ হয়। শেষ অনূবাদ হয় সম্ভবতঃ দশম শতকের শেষভাগ (৯৮০—১০০১)-এ। শব্দ সংস্কৃত নয়, প্রাকৃতোক্ত ধর্মপদের অনূবাদ হইয়াছিল। মধ্য এশিয়ার খোটান অঞ্চলে গৌশঙ্ক বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খরোষ্ঠি লিপিতে লিখিত ধর্মপদের একটি খণ্ডিতাংশ পাওয়া গিয়াছে। পাণ্ডিতদের মতে, এইটাই নাকি সম্ভবতঃ প্রাচীনতম ভারতীয় পাণ্ডুলিপি। ইহার ভাষা গান্ধার জনপদ (রাওয়ালপিণ্ড অঞ্চলের)-এর তৎকালে প্রচলিত প্রাকৃত। ইহার রচনাকাল খ্রীষ্ট জন্মের কাছাকাছি সময়ে। মধ্য এশিয়ার তুরফান অঞ্চলেও ধর্মপদের একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত এবং ইহার লিপি উত্তর গুপ্তযুগ (ষষ্ঠ-সপ্তম শতক)-এর স্বাক্ষর। পাণ্ডিতেরা অনুমান করেন এই বিশেষ সংস্কৃত সংস্করণটিই পরবর্তীকালে তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। সম্ভবতঃ তিব্বতরাজ রল-



প-চন ( ৮১৭—৪২ ) এর রাজত্বকালে পণ্ডিত বিদ্যা প্রভাকর এই অনুবাদ করেন । নেপালেও ধম্মপদের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে ।

সদুত্তরাং দেখিতে পাওয়া যায় যে অশোকের রাজত্বকাল ( খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৭২-৩২ অব্দ ) হইতে ধম্মপদের যে বিশ্ববিজয় যাত্রা শুরূ হয়, খ্রীষ্টীয় দশম শতকেও উহার গতি ব্যাহত হয় না । বস্তুতঃ অশোক বিশ্বব্যাপী ধর্মবিজয় অভিযান আরম্ভ করেন, পরবর্তীকালে উহারই পতাকাবহনের গুরুদায়িত্ব পড়ে ধম্মপদের উপরে ।

ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে অনায়াসেই বুঝা যায় যে অশোকের আরম্ভকার্য সমাপনের রত লইয়াই ধম্মপদের জয়যাত্রা শুরূ হয় । অশোকের ধর্মবিজয় প্রধানতঃ পশ্চিম ভূখণ্ডেই আবদ্ধ ছিল । বাকি তিন দিক বিজিত হয় ধম্মপদের দ্বারা । মৌর্য আমলে যে ধর্মবাহিনী বিজয় অভিযানে নিষ্ক্রান্ত হন, তাহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া স্বয়ং অশোকের চরিত্র মহিমা, তাহার পরবর্তীকালে যেসব বাহিনী বিভিন্ন দিকে ধর্মবিজয়ে অগ্রসর হন তাহার পুরোভাগেই ছিল ধম্মপদের বাণী গৌরব । উপমহাদেশ যখন বিদেশী-শক্-পল্-হব এবং হুন গুর্জর তুর্কীর পুনঃপুনঃ আক্রমণের বিপ্লবে পর্যদুস্ত হইতেছিল তখনও ধম্মপদের ধর্মভিযান ব্যাহত হয় নাই । বিজয়ী সুলতান মাহমুদ যখন ( ৯৯৭-১০৩০ ) উত্তর ভারতবর্ষে বিজয় অভিযান চালাইতেছিলেন তখন এদিকে চলিতেছিল ধম্মপদের চীনা অনুবাদ এবং অপর দিকে বুদ্ধের মৈত্রীবাণী লইয়া হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতজয়ে অগ্রসর হইতেছিলেন নালন্দা মহাবিহারের মহাস্থবির অতীশ দীপংকর । ধম্মপদের এই প্রভাব বিস্তারের ফলে এক দিকে সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম এবং অপর দিকে মধ্য এশিয়া, নেপাল তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে বুদ্ধের বাণী স্বীকৃত হইয়াছিল । এই ভাবে ধম্মপদ যে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অর্জন করে সে কথা ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া এবং শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রাকৃত ধম্মপদ নামক গ্রন্থে অতি স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে : **The history of Dhammapada Literature covers some twelve centuries from the fourth century B. C. to the ninth century A. D. The Dhammapada texts have an international importance, for it is through them that the lofty messages of Buddhism could be appealed to the various nations of Asia—Prakrit Dhammapada ( 1921 ).**

[ ধম্মপদ সাহিত্যের খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫তম শতক হইতে খ্রীষ্টীয় নবম শতক পর্যন্ত বার শত বৎসর ব্যাপী ইতিহাস আছে। তাহা ছাড়া, উহার আন্ত-জাতিক গুরুত্বও আছে, কেননা এই ধম্মপদের সাহায্যেই বৌদ্ধধর্মের মহৎ-বাণী এশিয়ার বিভিন্ন জাতির হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। ]

আন্তর্জাতিক গুরুত্বের বিচারে ধম্মপদের সঙ্গে উপমহাদেশের আর কোন গ্রন্থেরই তুলনা হয় না। গীতা, উপনিষদ কোন কালেই ধম্মপদের ন্যায় বিভিন্ন জাতির শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিতে পারে নাই। আধুনিককালে অবশ্য গীতা, উপনিষদ পাশ্চাত্য জাতিসমূহের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিয়াছে বটে, কিন্তু এশিয়ার দেশগুলিতে সে মর্ষাদা এখনও পায় নাই। ধম্মপদ আধুনিক ইউরোপীয় হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে, আর এশিয়ার জাতিসমূহের হৃদয়ে তাহার প্রতিষ্ঠা চিরকালের।

বাস্তবিক পক্ষে এই গ্রন্থের দ্বারা পৃথিবীতে উপমহাদেশের যে মর্ষাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অন্য কোন গ্রন্থের দ্বারা তাহা হয় নাই। এই হিসাবেই ধম্মপদকে উপমহাদেশের সর্বোত্তম গ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করা যায়। ধম্মপদ গ্রন্থে পদ্যবর্গের প্রথমেই আছে :

১. কো ইনং পঠবিং বিজ্ঞেহসতি যমলোকং চ ইমং সদেবকং ।

কো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পদুম্বিম পচেহসতি ॥

সেখো পঠবিং বিজ্ঞেহসতি যমলোকং চ ইমং সদেবকং ।

সেখো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পদুম্বিম পচেহসতি ॥

[কে এই পৃথিবী এবং যমলোক ও দেবলোক জয় করিবে? নিপদুণ মালাকার যেমন ( উত্তম ) ফুল বাছিয়া নেয়, তেমনি করিয়া কে সুদেহিত ( সু-প্রদর্শিত বা সু-উপদিষ্ট ) ধম্মপদ ( ধম্মপদ বা ধম্মবাণী ) বাছিয়া লইবে? ( উপযুক্ত ) শিষ্যই এই যমলোক, দেবলোক ও পৃথিবী জয় করিবে। সে-ই নিপদুণ মালাকারের মত সুদেহিত ধম্মের পথ ( পদ ) বাছিয়া লইবে। ]

এই উক্তি তাৎপর্য এই যে যিনি সুদেহিত ধম্মের পথ ( বাণী ) বাছিয়া লইবেন তিনিই পৃথিবী জয় করিতে পারিবেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে ধর্মের পথে বিশ্ব বিজয়ের আদর্শ ও কামনা এক সময়ে উপমহাদেশের হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তাহার পরিচয়ও ধম্মপদ গ্রন্থে এবং অশোক অনুশাসনগুলিতেই পাওয়া যায়। রাজাভিক্ষু অশোক একদিন সুধোগ্য

শিষ্যের মত সুদেখিত ধর্মের পথ বাহিরা লইয়াছিলেন ; আর ধর্মপথিক অশোকই উপমহাদেশের হইয়া পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । অতঃপর দীর্ঘকাল ধরিয়া ধর্মের পথে বিশ্ব বিজয়ের প্রেরণা জোগাইয়াছে এই ধর্মপদ গ্রন্থ ।

সেই প্রেরণাতেই চীনধর্ম জয় করিতে অগ্রসর হইয়া অশোক মাতঙ্গ ( খ্রীষ্টাব্দ ৬৫ ), কুমারজীব ( ৩৮৩ হইতে ৪১২ ) প্রভৃতি ধর্মপথিক স্ববদ্বীপ জয় করিলেন । কাশ্মীর রাজপুত্র ভিক্ষু গুণবর্ম ( ৩৬৬-৪৩১ )ও চীন অভিযানে গমন করিয়া নানকিং নগরীতে মৃত্যু বরণ করেন ; আর তিস্তত জয়ে অভিযান করিলেন ধর্মপথিক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ( ১৮০-১০৫৩ ) । ইহা হইতে বুঝা যায় কতবড় শক্তির আধার ওই স্বল্পপায়তন ধর্মপদ পুস্তকখানি । এইকথা মনে রাখিলে উপমহাদেশের এই ক্ষুদ্রতম ধর্মগ্রন্থটিকে গৌরবের মহত্তম আসনে স্থান দিতেই হয় ।

### ধর্মপদের পুনরভ্যুদয়

দুঃখের বিষয় এ গ্রন্থের মধ্যযুগের উপমহাদেশে শূন্য যে অনাদৃত হইয়াছিল তাহাই নয়, সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃত হইয়াছিল । বিস্মরণের অন্যতম কারণ সম্ভবতঃ এ গ্রন্থের ভাষা ।

উপমহাদেশের তৎকালে ধর্মগ্রন্থের স্বাভাবিক বাহন ছিল সংস্কৃত ভাষা । কোন অসংস্কৃত ভাষার পক্ষে সংস্কৃতের সমান মর্যাদালাভের সম্ভাবনা ছিল না । প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'সে ভাষা প্রদেশ বিশেষে বন্ধ, শিক্ষিতমণ্ডলী কতৃক উপেক্ষিত এবং কালে কালে তাহা পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে । সে ভাষায় যাহারা রচনা করিয়াছেন তাহারা কোন স্থায়ী ভিত্তি পান নাই । নিঃসন্দেহে অনেক বড় বড় সাহিত্যপুস্তক চলনশীল পলি মৃত্তিকার মধ্যে নিহত হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে ।' : কাদম্বরী-চিত্র—প্রাচীন সাহিত্য ।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের এ আলোচ্য ধর্মপদ গ্রন্থও অদৃশ্য হইতে হইতে রক্ষা পাইয়াছে ।

সে যাহা হউক, দীর্ঘকাল পরে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ্বে পাশ্চাত্য মনীষীরা সিংহল হইতে এ বিস্মৃত গ্রন্থের উদ্ধার সাধন করেন । ১৮৮৯ সালে ম্যাক্সমুলারের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর এ গ্রন্থের প্রতি

আমাদের বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এদিকে আমাদের মন যথোচিতভাবে নিবিষ্ট হয় নাই। বলিতে গেলে বাংলাভাষায় ধর্মপদের আলোচনা খুবই কম হইয়াছে। বোধকারি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই তাহার ‘বৌদ্ধধর্ম’ নামক গ্রন্থে ( ১৯০২ ও ১৯২২ ) ধর্মপদ সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন। এ উপলক্ষে তিনি উক্ত গ্রন্থে ধর্মপদের অনেকগুলি শ্লোকের গদ্য ও পদ্য অনূবাদ প্রকাশ করেন। বাংলা সাহিত্যে ধর্মপদের আলোচনা প্রসঙ্গে এ অনূবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মদেশ ও সিংহল ভ্রমণে গিয়াছিলেন। সে সময় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও পিতার সঙ্গে ছিলেন। এই দুইটি বৌদ্ধ রাষ্ট্র ভ্রমণের সময়েই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তরুণ মনে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে ঔৎসুক্য জন্মে। তারপরে বিলাতে যাইয়া তিনি ভারততত্ত্বজ্ঞ পশ্চিম ম্যাক্সমুলারের সংস্পর্শে আসেন।

এ সূত্রেই প্রাচীন উপমহাদেশীয় সংস্কৃতি তথা বৌদ্ধধর্মের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ‘বৌদ্ধধর্ম’ গ্রন্থ সম্পাদনা তাহারই ফল। ১৯০৪ সালে চারুচন্দ্র বসু বাংলা অনূবাদসহ ধর্মপদের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। উপমহাদেশীয় ভাষাতে এইটাই ধর্মপদের প্রথম অনূবাদ। চারুদ্রাবদুর ধর্মপদ প্রকাশের কিছু পরেই ‘বঙ্গদর্শন’ ( নব পর্ষদ ) পত্রিকা ( ১৩১২, জ্যৈষ্ঠ )-য় রবীন্দ্রনাথ এ গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে উপমহাদেশীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের স্থান সম্বন্ধে যে সূচীভিত্তিক প্রবন্ধ লেখেন, তাহার কিছুমাত্র মূল্যহানি ঘটে নাই। তাহা ছাড়া, চারুদ্রাবদুর ধর্মপদ প্রথম সংস্করণের মার্জিনে পালি শ্লোকের পাশে পাশে রবীন্দ্রনাথ উহার বাংলা পদ্যানুবাদ লিখে রাখেন ; কিন্তু অনূবাদ চতুর্থ বর্গের বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই। পাণ্ডুলিপিটিও নিরুদ্দিষ্ট হইয়া যায় এবং পদ্যানুবাদটিও কবির জীবিতকালে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। বেশ কিছুদিন পরে উক্ত অনূবাদটি ‘বিশ্বভারতী’ পত্রিকায় ( সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ) সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯০৫ সালের পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার কপিলেশ্বর হইতে স্বামী হরিহরানন্দ অরিন্যকৃত ধর্মপদের সংস্কৃত ও পদ্যানুবাদ এবং বাংলা গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। পূর্বে ধর্মপদ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ গ্রন্থটিরও উল্লেখ করিয়াছেন। পরিতাপের বিষয়, আধুনিক কালে এ দেশে খুব কম লোকই

পালি জানে বলিয়া, মূল ধ্মপদ সকলের পক্ষে স্চারদ্রুপে হৃদয়ঙ্গম হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, অথচ সর্বসাধারণের পাঠের জন্য এ গ্রন্থখানি খুবই উপযোগী। হিন্দী সাহিত্যেও ধ্মপদের প্রকাশ হইয়াছে। রাহুল সাংকৃত্যায়নকৃত সংস্করণ ( ১৯৩৫ )ই এ স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইংরাজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় ধ্মপদের অনুবাদ ও আলোচনা কত যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের মনীষীরাই এই মহৎ কাজে সমান উৎসাহ দেখাইয়াছেন, আমরা এ মহান গ্রন্থ সম্বন্ধে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য একটু আলোচনা করিয়া উৎসুক পাঠকবৃন্দের কথঞ্চিৎ কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পাইলাম মাত্র।

ফাল্গুণী পূর্ণিমা, ১৩৬৮

কমলাপদ্র, ঠাকুরপাড়া

ঢাকা

গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ

## ৬। এস. রাধাকৃষ্ণন

The *Dhammapada*, a part of the *Khuddaka Nikaya* of the *Sutta Pitaka*, has in the Pali version 423 verses divided into 26 chapters.<sup>1</sup> It is an anthology of Buddhist devotion and practice, which brings together verses in popular use or gathered from different sources. *Though it may not contain the very words of the Buddha*, it does embody the spirit of the Buddha's teaching, summoning men to a process of strenuous mental and moral effort. *Dhamma* is discipline, law, religion ;<sup>2</sup> *pada* is path,<sup>3</sup> means (*upaya*), way (*magga*). *Dhammapada* is thus the path of virtue. *Pada* also means the base ; *Dhammapada* is then the base or the foundation of religion. If *pada* is taken as a part of a verse, then *Dhammapada* means the utterances of religion. The Chinese translate *Dhammapada* as 'scriptural texts' since it contains passages from the various canonical books.

We cannot with any definiteness fix the date of the *Dhammapada* as that depends on the date of the Buddhist canon of which it forms a part. Buddhist tradition, with

---

1. There are Chinese and Tibetan versions of the *Dhammapada* which differ slightly from the Pali text, though they all agree in substance. The Chinese version has 39 chapters while the Pali has 26. In the former there are 8 chapters at the beginning, 4 at the end, and Chapter 33 in addition to those found in the Pali version. Even in the chapters which are common to the Chinese and the Pali versions there are 79 more verses in the Chinese than in the Pali.

2. *Dhamma* also means thing or form ( see 279 ), or way of life ( 167 ).

3. Cf. *appamado amatapadam*, 21 ; vigilance is the path that leads to eternal life.

which Buddhaghosa agrees, holds that the Canon was settled at the First Council. Yuan Chwang's statement that the *Tipitaka* was written down at the end of the First Council under the orders of Kasyapa shows the prevalent view in the seventh century A. D. The *Mahavamsa* tells us that in the reign of King Vattagamani ( 88 to 76 B. C. ) 'the profoundly wise priests had theretofore orally<sup>1</sup> perpetuated the Pali of the *Pitakattaya* and its *Atthakatha* (commentary), but that at this period the priests, foreseeing the perdition of the people, assembled and, in order that the religion might endure for ages, recorded the same in books'.<sup>1</sup> The *Mahavamsa* belongs to the fifth century A. D. ( A. D. 459 77 ), though it is founded on an older *Atthakatha* which represents an unbroken line of Ceylonese tradition.<sup>2</sup> The *Milindapanha*, which belongs to the beginning of the Christian era, mentions the *Dhammapada*. The *Kathavatthu* contains many quotations from the *Dhammapada* as also from the *Mahaniddesa* and *Cullaniddesa*. In the *Tipitaka* itself no mention is made of the Third Council under Asoka at Pataliputra about 247 B. C.<sup>3</sup> There are references to the First Council at Rajagṛha ( 477 B. C. ) and the Second Council of Vaisali ( 377 B. C. ). Evidently the Buddhist Canon as it has come down to us was closed after the Second Council and before the Third Council. As the Second Council was convened only to consider the ten deviations from the strict discipline of the earliest times for which *Vinaya Pitaka* had

---

1. *mukhapathena*. 2. *potthakesu likhapayum* ( *Mahavamsa*, p. 37 ).

3. Max Muller thinks that the writings commented on by Buddhaghosa date from the first century B. C., when Vattagamani ordered the Sacred Canon to be reduced to writing ( *S. B. E.*, vol. x ( 1881 ), ( p. xiv. ),

ঐশীতি চিস্তয়িংসু, খীগাসবা ‘অয়ং নো খীগাসবভাবং  
জানাতী’তি । এবং তে সৰ্ব্বেপি কুৰ্দ্ধচায়ন্তা তস্স গেহং  
নাগমিংসু । সো দুৰ্দ্ধখী দুৰ্দ্ধমনো ‘কিন্ধু থো, অয্‌যা,  
নাগচ্ছন্তী’তি বিহারং গন্ত্বা সথারং বন্দিত্বা তমথং  
আরোচেসি । সথা ভিক্‌খু আমন্তেত্বা ‘কিং এতং, ভিক্‌-  
খবে’তি পুচ্ছিত্বা তেহি তস্মিং অথে আরোচিতে ‘সাদিয়থ  
পন তুম্‌হে, ভিক্‌খবে, অরহন্তবাদ’ন্তি আহ । ‘ন সাদিয়াম  
ময়ং, ভন্তে’তি । ‘এবং সন্তে মনুস্সানং এতং পসাদভঞ্ঞং,  
অনাপত্তি, ভিক্‌খবে, পসাদভঞ্ঞং, অপি চ থো পন  
ব্রাহ্মণস্স অরহন্তেসু অধিমত্তং পেমং, তস্মা তুম্‌হেহিপি  
তণ্‌হাসোতং ছেত্বা অরহত্তমো পত্তুং য়ুত্ত’ন্তি বত্তা ধম্মং  
দেসেসন্তো ইমং গাথমাহ—

\*

\*

\*

ক্ষীগাস্রব অহং তাঁহারা ভাবিতেন ‘এই ব্যক্তি আমাদের অহংভাবের কথা  
জানেন বোধ হয় ।’ এই ভাবে সকলেই সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহার গৃহে আসা  
বন্ধ করিলেন । সেই ব্যক্তি দুর্দ্ধখী দুর্দ্ধমনা হইয়া ‘আষ’গণ কেন আমার  
গৃহে আসিতেছেন না’ এই বিষয় বিহারে যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া  
শাস্তাকে জানাইলেন । শাস্তা ভিক্ষুদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে  
ভিক্ষুগণ, ব্যাপার কি ?’ ভিক্ষুগণ ঐ বিষয় শাস্তাকে জানাইলে শাস্তা  
বলিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি অহংস্ববাদকে উপভোগ কর ?’

‘না ভন্তে, উপভোগ করি না ।’

‘তাহাই যদি হয় জনগণের যাহা শ্রদ্ধাজনিত উক্তি, হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধা-  
জনিত উক্তিতে ত কোন আপত্তি নাই ! বরং অহংগণের প্রতি ব্রাহ্মণের  
অধিকমাত্রা প্রেম ; অতএব তুম্মাপ্রোতকে ছিন্ন করিয়া তোমাদেরও অহং-  
প্রাপ্তিই যুক্তিযুক্ত ?—ইহা বলিয়া ধর্মদেশনা কালে এই গাথা ভাষণ  
করিলেন—



‘ছিন্দ সোতং পরক্ক্ষম, কামে পনদুদ ব্রাহ্মণ ।

সংথারানং থয়ং ঞ্জা, অকতঞ্-ঞুঁসি ব্রাহ্মণা’তি ॥ ৩৮৩ ॥

তথ ‘পরক্ক্ষমা’তি তণ্হাসোতং নাম ন অম্পমত্তকেন  
বায়ামেন ছিন্দিতুং সন্ধা, তস্মা ঞ্জাণসম্পদত্তেন মহত্তেন  
পরক্ক্ষমেন পরক্ক্ষমিত্বা তং সোতং ছিন্দ । উভোপি ‘কামে  
পনদুদ’ নীহর । ‘ব্রাহ্মণা’তি খীণাসবানং আলপনমেতং ।  
‘সংথারান’ন্তি পণ্ডনং থন্ধানং থয়ং জানিত্বা । ‘অকতঞ্-  
ঞুঁ’তি এবং সন্তে স্বং সুবল্লাদীসু কেনচি অকতস্স  
নিব্বানস্স জাননতো অকতঞ্-ঞুঁ নাম হোসীতি ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধিংসুতি ।

। প্রসাদবহুলব্রাহ্মণবথু পঠমং ।

\*

\*

\*

‘হে ব্রাহ্মণ, তৃষাস্রোতকে ছেদন করিবার জন্য পরাক্রম কর, কামসমূহ  
দূরীভূত কর । সংস্কারসমূহ অনিত্য জানিয়া, হে ব্রাহ্মণ, তুমি অকৃত  
নিবর্ণিকে জান ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩৮৩ ।

অন্বয় : ‘পরক্ক্ষম’ অর্থাৎ তৃষাস্রোতকে সামান্য প্রচেষ্টার দ্বারা ছিন্ন  
করা সম্ভব নহে । অতএব জ্ঞানসম্প্রসূক্ত মহা পরাক্রমের দ্বারা ষড়্ করিয়া  
সেই তৃষাস্রোতকে ছেদন কর । উভয়ই ‘কামে পনদুদ’ দূর কর । ‘ব্রাহ্মণা’তি  
ইহা অহং ক্ষীণাস্রবদের সম্বোধন সংজ্ঞা । ‘সংথারানং’ পণ্ডস্কন্ধের ক্ষয়কে  
অর্থাৎ পণ্ডস্কন্ধে যে অনিত্য তাহা জানিয়া । ‘অকতঞ্-ঞুঁ’তি—তাহা  
হইলে তুমি সুবর্ণাদি কোন কিছুর দ্বারা অকৃত নিবর্ণিকে জানার দ্বারা  
অকৃত-স্ত্র নামে খ্যাত হও ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ প্রসাদবহুল ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

## সম্বৎসরিক্‌খুবৎ । ২

‘যদা দ্বয়েস্দ’ ইতি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো সম্বহুদে ভিক্‌খু আরব্ভ কথেসি ।

একদিবসএহি তিৎসমত্তা দিসাবাসিকা ভিক্‌খু আগন্ত্বা সথারং বন্দিত্বা নিসীদিংসু । সারিপপুত্তথেরো তেসং অরহত্তুস উপনিসসয়ং দিস্বা সথারং উপসংকমিত্বা ঠিতকোব ইমং পএহং পুচ্ছি — ‘ভন্তে, দে ধম্মাতি বুদ্ধন্তি, কতমে নু থো দে ধম্মাতি ? অথ নং সথা ‘দে ধম্মাতি থো, সারিপপুত্ত, সমথবিপস্সনা বুদ্ধন্তী’তি বত্তা ইমং গাথমাহ—

‘যদা দ্বয়েস্দ ধম্মেস্দ পারগু হোতি ব্রাহ্মণো ।

অথস্স সবেব সংযোগা, অথং গচ্ছন্তি জানতো’তি ॥ ৩৮৪ ॥

•

•

•

## বহু ভিক্ষুর উপাখ্যান । ২ ।

‘যদা দ্বয়েস্দ’ ইত্যাদি ধর্মদেণনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে অনেক ভিক্ষুদের উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন ত্রিশজন দিশাবাসিক ভিক্ষু আসিয়া শাস্ত্রাকে বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলেন । শারিপপুত্ত স্থবির তাঁহাদের অহঁত্বলাভের উপনিশ্রয় দেখিয়া শাস্ত্রার নিকট উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে দুইটি ধর্মের কথা বলা হইয়া থাকে, সেই দুইটি ধর্ম কি কি ?’ তখন শাস্ত্রা তাঁহাকে বলিলেন—‘হে শারিপপুত্ত, সেই দুইটি ধর্ম হইতেছে শমথ এবং বিপশ্যনা ( = বিদর্শন )’—ইহা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘যখন দুইটি ধর্ম ব্রাহ্মণ পারগু হয়, তখন ( বিজ্ঞ ) তাহার সমস্ত সংযোগ ( = বন্ধন, আসক্তি ) অন্তর্মিত হয় ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩৮৪ ।

তথ 'যদা'তি যস্মিং কালে দ্বিধা ঠিতেসু সমর্থবিপশ্যনা-  
 ধস্মেসু অভিঞ্ঞাপারগাদিবসেন অয়ং খীণাসবো পারগু  
 হোতি, অথস্স বট্টস্মিং সংযোজনসমথা সবেব কামযোগা-  
 দয়ো সংযোগা এবং জানন্তস্স অথং পরিক্খয়ং গচ্ছন্তীতি  
 অথো ।

দেমনাবসানে সবেবাপি তে ভিক্ষু অরহন্তে পতিট্ট-  
 হিংসুতি ।

। সম্বহুভিক্ষুবথু দুতিয়ং ।

•

•

•

অম্বয় : 'যদা'যে সময়ে দ্বিধা স্থিত শমথ-বিপশ্যনা ধর্মে অভিজ্ঞা-  
 পারগাদিবশে এই ক্ষীণাস্রব ( = অহং ) পারগু হয়, তখন এই সংসারবর্তে  
 সংযোজনমর্থ সকল প্রকার কামযোগাদি সংযোগ জ্ঞাতা ব্যক্তির নিকট  
 অন্তর্ঘাতি হয় অর্থাৎ পরিত্যক্ত লাভ করে ।

দেমনাবসানে সেই সকল ভিক্ষু অহংকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।

॥ বহু ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



## মারবখু । ৩

‘যস্স পার’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো  
মারং আরব্ভ কথেসি ।

সো কিরেকস্মিং দিবসে অঞ্‌ঞতরো পদুরিসো বিয় হুত্বা  
সথারং উপসজ্জমিত্বা পদুছি—

‘ভন্তে, পারং পারন্তি বদুচ্চতি, কিন্নু থো এতং পারং  
নামা’তি । সথা ‘মারো অয’ন্তি বিদিত্বা, ‘পাপিম, কিং  
তব পারেন, তঞ্‌হি বীতরাগেহি পত্তম্ব’ন্তি বত্তা ইমং  
গাথমাহং—

‘যস্স পারং অপারং বা পারাপারং ন বিজ্জতি ।

বীতন্দরং বিসংযদুত্তং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৩৮৫ ॥

তথ ‘পার’ন্তি অজ্জাতিকানি ছ আয়তনানি । ‘অপার’ন্তি  
বাহিরানি ছ আয়তনানি । ‘পারাপার’ন্তি তদুভয়ং ।

•

•

•

## মারের উপাখ্যান । ৩ ।

‘যস্স পারং’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে মারকে  
উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন মার জনৈক পদুরুষের বেশে শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা  
করিল—“ভন্তে, ‘পার পার’ বলা হয়, এই ‘পার’ কাহাকে বলে ? শাস্তা  
‘এ নিশ্চয়ই মার’ ইহা জানিয়া বলিলেন—‘হে পাপী, পার দিয়া তোমার  
কি হইবে ? যাহারা বীতরাগ তাহারাই পারগামী হইয়া থাকে ।’ ইহা  
বলিয়া শাস্তা গাথায় বলিলেন—

‘যাহার পার অপার এবং পারাপার নাই, যে বীতদরথ এবং বিসংযদুত্ত  
তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩৮৫ ।

অর্থ : ‘পার’ হইতেছে আধ্যাত্মিক ছয় আয়তন । ‘অপার’ হইতেছে  
বাহিরের ছয় আয়তন । ‘পারাপার’ হইতেছে তদুভয় । ‘ন বিজ্জতি’

‘ন বিজ্ঞতী’তি যস্মৈ সৰ্বব্ৰহ্মৈতং ‘অহং’স্তি বা ‘মম’স্তি বা  
 গহণাভাবেন নথি, তং কিলেসদরথানং বিগমেন ‘বীতন্দরং’  
 সৰ্ব্বকিলেসেহি ‘বিসংযুক্তং অহং ব্রাহ্মণং’ বদামীতি  
 অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গণসূচীতি ।

। মারবথু ততিয়ং ।

\*

\*

\*

অর্থাৎ যাহারা সকল প্রকার ‘আমি’ ও ‘মম’ গ্রহণাভাবে নাই সেই ক্রোশ-  
 দরথসমূহের ধন্যসের দ্বারা ‘বীতন্দর’ এবং সর্বক্ৰোশ বিসংযুক্ত ব্যক্তিকে আমি  
 ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকি ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।

॥ মারের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



## অষ্টমোত্তর ব্রাহ্মণবখ্য । ৪

‘ঝায়ি’ন্ত ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো অষ্ট-  
ওতরং ব্রাহ্মণং আরব্ভ কথেসি ।

সো কির চিন্তেসি—‘সথা অন্তনো সাবকে, ‘ব্রাহ্মণা’তি  
বদতি, অহংম্‌হি জাতিগোত্তেন ব্রাহ্মণো, মম্পি ন্দু থো  
এবং বদন্তং বটুতী’তি । সো সথারং উপসঙ্কমিত্বা তমথং  
পদাচ্ছি । সথা ‘নাহং জাতিগোত্তমত্তেন ব্রাহ্মণং বদামি,  
উত্তমথং অরহত্তং অনন্দ্পত্তমেব পনেবং বদামী’তি বত্তা ইমং  
গাথমাহ—

‘ঝায়িং বিরজমাসীনং, কতকিচ্চমনাসবং ।

উত্তমথমনন্দ্পত্তং, তমহং ব্ৰুমি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৩৮৬ ॥

\*

\*

\*

## জৈনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান । ৪ ।

‘ঝায়িং’ ইত্যাদি ধর্মদেণনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জৈনৈক ব্রাহ্মণকে  
উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই ব্রাহ্মণ চিন্তা করিলেন—‘শাস্তা নিজের শিষ্যদের ব্রাহ্মণ বলিয়া  
থাকেন, আমিও জাতি-গোত্রে ব্রাহ্মণ । আমাকেও এইরূপ সম্বোধন করা  
উচিত ।’ তিনি শাস্তার নিকট যাইয়া ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন । শাস্তা  
বলিলেন—‘আমি জাতিগোত্রমাশ্রয়ে দ্বারা ( কাহাকেও ) ব্রাহ্মণ বলি না ।  
অহংভূরূপ উত্তম অবস্থা যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া  
থাকি ।’ ইহা বলিয়া শাস্তা গাথায় বলিলেন—

‘ধ্যায়ী বিরজ, ( বনে ) একাকী সমাসীন, কৃতকৃত্য, অনাপ্রব এবং উত্তম  
অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তিকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকি ।’

তথ ‘ঝায়ি’ন্তি দ্ৰুবিধেন ঝানেন ঝায়ন্তং কামরজেন বিরজং’  
বনে এককমাসীনং’ চতুর্হি মণ্গেহি সোলসন্মং কিচ্চানং  
কতত্তা ‘কতকিচ্চং’ আসবানং অভাবেন ‘অনাসবং উত্তমথং’  
অরহন্তং ‘অনুপন্তং অহং ব্রাহ্মণং’ বদামীতি অথো ।

দেসনাবসানে সো ব্রাহ্মণো সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি,  
সম্পত্তানম্পি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

। অণ্ড্‌এত্তরব্রাহ্মণবথু চতুথং ।

\*

\*

\*

অম্বয় : ‘ঝায়ি’ দ্রুই প্রকার ধ্যানের দ্বারা ( শমথ ও বিপশ্যনা )  
ধ্যানরত, কামরজশূন্যতাহেতু ‘বিরজ,’ বনে একাকী সমাসীন চারি মার্গের  
দ্বারা ষোড়শ প্রকার কৃত্য সম্পাদনহেতু কৃতকৃত্য । আশ্রব সমূহের অভাব-  
বশতঃ অনাশ্রব এবং অহংভূরূপ উত্তম অবস্থা যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাকেই  
আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকি ।

দেশনাবসানে সেই ব্রাহ্মণ সোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । উপস্থিত  
জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



## আনন্দথেরবথু । ৫

‘দিবা তপতী’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা মিগারমাতুপাসাদে  
বিহরন্তো আনন্দথেরং আরব্ধ কথোসি ।

পসেনাদি কোসলো কির মহাপবারণায় সম্ভাভরণপটি-  
মণ্ডিতো গন্ধমালাদীনি আদায় বিহারং অগমাসি ।  
তস্মিং খণে কালদায়িথেরো বানং সমাপজ্জিত্বা পরিস-  
পরিষন্তে নিসিন্নো হোতি, নামমেব পনস্সেতং সরীরং  
সদুবল্লবল্লং । তস্মিং পন খণে চন্দো উগ্গচ্ছতি, স্দুরিয়ো  
অথমেতি । আনন্দথেরো অথমেস্সস চ স্দুরিয়স্স উগ্গ-  
চ্ছস্স চ চন্দস্স ওভাসং ওলোকেস্সো রঞ্ংঞো সরীরো-  
ভাসং থেরস্স সরীরোভাসং তথাগতস্স চ সরীরোভাসং  
ওলোকেসি । তথ সম্ভোভাসে অতিক্কমিত্বা সথাব

•

•

•

## আনন্দ স্থবিরের উপাখ্যান । ৫ ।

‘দিবা তপতি’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা মিগারমাতুপাসাদে ( বিশাখার  
বিহারে ) অবস্থানকালে আনন্দ স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়া-  
ছিলেন ।

মহাপ্রবারণার দিন রাজা পসেনাদি কোসল সম্ভাভরণ-প্রতিমণ্ডিত হইয়া  
গন্ধমালাদি লইয়া বিহারে আসিলেন । সেই মূহূর্তে কালদায়ি স্থবির  
ধ্যানস্থ হইয়া পরিষদের অন্তর্ভাগে উপবিষ্ট ছিলেন, নাম কালদায়ি হইলেও  
তাঁহার দেহবর্ণ ছিল স্বর্ণাভ । তখন চন্দ্র উদিত হইতেছিল এবং সূর্য  
অস্তমিত হইতেছিল । আনন্দ স্থবির অন্তর্গমনোন্মুখ সূর্যের এবং উদয়ো-  
ন্মুখ চন্দ্রের অবভাস দেখিতে দেখিতে রাজার দেহজ্যোতি, স্থবিরের দেহজ্যোতি  
এবং তথাগতের দেহজ্যোতি অবলোকন করিলেন । ( তিনি দেখিলেন )  
সমস্ত আলোকোন্মুখকে অতিক্রম করিয়া শাস্ত্রাই অধিকতম দীপ্তমান ।



বিরোচতি । থেরো সথারং বন্দিহা, ‘ভস্তু, অঞ্জ মম ইমে ওভাসে ওলোকেন্তস্স তুম্‌হাকমেব ওভাসো রুদ্ধতি, তুম্‌হাকঞ্জিহ সরীরং সম্বোভাসে অতিক্রমিত্বা বিরোচতী’-তি আহ । অথ নং সথা, ‘আনন্দ, সূরিয়ো নাম দিবা বিরোচতি, চন্দো রত্তিং, রাজা অলঙ্কতকালেযেব, খীগাসবে গণসঙ্গণিকং পহায় অন্তোসমাপত্তিয়ংযেব বিরোচতি, বুদ্ধা পন রত্তিম্পি দিবাপি পণ্ডবিধেন তেজেন বিরোচন্তী’তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

‘দিবা তপতি আদিচ্ছো, রত্তিমাভাতি চন্দিমা ।

সন্নদ্ধো খত্তিয়ো তপতি, ঝায়ী তপতি ব্রাহ্মণো ।

অথ সৰ্বমহোরত্তিং, বুদ্ধো তপতি তেজসা’তি ॥ ৩৮৭ ॥

তথ ‘দিবা তপতী’তি দিবা বিরোচতি, রত্তিং পনস্স গত-  
ম্ণোগোপি ন পঞ্ঞায়তি । ‘চন্দিমা’তি চন্দোপি অবভাদীহি

\*

\*

\*

স্থবির শাস্ত্রকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—‘ভস্তু, অদ্য এই সকল অবভাস অবলোকন করিতে করিতে দেখিলাম আপনারই অবভাস সৰ্বাপেক্ষা দীপ্তিমান্—আপনারই শরীর সমস্ত অবভাসকে অতিক্রম করিয়া দীপ্তিমান্ হইতেছে ।’ তখন শাস্ত্র তাঁহাকে বলিলেন—‘আনন্দ, সূৰ্য্য দিবাভাগে দীপ্তিমান্ হয়, চন্দ্র রাত্রিতে, রাজা অলঙ্কৃতাবস্থায়, ক্ষীগাম্ভব গণ পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানমগ্ন অবস্থাতে দীপ্তিমান্ হইয়া থাকেন । কিন্তু বুদ্ধগণ দিবারাত্রিতে পণ্ডবিধ তেজের দ্বারা দীপ্তিমান হন’—ইহা বলিরা শাস্ত্র গাথায় বলিলেন—

‘সূৰ্য্য দিবাভাগে দীপ্তিমান (হয়) । চন্দ্র রাত্রিভাগে আভা প্রদান করে । ক্ষত্রিয় সৰ্বভরণে প্রতিমণ্ডিত ও যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইলে শোভিত হন । ব্রাহ্মণ ধ্যানরত হইলেই শোভিত হন । কিন্তু বুদ্ধ স্বীয় তেজঃ-প্রভাবে অহোরাত্র দীপ্তিমান্ হইয়া থাকেন ।’ —ধ্মপদ, শ্লোক ৩৮৭ ।

অন্বয় : ‘দিবা তপতি’—দিবাভাগে আলোকিত, রাত্রিতে ইহার গত-মার্গও জানা যায় না । ‘চন্দিমা’ চন্দ্রমা মেঘমদন্ত হইলে রাত্রিবেলাতেই

বিমদ্বত্তো রত্তিম্বেব বিরোচতি, নো দিবা । ‘সন্নক্কো’তি  
 সুবল্লমণিবিচিত্তোহি সত্ত্বাভরণেহি পটিম্মিডতো চতুরঙ্গি-  
 নিয়া সেনায় পরিক্খত্তোব রাজা বিরোচতি, ন অঞ্ঞাত-  
 কবেসেন ঠিতো । ‘ঝায়ী’তি খীণাসবো পন গগং বিনোদেহ্বা  
 ঝায়ন্তোব বিরোচতি । ‘তেজসা’তি সম্মাসম্বদ্বক্কো পন  
 সীলতেজেন দম্মসীল্যতেজং, গুণতেজেন নিগ্গুণতেজং,  
 পঞ্ঞাতেজেন দম্মপঞ্ঞতেজং, পদ্ব্যতেজেন অপদ্ব্য-  
 ঞ্চেজং, ধম্মতেজেন অধম্মতেজং পরিযাদিষিহ্বা ইমিনা  
 পণ্ডবিধেন তেজসা নিচ্চকালমেব বিরোচতীতি অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদগ্গিসুতি ।

। আনন্দথেরবথু পণ্ডমং ।

\*

\*

\*

আলোকিত হয় । দিবাভাগে নহে । ‘সন্নক্কো’ সুবল্লমণিবিচিত্র সবাভরণের  
 দ্বারা প্রতিম্মিডত হইয়া চতুরঙ্গিনী সেনার দ্বারা পরিবৃত্ত হইলে রাজা  
 দীপ্তিমান্ হইয়া থাকেন, অজ্ঞাতবেশে থাকিলে শোভিত হন না । ‘ঝায়ী’  
 ক্ষীণাস্রব ( অহং ) গগ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ একাকী ধ্যানরত থাকিলেই  
 শোভিত হন । ‘তেজসা’ সম্যক্ সম্বদ্বক্ক শীলতেজের দ্বারা দম্মশীল্য তেজকে,  
 গুণতেজের দ্বারা নিগ্গুণ তেজকে, প্রজ্ঞাতেজের দ্বারা দম্মপ্রজ্ঞতেজকে,  
 পদ্ব্যতেজের দ্বারা অপদ্ব্যতেজকে, ধম্মতেজের দ্বারা অধম্মতেজকে—অভিভূত  
 করিয়া এই প্রকার পণ্ডবিধ তেজের দ্বারা সবদাই শোভিত ও দীপ্তিমান  
 হইয়া থাকেন ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ আনন্দ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

## অষ্টমোত্তরব্রাহ্মণপৰ্ব্বজিতবথু । ৬

‘বাহিতপাপো’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো  
অষ্টমোত্তরং ব্রাহ্মণপৰ্ব্বজিতং আরব্ভ কথেসি ।

একো কির ব্রাহ্মণো বাহিরকপৰ্ব্বজ্জায় পৰ্ব্বজিত্বা ‘সমণো  
গোতমো অন্তনো সাবকে ‘পৰ্ব্বজিতা’তি বদতি, অহম্‌হি  
পৰ্ব্বজিতো, মম্পি থো এবং বত্তুং বট্টতী’তি চিন্তেত্বা  
সথারং উপসংকমিস্বা এতমথং পদুচ্ছি । সথা “নাহং এত্তকেন  
‘পৰ্ব্বজিতো’তি বদামি, কিলেসমলানং পন পৰ্ব্বজিতত্তা  
পৰ্ব্বজিতো নাম হোতী’তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

‘বাহিতপাপো’তি ব্রাহ্মণো, সমচরিয়া সমণো’তি বদুচ্চতি ।  
পৰ্ব্বাজয়মন্তনো মলং, তস্মা পৰ্ব্বজিতো’তি বদুচ্চতী’তি ॥

৩৮৮ ॥

\*

\*

\*

## জনৈক প্রব্রজিত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান । ৬ ।

‘বাহিতপাপো’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক  
প্রব্রজিত ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একজন ব্রাহ্মণ বাহিরকপ্রব্রজ্যায় ( অর্থাৎ বুদ্ধের ধর্মে প্রব্রজিত নহেন )  
প্রব্রজিত হইয়া চিন্তা করিলেন—“শ্রমণ গোতম নিজের শিষ্যদের ‘প্রব্রজিত’  
বলিয়া থাকেন, আমিও ত প্রব্রজিত, আমাকেও প্রব্রজিত বলা উচিত ।”  
ইহা চিন্তা করিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা  
করিলেন । শাস্তা বলিলেন—“আমি শুদ্ধ এইটুকুর জন্য কাহাকেও ‘প্রব্রজিত’  
বলিনা । ক্লেশমলসমূহকে দূরীভূত করে বলিয়াই ‘প্রব্রজিত’ বলিয়া থাকি ।”  
—ইহা বলিয়া শাস্তা গাথায় বলিলেন—

‘পাপকে দূর করে বলিয়াই ব্রাহ্মণ, শমচর্য্য দ্বারা শ্রমণ বলা হইয়া  
থাকে । স্বীয় ক্লেশমলসমূহকে দূর করে বলিয়া প্রব্রজিত বলা হইয়া  
থাকে ।’

—ধর্মপদ, শ্লোক ৩৮৮ ।

তথ ‘সমচরিয়া’তি সম্বাকুসলানি সমেত্তা চরণেন । ‘তস্মা’তি  
যস্মা বাহিতপাপতায় ব্রাহ্মণো, অকুসলানি সমেত্তা চরণেন  
সমণোতি বুদ্ধতি, তস্মা যো অন্তনো রাগাদিমলং পব্বা-  
জয়ন্তো বিনোদেস্তো চরতি, সোপি তেন পব্বাজনেন পব্ব-  
জিতোতি বুদ্ধতীতি অথো ।

দেশনাবসানে সো ব্রাহ্মণপব্বজিতো সোতাপত্তিফলে  
পতিট্ঠাহি, সম্পত্তানম্পি সাথিকা ধম্মদেশনা অহোসীতি ।

। অণ্ড্ণতরব্রাহ্মণপব্বজিতবথু ছট্ঠং ।

\*

\*

\*

অন্বয় : ‘সমচরিয়া’ সকল অকুশলকে শাস্ত করিয়া বিচরণ করে বলিয়া ।  
‘তস্মা’ যেহেতু বাহিতপাপতার জন্য ব্রাহ্মণ, অকুশলসমূহকে শাস্ত করিয়া  
বিচরণ করে বলিয়া শ্রমণ বলা হইয়া থাকে । তন্মতে স্বীয় রাগাদিমলকে  
দূর করিয়া যে বিচরণ করে সেও ‘পব্বাজন’ বা ত্যাগের কারণে প্রব্রজিত  
বলিয়া খ্যাত হয় ।

দেশনাবসানে সেই প্রব্রজিত ব্রাহ্মণ সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ।  
উপস্থিত জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ জনৈক প্রব্রজিত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



## শারিগুণ্ডেখেরবথ । ৬

‘ন ব্রাহ্মণস্যা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো  
শারিপদত্তেখেরং আরব্ধ কথেসি ।

একস্মিং কির ঠানে সম্বহুলা, মনুস্সা ‘অহো অম্‌হাকং,  
অয্যো, খন্তিবলেন সমন্নাগতো, অঞ্‌ঞেসদু অক্কোসন্তেসদু  
বা পহরন্তেসদু বা কোপমত্তম্পি নখী’তি থেরস্স গুণে  
কথয়িংসদু । অথেকো মিচ্ছাদিট্ঠিকো ব্রাহ্মণো ‘কো এস  
ন কুস্সাতী’তি পদুচ্ছি । ‘অম্‌হাকং থেরো’তি । ‘নং  
কুস্সাপেন্তো ন ভবিস্সতী’তি ? ‘নথেতং ব্রাহ্মণা’তি ।  
‘তেন হি অহং নং কুস্সাপেস্সামী’তি ? ‘সচে সকেস্সি,  
কুস্সাপেহী’তি । সো ‘হোতু, জানিহস্সামিস্স কত্তব্ব’ন্তি

•

•

•

## শারিগুণ্ড স্থবিরের উপাখ্যান । ৭ ।

‘ন ব্রাহ্মণস্স’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে শারিপদত্ত  
স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন কোন এক স্থানে একত্রিত হইয়া বহু মনুষ্য এই ভাবে ( শারি-  
পদত্ত ) স্থবিরের গুণগান করিতেছিল—‘অহো ! আমাদের আর্থ ক্ষান্তিবল-  
যুক্ত, অন্যরা তাঁহাকে আক্কেশ বা প্রহার করিলেও তিনি বিন্দুমাত্র কোপও  
প্রকাশ করেন না ’ এক মিথ্যাদৃষ্টিক ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কে ক্রুদ্ধ  
হয় না ?’

‘আমাদের স্থবির ।’

‘তাঁহাকে কি কিহুতেই ক্রুদ্ধ করা যায় না ?’

‘না ব্রাহ্মণ ।’

‘তাহা হইলে আমিই তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করাইব ।’

‘যদি পারেন তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করুন ।’

থেরং ভিক্ষায় পবিট্ঠং দিম্বা পচ্ছাভাগেন গন্ডা পিট্-  
ঠিম্বে মহন্তং পাণিপহারমদাসি। থেরো 'কিং  
নামেত'ন্তি অনোলোকেস্সাব গতো। ব্রাহ্মণস্স সকলসরীরে  
ডাহো উপ্পজ্জি। সো 'অহো গুণসম্পন্নো অয্যো'তি  
থেরস্স পাদমূলে নিপজ্জিহ্বা 'খমথ মে, ভন্তে'তি বস্বা 'কিং  
এত'ন্তি চ বদন্তে 'অহং বীমংসনথায় তুম্হে পহরি'ন্তি  
আহ। 'হোতু খমামি তে'তি। 'সচে মে, ভন্তে, খমথ,  
মম গেহেষেব নিসীদিহ্বা ভিক্ষং গগ্হথা'তি থেরস্স পত্তং  
গগ্হি। থেয়োপি পত্তং অদাসি। ব্রাহ্মণো থেরং গেহং  
নেহা পরিবিসি।

মনুস্সা কুজ্জিহ্বা 'ইমিনা অম্হাকং নিরপরাধো অয্যো  
পহটো, দণ্ডেনপিঙ্গস মোক্খো নথি, এথেব নং মারেস্সা-

\*

\*

\*

'বেশ আমি ষথাকত'ব্য করিব' বলিয়া ব্রাহ্মণ ( শারিপদ ) স্থবিরকে  
ভিক্ষার জন্য ( গ্রামে ) প্রবেশ করিতে দেখিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহার  
পৃষ্ঠদেশে হস্তদ্বারা সজোরে আঘাত করিলেন। স্থবির 'ইহা কি হইল'  
বলিয়া পশ্চাতে অবলোকন না করিয়াই চলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের সবাস্ত্রে  
প্রদাহ উৎপন্ন হইল। তিনি 'অহো, আৰ্ঘ' শারিপদ গুণবান্' বলিয়া  
স্থবিরের পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন—'ভন্তে, আমাকে ক্ষমা করুন।

( স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন— ) 'কি ব্যাপার ?' 'আমি পরীক্ষা করার  
জন্য আপনাকে প্রহার করিয়াছি।'

'বেশ, আমি আপনাকে ক্ষমা করিলাম।' 'ভন্তে, যদি আমাকে ক্ষমা  
করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমার গৃহে বসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করুন।'—  
ইহা বলিয়া স্থবিরের ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিতে চাহিলে স্থবির নির্দিধায়  
ভিক্ষাপাত্র তাঁহাকে দিলেন। ব্রাহ্মণ স্থবিরকে গৃহে লইয়া যাইয়া ( ভোজন )  
পরিবেশন করিলেন।

এদিকে লোকজন ক্রুদ্ধ হইয়া 'এই ব্রাহ্মণ আমাদের নিরপরাধ আৰ্ঘকে  
প্রহার করিয়াছে, দণ্ডাঘাতের দ্বারাও ইহার মদুত্তি নাই। এইখানেই তাহাকে

মা'তি লেজুদ'ডাদিহথা ব্রাহ্মণস্স গেহদ্বারে অট্ঠংসু ।  
 থেরো উট্ঠায় গচ্ছতো ব্রাহ্মণস্স হথে পত্তং অদাসি ।  
 মনুস্সা তং থেরেন সন্ধিং গচ্ছন্তং দিস্সা, 'ভন্তে, তুম্হাকং  
 পত্তং গহেত্বা ব্রাহ্মণং নিবত্তেথা'তি আহংসু । 'কিং এতং  
 উপাসকা'তি ? 'ব্রাহ্মণেন তুম্হে পহটা, ময়মস্স কত্তব্বং  
 জানিহস্সামা'তি । 'কিং পন তুম্হে ইমিনা পহটা, উদাহু  
 অহ'ন্তি ? 'তুম্হে, ভন্তে'তি । 'মং এস পহরিহ্বাখমাপেসি,  
 গচ্ছথ তুম্হে'তি মনুস্সে উযোজ্জেত্বা ব্রাহ্মণং নিবত্তাপেত্বা  
 থেরো বিহারমেব গতো । ভিক্খু উজ্জ্বায়িংসু 'কিং  
 নামেতং শারিপদ্রুথেরো যেন ব্রাহ্মণেন পহটো, তস্সেব  
 গেহে নিসীদিহ্বা ভিক্খং গহেত্বা আগতো । থেরস্স  
 পহটকালতো পট্ঠায় ইদানি সো কস্স লজ্জিস্সতি,

\*

\*

\*

মারিয়া ফেলিব' বলিয়া লোষ্ট্রদ'ডাদি হস্তে লইয়া ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে আসিয়া  
 দাঁড়াইল । স্ববির উঠিয়া যাইবার সময় ব্রাহ্মণের হস্তে ভিক্ষাপাত্র প্রদান  
 করিলেন । মনুষ্যাগণ ব্রাহ্মণকে স্ববিরের সহিত যাইতে দেখিয়া বলিল—  
 'ভন্তে, আপনার ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া যাইতে ব্রাহ্মণকে বারণ করুন ।'

'হে উপাসকগণ, কি ব্যাপার ?'

'এই ব্রাহ্মণ আপনাকে প্রহার করিয়াছে, আমরাও তাহার যথোচিত্ত  
 ব্যবস্থা করিব ।'

'এই ব্রাহ্মণের দ্বারা কে প্রহৃত হইয়াছে তোমরা না আমি ?'

'আপনি ভন্তে ।'

'এই ব্রাহ্মণ আমাকে প্রহার করিলেও ক্ষমাভিক্ষা করিয়াছে, তোমরা  
 চলিয়া যাও ।' এইভাবে মনুষ্যাগণকে বিদায় দিয়া ব্রাহ্মণকে ফিরিয়া যাইতে  
 বলিয়া স্ববির বিহারেই চলিয়া গেলেন ।

ভিক্ষুগণ বিরক্ত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন—'শারিপদ্র স্ববির  
 কেমন ? যে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে প্রহার করিল তিনি তাহারই গৃহে বসিয়া ভিক্ষা  
 লইয়া আসিলেন ! স্ববিরকে প্রহার করার সময় হইতে এখনও সে লজ্জিত

অবসেসে পোথেন্তো বিচরিস্সতী’তি । সখা আগন্হা ‘কায়  
নুত্থ, ভিক্ষুথবে, এতরহি কথায় সন্নিসিন্না’তি পদ্বিচ্ছিত্তা  
‘ইমায় নামা’তি বদন্তে, ‘ভিক্ষুথবে, ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণং  
পহরন্তো নাম নথি, গিহিব্রাহ্মণেন পন সমণব্রাহ্মণো পহটো  
ভবিষসতি, কোধো নামেস অনাগামিমগ্গেন সমদুগ্ধাতং  
গচ্ছতী’তি বত্তা ধম্মং দেসেস্ন্তো ইমা গাথা অভাসি—

‘ন ব্রাহ্মণস্স পহরেয্য, নাস্স মদুগ্গেথ ব্রাহ্মণো ।

ধী ব্রাহ্মণস্স হন্তারং, ততো ধী যস্স মদুগ্গতি ॥ ৩৮৯ ॥

ন ব্রাহ্মণস্সেতদকিণ্ড সেয্যো, যদা নিসেধো মনসো পিযেহি ।

যতো যতো হিংসমনো নিবত্ততি, ততো ততো সম্মতিমেব

দুদুগ্গতি ॥ ৩৯০ ॥

\*

\*

\*

হয় নাই, ভবিষ্যতে সে ত ( ভিক্ষুদের ) প্রহার করিতে করিতে বিচরণ  
করিবে ।’

শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে কি বিষয় লইয়া আলাপ করিতেছ ?’

‘এই বিষয়ে, ভগ্নে ।’

‘হে ভিক্ষুগণ, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে প্রহার করে নাই । গৃহী ব্রাহ্মণের দ্বারা  
প্রমণ ব্রাহ্মণ প্রস্তুত হইয়া থাকিবে । অনাগামি মার্গের দ্বারা ক্রোধের ধ্বংস  
হইয়া থাকে ।’ ইহা বলিয়া ধর্মদেশনাঙ্কলে তিনি এই গাথাগুণি ভাষণ  
করিলেন—

‘ব্রাহ্মণকে প্রহার করিবে না, ব্রাহ্মণও প্রহারকারীকে আক্রোশ করিবে না ।  
ব্রাহ্মণহন্তা ( বা ব্রাহ্মণ প্রহতাকে ) ধিক্ । যে প্রহারকারীকে ( ক্ষমা না  
করিয়া ) আক্রোশ করে তাহাকে আরও ধিক্ ।

যদি তিনি ( ব্রাহ্মণ ) মনকে প্রিয়বস্তু হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন  
ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে অল্প লাভ নহে, কারণ যে যে বস্তু হইতে ক্রোধান্বিত মন  
নিবৃত্ত হয়, সেই সেই বস্তু হইতে আর দুঃখ উৎপন্ন হয় না ।’



তথ ‘পহরেয্যা’তি ‘খীণাসবব্রাক্ষণোগোহমস্মী’তি জানন্তো  
খীণাসবস্স বা অণ্ণতরস্স বা জাতিব্রাক্ষণস্স ন  
পহরেয্যা । ‘নাস্স মদুণ্ণেথা’তি সোপি পহটো খীণাসব-  
ব্রাক্ষণো অস্স পহরিয়া ঠিতস্স বেরং ন মদুণ্ণেথ, তস্মিং  
কোপং ন করেয্যাতি অথো । ‘ধী ব্রাক্ষণস্সা’তি  
খীণাসবব্রাক্ষণস্স হন্তারং গরহামি । ‘ততো ধী’তি  
যো পন তং পহরন্তং পটিপহরন্তো তস্স উপরি বেরং  
মদুণ্ণতি, তং ততোপি গরহামিয়েব ।

‘এতদাকিণ্ণ সেয্যা’তি যং খীণাসবস্স অক্কোসন্তং বা  
অপচ্চক্কোসনং, পহরন্তং বা অপিটিপহরণং, এতং তস্স  
খীণাসবব্রাক্ষণস্স ন কিণ্ণ সেয্যা, অপমত্তকং সেয্যা ন  
হোতি, অধিমত্তমেব সেয্যাতি অথো । ‘যদা নিসেধো  
মনসো পিয়েহী’তি কোধনস্স হি কোধুপাদোব মনসো

\*

\*

\*

অস্বয় : ‘পহরেয্যা’ আমি ক্ষীণাসব ব্রাক্ষণ ইহা জানিয়া অন্য কোন  
ক্ষীণাসব বা জন্মসূত্রে ব্রাক্ষণকে প্রহার করা উচিত নহে । ‘নাস্স মদুণ্ণেথ’  
সেই প্রস্তুত ক্ষীণাসব ব্রাক্ষণও তাহাকে প্রহারকারীর প্রতি বৈরিতা পোষণ  
করিবে না, তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবে না । ‘ধী ব্রাক্ষণস্স’ আমি  
ক্ষীণাসব ব্রাক্ষণের প্রহারকারীকে নিন্দা করি । ‘ততো ধী’ যে তাহাকে  
প্রহার করিয়াছে তাহাকে প্রতি-প্রহার করিয়া তদুপরি যে বৈরিতা প্রদর্শন  
করে, আমি তাহাকে ততোধিক নিন্দা করি ।

‘এতদাকিণ্ণ সেয্যা’ যে ক্ষীণাসবের প্রতি আক্রোশকারীকে প্রত্যাক্রোশ  
প্রহারকারীকে প্রতি-প্রহার করে না—ইহাতে সেই ক্ষীণাসব ব্রাক্ষণের  
শ্রেয়ঃ কিছু প্রকাশ পায় না, যাহা অল্পমাত্র তাহা শ্রেয়ঃ হইতে  
পারেনা, যাহা অধিকমাত্রাযুক্ত তাহাই শ্রেয়ঃ । ‘যদা নিসেধো মনসো  
পিয়েহি’—ক্রোধী ব্যক্তির ক্রোধ উৎপাদনই প্রিয় মনে হয় । ক্রোধবশতঃ

‘পিয়ো নাম । কোধো হি পনেনস মাতাপিতৃসদৃশি বুদ্ধাদী-  
সদৃশি অপরচ্ছতি । তস্মা যো অস্স তেহি মনসো নিসেধো  
কোধবসেন উম্পজ্জমানস্স চিত্তস্স নিগ্গহো, এতং ন কিঞ্চি  
সেয্যোতি অথো । ‘হিংসমনো’তি কোধমনো । সো তস্স  
যতো যতো বত্থতো অনাগামিমগ্গেন সমুদ্বাতং গচ্ছন্তো  
নিবত্ততি । ‘ততো ততো’তি ততো ততো বত্থতো সকলম্পি  
বট্টদুক্ষং নিবত্ততিয়েবাতি অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গংসুতি ।

। শারিপদুত্তথেরবত্থ সত্তমং ।

\*

\*

\*

মানুষ স্বীয় মাতাপিতার প্রতি, এমনকি বুদ্ধাদির প্রতিও অপরাধ করিয়া  
থাকে । তাই যিনি নিজের ক্রোধকে উপশম করেন, তাঁহার সেই ক্রোধোপশম  
স্বল্প লাভের নহে অর্থাৎ তাহা মহান্ লাভ । ‘হিংসমনো’ ক্রোধমনবৃত্ত ।  
যে যে বস্তু হইতে অনাগামি মার্গের দ্বারা ক্রোধান্বিত মন নিবৃত্ত হয় ।  
‘ততো ততো’ সেই সেই বস্তু হইতে সকল প্রকার বর্তদুঃখ নিবৃত্ত হয় ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।

॥ শারিপদুত্ত স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

---

## মহাপ্রজাপতিগোতমীবথু । ৮

‘যস্ম কাসেন বাচাযাতি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে  
বিহরন্তো মহাপ্রজাপতিং গোতমিং আরব্ভ কথেসি ।  
ভগবতা হি অনরূপেনে বথুদস্মিং পঞ্ণত্তে অট্ট গরুদস্মে  
মণ্ডনকজাতিয়ো পদুরিসো সদুরিভিপদুপদামং বিয় সিরসা  
সম্পটিচ্ছ্বা সপরিবারা মহাপ্রজাপতি গোতমী উপসম্পদং  
লভি, অঞ্ণে তস্মা উপজ্জায়ো বা আচরিয়ো বা নথি ।  
এবং লঙ্করূপসম্পদং থেরিং আরব্ভ অপরেন সময়েন কথং  
সমুট্টাপেসদং ‘মহাপ্রজাপতিয়া গোতমিয়া আচরিয়দু-  
পজ্জায়ান পঞ্ণায়ন্তি, সহথেনেব কাসায়ানি গণ্হীতি ।  
এবণ পন বহ্বা ভিক্কুদানিয়ো কুঙ্কচ্চায়ন্তিযো তায় সন্ধিং  
নেব উপোসথং ন পবারণং করোন্তি, তা গম্হা তথাগত-



## মহাপ্রজাপতি গোতমীর উপাখ্যান । ৮ ।

‘যস্ম কাসেন বাচায়’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে  
মহাপ্রজাপতি গোতমীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

অষ্ট গুরুধর্ম জনসমক্ষে প্রকাশিত করিবার পূর্বে ভগবান মহাপ্রজাপতি  
গোতমীর নিকট ইহা ব্যক্তিগতভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রজাপতি  
গোতমীও শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলেন । যেমন অলঙ্কৃত হইতে অভিলাষী  
পুরুষ সদুরিভ পদুপদামকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করে তদ্রূপ সপরিবার মহা-  
প্রজাপতি গোতমী ( অষ্ট গুরু ধর্মকে শিরোধার্য করিয়া ) উপসম্পদা লাভ  
করিলেন, শাস্তা ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহার উপাধ্যায় বা আচার্য ছিলেননা ।  
এইভাবে উপসম্পন্ন থেরী মহাপ্রজাপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া পরবর্তীকালে  
কথা উঠিয়াছিল—‘মহাপ্রজাপতি গোতমীর আচার্যও নাই উপাধ্যায়ও নাই ।  
স্বহস্তে কাষায়বস্ত্র গ্রহণকরিয়াছেন ।’ এইরূপ বলিয়া ভিক্ষুগণীগণ সংশয়াপন্ন  
হইয়া মহাপ্রজাপতির সহিত উপোসথ বা প্রবারণা পালন করেন নাই এবং

মসপি তমথং আরোচেসুং । সথা তাসং কথং সুত্তা 'ময়া  
মহাপজাপতিয়া গোতমিয়া অট্টং গরুধম্মা দিমা, অহমেব-  
মসার্চরিয়ো, অহমেব উপম্বায়ো । কায়দুচ্চরিতাদিবর-  
হিতেসু খীণাসবেসু কুচ্ছুচ্চং নাম ন কাতব্ব'ন্তি বহু 'ধম্মং  
দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘যস্ম কায়েন বাচায়, মনসা নথি দুচ্ছটং ।

সংবুতং তীহি ঠানেহি, তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণ'ন্তি ॥ ৩৯১ ॥

তথ 'দুচ্ছট'ন্তি সাবজ্জং দুচ্ছুদ্দয়ং অপাষসংবত্তনিকং  
কম্মং । 'তীহি ঠানেহী'তি এতেহি কায়াদীহি তীহি  
কারণেহি কায়দুচ্চরিতাদিপবেসনিবারণথায় দ্বারং পিহিতং,  
তং অহং ব্রাহ্মণং বদামীতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধিংসুদতি ।

। মহাপজাপতিগোতমীবথু অট্টমং ।

\*

\*

\*

তথাগতের নিকট যাইয়া ঐ বিষয় জানাইয়াছিলেন । শাস্তা তাঁহাদের কথা  
শুনিয়া 'আমি মহাপজাপতি গোতমীকে অষ্ট গরুধম্ম প্রদান করিয়াছি ।  
আমিই তাঁহার আচার্য এবং আমিই তাঁহার উপাধ্যায় । কায়দুচ্চরিতাদি  
বিরহিত ক্ষীণাস্রবণের প্রতি ঈদৃশ সংশয় উৎপাদন করা উচিত নহে ।'—  
ইহা বলিয়া শাস্তা ধর্মদেশনাচ্ছলে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘কায়, বাক্য ও মনে যিনি পাপ করেন নাই এবং এই ত্রিবিধ স্থানে যিনি  
সংযত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩৯১ ।

অর্থ : 'দুচ্ছটং' পাপযুক্ত দুঃখোদ্বেগকর নরকসংবর্তনিক কর্ম । 'তীহি  
ঠানেহি' এই সকল কায়াদি দ্বার দিয়া কায়দুচ্চরিতাদি প্রবেশ নিবারণের জন্য  
( ত্রি ) দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলি ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ মহাপজাপতি গোতমীর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

## সারিগুণ্ণথেরবথু । ১

যম্‌হা'তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো সারি-  
পদুত্তেরং আরব্ধ কথেসি । সো কিরাষম্মা অস্সজি-  
থেরস্স সন্তিকে ধম্মং সদুত্তা সোতাপত্তিফলং পত্তকালতো  
পট্ঠায় 'যস্সং দিসায়ং থেরো বসতী'তি সদুণাতি, ততো  
অঞ্জলিং পগ্গয়্‌হ ততোব সীসং কত্তা নিপজ্জতি । ভিক্‌খু  
'মিচ্ছাদিট্ঠিকো সারিপদুত্তো, অজ্জাপি দিসা নমস্সমানো  
বিচরতী'তি তমথং তথাগতস্স আরোচেসুং । সথা থেরং  
পক্কোসাপেত্তা 'সচ্চং কির ত্বং, সারিপদুত্ত, দিসা নমস্সন্তো  
বিচরসী'তি পদুচ্ছিত্তা, 'ভন্তে, মম দিসা নমস্সনভাবং বা  
অনমস্সনভাবং বা তুম্‌হেব জানাত্থা'তি বদন্তে 'ন, ভিক্‌খবে,

\*

\*

\*

## সারিগুণ্ণ স্থবিরের উপাখ্যান । ১ ।

'যম্‌হা' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সারিপদুত্ত  
স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তিনি ( = সারিপদুত্ত ) আয়ুদ্মান অশ্বজিৎ স্থবিরের নিকট ধর্মকথা  
শুনিয়া স্নোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইবার পর হইতে 'যেদিকে ( অশ্বজিৎ ) স্থবির,  
আছেন' শুনিতে পান সেদিকে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া ( প্রণাম করিয়া ) সেদিকেই  
মাথা রাখিয়া শয়ন করিতেন । ভিক্ষুগণ 'সারিপদুত্ত মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন  
অদ্যাবধি দিকসমূহকে নমস্কার করিতে করিতে বিচরণ করেন' ইহা আলোচনা  
করিয়া তথাগতকে উক্ত বিষয়ে জ্ঞাপন করিলেন । শাস্তা স্থবিরকে ডাকাইয়া  
জিজ্ঞাসা করিলেন—'সারিপদুত্ত সত্যই কি তুমি সর্বদিক নমস্কার করিয়া  
বিচরণ কর ?'

'ভণ্ডে, আমি দিকসমূহকে নমস্কার করি কি করিনা এই বিষয় আপনিই  
ভাল জানেন । ( ইহা বলিলে শাস্তা ভিক্ষুগণকে বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ,

সারিপদ্বত্তো দিসা নমস্সতি, অস্সজিথেরস্স পন সন্তিকা  
ধম্মং স্দুহ্মা সোতাপত্তিফলং পত্ততায়্য অন্তনো আচারিয়ং  
নমস্সতি । যঞ্ছ্হি আচারিয়ং নিস্সায় ভিক্খু ধম্মং  
বিজানাতি, তেন সো ব্রাহ্মণেন অগ্নি বিয় স্কচ্চং নমস্সি-  
তব্বোষেবা'তি বহু ধম্মং দেসেত্তো ইমং গাথমাহ—

‘যম্হা ধম্মং বিজানেয্য, সম্মাসম্বুদ্ধদেহসিতং ।

সক্কচ্চং তং নমস্সেয্য, অগ্নিহুত্তং ব্রাহ্মণো'তি ॥ ৩৯২ ॥

তথ ‘অগ্নিহুত্তং ব'তি যথা ব্রাহ্মণো অগ্নিহুত্তং সম্মা  
পরিচরণেন চেব অঞ্জলিকম্মাদীহি চ সক্কচ্চং নমস্সতি,  
এবং যম্হা আচারিয়া তথাগতপবেদিতং ধম্মং বিজানেয্য,  
তং সক্কচ্চং নমস্সেয্যাতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসুতি ।

। সারিপদ্বত্তথেরবথু নবমং ।

\*

\*

\*

শারিপদ্বত্ত দিগ্‌বন্দনা করে না । অশ্বজিৎ স্থবির হইতে ধর্ম শুনিয়া  
স্নোতাপত্তিফল লাভ করা হেতু নিজের আচার্য বন্দনা করে । যে আচার্যের  
কারণে ভিক্ষুধর্ম বিশেষভাবে জানিতে পারে সেই আচার্য সাদরে নমস্‌কর্তব্য,  
যেমন ব্রাহ্মণ অগ্নিকে করিয়া থাকেন ।' ইহা বলিয়া ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি  
ভাষণ করিলেন—

‘ব্রাহ্মণ যেদ্রুপ অগ্নিহোত্রকে নমস্‌কার করে, সেইদ্রুপ ষাঁহার নিকট হইতে  
সম্যক্-সম্বুদ্ধদেহিত ধর্ম জানা যায়, তাঁহাকেও শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম  
করিবে ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩৯২ ।

অম্বয় : ‘অগ্নিহুত্তং ব' যেমন ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্রকে সম্যক্ পরিচর্যার  
দ্বারা এবং অঞ্জলিকম্মাদির দ্বারা সাদরে নমস্‌কার করে, তদ্রুপ যে আচার্য হইতে  
তথাগত প্রবেদিত ধর্ম জানিবে, তাহাকে সাদরে নমস্‌কার করিবে ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ শারিপদ্বত্ত স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

## জটিলব্রাহ্মণবন্ধ । ১০

‘ন জটাহী’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো  
একং জটিলব্রাহ্মণং আরব্ভ কথেসি ।

সো কির ‘অহং মাতিতো চ পিতিতো চ সদ্ভাতো ব্রাহ্মণ-  
কুলে নিম্বন্তো । সচে সমণো গোতম্মো অন্তনো সাবকে  
ব্রাহ্মণাতি বদতি, মস্পি ন্দু থো তথা বত্তুং বট্টতী’তি সখন্দু,  
সন্তিকং গন্ত্বা তমথং পদ্বিচ্ছ । অথ নং সথা ‘নাহং ব্রাহ্মণ,  
জটামন্তেন, ন জাতিগোত্তমন্তেন ব্রাহ্মণং বদামি, পটিবিদ্ধ-  
সচ্চমেব পনাহং ব্রাহ্মণোতি বদামী’তি বহ্বা ধম্মং দেসেন্তো  
ইমং গাথমাহ—

‘ন জটাহি ন গোত্তেন, ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো ।

যম্‌হি সচ্চণ্ড ধম্মো চ, সো সদ্‌চী সো চ ব্রাহ্মণো’তি ॥

৩৯৩ ॥

•

•

•

## জটিল ব্রাহ্মণের উপাখ্যান । ১০ ।

‘ন জটাহি’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে এক জটিল  
ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তিনি ( অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ )—‘আমি মাতার দিক হইতে এবং পিতার দিক  
হইতে সদ্ভাত এবং ব্রাহ্মণ বংশে আমার জন্ম । শ্রমণ গৌতম নিজের শিষ্যদের  
ব্রাহ্মণ আখ্যা দিয়া থাকেন । আমাকেও তদ্রূপ বলা উচিত’—ইহা চিন্তা  
করিয়া শাস্তার নিকট যাইয়া ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন শাস্তা  
তঁাহাকে বলিলেন—‘হে ব্রাহ্মণ, আমি জটামাত্রের জন্য বা জাতিগোত্রমাত্রের জন্য  
কাহাকেও ব্রাহ্মণ বলি না, যিনি সত্য জ্ঞাত হইয়াছেন তঁাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ  
বলি’—ইহা বলিয়া শাস্তা ধর্মদেশনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘জটো, গোত্র বা জন্ম দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না । যাঁহার মধ্যে সত্য ও  
ধর্ম বিদ্যমান তিনিই পবিত্র এবং তিনিই ব্রাহ্মণ ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ৩৯৩ ।

তথ 'সচ্চ'ন্তি যস্মিৎ পদংগলে চত্বারি সচ্চানি সোলসহা-  
কারেহি পটিবিজ্জিহ্বা ঠিতং সচ্চঞাণশ্চেব নববিধো চ  
লোকুত্তরধম্মো অথি, সো সদ্দচি, সো ব্রাহ্মণো চাতি অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসুতি ।

। জটিলব্রাহ্মণবথু দসমং ।

\*

\*

\*

অন্বয় : 'সচ্চ' যে ব্যক্তির মধ্যে চারি আৰ্ষসত্য ষোড়শ প্রকারে জ্ঞাত  
হইয়া সত্যজ্ঞান এবং নব লোকোত্তর ধর্ম বর্তমান, তিনিই পবিত্র, তিনিই  
ব্রাহ্মণ ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ জটিল ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥





## কুহকব্রাহ্মণবথু । ১১

‘কিং তে’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা কূটাগারসালায়ং  
বিহরন্তো একং বঙ্গদলিবতং কুহকব্রাহ্মণং আরব্ধ  
কথেসি ।

সো কিং বেসালিনগরদ্বারে একং ককুধরুদ্বক্খং আরুহ  
দ্বীহি পাদেহি রুদ্বক্খসাখং গণ্হিত্বা অধোসিরো ওলম্বন্তো  
‘কপিলানং মে সতং দেথ, কহাপণে দেথ, পরিচারিকং দেথ,  
নো চে দম্মসথ, ইতো পতিত্বা মরন্তো নগরং অনগরং করি-  
স্সামী’তি বদতি । তথাগতস্স ভিক্খুসঙ্ঘপরিবৃত্তস্স  
নগরং পবিসনকালে ভিক্খু তং ব্রাহ্মণং দিম্বা নিক্খমন-  
কালোপি নং তথৈব ওলম্বন্তং পস্সিসসু । নাগরাপি ‘অয়ং  
পাতোব পট্ঠায় এবং ওলম্বন্তো পতিত্বা মরন্তো নগরং

\*

\*

\*

## কুহক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান । ১১ ।

‘কিং তে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা কূটাগারশালায় অবস্থানকালে জনৈক  
বাদুড়-ব্রতধারী কুহক ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই ব্রাহ্মণ বৈশালী নগরদ্বারে একটি ককুধ (= অর্জুন বৃক্ষ ? ) বৃক্ষে  
আরোহণ করিয়া দুই পায়ে বৃক্ষশাখা ধরিয়া অধোশির হইয়া ঝুলন্ত অবস্থায়  
বলিতেন—‘আমাকে একশত কপিল-গাভী দাও, কাষাপণ ( মদ্রা ) দাও,  
একটি দাসী দাও । যদি না দাও তাহা হইলে এইস্থান হইতে পতিত হইয়া  
আত্মহত্যা করিব এবং ( মৃত্যুর পরে অশরীরী আত্মা লইয়া ) এই নগরকে  
ধ্বংস করিব ।’

ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত্ত হইয়া তথাগতের নগরে প্রবেশকালে এবং নগর হইতে  
প্রত্যাবর্তনকালে ভিক্ষুগণ ঐ ব্রাহ্মণকে তদ্রূপ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখিতে  
পাইলেন । নগরবাসীগণও চিন্তা করিলেন—‘এই ব্যক্তি সকাল হইতে বৃক্ষ-  
শাখায় ঝুলিয়া আত্মহত্যা করিয়া এই নগর ধ্বংস করিবে বলিতেছে’ এবং

অনগরং করেয্যা'তি চিন্তেত্বা নগরবিনাসভীতা 'যং সো  
 যাচতি, সৰ্বং দেমা'তি পটিস্সদুণিহা অদংসু। সো  
 ওতরিহা সৰ্বং গহেত্বা অগমাসি। ভিক্খু বিহারুপচারে  
 তং গাবিং বিয় বিরবিহা গচ্ছন্তং দিস্বা সঞ্জানিহা 'লঙ্কং  
 তে, ব্রাহ্মণ, যথাপথিত'ন্তি পদুচ্ছিহা 'আম, লঙ্কং মে'তি  
 স্দহা অন্তেবিহারং গন্ত্বা তথাগতস্স তমথং আরোচেসুং।  
 সথা 'ন, ভিক্খবে, ইদানেব সো কুহকচোরো, পদুবেপি  
 কুহকচোরোয়েব অহোসি। ইদানি পনেস বালজনং  
 বণ্ণেতি, তদা পন পি'ডতে বণ্ণেতুং নাসক্খী'তি বহা তেহি  
 যাচিতো অতীতমাহরি।

অতীতে একং কাসিকগামং নিস্সায় একো কুহকতাপসো  
 বাসং কপ্পেসি। তং একং কুলং পটিজ্জগি। দিবা উপন্ন-  
 খাদনীয়ভোজনীয়তো অন্তনো পদুত্তানং বিয় তস্সাপি একং

\*

\*

\*

নগর ধংসের ভয়ে ভীত হইয়া 'সে যাহা চাহিতেছে সমস্তই দিব' এই  
 প্রতিশ্রুতি দিয়া সমস্তই প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ অবতরণ করিয়া সমস্ত কিছু  
 লইয়া প্রস্থান করিলেন। ভিক্ষুগণ বিহারের নিকটে সেই ব্রাহ্মণকে গাভীর  
 মত রব করিতে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ব্রাহ্মণ,  
 আপনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন সমস্তই লাভ করিয়াছেন ত ?' 'হ্যাঁ লাভ  
 করিয়াছি।' এই কথা শুনিয়া ভিক্ষুগণ অস্ত্রোবিহারে যাইয়া তথাগতকে  
 সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, এই ব্রাহ্মণ শুধু  
 যে এই জন্মে প্রবঞ্চক চোর হইয়াছে তাহা নহে, অতীতেও সে প্রবঞ্চক চোর  
 ছিল। এখন সে মূর্খ ব্যক্তিদের প্রবঞ্চনা করিতেছে, কিন্তু অতীতে সে জ্ঞানী  
 ব্যক্তিদের প্রবঞ্চিত করিতে পারে নাই।' ভিক্ষুগণ তাহার অতীত জ্ঞানিতে  
 চাহিলে শাস্তা অতীতের ঘটনা প্রকাশ করিলেন।

অতীতে জনৈক কুহক তাপস একটি কৃষকগ্রামে বাস করিতেছিল। একটি  
 পরিবার তাহার সেবায়ত্ত করিত। দিনের বেলায় প্রস্তুত খাদ্যভোজ্য হইতে  
 নিজেদের পুষ্কন্যাদেয় ন্যায় তাহাকেও খাইতে দিত। সন্ধ্যাবেলায় যে

কোট্ঠাসং দেতি, সায়ং উপ্পন্নকোট্ঠাসং ঠপেত্ত্বা দদুতিয়-  
দিবসে দেতি। অথেকদিবসং সায়ং গোধমংসং লভিত্বা  
সাধুকং পচিৎত্বা ততো কোট্ঠাসং ঠপেত্ত্বা দদুতিয়দিবসে  
তস্স অদংসু। তাপসো মংসং খাদিত্বাব রসতংহায় বন্ধো  
‘কিং মংসং নামেত’ন্তি পদুচ্ছিৎত্বা ‘গোধমংস’ন্তি সুত্ত্বা  
ভিক্খায় চরিৎত্বা সস্পিদধিকটুকভণ্ডাদীনি গহেত্ত্বা  
পল্লসালং গত্ত্বা একমন্তং ঠপেসি। পল্লসালায় পন  
অবিদুৱে একস্মিং বস্মিকে গোধরাজা বিহরতি। সো  
কালেন কালং তাপসং বন্দিতুং আগচ্ছতি। তংদিবসং  
পনেস ‘তং বধিস্সামী’তি দণ্ডং পটিচ্ছাদেত্ত্বা তস্স বস্মিকস্স  
অবিদুৱে ঠানে নিস্শাযন্তো বিয় নিসীদি। গোধরাজা  
বস্মিকতো নিক্খমিত্বা তস্স সন্তিকং আগচ্ছন্তোৱ আকারং  
সল্লক্খেত্ত্বা ‘ন মে অজ্জ আচরিয়স্স আকারো রুচ্চতী’তি

\*

\*

\*

খাদ্যাভোজ্য প্রস্তুত হইত তাহা হইতে একভাগ রাখিয়া দিত এবং পরের  
দিন ঐ তাপসকে খাইতে দিত। একদিন সম্ভাষ্য গোসাপের মাংস লাভ  
করিয়া উত্তমরূপে রন্ধন করিয়া একভাগ ঐ তাপসের জন্য রাখিয়া পরের  
দিন তাহাকে খাইতে দিল। তাপস ঐ মাংস খাইয়াই রসতৃষ্ণায় আত্মদুত  
হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—‘ইহা কিসের মাংস?’ ‘ইহা গোসাপের মাংস।’ ইহা  
শুনিয়া ভিক্ষার জন্য বিচরণ করিয়া ঘৃত-দধি-কটুক দ্রব্যাদি লাভ করিয়া  
নিজ পর্ণশালায় যাইয়া ঐ দ্রব্যগুলি একপাশে রাখিয়া দিল। পর্ণশালার  
নিকট একটি বস্মীকে এক গোধরাজ (গোসাপদের রাজা) বাস করিত।  
প্রায়ই সে তাপসকে বন্দনা করিতে আসিত। সেইদিন এই তাপস ‘এই  
গোসাপটিকে মারিব’ চিন্তা করিয়া একটি লাঠি লুকাইয়া রাখিয়া সেই  
বস্মীকের কাছে শুনইয়া নিদ্রামগ্নের ভান করিল। গোধরাজ বস্মীক হইতে  
বাহিরে আসিয়া তাপসের নিকট আগমনকালে তাহার ভাব দেখিয়া ‘আজ  
আচার্যের ভাবসাব ত আমার ভাল মনে হইতেছে না’ ইহা চিন্তা করিয়া সেই

ততোব নিবন্তি । তাপসো তস্স নিবন্তনভাবং ঐহা তস্স  
মারণথায় দণ্ডং থিপি, দণ্ডো বিরজ্জিহা গতো । গোধরা-  
জ্জাপি বস্মিকং পবিসিহা ততো সীসং নীহরিহা আগত-  
মগ্গং ওলোকেন্তো তাপসং আহ—

‘সমগং তং মণ্ড্‌ঞমানো, উপগচ্ছিমসণ্ড্‌ঞতং ।  
সো মং দণ্ডেন পাহাসি, যথা অসমণো তথা ॥  
‘কিং তে জটাহি দম্মেমধ, কিং তে অজিনসারিটয়া ।  
অবভন্তরং তে গহনং, বাহিরং পরিমজ্জসী’তি ॥

অথ নং তাপসো অন্তনো সন্তকেন পলোভেতুং এবমাহ—

‘এহি গোধ নিবন্তস্সদু, ভুঞ্জ সালীনমোদনং ।  
তেলং লোণণ্ড মে অথি, পহুতং মষ্‌হ পিপ্‌ফলী’তি ॥

\*

\*

\*

স্থান হইতে ফিরিয়া গেল । তাপস গোধরাজ ফিরিয়া যাইতেছে দেখিয়া  
তাহাকে মারার জন্য লাঠি ছুঁড়িয়া মারিল । কিন্তু লাঠি তাহার গায়ে লাগিল  
না । গোধরাজও স্বীয় বস্মীকে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে মাথা বাড়াইয়া  
আগতমার্গ অবলোকন করিয়া তাপসকে বলিল—

‘তোমাকে শ্রমণ মনে করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম । কিন্তু  
( দেখিলাম ) তুমি অসংযত । তুমি অশ্রমণের ন্যায় আমাকে দণ্ডদ্বারা প্রহার  
করিতে চাহিয়াছিলে । রে দম্মেমধ, তোমার জটা কিংবা মৃগচর্ম ধারণের কি  
প্রয়োজন ? তোমার অভ্যস্তর ক্লেদপূর্ণ ( বাসনাপূর্ণ ), কেবল বহির্দেশ  
পরিমার্জন করিতেছ ।’

তখন তাপস তাহার সঞ্চিত দ্রব্যাদির প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে  
বলিল—

‘হে গোধ, ফিরিয়া আইস, শালিধান্যের ওদন ভক্ষণ কর । আমার নিকট  
তৈল ও লবণ আছে, আমার নিকট প্রচুর পিপ্পল আছে ।’

তং সদ্ভা গোধরাজা 'যথা যথা ভুং কথেসি, তথা তথা মে  
পল্যিষতুকামতাব হোতী'তি বভা ইমং গাথমাহ—

‘এস ভিষ্যো পবেক্খামি, বস্মিকং সতপোরিসং ।

তেলং লোণণ কিত্তেসি, অহিতং ময়্হ পিপ্ফলী'তি ॥

এবং পন বভা ‘অহং এত্তকং কালং তয়ি সমণসে’এং  
অকাসিং, ইদানি পন তে মং পহরিতুকামতায় দণ্ডো থিত্তো,  
তস্স থিত্তকালেষেব অসমণো জাতো । কিং তাদিমস্স  
দম্পপে’এংস্স পদ্পগলস্স জটাহি, কিং সখদুরেন অজিন-  
চম্মেন । অম্ভন্তর’এংহি তে গহনং, কেবলং বাহিরমেব  
পরিমজ্জসী'তি আহ ।

সথা ইমং অতীতং আহরিব্বা ‘তদা এস কুহকো তাপসো  
অহোসি, গোধরাজা পন অহমেবা'তি বভা জাতকং সমো-

\*

\*

\*

ইহা শূন্যিয়া গোধরাজ বলিল—‘আপনি ষতই বলিতেছেন, ততই আমার  
পলায়নেচ্ছা বৃদ্ধি পাইতেছে’—ইহা বলিয়া এই গাথাটি বলিল—

‘আপনার তৈল লবণ ও পিপ্পল খাইলে আমার নিশ্চিত অহিত হইবে ।  
অতএব শত-পদ্রুঘের উচ্চতা সম্পন্ন বল্মীকেই ফিরিয়া যাইতে বারবার ইচ্ছা  
হইতেছে ।’

ইহা বলিয়া ( গোধরাজ ) আরও বলিল—‘আমি এতকাল আপনাকে  
শ্রমণরূপেই দেখিয়াছি । কিন্তু আপনি আমাকে প্রহার করিতে দণ্ড নিক্ষেপ  
করিবার সময় হইতে আপনি আমার নিকট অ-শ্রমণ । এইরূপ দম্প্রাজ্ঞ  
ব্যক্তির জটার প্রয়োজন কি ? ক্ষুদ্রযুক্ত অজিনবর্মেরই বা প্রয়োজন কি ?  
আপনার অভ্যস্তর ক্লেদপূর্ণ, কেবল বহির্দেশ পরিমার্জন করিতেছেন ।’

শাস্তা এই অতীতের জাতককাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিলেন—‘তখন এই  
কুহক ছিল সেই তাপস, গোধরাজ ছিলাম আমি’—এইভাবে জাতকের

ধানেহা তদা গোধপাণ্ডিতেন তস্স নিগ্গাহিতকারণং দস্সেসন্তো  
ইমং গাথমাহ—

‘কিং তে জটাহি দদুস্মেধ, কিং তে অজিনসাটিয়া ।

অবভন্তরং তে গহনং, বাহিরং পরিমজ্জসী’তি ॥ ৩৯৪ ॥

তথ ‘কিং তে জটাহী’তি অশ্বেভা দদুস্পঞ্ঞ তব  
বদ্ধাহিপি ইমাহি জটাহি সখুরায় নিবথাযাপি ইমায়  
অজিনচম্মসাটিকায় চ কিমথোতি । ‘অবভন্তর’ন্তি  
অবভন্তরঞ্ঞি তে রাগাদিকিলেসগহনং, কেবলং হিথিল’ডং  
অস্সল’ডং বিয় মট্ঠং বাহিরং পরিমজ্জসীতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগিংসুদীতি ।

। কুহকব্রাহ্মণবথু একাদসমং ।

\*

\*

\*

সমাধান করিয়া গোধাপাণ্ডিতের দ্বারা সেই তাপসের নিগ্গাহিত হইবার ঘটনা  
বিবৃত করিতে শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘রে দদুস্মেধ, তোমার জটা কিংবা মৃগচর্ম ধারণের কি প্রয়োজন ? তোমার  
অভ্যন্তর ক্রেদপূর্ণ, কেবল বহির্দেশ পরিমার্জন করিতেছ ।’

অন্বয় : ‘কিং তে জটাহি’—হে দুষ্প্রাজ্ঞ, আপনার জটাবন্ধন এবং  
ঈদৃশ সঙ্কুর অজিনচর্ম আচ্ছাদনের প্রয়োজন কি ? ‘অবভন্তরং’ আপনার  
অভ্যন্তর রাগাদিক্রোশক্রিষ্ট, কেবল হস্তিমল ও অশ্বমলের ন্যায় মসৃণ বহির্দেশ  
পরিমার্জন করিতেছেন ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ কুহক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

## কিসাগোতমীবন্ধু । ১২

‘পংসুকুলধর’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা গিচ্ছাকুটে পব্বতে  
বিহরন্তো কিসাগোতমিং আরব্ভ কথেসি ।

তদা কির সঙ্কো পঠময়ামাবসানে দেবপরিসায় সন্ধিং সথারং  
উপসংকমিদ্ভা বন্দিদ্ভা একমন্তে সারণীরধম্মকথং সুগন্তো  
নিসীদি । তস্মিং থণে কিসাগোতমী ‘সথারং পস্সি-  
স্সামী’তি আকাসেনাগন্ত্বা সঙ্কং দিম্বা নিবত্তি । সো তং  
বন্দিদ্ভা নিবত্তন্তিৎ দিম্বা সথারং পদ্বিচ্ছ—‘কা নামেসা,  
ভন্তে, আগচ্ছমানাব তুম্হে দিম্বা নিবত্ততী’তি ? সথা  
‘কিসাগোতমী নামেসা, মহারাজ, মম ধীতা পংসুকুলি-  
কথেরীনং অঙ্গা’তি বত্তা ইমং গাথমাহ—

\*

\*

\*

## কৃশা গৌতমীর উগাখ্যান । ১২ ।

‘পংসুকুলধরং’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা গৃধ্রকুটে পর্বতে অবস্থানকালে  
কৃশা গৌতমীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তখন শত্রু রাত্রির প্রথম ষামের শেষে দেবপরিষদের সঙ্গে শাস্তার নিকট  
উপস্থিত হইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া সারানীর  
ধর্মকথা শ্রুতিতে আরম্ভ করিলেন । সেই সময় কৃশা গৌতমী ‘শাস্তাকে  
দর্শন করিতে যাইব’ বলিয়া আকাশপথে আসিয়া শাস্তাকে দেখিয়া ফিরিয়া  
গেলেন । শত্রু তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া বন্দনা করিয়া শাস্তাকে  
জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে, ইনি কে আসিতে আসিতে আপনাকে দেখিয়া  
ফিরিয়া যাইতেছেন ?’ শাস্তা বলিলেন—‘মহারাজ, ইহার নাম কৃশা গৌতমী,  
আমার কন্যা এবং পাংশুকুলিক থেরীদের মধ্যে অগ্রস্থানীয়া ।’ ইহা বলিয়া  
শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘পংসুকুলধরং জন্তুং, কিসং ধম্মনিসম্বতং ।

একং বনস্মিং ঝায়ন্তং, তমহং ব্রহ্মি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৩৯৫ ॥

তথ ‘কিস’ন্তি পংসুকূলিকা হি অন্তনো অনুরূপং  
পটিপদং পুরেন্তা অস্পমংসলোহিতা চেব হোন্তি ধম্মনি-  
সম্বতগন্তা চ, তস্মা এবমাহ । ‘একং বনস্মি’ন্তি বিবিস্তট-  
ঠানে এককং বনস্মিং ঝায়ন্তং তমহং ব্রাহ্মণং বদামীতি  
অথো ।

দেমনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গিৎসূতি ।

। কিসাগোতমীবথু দ্বাদসমং ।

\*

\*

\*

‘যিনি পাংশুকুল ( ধূলিমাথা জীর্ণ বস্ত্র ) পরিহিত, যাহার কৃশ দেহে  
ধম্মনী জাগিয়া উঠিয়াছে এবং যিনি একাকী বনে ধ্যানে নিরত থাকেন—  
তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’

অন্বয় : ‘কিসং’ যাহারা পাংশুকূলিক তাঁহারা নিজ নিজ অনুরূপ  
প্রতিপদ পূরণ করিতে অস্পমাংসলোহিতসম্পন্ন ( অর্থাৎ অস্থিকঙ্কালসার )  
এবং গাত্রে ধম্মনীসমূহ তাঁহাদের ভাসিয়া উঠে—তাই এইরূপ বলা হইয়াছে ।  
‘এবং বনস্মিং’ নিজ নিস্থানে একাকী বনে যিনি ধ্যানরত থাকেন তাঁহাকেই  
আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

দেমনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ কৃশা গোতমীর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

---



## একব্রাহ্মণবথু । ১০

‘ন চাহ’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো একং  
ব্রাহ্মণং আরব্ধ কথেসি ।

সো কির ‘সমণো গোতমো অন্তনো সাবকে ব্রাহ্মণাতি বদতি  
অহণ্ডম্‌হি ব্রাহ্মণযোনিয়ং নিব্বত্তো, মস্পি ন্দু থো এবং  
বত্তুং বট্টতী’তি সথারং উপসঙ্কমিস্সা তমথং পদুচ্ছি । অথ  
নং সথা ‘নাহং, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণযোনিয়ং নিব্বত্তমন্তেনেবং  
বদামি, যো পন অকিণ্ণনো অগহণো, তমহং ব্রাহ্মণং  
বদামী’তি বত্ত্বা ইমং গাথমাহ—

‘ন চাহং ব্রাহ্মণং ব্রুমি, যোনিজং মত্তিমম্ভবং ।

ভোবাদি নাম সো হোতি, সচে হোতি সাকিণ্ণনো ।

অকিণ্ণনং অনাদানং, তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৩৯৬ ॥

\*

\*

\*

## জৈনৈক ব্রাহ্মণের উগাখ্যান । ১০ ।

‘ন চাহং’ ইত্যাদি ধর্মদশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে জৈনৈক  
ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

‘শ্রমণ গোতম নিজের শ্রাবকদের ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন, আমিও ত  
ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমাকেও তদ্রূপ বলা উচিত’—চিন্তা  
করিয়া সেই ব্রাহ্মণ শাস্ত্রার নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ।  
তখন শাস্ত্রা তাঁহাকে বলিলেন—‘হে ব্রাহ্মণ । কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ-যোনিতে  
জন্মগ্রহণ করিলেই আমি কাহাকেও ব্রাহ্মণ বলি না, যে অকিণ্ণন, অগ্রহীতা  
তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি’—ইহা বলিয়া শাস্ত্রা গাথায় বলিলেন—

‘ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হইলে কিংবা ব্রাহ্মণীগর্ভজাত হইলে আমি  
তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি না, কারণ, সে যদি রাগাদি মলে মলিন হয়, তাহা হইলে  
সে কেবল ‘ভো’বাদী ( অর্থাৎ ওহে ! আমি ব্রাহ্মণ এইরূপ কখনশীল  
হইবে ) । কিন্তু যিনি আসক্তিরহিত ও অগ্রহীতা ( অর্থাৎ নিলোভ )  
তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’

—ধম্মপদ, স্কন্ধ ৩৯৬ ।

তথ 'যোনিজ'ন্তি যোনিয়ং জাতং । 'মন্তিসম্ভব'ন্তি  
 ব্রাহ্মণিয়া মাতু সন্তকে উদরস্মিং সম্ভূতং । 'ভোবাদী'তি  
 সো পন আমন্তনাদীসন্ 'ভো, ভো'তি বহ্না বিচরন্তো  
 ভোবাদি নাম হোতি, সচে রাগাদীহি কিশ্বনেহি স্কিকিশ্বনো ।  
 অহং পন রাগাদীহি 'অকিশ্বনং' চতুর্হি উপাদানেহি  
 'অনাদানং ব্রাহ্মণং' বদামীতি অথো ।

দেশনাবসানে সো ব্রাহ্মণো সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি,  
 সম্পত্তানস্পি সাথিকা ধম্মদেশনা অহোসীতি ।

। একব্রাহ্মণবত্থং তেরসমং ।

•

•

•

অম্বয় : 'যোনিয়ং' যোনিতে ( গর্ভে ) জাত । 'মন্তিসম্ভবং' ব্রাহ্মণী  
 মাতার গর্ভে সম্ভূত । 'ভোবাদী' তিনি আমন্তনাদিতে 'ভো, ভো' বলিয়া  
 বিচরণ করেন বলিয়া তাঁহাকে ভোবাদী বলা হয় । 'স্কিকিশ্বন' রাগাদি  
 কলুষযুক্ত ( কিশ্বন ) হইলে স্কিকিশ্বন । আমি কিন্তু রাগাদি কিশ্বনশূন্য,  
 চতুর্বিধ উপাদানের অগ্রহীতাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকি ।

দেশনাবসানে সেই ব্রাহ্মণ সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । উপস্থিত  
 জনগণের নিকটও এই ধর্ম্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

। জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

---

## উগ্গসেনসেট্ঠিপুত্তবখু । ১৪

‘সব্বসংযোজন’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেল্লবনে  
বিহরন্তো উগ্গসেনং নাম সেট্ঠিপুত্তং আরম্ভ কথেসি ।  
বন্ধু ‘মণ্ড পুরে মণ্ড পচ্ছতো’তি গাথাবল্লনায়  
বিখারিতমেব ।

তদা হি সথা, ‘ভন্তে উগ্গসেনো ‘ন ভায়ামী’তি বদতি,  
অভূতেন মণ্ডে অণ্ডে ব্যাকরোতী’তি ভিক্ষুহি  
বদন্তে, ‘ভিক্ষবে, মম পুত্তসাদিসা ছিন্নসংযোজনা ন ভায়-  
ন্তিয়েবা’তি বদ্বা ইমং গাথমাহ—

‘সব্বসংযোজনং ছেত্ত্বা, যো বে ন পরিতপ্পতি ।

সঙ্গাতিগং বিসংযুত্তং তমহং ব্ৰুমি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৩৯৭ ॥

\*

\*

\*

## উগ্গসেন শ্লেষ্ঠিপুত্তের উপাখ্যান । ১৪ ।

‘সব্বসংযোজনং’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে উগ্গসেন  
নামক শ্রেষ্ঠপুত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন । এই উপাখ্যান  
ধর্মপদের ৩৪৮ নং শ্লোকে ( ‘সম্মুখে যাহা আছে তাহা ত্যাগ কর, পশ্চাতে  
যাহা আছে তাহা ত্যাগ কর’ ) বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে ।

তখন ভিক্ষুগণ শাস্তাকে বলিলেন—“ভন্তে, উগ্গসেন ‘আমি ভয় করিনা’  
বলিতেছেন । মনে হয় তিনি সত্য কথা বলিতেছেন না ।” শাস্তা বলিলেন—  
‘হে ভিক্ষুগণ, আমার ভিক্ষুপুত্রগণের ন্যায় যাহারা বন্ধনমুক্ত তাহারা  
বাস্তবিকই ভয় করে না ।’ —ইহা বলিয়া শাস্তা গাথায় বলিলেন—

‘সর্ববিধ বন্ধন ছিন্ন করিয়া যিনি সন্তুষ্ট নহেন এবং যিনি আসক্তিরহিত  
ও বিসংযুক্ত অর্থাৎ ( চতুর্বিধ ) বন্ধনমুক্ত তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’

—ধর্মপদ, শ্লোক ৩৯৭ ।

তথ 'সম্বসংযোজন'ন্তি দশবিধসংযোজনং । 'ন পরিতম্ভসীতি' তন্হায় ন ভায়তি । 'তমহ'ন্তি 'তং অহং' রাগাদীনং সঙ্গানং অতীতত্ত্বা 'সঙ্গাতিগং', চতুর্নাম্পি যোগানং অভাবেন 'বিসংযুক্তং ব্রাহ্মণং' বদাম্যসীতি অথো ।

দেমনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গিৎসূতি ।

। উগসেনসেট্ঠিপদুত্তবথু চুন্দসমং ।

\*

\*

\*

অর্থঃ : 'সম্বসংযোজন' দশবিধ সংযোজন বা বন্ধন । 'ন পরিতম্ভসীতি' তৃষ্ণাভয়ে ভীত হয় না । 'তমহং' তাহাকে আমি রাগাদি আসক্তিরহিত বলিয়া 'সঙ্গাতিগ' এবং চারি প্রকার যোগের ( কামযোগ ইত্যাদি ) অভাবে 'বিসংযুক্ত' ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ আখ্যা দিয়া থাকি ।

দেমনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। উগসেন শ্রেষ্ঠিপদুত্তের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

---

## দ্বৈতব্রাহ্মণবথু । ১৫

‘ছেত্বা নন্ধি’ন্ত ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো  
দ্বৈ ব্রাহ্মণে আরম্ভ কথেসি ।

তেসু কিরেকস্স চুল্লরোহিতো নাম গোণো অহোসি,  
একস্স মহারোহিতো নাম । তে একদিবসং ‘তব গোণো  
বলবা, মম গোণো বলবা’তি বিবাদিত্বা ‘কিং নো বিবাদেন,  
পাজেত্বা জানিহস্সামা’তি অচিরবতীতীরে শকটং বালুকায়  
পুৱেত্বা গোণে যোজয়িসু । তস্মিং খণে ভিক্ষুপি  
নহায়িতুং তথ গতা হোন্তি । ব্রাহ্মণা গোণে পাজেসুং ।  
শকটং নিচলং অট্ঠাসি, নন্ধিবরত্তা পন ছিঞ্জিসু ।  
ভিক্ষু দিস্বা বিহারং গন্ত্বা তমথং সথু আরোচয়িসু ।

\*

\*

\*

## দুই ব্রাহ্মণের উপাখ্যান । ১৫ ।

‘ছেত্বা নন্ধি’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে দুইজন  
ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

তাহাদের মধ্যে একজনের ‘স্কুল্লরোহিত’ নামে গো ছিল, অন্যজনের  
‘মহারোহিত’ নামে একটি গো ছিল । তাহারা ‘আমার গরুই বলবান,  
আমার গরুই বলবান’ বলিয়া পরস্পর বিবাদাপন্ন হইল । শেষে ( ক্রান্ত  
হইয়া ) বলিল—‘বিবাদের প্রয়োজন কি । ইহাদের চালিত করিয়াই শক্তি  
পরীক্ষা করা যাইবে ।’ এবং অচিরবতী তীরে একটি শকট বালুকাপূর্ণ  
করিয়া দুই গরুকে শকটে যুক্ত করিল । ঠিক সেই সময় ভিক্ষুগণ স্নানের  
নিমিত্ত সেখানে উপস্থিত হইলেন । ব্রাহ্মণ দ্বয় গরু দুইটিকে শকট টানিবার  
জন্য ছাড়িয়া দিল । কিন্তু শকট নিশ্চল রহিল । কিন্তু শকটের বন্ধন-  
রজ্জ্ব ছিন্ন হইল । ভিক্ষুগণ এই দৃশ্য দেখিয়া বিহারে যাইয়া এই বিষয়

সথা, ‘ভিক্ষুবে, বাহিরা এতা নন্ধিবরত্তা, যো কোচি এতা ছিন্দতেব, ভিক্ষুনা পন অজ্ঞাতিকং কোধনন্ধিণেব তণ্হাবরত্তণ্ড ছিন্দিতুং বট্টতী’তি বহা ইমং গাথনাহ—

‘ছেহা নন্ধিং বরত্তণ্ড, সন্দানং সহনুদ্ধমং ।

উক্খিত্তপলিঘং বুদ্ধং, তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৩৯৮ ॥

তথ ‘নন্ধি’ন্তি নহ্ননভাবেন পবত্তং কোধং । ‘বরত্ত’ন্তি বন্ধনভাবেন পবত্তং তণ্হং । ‘সন্দানং সহনুদ্ধম’ন্তি অনুসয়ানুদ্ধমসহিতং দ্বাসট্ঠিদিট্ঠিসন্দানং, ইদং সম্বম্পি ছিন্দিত্বা ঠিতং অবিজ্ঞাপলিঘস্স উক্খিত্তত্তা ‘উক্খিত্ত-পলিঘং’, চতুন্নং সচ্চানং বুদ্ধত্তা ‘বুদ্ধং’ তং অহং ব্রাহ্মণং বদামীতি অথো ।

\*

\*

\*

শাস্ত্রকে জানাইলেন । শাস্ত্রা বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, এই বন্ধনরজ্জ্ব হইতেছে বাহ্যিক, যে কেহ ইহা ছিন্ন করিতে পারে । কিন্তু ভিক্ষুদের উচিত অভ্যস্তরীন ক্রোধরূপ নন্ধি এবং তৃষ্ণারূপ বরত্তকে ছিন্ন করা ।’ —ইহা বলিয়া শাস্ত্রা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যিনি ক্রোধ ( নন্ধি ), তৃষ্ণা ( বরত্ত ) ও অনুশয় ( = অনুশয় ) সহ সমস্ত বন্ধন ( সন্দান ) ছেদন করিয়াছেন, যিনি অবিদ্যারূপ অর্গলকে ভেদ করিয়াছেন এবং যিনি ( চারি আর্ষসত্যকে জ্ঞাত হইয়া ) বুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৩৯৮ ।

অর্থ : ‘নন্ধি’ বন্ধনভাবে প্রবর্তিত ক্রোধ । ‘বরত্ত’ বন্ধনভাবে প্রবর্তিত তৃষ্ণা । ‘সন্দানং সহনুদ্ধমং’ অনুশয়ানুদ্ধম সহিত দ্বাষাণ্ট দৃষ্টি-রূপ বন্ধন, এই সকলকে ছিন্ন করিয়া স্থিত এবং অবিদ্যারূপ অর্গল ভেদ করিয়াছেন বলিয়া ‘উক্খিত্তপলিঘ’, চারি সত্যের বোধ হেতু বুদ্ধ—ঈদৃশ ব্যক্তিকে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকি ।

দেসনাবসানে পণ্ডসতা ভিক্খু অরহত্তে পতিট্ঠহিংসু,  
সম্পত্তানম্পি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

। দেব্রাহ্মণবথু পন্নরসমং ।

•

•

•

দেশনাবসানে পণ্ডসত ভিক্খু অহ'ত্তে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । উপস্থিত জনগণের  
নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

। দুই ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত ।



## অক্লোসকভারদ্বাজবথ । ১৬

‘অক্লোস’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সখা বেল্লবনে বিহরন্তো  
অক্লোসকভারদ্বাজং আরব্ভ কথেসি ।

তস্স হি ভাতু ভারদ্বাজস্স ধনঞ্জানী নাম ব্রাহ্মণী সোতাপন্ন  
অহোসি । সা খীপিত্বাপি কাসিত্বাপি পক্খলিত্বাপি  
‘নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্সা’তি ইমং  
উদানং উদানেসি । সা একদিবসং ব্রাহ্মণপরিবেসনায়  
পবত্তমানায় পক্খলিত্বা তথৈব মহাসম্মেদন উদানং  
উদানেসি । ব্রাহ্মণো কুণ্ডিত্বা ‘এবমেবায়েং বসলী যথ বা  
তথ বা পক্খলিত্বা তস্স ম্হ’ডকস্স সম্মগকস্স বগ্গং  
ভাসতী’তি বহ্বা ‘ইদানি তে, বসলি, গন্ত্বা তস্স সখদুনো  
বাদং আরোপেঙ্গসামী’তি আহ । অথ নং সা ‘গচ্ছ, ব্রাহ্মণ,

\*

\*

\*

## আক্লোশক ভারদ্বাজের উপাখ্যান । ১৬ ।

‘অক্লোসং’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে আক্লোশক-  
ভারদ্বাজকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তাঁহার ভ্রাতা ভারদ্বাজের ধনঞ্জানী নাম্নী ব্রাহ্মণী স্রোতাপন্থা হইয়া-  
ছিলেন । তিনি হাঁচি, কাশি, হোঁচট খাওয়া প্রভৃতি যে কোন সময়ে  
‘নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স’ ( সেই ভগবান অহং সম্যক্-  
সম্বুদ্ধকে নমস্কার ) এই উদান উদ্গীত করিতেন । একদিন ব্রাহ্মণগণের  
নিকট খাদ্যপরিবেশন কালে হোঁচট খাইয়া উচ্চশব্দে সেই ‘নমো তস্স’ ইত্যাদি  
উদান উদ্গীত করিলেন । ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—‘এইভাবে এই  
বৃষলী যেখানে সেখানে হোঁচট খাইয়া সেই ম্হ’ডক শ্রমণকের গুণগান করিতে  
থাকে ।’ তারপর ব্রাহ্মণীকে বলিলেন—‘হে বৃষলি, এখনই যাইয়া তোমার  
সেই শাস্তার সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হইব ।’ তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণী



নাহং তং পস্সামি, যো তস্স ভগবতো বাদং আরোপেয্য,  
 অপি চ গন্ত্বা তং ভগবন্তং পঞ্হং পদুচ্ছস্দ'তি আহ ।  
 সো সখ্ণ সন্তিকং গন্ত্বা অবন্দিহাব একমন্তং ঠিতো  
 পঞ্হং পদুচ্ছন্তো ইমং গাথমাহ—

‘কিংসদু ছেহ্বা স্দুখং সেতি, কিংসদু ছেহ্বান সোচতি ।  
 কিম্সস্সদু একধম্সস, বধং রোচেসি গোতমা’তি ॥

অথস্স পঞ্হং ব্যাকরোস্তো সখা ইমং গাথমাহ—

‘কোধং ছেহ্বা স্দুখং সেতি, কোধং ছেহ্বা ন সোচতি ।  
 কোধস্স বিসম্দুলস্স, মধুরংগস্স ব্রাহ্মণ ।  
 বধং অরিয়া পসংসন্তি, তঞ্হি ছেহ্বা ন সোচতী’তি ॥

\*

\*

\*

বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ, আপনি স্বচ্ছন্দে যান । আমি কিন্তু কাহাকেও দেখি না  
 যিনি সেই ভগবানকে বাগ্‌যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছেন । বরং আপনি যাইয়া  
 সেই ভগবানকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন ।’ ব্রাহ্মণ শাস্তার নিকট যাইয়া তাঁহাকে  
 বন্দনা না করিয়াই একপাশ্বে’ দাঁড়াইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসাচ্ছিলে এই গাথাটি  
 ভাষণ করিলেন—

‘হে গোতম, কি ছেদন করিলে স্দুখী হওয়া যায় ? কি ছেদন করিলে  
 আর শোক করিতে হয় না ? সেই এক ধর্ম’ কি যাহার ধনংস আপনি ইচ্ছা  
 করেন ?’ [ সংযুক্ত নিকায়, ১।১।১৮৭ ]

তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘ক্রোধ ছেদন করিলে স্দুখী হওয়া যায় । ক্রোধ ছেদন করিতে পারিলে  
 আর শোক করিতে হয় না । হে ব্রাহ্মণ, ক্রোধের মূল কিন্তু বিষময়, যদিও  
 উপরে উপরে ইহাকে মধুর মনে হইতে পারে । আয’গণ এই ক্রোধের  
 ধনংসকেই প্রশংসা করেন, ইহাকে ছেদন করিতে পারিলে আর শোক করিতে  
 হয় না ।’ [ সংযুক্ত নিকায়, ১।১।১৮৭ ]

সো সখারি পসীদিহা পব্বজিহা অরহত্তং পাপদুগ্ধি । অথস্স কনিট্টো অক্কোসকভারদ্বাজো ‘ভাতাকির মে পব্বজিতো’তি সদ্ধা কুদ্ধো আগন্হা সখারং অসব্ভাহি ফরুদুসাহি বাচাহি অক্কোসি । সোপি সখারা অতিথীনং খাদনীয়াদিদান-ওপস্মেন সঞ্‌ঞত্তো সখারি পসনো পব্বজিহা অরহত্তং পাপদুগ্ধি । অপরেপিপস্স সন্দরিকভারদ্বাজো বিলিঙ্গক-ভারদ্বাজোতি হে কনিট্টভাতরো সখারং অক্কোসন্তাব সখারা বিনীতা পব্বজিহা অরহত্তং পাপদুগ্ধিৎসু ।

অথেকদিবসং ধম্মসভায়ং কথং সমুট্টাপেসুং, ‘আবুসো, অচ্ছরিয়া বত বুদ্ধগুণা, চতুসু নাম ভাতিকেসু অক্কো-সন্তেসু সখা কিঞ্চ অবহা তেসংঘেব পতিট্টা জাতো’তি । সখা আগন্হা ‘কায় নুথ, ভিক্খবে, এতরুহি কথায়

\*

\*

\*

(শাস্তার ভাষণ শুনিয়া) ব্রাহ্মণ শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রব্রজিত হইলেন এবং অহঁত্ব লাভ করিলেন । তখন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আক্ৰোশক ভারদ্বাজ ‘আমার ভ্রাতা নাকি প্রব্রজিত হইয়াছেন?’ শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শাস্তার নিকট আসিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার অসভ্য ককঁশ বাক্য দ্বারা গালমন্দ করিলেন । কিন্তু শাস্তা অতিথিগণের নিকট প্রদত্ত খাদনীয়াদি দানের উপমা দিয়া তাঁহাকেও সংযত করিলেন । তিনিও শাস্তার প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রব্রজিত হইলেন এবং অহঁত্ব লাভ করিলেন । তাঁহার অপর দুইজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দরিকভারদ্বাজ এবং বিলিঙ্গক ভারদ্বাজও শাস্তাকে দুর্বাক্য বলিতে বলিতে শাস্তার নিকট যাইয়া শাস্তার দ্বারা বিনীত হইয়া প্রব্রজিত হইলেন এবং অহঁত্ব প্রাপ্ত হইলেন ।

একদিন ধর্মসভায় ভিক্ষুগণ এই কথা সমুখাপিত করিলেন—‘আবুসো, আশ্চর্য এই বুদ্ধগুণ । চারিজন ভ্রাতা শাস্তাকে দুর্বাক্য বলিয়া আক্ৰোশ করিলেও শাস্তা কিছুই না বলিয়া তিনিই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা হইলেন ।’ শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি বিষয়

সন্নিহিত পদ্বিহ্না 'ইমায় নামা'তি বদন্তে, 'ভিক্খবে  
অহং মম খন্তিবলেন সমন্নাগতত্তা দদুট্টেসু অদদুসন্তো  
মহাজনস্স পতিট্টা হোমিয়েবা'তি বত্তা ইমং গাথমা—

‘অক্কোসং বধবন্ধণ, অদদুট্টো যো তিতিক্খতি ।

খন্তীবলং বলানীকং, তমহং ব্ধমি ব্রাহ্মণ'ন্তি ॥ ৩৯৯ ॥

তথ ‘অদদুট্টো’তি এতং দসহি অক্কোসবথুহি অক্কোসণ  
পাণিআদীহি পোথনণ অন্দুবন্ধনাদীহি বন্ধনণ যো  
অক্কুদমানসো হুত্তা অধিবাসেতি, খন্তিবলেন সমন্নাগতত্তা  
‘খন্তিবলং’, পদ্বনপদ্বনং উপত্তিয়া অনীকভূতেন তেনেব  
খন্তিবলেন সমন্নাগতত্তা ‘বলানীকং তং’ এবরূপং ‘অহং  
ব্রাহ্মণং’ বদামীতি অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্বিগ্গেসুতী ।

। অক্কোসকভারদ্বাজবথু সোলসমং ।

\*

\*

\*

লইয়া আলোচনা করিতে সমবেত হইয়াছ ?’ ‘এই বিষয়ে ভন্তে’ বলিলে  
শান্তা বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, আমি ক্ষান্তিবলের দ্বারা সমন্নাগত  
বলিয়া দদুট্টজনদের প্রতি অদদুট্টচিত্ত হইয়া বহুজনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছি’—  
ইহা বলিয়া শান্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যিনি আক্ৰোশ, প্রহার ও বন্ধন অদদুট্টচিত্তে সহ্য করেন, ক্ষান্তিবলই  
যাঁহার ( যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবলের ন্যায় ) অন্যতম বল ( অর্থাৎ দশবলের মধ্যে  
একটি বল ), তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ৩৯৯ ।

অন্বয় : ‘অদদুট্টো’ দশ প্রকার আক্ৰোশ প্রকাশক বস্তুর দ্বারা আক্ৰোশ  
প্রকাশ, হস্তাদির দ্বারা প্রহার, শৃংখলবন্ধনাদির দ্বারা বন্ধ হইলেও যিনি  
অক্কুদচিত্ত হইয়া সহ্য করেন, ক্ষান্তিবলসংযুক্ত বলিয়া ‘খন্তিবলং’ । পদ্বনঃপদ্বনঃ  
উৎপত্তির অনীকভূত ( =মুখ্যভূত ) যে ক্ষান্তিবল তদ্বারা সংযুক্ত বলিয়া  
‘বলানীকং তং’ । এইরূপ ব্যক্তিকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকি ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ আক্ৰোশক ভারদ্বাজের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

## সারিগুত্তেববখু । ১৭

‘অক্কোধন’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেল্লবনে বিহরন্তো সারিপপ্তত্তেববখু আরব্ভ কথেসি ।

তদা কির থেরো পণ্ণহি ভিক্কুসত্তেহি সন্ধিং পিণ্ডায় চরন্তো নালকগামে মাতু ঘরদ্বারং অগমাসি । অথ নং সা নিসীদাপেত্তা পরিবিসমানা অক্কোসি—‘অম্ভো, উচ্ছিট্ট-খাদক উচ্ছিট্টকজ্জিয়ং অলভিত্বা পরঘরেসু উল্লঙ্ক-পিট্টেন ঘটিতকজ্জিয়ং পরিভুজিতুং অসীতিকোটিনং পহায় পস্বজিতোসি, নাসিতম্হা তয়া, ভুজ্জাহি দানী’তি । ভিক্কুদম্পি ভত্তং দদমানা ‘তুম্হেহি মম পুত্তো অত্তনো চল্লপট্টাকো কতো, ইদানি ভুজ্জথা’তি বদেতি । থেরো

\*

\*

\*

## সারিগুত্তে স্থবিরের উগাখ্যান । ১৭ ।

‘অক্কোধনং’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেল্লবনে অবস্থানকালে সারিপপ্তে স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তখন সারিপপ্তে স্থবির পণ্ডিত ভিক্ষুদের সঙ্গে লইয়া পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করিতে করিতে নালকগ্রামে মাতার গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । মাতা তাহাকে উপবেশন করাইয়া ( খাদ্য ) পরিবেশন করিতে করিতে এই বলিয়া আক্রোশ করিলেন—‘ওহে উচ্ছিট্টখাদক, উচ্ছিট্ট কজ্জিকা লাভ না করিয়া পরগৃহে উল্লঙ্ক ( = এক প্রকার হাতা যাহা নারিকেলের খোলার দ্বারা নির্মিত হয় অথবা কাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত হয় ) পুষ্টির দ্বারা ঘটিত কজ্জিকা পরিভোগ করিবার জন্য তুমি অশীতি কোটি ধন ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছ । তোমার দ্বারা আমরা বিনষ্ট হইয়াছি, এখন খাও ।’ ভিক্ষুদেরও অন্য পরিবেশন করিতে করিতে তিনি বলিলেন—‘তোমরা আমার

ভিক্ষং গহেহা বিহারমেব অগমাসি । অথাযস্মা রাহুলো  
সথারং পিণ্ডপাতেন আপদুচ্ছি । অথ নং সথা আহ—  
'রাহুল, কহং গমিত্বা'তি ? 'অযিকায় গামং, ভন্তে'তি ।  
'কিং পন তে অযিকায় উপজ্জায়ো বদন্তো'তি ? 'অযিকায়  
মে, ভন্তে, উপজ্জায়ো অক্কট্টো'তি । 'কিন্তি বত্তা'তি ?  
'ইদং নাম, ভন্তে'তি । 'উপজ্জায়েন পন তে কিং বদন্ত'ন্তি ?  
'ন কিণ্ঠ, ভন্তে'তি । তং সদুত্তা ভিক্ষু ধম্মসভায়ং কথং  
সমুট্টাপেসদুং, 'আবদুসো, অচ্ছরিয়া বত সারিপদ্রত্তথেরস্স  
গদুণা, এবং নামস্স মাতরি অক্কোসন্তিয়া কোধমত্তম্প  
নাহোসী'তি । সথা আগন্ত্বা 'কায় নদুথ, ভিক্ষবে,  
এতরিহি কথায় সন্নিসিন্না'তি পদুচ্ছিত্বা 'ইমায় নামা'তি  
বদন্তে, 'ভিক্ষবে, খীণাসবা নাম অক্কোধনাব হোন্তী'তি  
বত্তা ইমং গাথমাহ—

\*

\*

\*

পদ্রকে নিজেদের ছোট সেবক বানাইয়াছ, এখন ভোজন কর ।' স্ববির ভিক্ষা  
গ্রহণ করিয়া বিহারেই চলিয়া আসিলেন । তখন আয়দুস্মান্ রাহুল শাস্তাকে  
পিণ্ডপাত গ্রহণ করিতে বলিলেন । শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—  
'রাহুল, তোমরা কোথায় গিয়াছিলে ?' 'ভস্তু, আৰ্ঘ্যকার ( পিতামহীর )  
গ্রামে ।' 'তোমার উপাধ্যায়কে পিতামহী কি বলিলেন ?' 'ভস্তু, পিতামহীর  
দ্বারা আমার উপাধ্যায় আক্ৰোশিত ও নির্দিত হইয়াছেন ।' 'তিনি কি  
বলিয়াছেন ?' 'ভস্তু, এইরূপ বলিয়াছেন ।' 'ইহাতে তোমার উপাধ্যায় কি  
বলিলেন ?' 'ভস্তু, তিনি কিছুই বলেন নাই ।'—ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ  
ধর্মসভায় কথা সমুখাপিত করিলেন—'আবদুসো, আশ্চর্য শারিপদ্রের গদুণ,  
মাতা ঐভাবে গালমন্দ করিলেও তিনি একটুও ক্রুদ্ধ হইলেন না ।'

শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয়  
লইয়া আলোচনা করিতে এখন সমবেত হইয়াছ ?' 'এই বিষয়ে ভস্তু ।'

'হে ভিক্ষুগণ, ক্ষীণাসব অহংগণ এইরূপ অক্ৰোধীই হইয়া থাকেন ।'—  
ইহা বলিয়া গাথার দ্বারা বলিলেন—

‘অক্লোধনং বতবন্তং, সীলবন্তং অনদ্দসদং ।

দন্তং অন্তিমসারীরং, তমহং ব্রহ্মি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৪০০ ॥

তথ ‘বতবন্ত’ন্তি ধৃতবতেন, সমন্নাগতং চতুপারি-  
সুদ্ধিসীলেন ‘সীলবন্তং’, তণ্‌হাউস্সদাভাবেন ‘অনদ্দসদং’,  
ছলিন্দ্রিয়দমনেন ‘দন্তং’. কোটিয়ং ঠিতেন অন্তভাবেন  
‘অন্তিমসারীরং তমহং ব্রাহ্মণং’ বদামীতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধিংসুতী ।

। সারিপপ্তথেরবথু সত্তরসমং ।

\*

\*

\*

‘যিনি ক্রোধহীন, ব্রতপরায়ণ, শীলবান্‌ তৃষ্ণামুক্ত, সংযত ও ( পুনর্জন্ম  
ক্ষয় করায় ) অস্তিম দেহধারী, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৪০০ !

অম্বয় : ‘বতবন্তং’ ধৃতব্রতের দ্বারা সমন্নাগত, চতুপারিশুদ্ধিশীলের  
দ্বারা ‘সীলবন্তং’ অতিশয় তৃষ্ণাভাবে ‘অনদ্দসদং’, ষড়্‌ইন্দ্রিয় দর্শনের দ্বারা  
‘দন্তং’, পুনর্জন্মের অস্তিম প্রাপ্তে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া ‘অন্তিমসারীরং ।’  
‘তমহং ব্রাহ্মণং’ আমি তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলি ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ শারিপপ্ত স্থাবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



## উপলবধাখেরীবন্ধু । ১৮

‘বারি পোক্খরপত্তেবা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে  
বিহরন্তো উপলবধাখেরিং আরব্ভ কথেসি । বথং ‘মধুবা  
মণ্ড্ণেতি বালো’তি গাথাবল্লনায় বিখারিতমেব ।  
বদন্তেহি তথ—

অপরেন সময়েন মহাজনো ধম্মসভায়ং কথং সমুট্ঠাপেসি  
‘খীণাসবাপি মণ্ড্ণে কামসুখং সাদিয়ন্তি, কামং সেবন্তি,  
কিং ন সেবিস্সন্তি । ন হেতে কোলাপরুদ্ধা, ন চ  
বস্মিকা, অল্লমংসসরীরাব, তস্মা এতেপি কামসুখং সাদিয়-  
ন্তী’তি । সথা আগচ্ছা ‘কায় নুত্থ, ভিক্খবে, এতরিহি  
কথায় সান্নিসিদ্ধা’তি পুচ্ছিহ্বা ‘ইমায় নামা’তি বদন্তে ‘ন,

\*

\*

\*

## উপলবধা খেরীর উপাখ্যান । ১৮ ।

‘বারি পোক্খরপত্তেব’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতবনে অবস্থানকালে  
উপলবধা খেরীর উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন । এই উপাখ্যান ধর্মপদের  
৬৯ নং শ্লোকে ‘মধুবা মণ্ড্ণেতি বালো’ ইত্যাদি গাথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বিস্তৃত-  
ভাবে আলোচিত হইয়াছে । সেখানে উক্ত হইয়াছে ( ধর্মপদট্ঠ  
কথা, ১/৬৯ ) :

এক সময় বহু ব্যক্তি ধর্মসভায় এই কথা সমুখাপিত করিয়াছিলেন—  
‘ক্ষীণাস্রব অহংগণও কামসুখ আস্বাদন করেন, কাম সেবন করেন ; আর  
সেবন করিবেন না-ই বা কেন ? তাঁহারা ত আর কোলাপবৃক্ষ বা বস্মীক  
নহেন, তাঁহারা রক্তমাংসের দেহযুক্ত । তাই তাঁহারাও কামসুখ আস্বাদন  
করেন ।’ শাস্ত্র আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি  
বিষয়ে আলোচনার জন্য এখন সমবেত হইয়াছ ?’

ভিক্ষবে, খীণাসবা কামসুখং সাদিয়ন্তি, ন কামং  
সেবন্তি । যথা হি পদুমপত্তে পতিতং উদকবিন্দু ন  
লিম্পতি ন স্ঠাতি, বিনিবত্তিত্বা পন পততেব । যথা চ  
আরণ্ণে সাসপো ন উপলিম্পতি ন স্ঠাতি, বিনিবত্তিত্বা  
পততেব, এবং খীণাসবস্স চিত্তে দুবিধোপি কামো ন  
লিম্পতি ন স্ঠাতী'তি অনুসন্ধিৎ ঘটেত্বা ধম্মং দেসেন্তো  
ইমং গাথমাহ—

‘বারি পোক্খরপত্তেব, আরণ্ণেরিব সাসপো ।

যো ন লিম্পতি কামেসু, তমহং ব্ৰুমি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৪০১ ॥

তথ ‘যো ন লিম্পতী’তি এবমেবং যো অভ্যন্তরে দুবিধোপি  
কামে ন উপলিম্পতি, তস্মিৎ কামে ন স্ঠাতি, ‘তমহং  
ব্রাহ্মণং’ বদামীতি অথো ।

\*

\*

\*

‘এই বিষয়ে ভস্তু’ বলাতে শাস্তা বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, ক্ষীণাস্রব  
অহংগণ কামসুখ আশ্বাদন করেন না, কাম সেবন করেন না । পদ্মপত্রের  
উপর পতিত জলবিন্দু যেমন লিপ্ত হয় না, স্থিত হয় না, ঘুরিয়া নিম্নে পতিত  
হয়, যেমন সূচ্যগ্রে সৰ্প উপলিপ্ত হয় না, স্থিত হয় না, ঘুরিয়া নিম্নে  
পতিত হয়, তদ্রূপ ক্ষীণাস্রব অহংদের চিত্তে দুই প্রকার কাম ( বস্তুকাম ও  
ক্লেশকাম ) লিপ্ত হয় না, স্থিত হয় না ।’—এইভাবে সমন্বয় সাধন করিয়া  
ধর্মদেশনাকালে শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘পদ্মপত্রস্থিত জল ও সূচ্যগ্রস্থিত সৰ্পের ন্যায় যিনি কাম্যবস্তুতে  
নির্লিপ্ত, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ৪০১ ।

অন্বয় : ‘যো ন লিম্পতি’ এইভাবে যিনি দুই প্রকার কামে ( বস্তুকাম  
ও ক্লেশকাম ) উপলিপ্ত হয় না, সেই কামে স্থিত হয় না । ‘তমহং ব্রাহ্মণং’  
আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি ।



দেশনাবসানে বহু স্নোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গিৎসুদীতি ।

। উৎপলবর্ণাথেরীর বখ্ণু অট্ঠারসমং ।

\*

\*

\*

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। উৎপলবর্ণা থেরীর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

---

## অপ্ৰপ্ৰত্নব্রাহ্মণবৎ । ১৯

‘যো দৃক্খস্স’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে  
বিহরন্তো অপ্ৰপ্ৰত্নং ব্রাহ্মণং আরব্ভ কথেসি ।

তস্স কিরেকো দাসো অপ্ৰপ্ৰত্নে সিক্খাপদে পলায়িত্বা  
পম্বজিত্বা অরহন্তং পাপদুগ্ধি । ব্রাহ্মণো তং ওলোকেন্তো  
অদিম্বা একদিবসং সথারা সন্ধিং পিণ্ডায় পবিসন্তং  
দ্বারন্তরো দিম্বা চীবরং দল্হং অঙ্গহেসি । সথা নিবত্তিত্বা  
‘কিং ইদং, ব্রাহ্মণা’তি পদুচ্ছি । ‘দাসো মে, ভো গোতমা’তি ।  
‘পন্নভারে এস, ব্রাহ্মণা’তি । ‘পন্নভারো’তি চ বদন্তে ব্রাহ্মণো  
‘অরহা’তি সল্লক্খেসি । তস্সা পদুনিপি তেন ‘এবং, ভো

•

•

•

## জৈনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান । ১৯ ।

‘যো দৃক্খস্স’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে জৈনৈক  
ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তখনও এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত হয় নাই [ যে কোন দাস-কর্মকর ব্যক্তি  
মালিকের অনুমতি ব্যতীত সম্বন্ধে প্রব্রজিত হইতে পারিবে না ] ।

ঐ ব্রাহ্মণের জৈনৈক দাস পলায়ন করিয়া প্রব্রজিত হইয়া অর্হন্ত প্রাপ্ত  
হইয়াছিল । ব্রাহ্মণ কোথাও তাহাকে না দেখিয়া একদিন শাস্ত্রার সঙ্গে দ্বারে  
দ্বারে তাহাকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং দৃঢ়ভাবে তাহার  
চীবর ধরিয়া রাখিলেন । শাস্ত্রা ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ব্রাহ্মণ,  
ব্যাপার কি ?’

‘হে গোতম, এ আমার দাস ।’

‘কিন্তু ব্রাহ্মণ, সে ত এখন ( সর্ব ) ভারমুক্ত ।’ ‘ভারমুক্ত’ কথা শুনিয়া  
ব্রাহ্মণ বদ্বিলেন যে সেই দাস নিশ্চয়ই অর্হৎ হইয়াছে । তাই পুনরায় ‘হে

গোতমা'তি বদন্তে সথা 'আম, ব্রাহ্মণ, পন্নভারো'তি বহ্না  
ইমং গাথমাহ—

‘যো দ্ধক্খস্স পজ্জানাতি, ইধেব খয়মত্তনো ।

পন্নভারং বিসংযদত্তং, তমহং ব্ধমি ব্রাহ্মণ'ন্তি ॥ ৪০২ ॥

তথ ‘দ্ধক্খস্সা’তি বন্ধদ্ধক্খস্স । ‘পন্নভার’ন্তি ওহিত-  
বন্ধভারং । চতুর্হি যোগেহি সর্বকিলেসেহি বা ‘বিসং-  
যদত্তং তমহং ব্রাহ্মণং’ বদামীতি অথো ।

দেসনাবসানে সো ব্রাহ্মণো সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি,  
সম্পত্তানম্পি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

। অণ্ড্‌ণতরব্রাহ্মণবথদ্ একুনবীসতিমং ।

\*

\*

\*

গোতম, তাই নাকি !’ জিজ্ঞাসা করিলে শাস্ত্রা—‘হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ, সে এখন  
ভারমুক্ত’ বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘যিনি ইহ জীবনেই স্বীয় দঃখের ক্ষয় জ্ঞাত হইয়াছেন এবং যিনি  
ভারমুক্ত ও বিসংযুক্ত ( বন্ধনমুক্ত ), তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৪০২ ।

অস্বয় : ‘দ্ধক্খস্স’ অর্থাৎ বন্ধদ্ধক্খের । ‘পন্নভারং’ পঞ্চকম্মভার  
সাঁহার অপগত হইয়াছে । যিনি চারি প্রকার যোগ ( অর্থাৎ কাম, ভব,  
মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা ) ও সর্বক্লেশ হইতে ‘বিসংযুক্ত’ তাঁহাকেই আমি  
ব্রাহ্মণ বলি ।

দেশনাবসানে সেই ব্রাহ্মণ স্নোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । উপস্থিত  
জনগণের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

। জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

## খেমাভিক্‌খুনীবখ্‌ । ২০

‘গম্ভীরপঞ্‌ঞ’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা গিণ্ণকূটে  
বিহরন্তো থেমং নাম ভিক্‌খুনিং আরব্ভ কথেসি ।

একদিবসঞ্‌হি পঠমযামসমনন্তরে সক্কো দেবরাজা  
পারিসায় সন্ধিং আগন্ত্বা সথ্‌ সন্তিকে সারণীয়ধম্মকথং  
সুণন্তো নিসীদি । তস্মিং খণে থেমা ভিক্‌খুনী  
‘সথারং পস্সিস্সামী’তি আগন্ত্বা সক্কং দিস্সা আকাসে  
ঠিতাব সথারং বন্দিত্বা নিবত্তি । সক্কো তং দিস্সা ‘কা  
এসা, ভন্তে, আগচ্ছমানা আকাসে ঠিতাব সথারং বন্দিত্বা  
নিবত্তী’তি পদুচ্ছি । সথা ‘এসা, মহারাজ, মম ধীতা  
থেমা নাম মহাপঞ্‌ঞা মণ্ণামণ্ণকোবিদা’তি বহ্বা ইমং  
গাথমাহ—

\*

\*

\*

## ক্ষেমা ভিক্ষুণীর উপাখ্যান । ২০ ।

‘গম্ভীরপঞ্‌ঞ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা গৃধ্রকূটে অবস্থানকালে ক্ষেমা  
ভিক্ষুণীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন রাত্রির প্রথম যামের শেষে শক্ৰ দেবরাজ সপারিষদ আসিয়া শাস্তার  
নিকট সারণীয় ধর্মকথা শুনবার জন্য উপবিষ্ট ছিলেন । সেই সময় ক্ষেমা  
ভিক্ষুণী ‘শাস্তাকে দেখিব’ চিন্তা করিয়া আসিয়া দেবরাজ শক্ৰকে দেখিয়া  
আকাশে স্থিত হইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া ফিরিয়া গেলেন । শক্ৰ তাঁহাকে  
দেখিয়া শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ভন্তে, ইনি কে, আসিয়া আকাশে স্থিতাবস্থাতেই শাস্তাকে বন্দনা করিয়া  
ফিরিয়া গেলেন ?’

শাস্তা বলিলেন—

‘মহারাজ, এ আমার কন্যা, তাহার নাম ক্ষেমা । সে মহাপ্রজ্ঞাবতী ও  
মাগামার্গকোবিদা’—ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘গম্ভীরপঞ্ঞং মেধাবিং, মঙ্গামঙ্গস কোবিদং ।

উত্তমখমনন্দপত্তং, তমহং ব্রহ্মি ব্রাহ্মণন্তি ॥ ৪০৩ ॥

তথ ‘গম্ভীরপঞ্ঞং’ন্তি গম্ভীরেসদৃ খন্দাদীসদৃ পবত্তায়  
পঞ্ঞায় সমন্নাগতং ধম্মোজপঞ্ঞায় সমন্নাগতং  
‘মেধাবিং’ অয়ং দদুগতিয়া মণ্ণেগা, অয়ং সুদুগতিয়া মণ্ণেগা,  
অয়ং নিব্বানস্স মণ্ণেগা, অয়ং অমণ্ণেগা’তি এবং মণ্ণে চ  
অমণ্ণে চ ছেকতায় ‘মঙ্গামঙ্গস কোবিদং’ অরহত্ত্বসংখাতং  
‘উত্তমখং অনন্দপত্তং তমহং ব্রাহ্মণং’ বদামীতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসুতী ।

। খেমাভিক্খুদ্বনিবখু বীসতিমং ।

•

•

•

‘যিনি গভীর প্রজ্ঞাযুক্ত, মেধাবী, মার্গ ও অমার্গ<sup>১</sup> সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং  
যিনি পরমার্থ অনুপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৪০৩ ।

অন্বয় : ‘গম্ভীরপঞ্ঞং’ গভীর ( সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ) স্কন্ধাদি বিষয়ে  
প্রবর্তিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং ধর্মোজ প্রজ্ঞাসম্পন্ন ‘মেধাবিং’ মেধাবী ব্যক্তিকে—  
‘ইহা দুর্গতির মার্গ, ইহা সুদুর্গতির মার্গ, ইহা নিবাণের মার্গ, ইহা  
অমার্গ’ এইভাবে মার্গ এবং অমার্গ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বলিয়া ‘মঙ্গামঙ্গস  
কোবিদং’, অহত্ত্বসংজ্ঞক ‘উত্তমখং অনন্দপত্তং’ অর্থাৎ উত্তমার্থ অনুপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে  
আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। ক্ষেমা ভিক্ষুণীর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

## পব'ভারবাসীতিস্‌সথেরবখ্‌ । ২১

‘অসংসট্ঠ’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো  
পব'ভারবাসীতিস্‌সথেরং আরব্ভ কথেসি ।

সো কির সথ্‌ সন্তিকে কস্মট্ঠানং গহেত্বা অরঞ্‌ঞং  
পাবিসিহ্বা সম্পায়ং সেনাসনং ওলোকেন্তো একং লেণপভারং  
পাপদ্‌গি, সম্পত্তক্‌থণেযেবস্স চিত্তং একগ্গতং লভি ।  
সো ‘অহং ইধ বসন্তো পস্বজিতকিচ্চং নিস্‌ফাদেতুং সক্‌খি-  
স্সামী’তি চিন্তেসি । লেণেপি অধিবথা দেবতা ‘শীলবা  
ভিক্‌খ্‌ আগতো, ইমিনা সন্ধিং একট্ঠানে বসিতুং  
দক্‌খং । অয়ং পন ইধ একরত্তিম্‌মেব বসিহ্বা পক্কমিস্সতী’তি  
চিন্তেহ্বা পদ্‌ত্তে আদায় নিক্‌খমি । থেরো পদ্‌নদিবসে  
পাতোব গোচরগামং পিণ্ডায় পাবিসি । অথ নং একা

## পব'তগুহাবাসী তিস্য হুবিরের উপাখ্যান । ২১ ।

‘অসংসট্ঠং’ ইত্যাদি ধর্ম'দেশনা শান্তা জেতবনে অবস্থানকালে পব'তগুহা-  
বাসী তিস্য হুবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই তিস্য হুবির শান্তার নিকট হইতে কর্ম'স্থান গ্রহণ করিয়া অরণ্যে  
প্রবেশ করিয়া উপযুক্ত নিবাসস্থান সন্ধান করিতে করিতে একটি পব'তগুহা  
প্রাপ্ত হইলেন । ইহা প্রাপ্ত হইবামাত্রই তাঁহার চিত্ত একাগ্রতা লাভ করিল ।  
তিনি চিন্তা করিলেন—‘আমি এখানে বাস করিয়া প্রব্রজিতকৃত্য সম্পাদন  
করিতে পারিব ।’ সেই গুহায় অবস্থানকারী দেবতা চিন্তা করিলেন—  
‘শীলবান্‌ ভিক্ষু আসিয়াছেন, ইঁহার সহিত একত্র বাস করা কষ্টকর । মনে  
হয় ইনি এখানে একরাত্রি বাস করিয়া চলিয়া যাইবেন’ এবং পুত্রকন্যাদের  
লইয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন । হুবির পরের দিন সকালে গোচরগ্রামে  
পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিলেন । তখন এক উপাসিকা তাঁহাকে দেখিয়া

উপাসিকা দিম্বাব পদ্বন্তিসিনেহং পটিলভিত্তা গেহে নিসী-  
দাপেহ্বা ভোজেহ্বা অন্ত্রাং নিম্সায় তেমাং বসনথায় ষাচি ।  
সোপি 'সক্কা ময়া ইমং নিম্সায় ভবনিম্সরণং কাতু'ন্তি  
অধিবাসেহ্বা তমেব লেণং অগমাসি । দেবতা তং আগচ্ছন্তং  
দিম্বা 'অক্কা কেনচি নিমন্তিতো ভবিম্সতি, মেব বা  
পরসদুবে বা গমিম্সতী'তি চিন্তেতি ।

এবং অদ্ভুতমাসমন্ত্রে অতিক্রান্তে “অয়ং ইধেব মঞ্ণে  
অন্তোবস্সং বসিম্সতি, সীলবতা পন সন্ধিং একট্ঠানে  
পদ্বন্তকোহি সন্ধিং বসিতুং দদুস্করং, ইমণ্ড 'নিব্ধমা'তি বদুত্তং  
ন সক্কা, অথি নু থো ইম্সস সীলে খলিত'ন্তি দিম্বেন  
চক্খুনা ওলোকেন্তী উপসম্পদমালকতো পট্ঠায় তস্স  
সীলে খলিতং অদিম্বা 'পরিসদুস্কম্সস সীলং, কিণ্ডদেবস্স  
কত্তা অযসং উম্পাদেস্সামী'তি তস্স উপট্ঠাককুলে উপা-

\*

\*

\*

পদ্বন্তেনেহে আপ্পুত হইয়া তাঁহাকে নিজ গৃহে বসাইয়া ভোজন করাইয়া (বষার)  
তিন মাসের জন্য নিমন্ত্ৰণ করিলেন । স্থবিরও 'ই'হারই দ্বারা আমি ভবনিঃসরণ  
করিতে সক্ষম হইব' চিন্তা করিয়া উপাসিকার নিমন্ত্ৰণ স্বীকার করিয়া সেই  
গুহাতেই ফিরিয়া গেলেন । ঐ দেবতা তাঁহাকে ( ফিরিয়া ) আসিতে দেখিয়া  
চিন্তা করিলেন—'নিশ্চয়ই কেহ তাঁহাকে নিমন্ত্ৰণ করিয়া থাকিবে, আগামী-  
কল্যা বা পরশুদিন অবশ্যই চলিয়া যাইবেন ।' এইভাবে অধঃমাস অতিক্রান্ত  
হইলে দেবতা ভাবিলেন—'মনে হয় বষার তিনমাস তিনি এখানেই অবস্থান  
করিবেন, কিন্তু শীলবান্ ভিক্ষুর সঙ্গে সপত্নকন্যা একত্রে বাস করা দুঃস্কর,  
অথচ ই'হাকে 'চলিয়া যান' ও বলা যাইবে না, দেখিতে হইবে শীল বিষয়ে  
ই'হার কোন স্থলন আছে কিনা ।' দিব্যদৃষ্টির দ্বারা অতীত পর্যবেক্ষণ  
করিয়া উপসম্পদার সময় হইতে তাঁহার শীল বিষয়ে কোন স্থলন না দেখিয়া  
ভাবিলেন—'ই'হার শীল পরিশুদ্ধ, অতএব কোন একটি ঘটনা ঘটাইয়া তাঁহার  
অযশ উৎপাদন করিব ।' ইহা ভাবিয়া দেবতা ঐ স্থবিরের ভরণপোষণকারিণী

সিকায় জেট্ঠপদন্তস্স সরীরে অধিমদ্ধিত্বা গীবং পরি-  
বত্তেসি । তস্স অক্খীনি নিক্খমিংসু, মদুখতো থেলো  
পম্বরি । উপাসিকা তং দিম্বা ‘কিং ইদ’ন্তি বিরবি ।  
অথ নং দেবতা অদিস্সমানরূপা এবমাহ—‘ময়া এস  
গাহিতো, বলিকম্মেনাপি মে অথো নথি, তুম্হাকং পন  
কুলদপকং থেরং লট্ঠিমধুকং যাচিহ্বা তেন তেলং পাচিহ্বা  
ইমস্স নথদকম্মং দেথ, এবাহং ইমং মদুগ্গিস্সামী’তি ।  
‘নস্সতু বা এস মরতু বা, ন সক্খিস্সামহং অয্যং লট্ঠি-  
মধুকং যাচিহ্বন্তি’ । ‘সচে লট্ঠিমধুকং যাচিহ্বং ন সঙ্কোথ,  
নাসিকায়স্স হিঙ্গুচ্চুগ্গং পক্খিপিতুং বদেথা’তি । ‘ইদম্পি  
বত্তুং ন সঙ্কোমা’তি । ‘তেন হিঙ্গু পাদধোবনউদকং আদায়

\*

\*

\*

উপাসিকার জ্যেষ্ঠপদন্তের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহার গ্রীবা বিপরীত দিকে  
ঘুরাইয়া দিলেন । ফলে তাহার চক্ষুযগল যেন বিক্ষারিত হইতেছে, মদুখ  
হইতে লালা নিগত হইতেছে । উপাসিকা ইহা দেখিয়া ‘অহো, ইহার কি  
হইল’ বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন । তখন দেবতা অদৃশ্য থাকিয়াই তাঁহাকে  
বলিলেন—‘আমিই ইহাকে অধিগ্রহণ করিয়াছি, আমার জন্য কোন বলিকর্ম  
করিতে হইবে না, শুধু আপনার পোষ্য ( =কুলোপগ ) ভিক্ষুর নিকট হইতে  
ষষ্টিমধু আনিয়া তৎসহযোগে তৈলপাক করিয়া সেই তৈল দ্বারা ইহাকে নাস  
লওয়াইতে হইবে । তাহা হইলেই আমি ইহাকে মুক্ত করিয়া দিব ।’

‘আমার পুত্র নষ্ট হউক বা মরুক আমি আর্য স্ত্রীরের নিকট হইতে  
ষষ্টিমধু আনিতে পারিব না ।’

‘যদি ষষ্টিমধু চাহিয়া আনিতে না পারেন, তাহা হইলে স্ত্রীরকে বলদুন  
ইহার নাসিকায় হিঙ্গুচ্চুর্ণ প্রবেশ করাইয়া দিতে ।’

‘আমি ইহাও বলিতে পারিব না ।’

‘তাহা হইলে স্ত্রীরের পাদধৌত জল আনাইয়া তাহার মস্তকে সিঞ্জন  
করান ।’



সীসে আসিগুথ্য'তি । উপাসিকা 'সক্কা ইদং কাতু'ন্তি  
বেলায় আগতং থেরং নিসীদাপেত্তা যাগদুখজ্জকং দত্তা  
অন্তরভন্তে নিসিন্সস পাদে ধোবিত্তা উদকং গহেত্তা, 'ভন্তে,  
ইদং উদকং দারক্সস সীসে আসিগুথ্য'তি আপদুচ্ছিত্তা  
'তেন হি আসিগুথ্য'তি বদন্তে তথা অকাসি । সা দেবতা  
তাবদেব তং মদুগুত্তা গন্তা লেণদ্বারে অট্ঠাসি ।

থেরোপি ভত্তিকিচ্চাবসানে উট্ঠায়াসনা অবিস্সট্ঠকম্মট্ঠ-  
ঠানতায় দ্বিত্তিংসাকারং সঙ্খায়ন্তোব পক্কামি । অথ নং  
লেণদ্বারং পত্তকালে সা দেবতা 'মহাবেজ্জ মা ইধ পবিসা'তি  
আহ । সো তথেব ঠত্তা 'কাসি ত্ব'ন্তি আহ । 'অহং ইধ  
অধিবত্তা দেবতা'তি । থেরো 'অথি নদু থো ময়া বেজ্জ-  
কম্মস্স কতট্ঠান'ন্তি উপসম্পদমালকতো পট্ঠায়  
ওলোকেন্তো অন্তনো সীলে তিলকং বা কালকং বা

\*

\*

\*

'তাহা আমি করিতে পারিব' বলিয়া উপাসিকা ভিক্ষার জন্য যথাকালে  
স্থবির আসিলে তাঁহাকে গৃহে বসাইয়া যাগদুখাদ্যাদি পরিবেশন করিয়া  
ভোজনের পূর্বে তাঁহার পদদ্বয় ধৌত করিয়া সেই জল লইয়া—'ভন্তে, আমি  
এই জল আমার পদ্বের মন্তকে সিঞ্জন করিতে পারি কি?'—জিজ্ঞাসা করিয়া  
'তাহা হইলে সিঞ্জন করুন' বলিলে উপাসিকা তাহাই করিলেন । সেই  
দেবতা তৎক্ষণাৎ বালককে মদুস্তি দিয়া যাইয়া নিজ গৃহদ্বারে গিয়া  
দাঁড়াইলেন ।

স্থবিরও ভোজনাশ্তে আসন হইতে উঠিয়া স্বীয় কন্মস্থান বজায় রাখিয়া  
দ্বাগ্নিশাকার জপ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন । তিনি গৃহদ্বারে আসিয়া  
উপস্থিত হইলে ঐ দেবতা বলিলেন—'ভন্তে মহাবৈদ্য, এই গৃহায় প্রবেশ  
করিবেন না ।' স্থবির ঐস্থানেই দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে ?'  
'আমি এই গৃহায় বসবাসকারী দেবতা' । স্থবির 'আমি ত কোথায়ও বৈদ্যকন্ম'  
করিয়াছি বলিয়া আমার জানা নাই ।' চিন্তা করিয়া উপসম্পদাকাল হইতে  
আরম্ভ করিয়া অতীত পর্যালোচনা করিয়া নিজের শীলে কোন কাঁচিমা নাই

অদিম্বা ‘অহং ময়া বেজ্জকম্মস্স কতট্ঠানং ন পস্সামি,  
কস্সা এবং বদেসী’তি আহ। ‘ন পস্সসী’তি। ‘আম, ন  
পস্সামী’তি? ‘আচিক্খামি তে’তি। ‘আম, আচিক্-  
খাহী’তি। ‘তিট্ঠতুতাব দুরে কতং, অজ্জব তয়া অমনরুস-  
গহিতস্স উপট্ঠাকপত্তস্স পাদধোবনউদকং সীসে  
আসিত্তং, নাসিত্তন্তি’? ‘আম, আসিত্তন্তি’। ‘কিং এতং  
ন পস্সসী’তি? ‘এতং সন্ধ্যা় ত্বং বদেসী’তি? ‘আম, এতং  
সন্ধ্যা় বদামী’তি। থেরো চিন্তেসি—‘অহো বত মে সস্সা  
পর্ণিহিতো অত্তা, সাসনস্স অনরুপং বত মে চরিতং,  
দেবতাপি মম চতুপারিসুদ্ধিসীলে তিলকং বা কালকং বা  
অদিম্বা দারকস্স সীসে আসিত্তপাদধোবনমত্তং অদ্দসা’তি

\*

\*

\*

দেখিয়া বলিলেন—‘আমি কোন স্থানে বৈদ্যকর্ম করিয়াছি বলিয়া দেখিতেছি  
না, তুমি এইরূপ বলিতেছ কেন?’

‘দেখিতেছেন না?’

‘না, আমি দেখিতেছি না।’

‘আমি আপনাকে বলিয়া দিব?’

‘হ্যাঁ, বলিয়া দাও।’

‘বেশী দূরের কথা নহে, অদ্যই ত আপনি অমনরূপ্যপরিগৃহীত আপনার  
সেবিকাপত্রের মাথায় পাদধৌত জল সিঞ্জন করিয়াছেন। সিঞ্জন করেন  
নাই কি?’

‘হ্যাঁ, সিঞ্জন করিয়াছি।’

‘আপনি কি এইটা দেখিতেছেন না?’

‘তুমি এই বিষয়ে বলিতেছ?’

‘হ্যাঁ, এই বিষয়েই বলিতেছি।’

স্বর্গের তখন চিন্তা করিলেন—‘অহো! আমি সম্যক্‌পথপ্রতিপন্ন, বুদ্ধ-  
শাসনের অনরূপ আমার চরিত। এই দেবতাও আমার চতুপারিশুদ্ধিশীলে  
কোন কাঁচিমা দেখিল না, কেবল ঐ বালকের মস্তকে আমার পাদধৌত জল-

তস্স সীলং আরব্ধ বলবপীতি উপ্পজ্জি । সো তং বিক্-  
খম্বেহা পাদদ্বারম্পি অকহা তথেব অরহত্তং পহা  
'মাদিসং পরিসুদ্ধং সমণং দসেহা মা ইধ বনসন্ডে বসি,  
স্বমেব নিক্খমাহী'তি দেবতং ওবদন্তো ইমং উদানং  
উদানেসি—

‘বিসুদ্ধো বত মে বাসো, নিম্মলং মং তপস্সিনং ।

মা হুং বিসুদ্ধং দসেসি, নিক্খম পবনা তুব'ন্তি ॥

সো তথেব তেমাং বসিহা বদ্বথবস্সো সখদ্ব সন্তিকং গন্ত্বা  
ভিক্খদ্বিহ 'কিং, আবদ্বসো, পব্বজিতকিচ্চং তে মথকং  
পাপিত'ন্তি পদুট্টো তস্মিং লেণে বস্সদ্বপগমনতো পট্টায়  
সব্বং তং পবত্তিং ভিক্খদ্বং আরোচেহা, 'আবদ্বসো, হুং  
দেবতায় এবং বদ্বচ্চমানো ন কুজ্জী'তি বদ্বত্তে 'ন কুজ্জি'ন্তি

\*

\*

\*

সিগ্গনমাত্র দেখিল ।—ইহা বলিয়া নিজের শীলশুদ্ধি বিষয়ে তাঁহার বলবতী  
প্রীতি উৎপন্ন হইল । এই প্রীতিতেও বিরাগভাব উৎপন্ন করিয়া ( অর্থাৎ  
উপেক্ষা করিয়া ) পদবিক্ষেপ করিবার পূর্বেই অহ'ত্ত্ব লাভ করিয়া দেবতাকে  
এইভাবে উপদেশ দিলেন—‘মাদ'শ পরিশুদ্ধ শ্রমণকে দূষিত করিয়া তুমি  
এই বনে আর বাস করিওনা, তুমিই এইস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হও’—এবং এই  
উদানগাথা উদ্গীত করিলেন—

‘আমার জীবন বিশুদ্ধ । আমার মত নির্মল বিশুদ্ধ তপস্বীকে তুমি  
দূষিত করিও না, এই বন হইতে তুমি নিষ্ক্রান্ত হও ।’

স্থবির সেখানেই তিনমাস বর্ষাবাস করিয়া বর্ষাবাসের শেষে শান্তার নিকট  
গেলে ভিক্ষুগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আবদ্বসো, আপনার প্রব্রজিতকৃত্য  
পরিপূর্ণ হইয়াছে ত ?’ এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি সেই পবঁতগদ্বহায়  
বর্ষাবাসকালীন যাহা যাহা ঘটনা ঘটিয়াছে সমস্তই ভিক্ষুদের জানাইলেন ।  
তাঁহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আবদ্বসো, ঐ দেবতা আপনাকে এইরূপ  
বলিলে আপনি তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন নাই ?’

‘না ক্রুদ্ধ হই নাই ।’

আহ। ভিক্ষু তথাগতস্স আরোচেসুং ‘ভন্তে, অয়ং ভিক্ষু অঞং ব্যাকরোতি দেবতায় ইদং নাম বুদ্ধ-মানোপি ন কুঙ্খন্তি বদতী’তি। সথা তেসং কথং সুত্থা ‘নেব ভিক্ষবে, মম পুত্তো কুঙ্খতি, এতস্স গিহীহি বা পব্বজিতেহি বা সংসংগো নাম নথি, অসংসট্টো এস অপিচ্ছো সন্তুট্টো’তি বত্তা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘অসংসট্টং গহট্টেহি অনাগারেহি চুভয়ং।

অনোকসারিমপিচ্ছং, তমহং ব্ধমি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৪০৪ ॥

তথ ‘অসংসট্ট’ন্তি দস্সনসবনসমুদ্বপনপরিভোগকায়-সংসংগানং অভাবেন অসংসট্টং। উভয়’ন্তি গিহীহি চ অনাগারেহি চাতি উভয়েহিপি অসংসট্টং। ‘অনোক-

\*

\*

\*

ভিক্ষুগণ তথাগতকে এই বিষয় জানাইয়া বলিলেন—‘ভন্তে, এই ভিক্ষু মনে হয় সত্য বলিতেছেন না। দেবতা তাঁহাকে ঐরূপ বলিলেও তিনি দেবতার প্রতি ক্রুদ্ধ হন নাই বলিতেছেন।’ শাস্তা তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র (কখনও) ক্রুদ্ধ হয় না। গৃহী বা প্রব্রজিতদের সঙ্গে তাহার কোন সংসর্গ নাই। সে অসংসৃষ্ট, অপেচ্ছ ( = নিলোভ ) এবং (সর্বদাই) সন্তুষ্ট।’—ইহা বলিয়া ধর্মদেশনা করিতে যাইয়া এই গাথাটী ভাষণ করিলেন—

‘যিনি গৃহস্থ ও অনাগারিক উভয়ের প্রতি অসংসৃষ্ট, যিনি অনালয়চারী ও নিম্পৃহ, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ৪০৪।

অন্বয় : ‘অসংসট্টং’ দর্শন-শ্রবণ-বাতলাপ-পরিভোগ-কায়সংসর্গাদির অভাবে অসংসৃষ্ট। ‘উভয়ং’ গৃহী এবং অনাগারিক উভয় প্রকার ব্যক্তিবর্গের

সারি'ন্তি অনালয়চারিঃ তং এবরূপং অহং ব্রাহ্মণং  
বদামীতি অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গাংসুদীতি ।

। পৰ্ভারবাসীতিম্‌সথেরবথু একবীসতিমং ।

\*

\*

\*

প্রতি অসংসৃষ্ট । ‘অনোকসারিঃ’ অনালয়চারী । এইরূপ ব্যক্তিকে আমি  
ব্রাহ্মণ বলি ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ পৰ্বতগৃহাবাসী তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



## অঞ্ঞতরত্তিক্খবথ্ । ২২

‘নিধায় দণ্ড’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো  
অঞ্ঞতরং ভিক্খুং আরব্ভ কথেসি ।

সো কির সথদ্ সন্তিকে কম্মট্ঠানং গহেত্বা অরঞ্ঞে  
বায়মন্তো অরহত্তং পত্বা ‘পটিলন্ধগুণং সথদ্ আরোচেস্সা-  
মী’তি ততো নিক্খমি । অথ নং একস্মিং গামে একা  
ইথী সামিকেন সন্ধিং কলহং কত্বা তস্মিং বহি নিক্খন্তে  
‘কুলঘরং গমিস্সামী’তি মগ্গং পটিপত্তা অন্তরামগ্গে দিস্সা  
‘ইমং থেরং নিস্সায় গমিস্সামী’তি পিট্ঠিতো পিট্ঠিতো  
অনুবব্ধি । থেরো পন তং ন পস্সতি । অথস্সা সামিকো  
গেহং আগতো তং অদিস্সা ‘কুলগামং গতা ভবিস্সতী’তি

\*

\*

\*

## জ্ঞৈক ভিক্ষুর উগাখ্যান । ২২ ।

‘নিধায় দণ্ডং’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে জ্ঞৈক  
ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই ভিক্ষু শাস্ত্রার নিকট হইতে কর্মস্থান গ্রহণ করিয়া অরণ্যে ( যাইয়া )  
কঠোর প্রচেষ্টার দ্বারা অহঁত্ব লাভ করিয়া ‘যাঁহার গুণ প্রভাবে আমি  
সফলকাম হইয়াছি সেই শাস্ত্রাকে আমার কথা জানাইব’ চিন্তা করিয়া শাস্ত্রার  
উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন । যে গ্রামের মধ্য দিয়া তিনি যাইতেছিলেন সেই  
গ্রামেরই জ্ঞৈকা স্ত্রী স্বামীর সহিত কলহ করিয়া স্বামী গৃহের বাহিরে  
চলিয়া গেলে ‘আমি কুলঘরে ( অর্থাৎ পিত্রালয়ে ) চলিয়া যাইব’ বলিয়া মার্গ  
প্রতিপন্ন হইল । পথিমধ্যে ঐ ভিক্ষুকে দেখিয়া ‘আমি এই ভিক্ষুকে  
অনুসরণ করিয়া যাইব’ চিন্তা করিয়া ভিক্ষুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল ।  
স্থবির কিন্তু তাহাকে দেখিতে পান নাই । এদিকে ঐ স্ত্রীলোকের স্বামী  
গৃহে ফিরিয়া স্ত্রীকে না দেখিয়া ‘গনে হয় পিতার গ্রামে যাইয়া থাকিবে’

অনুব্রব্ধন্তো তং দিম্বা 'ন সন্ধা ইমায় একিকায় ইমং  
অর্টবিং পটিপম্ভিজতুং, কং ন্দু থো নিম্সায় গচ্ছতী'তি  
ওলোকেন্তো থেরং দিম্বা 'অয়ং ইমং গণ্হিত্বা নিক্খন্তো  
ভবিম্সতী'তি চিন্তেত্বা থেরং সন্তজ্জেসি। অথ নং সা  
ইথী 'নেব মং এস ভদন্তো পম্সতি, ন আলপতি, মা নং  
কিণ্ণ অবচা'তি আহ। সো 'কিং পন ত্বং অন্তানং গহেত্বা  
গচ্ছন্তং মম আচিক্খিম্সসি, তুয়্হমেব অনুচ্ছবিকং  
ইমস্স করিম্সামী'তি উপন্নকোধো ইথিয়া আঘাতেন থেরং  
পোথেত্বা তং আদায় নিবত্তি। থেরস্স সকলসরীরং  
সজ্জাতগন্ডং অহোসি। অথস্স বিহারং গতকালে ভিক্খু  
সরীরং সম্বাহন্তা গণ্ডে দিম্বা 'কিং ইদ'ন্তি পদুচ্ছংসু।  
সো তেসং তমথং আরোচেসি। অথ নং ভিক্খু,

\*

\*

\*

চিন্তা করিয়া অনুসরণ করিতে করিতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া 'এ ত একাকী  
এই বনপথ দিয়া যাইতে পারে না। কাহাকে অনুসরণ করিয়া যাইতেছে'  
চিন্তা করিয়া তাকাইয়া স্থবিরকে দেখিয়া ভাবিলেন 'মনে হয় এই ভিক্ষু  
আমার পত্নীকে লইয়া যাইতেছে' এবং ঐ ভিক্ষুর নিকট যাইয়া তাহাকে ভীতি  
প্রদর্শন করিলেন। তখন তাহার পত্নী তাহাকে বলিল—'এই ভদন্ত আমাকে  
দেখেনও নাই। আমার সঙ্গে আলাপও করেন নাই। তাহাকে কিছু  
বলিবেন না।' স্বামী বলিলেন—'তুমি বলিতে চাও নিজে নিজে তুমি এই  
পথে আসিয়াছ? (আমি এতই বোকা যে তোমার কথা বিশ্বাস করিব?)  
ওর এমন হাল করিব যেমন তোমায় করিয়া থাকি' বলিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া  
নিজ পত্নীর প্রতি ঘৃণাবশতঃ স্থবিরকে বেদম প্রহার করিয়া স্ত্রীকে লইয়া  
ফিরিয়া গেলেন। স্থবিরের সর্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিল। তিনি বিহারে যাইয়া  
উপস্থিত হইলে ভিক্ষুগণ তাহার অঙ্গসংবাহন করা কালে তাহার সর্বাঙ্গে  
গন্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি হইয়াছে?' তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত  
তাঁহাদের জানাইলেন। তখন ভিক্ষুগণ তাহাকে বলিলেন—

‘আবদুসো, তস্মিং পদুরিসে এবং পহরন্তে ভ্বং কিং অবচ, কিং বা তে কোধো উম্পনো’তি । ‘ন মে, আবদুসো, কোধো উম্পজ্জী’তি বদন্তে সথদু সন্তিকং গন্ত্বা তমথং আরোচেত্বা, “ভন্তে, এস ভিক্খু ‘কোধো তে উম্পজ্জতী’-তি বদচ্চমানো ‘ন মে, আবদুসো, কোধো উম্পজ্জতী’তি অভূতং বদ্বা অঞ্‌ঞং ব্যাকরোতী”তি আরোচেসদুং । সথা তেসং কথং সদুত্বা, “ভিক্খবে, খীণাসবা নাম নিহিতদন্ডা, তে পহরন্তেসদুপি কোধং ন করোন্তিষেবা”তি বদ্বা ইমং গাথমাহ—

‘নিধায় দন্ডং ভূতেসদু, তসেসদু থাবরেসদু চ ।

যো ন হন্তি ন ঘাতেতি, তমহং বদুমি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৪০৫ ॥

তথ ‘নিধায়া’তি নিক্খিপিত্বা ওরোপেত্বা । ‘তসেসদু থাবরেসদু চা’তি তণ্‌হাতাসেন তসেসদু, তণ্‌হাঅভাবেন

\*

\*

\*

‘আবদুসো, সেই ব্যক্তি আপনাকে প্রহার করার সময় আপনি তাহাকে কি বলিলেন ? আপনার কি তাহার প্রতি ক্রোধ উৎপন্ন হয় নাই ?’

‘আবদুসো, আমার ক্রোধ উৎপন্ন হয় নাই ।’ তখন ভিক্ষুগণ শাস্ত্রার নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন—‘ভন্তে, এই ভিক্ষু ক্রোধ উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও বলিতেছেন তাঁহার ক্রোধ উৎপন্ন হয় নাই । মনে হয় ইনি সত্য কথা বলিতেছেন না ।’ ইহা শুনিয়া শাস্ত্রা তাঁহাদের বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, ক্ষীণাস্রব অহংগণ দন্ড পরিহার করিয়াছেন । তাঁহাদের প্রহার করিলেও তাঁহারা ক্রোধ উৎপন্ন করেন না’—ইহা বলিয়া শাস্ত্রা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যিনি দন্ড পরিহার করতঃ দুর্বল, সবল ও সর্বভূতে কৃপাবান্, যিনি ক্ষমাশীল হইয়া নিজেও হত্যা করেন না এবং হত্যার কারণও হন না, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৪০৫ ।

অন্বয় : ‘নিধায়’ নিক্ষেপ করিয়া, পরিহার করিয়া । ‘তসেসদু থাবরেসদু চ’ তৃষ্ণারূপ গ্রাসেব দ্বারা গ্রস্ত । তৃষ্ণার অভাবে স্থাবর স্থিতিশীল ।



থিরতায় থাবরেস্ চ । ‘যো ন হন্তী’তি যো এবং সম্ব-  
সন্তেস্ বিগতপটিঘতায় নিক্খিন্তদণ্ডো নেব কণ্ঠ সয়ং  
হনতি, ন অঞ্ঞে ঘাতোতি, তমহং ব্রাহ্মণং বদামীতি  
অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসুতি ।

। অঞ্ঞতরভিক্খবথ্ধ বাবীসতিমং ।

\*

\*

\*

‘যো ন হন্তী’ যিনি এই প্রকারে সমস্ত সত্ত্বগণের প্রতি বিগত প্রতিঘ  
(=দ্বেষণদ্য), নিক্কিপদণ্ড, স্বয়ং কাহাকেও হত্যা করেন না, অন্যদের  
দ্বারা হত্যাক্রিয়া সম্পাদন করেন না, আমি তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলি ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। জৈনক ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

---

## সামণেরানংবথু । ২০

‘অবিরুদ্ধ’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো  
চত্তারো সামণেরে আরব্ধ কথেসি ।

একা কির ব্রাহ্মণী চতুন্নং ভিক্ষুন্নং উদ্দেশত্তত্তং সঙ্কেজ্জা  
ব্রাহ্মণং আহ—‘বিহারং গন্ত্বা চত্তারো মহল্লকব্রাহ্মণে উদ্দি-  
সাপেজ্জা আনেহী’তি । সো বিহারং গন্ত্বা ‘চত্তারো মে  
ব্রাহ্মণে উদ্দিসি জা দেথা’তি আহ । তস্স সংকিচ্ছো  
পাণ্ডিতো সোপাকো রেবতোতি সত্তবস্সিকা চত্তারো  
খীণাসবসামণেরা পাপদুণিৎসু । ব্রাহ্মণী মহারহানি  
আসনানি পঞ্ণাপেজ্জা ঠিতা সামণেরে দিস্সাব কুপিতা  
উক্কনে পক্খিত্তলোণং বিয় তটটায়মানা ‘স্বং বিহারং গন্ত্বা

## শ্রামণেরগণের উপাখ্যান । ২০ ।

‘অবিরুদ্ধ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে চারিজন  
শ্রামণেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একজন ব্রাহ্মণী চারিজন ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে ভোজন সজ্জিত করিয়া  
ব্রাহ্মণকে বলিলেন—

‘বিহারে যাইয়া চারিজন বয়স্ক ব্রাহ্মণকে ( ভিক্ষা গ্রহণ করার জন্য  
আমাদের গৃহে ) লইয়া আসুন ।’ ব্রাহ্মণ বিহারে যাইয়া বলিলেন—  
‘আমাকে চারিজন ব্রাহ্মণ দিন ( দান দিব ) ।’ তখন সংকিচ্ছ, পাণ্ডিত,  
সোপাক এবং রেবত নামক সপ্তবর্ষীয় অহং চারিজন শ্রামণেরকে তিনি প্রাপ্ত  
হইলেন । ব্রাহ্মণী মদ্যাবান আসন বিছাইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন ।  
কিন্তু শ্রামণেরগণকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উনুনে লবণ নিক্ষিপ্ত হইলে ঘেরূপ  
তটুতটু শব্দ করে তদ্রূপ গজ্জগজ্জ করিয়া বলিলেন—‘তুমি বিহারে যাইয়া

অন্তনো নত্তুমন্তেপি অম্পহোস্তে চত্তারো কুমারকে গহেত্বা  
 আগতোসী'তি বত্বা তেসং তেসদ্ আসনেসদ্ নিসীদিতুং  
 অদত্বা নীচপীঠকানি অথারিত্বা 'এতেসদ্ নিসীদথা'তি বত্বা  
 'গচ্ছ' ব্রাহ্মণ, মহল্লকে ওলোকেত্বা আনেহী'তি আহ।  
 ব্রাহ্মণো বিহারং গন্ত্বা সারিপদত্তথেরং দিম্বা 'এথ,  
 অম্‌হাকং গেহং গমিস্সামা'তি আনেসি। থেরো আগন্ত্বা  
 সামণেরে দিম্বা 'ইমেহি ব্রাহ্মণেহি ভত্তং লদ্ধ'ন্তি পদুচ্ছিত্বা  
 'ন লদ্ধ'ন্তি বদত্তে চতুন্নমেব ভত্তস্স পটিয়ত্তভাবং ঞ্জত্বা  
 'আহর মে পত্ত'ন্তি পত্তং গহেত্বা পক্কামি। ব্রাহ্মণীপি  
 'কিং ইমিনা বদত্তন্তি পদুচ্ছিত্বা 'এতেসং নিসিন্নানং  
 ব্রাহ্মণানং লদ্ধং বট্টিত, আহর মে পত্ত'ন্তি অন্তনো পত্তং  
 গহেত্বা গতো, ন ভুঞ্জিতুকামো ভবিম্সতি, সীঘং গন্ত্বা  
 অঞ্‌ঞং ওলোকেত্বা আনেহী'তি। ব্রাহ্মণো গন্ত্বা মহামো-

\*

\*

\*

নিজের নাতি অপেক্ষা অল্পবয়স্ক চারিজন কুমারকে লইয়া আসিয়াছে ?'  
 এবং তাহাদের ঐ মূল্যবান আসনে বসিতে না দিয়া নীচ-পীঠক বিছাইয়া  
 বলিলেন—'এখানেই বস'। তারপর ব্রাহ্মণকে বলিলেন—'ব্রাহ্মণ, যাও,  
 বয়স্ক দেখিয়া দেখিয়া লইয়া আইস।' ব্রাহ্মণ বিহারে যাইয়া সারিপদত্ত  
 স্থবিরকে দেখিয়া 'চলুন, আমাদের গৃহে যাইবেন' বলিয়া লইয়া আসিলেন।  
 স্থবির আসিয়া শ্রামণেরগণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই ব্রাহ্মণগণ  
 ভোজন লাভ করিয়াছে কি?' 'না ভস্তু।' স্থবির জানিলেন যে চারিজন  
 মাত্র ব্যক্তির জন্য ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন—  
 'আমার ভিক্ষাপাত্র লইয়া আইস' বলিয়া (শূন্য) পাত্র লইয়া প্রস্থান  
 করিলেন। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইনি কি বলিলেন?' বলিলেন—  
 'আপনার প্রস্তুত ভোজ্য উপবিষ্ট চারিজন শ্রামণেরই পাইবে, আমার পাত্র  
 লইয়া আসুন' বলিয়া নিজের পাত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন  
 —'বোধ হয় ঠর ভোজনের ইচ্ছা নাই, তুমি যাইয়া আর একজন বর্ষাঙ্গানকে

‘গল্লানথেরং দিম্বা তথেব বহ্না আনেসি । সোপি সামণেরে দিম্বা তথেব বহ্না পত্তং গহেহ্না পক্কামি । অথ নং ব্রাহ্মণী আহ—‘এতে ন ভুঞ্জিতুকামা, ব্রাহ্মণবাদকং গন্হা একং মহল্লকব্রাহ্মণং আনেহী’তি ।

সামণেরাপি পাতোব পট্ঠায় কিণ্ডি অলভমানা জিঘাচ্ছায় পীলিতা নিসীদিংসু । অথ নেসং গুণতেজেন সক্কস্স আসনং উণ্হাকারং দস্বেসি । সো আবজ্জেস্তো তেসং পাতোব পট্ঠায় নিসিন্নানং কিলন্তভাবং ঐহ্বা ‘ময়া তথ গন্তুং বট্টতী’তি জরাজিগ্নো মহল্লকব্রাহ্মণো হুহ্বা তস্মিং ব্রাহ্মণবাদকে ব্রাহ্মণানং অগ্গাসনে নিসীদি । ব্রাহ্মণো তং দিম্বা ‘ইদানি মে ব্রাহ্মণী অন্তমনা ভবিম্সতী’তি ‘এহি গমিস্সামা’তি তং আদায় গেহং অগমাসি । ব্রাহ্মণী তং দিম্বাব তুট্ঠচিত্তা স্বীসু আসনেসু অথরং একস্মিংষেব

\*

\*

\*

লইয়া আইস ।’ ব্রাহ্মণ যাইয়া মহামৌদগল্যায়েন স্থবিরকে দেখিয়া তদ্রূপ বলিয়া নিজগৃহে লইয়া আসিলেন । তিনিও শ্রামণেরগণকে দেখিয়া তদ্রূপ বলিয়া পাত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন । তখন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বলিলেন—‘ইহাদের ভোজনের ইচ্ছা নাই, তুমি ‘ব্রাহ্মণ’ বলিয়া পরিচিত একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে লইয়া আইস ।’

এদিকে শ্রামণেরগণ সকাল হইতে কিছূ খাদ্য না পাইয়া ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া ( অস্বস্থিতে ) বসিয়াছিলেন । তাঁহাদের গুণতেজে দেবরাজ শক্কে আসন উত্তপ্ত হইল । তিনি পৃথিবীতে অবলোকন করিয়া সকাল হইতে অনাহারে ক্লান্ত শ্রামণেরগণকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ‘আমার সেখানে যাওয়া উচিত’ চিন্তা করিয়া জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে যাইয়া ব্রাহ্মণবাদক ব্রাহ্মণদের অগ্রাসনে যাইয়া উপবেশন করিলেন । ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া ‘ইহাকে দেখিলে ব্রাহ্মণী নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবে’ ভাবিয়া ব্রাহ্মণরূপী শক্কে বলিলেন—‘আমার গৃহে চলুন’ বলিয়া তাঁহাকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন । ব্রাহ্মণী তাঁহাকে দেখিয়া তুট্ঠচিত্তে দুই আসনের বিছানা একত

অখরিয়া, ‘অয্য, ইধ নিসীদাহী’তি আহ। সঙ্কো গেহং পবিসিহ্মা চত্তারো সামণেরে পণ্ডপতিট্ঠিতেন বন্দিহ্মা তেসং আসনপারিয়ন্তে ভূমিয়ং পল্লঙ্কেন নিসীদি। অথ নং দিস্বা ব্রাহ্মণী আহ—‘অহো তে আনীতো ব্রাহ্মণো, এতম্পি উম্মত্তকং গহেহ্মা আগতোসি, অন্তনো নন্তুমন্তে বন্দন্তো বিচরতি, কিং ইমিনা, নীহরাহি ন’ন্তি। সো খন্ধেপি হথেপি কচ্ছায়পি গহেহ্মা নিক্কড়্টিয়মানো উট্ঠাতুম্পি ন ইচ্ছতি। অথ নং ব্রাহ্মণী ‘এহি, ব্রাহ্মণ, হং একস্মিং হথে গণ্হ, অহং একস্মিং হথে গণ্হিস্সামী’তি উভোপি দ্বীসদ্দু হথেসদ্দু গহেহ্মা পিট্ঠিয়ং পোথেন্তো গেহদ্বারতো বহি অকংসদ্দু। সঙ্কোপি নিসিন্নট্ঠানেষেব নিসিন্নো হথং পরিবত্তেসি। তে নিবত্তিহ্মা তং নিসিন্নমেব দিস্বা ভীতরবং রবন্তা বিস্সজ্জেসুং। তস্মিং খণে সঙ্কো অন্তনো সন্ধভাবং জানাপেসি। অথ নেসং আহাং

\*

\*

\*

করিয়া বলিলেন—‘আয’, এখানে উপবেশন করুন।’ শক্ গৃহে প্রবেশ করিয়া চারিজন শ্রামণেরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাহাদের আসনের নিকট ভূম্যাসনে পষ্ৎকাবদ্ধ হইয়া উপবেশন করিলেন। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বলিলেন—‘ওহে, তুমি কাহাকে লইয়া আসিয়াছ। এ ত পাগল। তাহা না হইলে নিজের নাতির বয়সীদের প্রণাম করে। ইহাকে বাহির করিয়া দাও।’ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণরূপী শক্কে শ্ৰদ্ধ-হস্ত-কটিদেশে ধরিয়া বাহির করিয়া দিতে চাহিলেও শক্ উঠিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন ব্রাহ্মণী বলিলেন—‘আইস, আমি এক হাত ধরিব, তুমি এক হাত ধরিবে’—এই ভাবে দুই জন শক্কের দুই হাত ধরিয়া পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া গৃহদ্বারের বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। শক্ও নিজ আসনে বসিয়াই হাত ধরুয়াইলেন। তাহারা পতিত হইলেন, অথচ শক্কে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ভয়ে আত’নাদ করিতে করিতে তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সেই মূহুর্তে শক্ নিজের শক্ভাব তাহাদের নিকট প্রকটিত করিলেন। ( ব্রাহ্মণী এবং ব্রাহ্মণ ) পাঁচজনকেই

অদংসু। পণ্ডপি জনা আহাৰং গহেহ্বা একো কণ্ঠিকা-  
মণ্ডলং বিনিবিস্জিহ্বা, একো ছদনস্স পূরিমভাগং একো  
পচ্ছিমভাগং একো পথবিয়ং নিম্ভজ্জিহ্বা, সঙ্কোপি একেন  
ঠানেন নিক্খমীতি এবং পণ্ডা অগমংসু। ততো পট্ঠায়  
চ পন তং গেহং পণ্ডছিদ্দগেহং কির নাম জাতং।

সামণেরেপি বিহারং গতকালে ভিক্ষু, ‘আবুসো,  
কীদিস’ন্তি পুচ্ছিংসু। ‘মা নো পুচ্ছিথ, অম্‌হাকং  
দিট্ঠকালতো পট্ঠায় ব্রাহ্মণী কোথাভিভূতা পণ্ড-  
সনেসু নো নিসীদিতুম্‌পি অদহ্বা ‘সীঘং সীঘং মহল্লক-  
ব্রাহ্মণং আনেহী’তি আহ। অম্‌হাকং উপজ্জায়ো আগন্ত্বা  
অম্‌হে দিম্বা ‘ইমেসং নিসিন্নব্রাহ্মণানং লঙ্কং বটুতী’তি  
পত্তং আহরাপেহ্বা নিক্খমি।

\*

\*

\*

আহার প্রদান করিলেন। আহারান্তে একজন ঐ গৃহের কণিকামণ্ডল ভেদ  
করিয়া, একজন ছাদের পূর্বভাগ, একজন ছাদের পশ্চিমভাগ ভেদ করিয়া,  
একজন পৃথিবীর নিম্নভাগে নিমজ্জিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। শত্রুও অন্য  
স্থান দিয়া প্রস্থান করিলেন। এইভাবে পাঁচজন পাঁচ দিকে ভেদ করিয়া  
নিষ্কান্ত হওয়ায় তাহার পর হইতে ঐ গৃহের নাম হইয়াছিল ‘পণ্ডছিদ্দগৃহ।’

শ্রামণেরগণ বিহারে ফিরিয়া আসিলে ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—  
‘আবুসো, কিরকম হইল?’

“আর বলিবেন না, আমাদের দেখিবার পর হইতে ব্রাহ্মণী ক্রোধাভিভূত  
হইয়া প্রজ্ঞপ্ত আসনেও আমাদের বসিতে না দিয়া (ব্রাহ্মণকে) বলিলেন—  
‘শীঘ্র শীঘ্র বয়সান্ একজন ব্রাহ্মণকে লইয়া আইস।’

আমাদের উপাধ্যায় (অর্থাৎ সারিপপ্প স্থবির) আসিয়া আমাদের দেখিয়া  
‘এখানে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণদেরই এই ভোজন পাওয়া উচিত’ বলিয়া তিনি পাত্র  
ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন।

‘অঔঃ মহল্লকং ব্রাহ্মণং আনেহী’তি বদন্তে ব্রাহ্মণো মহামোংগল্লানথেরং আনেসি, সোপি অম্‌হে দিস্বা তথেব বত্তা পক্কামি। অথ ব্রাহ্মণী ‘ন এতে ভুঞ্জিতুকামা, গচ্ছ ব্রাহ্মণবাদকতো একং মহল্লকব্রাহ্মণং আনেহী’তি ব্রাহ্মণং পহিণি। সো তথ গন্ত্বা ব্রাহ্মণবেসেন আগতং সন্ধং আনেসি, তস্স আগতকালে অম্‌হাকং আহারং অদংসু’তি। এবং করোন্তানং পন তেসং তুম্‌হে ন কুষ্ণিখাতি? ন কুষ্ণিম্‌হাতি। ভিক্‌খু তং সুদ্বা সথু আরোচেসুং— ‘ভন্তে, ইমে ‘ন কুষ্ণিম্‌হা’তি অভুতং বত্তা অঔঃ ব্যাকরোন্তী’তি। সথা, ‘ভিক্‌খবে, খীণাসবা নাম বিরুদ্ধেসুপি ন বিরুদ্ধান্তিষেবা’তি বত্তা ইমং গাথমা—

\*

\*

\*

ব্রাহ্মণী তখন ব্রাহ্মণকে বলিলেন—‘অন্য একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে লইয়া আইস।’

ব্রাহ্মণ মৌদগল্যায়ন স্থবিরকে লইয়া আসিলেন। তিনি আমাদের দেখিরা তদ্রূপ প্রস্থান করিলেন।

তখন ব্রাহ্মণী—‘ইহারা ভোজন করিতে অনিচ্ছুক, যাও ব্রাহ্মণবাদক (অর্থাৎ যাঁহারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলিয়া দাবী করেন) হইতে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে লইয়া আইস।’ বলিয়া ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিলেন। তিনি সেখানে যাইয়া ব্রাহ্মণবেশে আগত শব্দকে লইয়া আসিলেন। তিনি আসিলে আমাদের আহাষ’ দেওয়া হয়।’

‘এইরূপ করাতে তোমরা সেই ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণীর প্রতি ক্রুদ্ধ হও নাই?’

‘না ক্রুদ্ধ হই নাই।’

ভিক্ষুগণ ইহা শ্রুনিয়া শাস্তাকে জানাইলেন—“ভন্তে, ইহারা ‘আমরা ক্রুদ্ধ হই নাই’ বলিতেছে, মনে হয় তাহারা মিথ্যা কথা বলিতেছে।”

শাস্তা—‘হে ভিক্ষুগণ, যাহারা ক্ষীণাম্রব অহং তাহারা বিরুদ্ধগণের প্রতিও অবিরুদ্ধ থাকে’ বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

কিলেসা অথি, মম পদন্তেন অথপদুরেক্‌খারতায় চেব ধম্ম-  
পদুরেক্‌খারতায় চ কত'ন্তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

‘ষম্স রাগো চ দোসো চ, মানো মক্‌খো চ পাতিতো ।

সাসপোরিব আরঙ্গা, তমহং ব্ৰুমি ব্রাহ্মণ'ন্তি ॥ ৪০৭ ॥

তথ ‘আরঙ্গা’তি যম্সেতে রাগাদয়ো কিলেসা, অয়ণ্ড  
পরগুণমক্‌খনলক্‌খণো মক্‌খো আরঙ্গা সাসপো বিয়  
পাতিতো, যথা সাসপো আরঙ্গে ন সন্তিট্ঠতি, এবং চিত্তে  
ন সন্তিট্ঠতি, তমহং ব্রাহ্মণং বদামীতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধিংসদৃতি ।

। মহাপন্থকথেরবথু চতুবীসতিমং ।

\*

\*

\*

মঙ্গলকে সম্মুখে রাখিয়া এবং ধর্মকে সম্মুখে রাখিয়া ( অর্থাৎ চুলপম্বকের  
হিত ও মঙ্গলের কথা ভাবিয়া ) এই কাজ করিয়াছে ।’ ইহা বলিয়া তিনি  
এই গাথাটী ভাষণ করিলেন—

‘যাহার রাগ, দ্বেষ, অহংকার ও কপটতা সূচ্যগ্র হইতে পতিত সর্বপের  
ন্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’

—ধম্মপদ, গ্লোক ৪০৭ ।

অম্বয় : ‘আরঙ্গা’ যাহার রাগাদি ক্লেশ এবং এই পরগুণলক্ষণ লক্ষণ-  
যুক্ত লক্ষ সূচ্যগ্র হইতে পতিত সর্বপের ন্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছে, যেমন সর্বপ  
সূচ্যগ্রে স্থিত হইতে পারে না, তদ্রূপ চিত্তে রাগাদি ক্লেশ থাকিতে পারে না,  
তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। মহাপন্থক স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।



## পিলিন্দবচ্ছেরবখ । ২৫

‘অকক্স’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেল্লবনে বিহরন্তো  
পিলিন্দবচ্ছেরং আরব্ভ কথেসি ।

সো কিরায়স্মা ‘এহি, বসলি, যাহি, বসলী’তি আদীনি  
বদন্তো গিহীপি পব্বজিতোপি বসলিবাদেনেব সমুদাচরতি ।  
অথেকাদিবসং সম্বহুলা ভিক্খু সথু আরোচেসুং—  
‘আয়স্মা, ভন্তে, পিলিন্দবচ্ছো ভিক্খু বসলিবাদেন  
সমুদাচরতী’তি । সথা তং পক্কোসাপেত্বা ‘সচ্চং কির ত্বং  
পিলিন্দবচ্ছ ভিক্খু বসলিবাদেন সমুদাচরসী’তি পদচ্ছিত্বা  
‘এবং, ভন্তে’তি বদন্তে তস্সায়স্মতো পদুবেণিবাসং মনসি-  
করিত্বা ‘মা থো তুম্হে, ভিক্খবে, বচ্ছস ভিক্খুনো

\*

\*

\*

## পিলিন্দবচ্ছ স্থবিরের উপাখ্যান । ২৫ ।

‘অকক্সং’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে পিলিন্দবচ্ছ  
স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই আয়ুস্মান্ ‘আইস বৃষলি, যাও বৃষলি’ এইভাবে গৃহী এবং  
প্রব্রজিত সকলকেই সম্বোধন করিতেন । একদিন অনেক ভিক্ষু শাস্তার  
নিকট যাইয়া জানাইলেন—‘ভন্তে, আয়ুস্মান্ পিলিন্দবচ্ছ ভিক্ষুদের বৃষলি-  
বাদের দ্বারা সম্বোধন করিতেছেন ।’ শাস্তা তখন তাঁহাকে ডাকাইয়া  
জিজ্ঞাসা করিলেন—‘পিলিন্দবচ্ছ, তুমি নাকি ভিক্ষুদের বৃষলী বল, এই  
কথা কি সত্য ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে ।’

শাস্তা তখন পিলিন্দবচ্ছের পদ্বিনিবাস স্মরণ করিয়া ভিক্ষুদের  
বলিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা পিলিন্দবচ্ছের উপর রাগ করিও না । হে

উজ্জ্বাষিথ, ন, ভিক্খবে, বচ্ছো দোসন্তরো ভিক্খু বসলি-  
বাদেন সমুদাচরতি, বচ্ছস, ভিক্খবে, ভিক্খুনো পণ্ড  
জাতিসতানি অব্বো কিল্লানি সম্বানি তানি ব্রাহ্মণকুলে পচ্চা-  
জাতানি, সো তস্স দীঘরত্তং বসলিবাদো সমুদাচিল্লো,  
খীগাসবস্স নাম কক্কসং ফরুসং পরেসং মম্মঘট্টনবচনমেব  
নথি । আচিল্লবসেন হি মম পদন্তো এবং কথেষীতি বত্তা  
ইমং গাথমাহ—

‘অকক্কসং, বিএণ্ণোপনিং, গিরং সচ্চমুদীরয়ে ।

যায নাভিসজে কণ্ঠ, তমহং ব্ৰুমি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৪০৮ ॥

তথ ‘অকক্কস’ন্তি অফরুসং । ‘বিএণ্ণোপনি’ন্তি অথ-  
বিএণ্ণোপনিং । ‘সচ্চ’ন্তি ভূতথং । ‘নাভিসজে’তি যায  
গিরায় অএণ্ণং কুজ্বাপনবসেন ন লঙ্গাপেয্য, খীগাসবো  
নাম এবরুপমেব গিরং ভাসেয্য, তস্মা তমহং ব্রাহ্মণং  
বদামীতি অথো ।

\*

\*

\*

ভিক্ষুগণ, বচ্ছ দ্বেষবশতঃ ভিক্ষুদের বৃষলী বলে না । বচ্ছ ভিক্ষু বিগত  
পাঁচশত জন্মে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, অতএব সুদীর্ঘকাল ‘বৃষলী’  
শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর কোন ককর্শ বাক্য  
অন্যদের মর্মপীড়া দিবার জন্য নহে । ( দীর্ঘকাল ) ব্যবহারবশে আমার  
পুত্র এইরূপ বলিয়া থাকে ।” ইহা বলিয়া শান্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যিনি অককর্শ, অর্থজ্ঞাপক ও এমন সত্য কথা বলেন যাহায় দ্বারা কেহ  
ক্রুদ্ধ হন না, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’ —ধ্বম্পদ, শ্লোক ৪০৮

অন্বয় : ‘অকক্কসং’ অককর্শ । ‘বিএণ্ণোপনিং’ অর্থজ্ঞাপক । ‘সচ্চং’  
যাহা ভূত, যাহা সত্য । ‘নাভিসজে’ যে বাক্যের দ্বারা অন্যের মনে ক্রোধের  
সঞ্চার না হয় । ক্ষীণাস্রব এইরূপ বাক্যই ভাষণ করেন, তাই তাহাকেই  
আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদগিংসুতি ।

। পিলিন্দবচ্ছথেরবথু পণ্ডবীসতিমং ।

•

•

•

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। পিলিন্দবচ্ছ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

---



। शिवस्य नामवाचकं दृष्टव्यं कदाचित् ।

ମେଘନାଦମାନେ ବନ୍ଦୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଖାସ୍ତା କରିଥିଲେ ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

1608 2152, 41644—

[illegible]

—ମହାବଳ୍ଲଭ ଲୋକ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ତା

[illegible]

। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

। ବିଦ୍ୟାବିଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟାଳୟ କଟକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

। ଘରର ଗୁପ୍ତାସନର ଗୋପାଳ ଶେଷର 'ବୁଦ୍ଧିଶ୍ରମ' ଓ  
 ତାହା ଯେତେ 'ବୁଦ୍ଧିଶ୍ରମ' ଓ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ 'ଗୋପାଳ  
 ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ  
 ଗୋପାଳ 'ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ

॥ ୮୦୮ ॥ ଛାନ୍ଦାଃ ଶ୍ରୀମତେ ଶ୍ରୀମତେ ଶ୍ରୀମତେ ଶ୍ରୀମତେ ଶ୍ରୀମତେ

। ଭଗବାନ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଲୀଳା 'ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଲଗ୍ନୀ ଛାନ୍ଦ,

—କାହାଣୀର ଶେଷ ଲେଖକ ଏ ହାତୀର କଥା—

-ଆମ ଟୀକା ଯାହା ଯୁକ୍ତମାନବ ଶକ୍ତିର ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପାଦନା ଲାଭକରି

উজ্জ্বাষিথ, ন, ভিক্খবে, বচ্ছো দোসন্তরো ভিক্খু বসলি-  
বাদেন সম্দুদাচরতি, বচ্ছস, ভিক্খবে, ভিক্খুনো পণ্ড  
জাতিসতানি অব্বেকিগ্গানি সম্বানি তানি ব্রাহ্মণকুলে পচ্চা-  
জাতানি, সো তস্স দীঘরত্তং বসলিবাদো সম্দুদাচিল্লো,  
খীগাসবস্স নাম কক্কসং ফরুসং পরেসং মম্মঘট্টনবচনমেব  
নথি । আচিল্লবসেন হি মম পদ্ভো এবং কথেষীতি বত্তা  
ইমং গাথমাহ—

‘অকক্কসং, বিএণ্ণোপনিং, গিরং সচ্চম্দদীরয়ে ।

যায নাভিসজে কণি, তমহং ব্ধমি ব্রাহ্মণ’স্তি ॥ ৪০৮ ॥

তথ ‘অকক্কস’স্তি অফরুসং । ‘বিএণ্ণোপনি’স্তি অথ-  
বিএণ্ণোপনিং । ‘সচ্চ’স্তি ভূতথং । ‘নাভিসজে’তি যায  
গিরায় অএণ্ণং কুজ্জাপনবসেন ন লঙ্গাপেয্য, খীগাসবো  
নাম এবরুপমেব গিরং ভাসেয্য, তস্মা তমহং ব্রাহ্মণং  
বদামীতি অথো ।

\*

\*

\*

ভিক্ষুগণ, বচ্ছ দ্বেষষশতঃ ভিক্ষুদের বৃষলী বলে না । বচ্ছ ভিক্ষু বিগত  
পাঁচশত জন্মে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, অতএব সুদীর্ঘকাল ‘বৃষলী’  
শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর কোন ককর্শ বাক্য  
অন্যদের মর্মপীড়া দিবার জন্য নহে । ( দীর্ঘকাল ) ব্যবহারবশে আমার  
পুত্র এইরূপ বলিয়া থাকে ।” ইহা বলিয়া শান্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যিনি অককর্শ, অর্থজ্ঞাপক ও এমন সত্য কথা বলেন যাহায় দ্বারা কেহ  
ক্রুদ্ধ হন না, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’ —ধ্বম্পদ, শ্লোক ৪০৮

অন্বয় : ‘অকক্কসং’ অককর্শ । ‘বিএণ্ণোপনিং’ অর্থজ্ঞাপক । ‘সচ্চং’  
যাহা ভূত, যাহা সত্য । ‘নাভিসজে’ যে বাক্যের দ্বারা অন্যের মনে ক্রোধের  
সঞ্চার না হয় । ক্ষীণাস্রব এইরূপ বাক্যই ভাষণ করেন, তাই তাহাকেই  
আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদগিংসুতি ।

। পিলিন্দবচ্ছথেরবথু পণ্ডবীসতিমং ।

•

•

•

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। পিলিন্দবচ্ছ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

---

## অপ্পত্তরথেরবন্ধ । ২৬

‘যোধ দীঘ’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো  
অপ্পত্তরথেরং আরব্ভ কথেসি ।

সাবাথিয়ং কিরেকো মিচ্ছাদিট্ঠিকো ব্রাহ্মণো সরীরগন্ধ-  
গ্রহণভয়েন উত্তরসাটকং অপনেহা একমন্তে ঠপেহা গেহদ্বারা-  
ভিমুখো নিসীদি । অথেকো খীণাসবো ভত্তিকিচ্ছং কত্তা  
বিহারং গচ্ছন্তো তং সাটকং দিম্বা ইতো চিতো চ ওলোকেহা  
কণ্ঠে অপসসন্তো ‘নিম্মসামিকো অয়’ন্তি পংসদুকুলং অধিট্ঠ-  
হিহা গণ্হি । অথ নং ব্রাহ্মণো দিম্বা অক্কোসন্তো  
উপসংকমিত্তা ‘মদুক, শ্রমণ, মম সাটকং গণ্হসী’তি  
আহ । ‘তবেসো, ব্রাহ্মণা’তি । ‘আম, শ্রমণা’তি । ‘ময়া কণ্ঠে

\*

\*

\*

## জৈনৈক স্থাবিরের উপাখ্যান । ২৬ ।

‘যোধ দীঘং’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জৈনৈক  
ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীতে জৈনৈক মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ একদিন শরীরগন্ধ গ্রহণভয়ে  
উত্তর শাটক খুলিয়া একপাশে রাখিয়া গৃহদ্বারাভিমুখ হইয়া বসিয়াছিলেন ।  
জৈনৈক ক্ষীণাস্রব ডোজনকৃত্যাবসানে বিহারে যাইবার সময় সেই শাটক  
দেখিয়া এদিকে-ওদিকে তাকাইয়া কাহাকেও না দেখিয়া ‘নিশ্চয়ই ইহার  
কোন মালিক নাই’ মনে করিয়া পাংশদুকূল হিসাবে গ্রহণ করিলেন । তখন  
ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিয়া আক্রোশ করিতে করিতে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া  
বলিলেন—‘মদুক, শ্রমণ, তুমি আমার শাটক লইয়াছ ।’

‘হে ব্রাহ্মণ, ইহা কি আপনার ?’

‘হ্যাঁ শ্রমণ ।’



অপস্মন্তেন পংস্কুলসঞ্ঞায় গহিতো, গগ্হ নন্তি  
তস্স দত্তা বিহারং গম্ব্বা ভিক্খুং তমথং আরোচেসি ।  
অথস্স বচনং সত্ত্বা ভিক্খু তেনসন্ধিং কেলিং করোন্তা ‘কিং  
নু থো, আব্দসো, সাটকো দীঘো রস্সো থুলো সগ্হো’তি ।  
‘আব্দসো, দীঘো বা হোতু রস্সো বা থুলো বা সগ্হো বা,  
নথি ময়্হং তস্মিং আলয়ো, পংস্কুলসঞ্ঞায় নং গগ্-  
হিন্তি । তং সত্ত্বা ভিক্খু তথাগতস্স আরোচেসুং—  
‘এস, ভন্তে, ভিক্খু অভূতং বত্তা অঞ্ঞং ব্যাকরোতী’তি ।  
সথা ‘ভূতং, ভিক্খবে, এস কথোতি, খীণাসবা নাম পরেসং  
সন্তকং ন গগ্হন্তী’তি বত্তা ইমং গাথম্মাহ—

‘যোধ দীঘং ব রস্সং বা, অণুং থুলং সদ্ভাসদ্ভং ।  
লোকে অদিব্বং নাদিয়তি, তমহং ব্ৰহ্মি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৪০৯ ॥

\*

\*

\*

‘আমি কাহাকেও না দেখিয়া পাংশুকুল মনে করিয়া গ্রহণ করিয়াছি,  
আপনার শাটক আপনিই গ্রহণ করুন ।’ বলিয়া তাঁহাকে দিয়া বিহারে  
যাইয়া ভিক্ষুদের ঐ বিষয় জানাইলেন । তাঁহার কথা শুনিয়া ভিক্ষুগণ  
কৌতুকবশে তাঁহাকে বলিলেন—‘আব্দসো, ঐ শাটক কি দীঘ’, হ্রস্ব, স্থূল  
না কোমল ( = স্নিগ্ধ ) ।’

‘আব্দসো, দীঘ’ হউক বা হ্রস্ব হউক, স্থূল হউক বা সূক্ষ্ম হউক,  
তাহাতে আমার কোন লোভ ছিল না । আমি পাংশুকুল মনে করিয়াই তাহা  
গ্রহণ করিয়াছি ।’ ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ তথাগতকে এই কথা জানাইলেন—  
‘ভণ্ডে, এই ভিক্ষু মনে হয় সত্য গোপন করিয়া মিথ্যাই বলিতেছেন ।’

শাস্তা বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষু সত্য কথাই বলিতেছেন ।  
ক্ষীণাস্রবগণ পরদ্রব্য গ্রহণ করেন না’—ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটী ভাষণ  
করিলেন—

‘যিনি ইহজগতে দীঘ’ বা হ্রস্ব, স্থূল বা সূক্ষ্ম, ভাল বা মন্দ ( কোন  
প্রকার ) অদন্ত বস্তু গ্রহণ করেন না, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ৪০৯ ।

তস্মস্থো—সাটকাভরণাদীসু দীঘং বা রসসং বা মণিমুক্তা-  
দীসু অণুং বা খলং বা মহংঘঅপ্পম্ঘবসেন সুভং বা  
অসুভং বা যো পদংগলো ইমস্মিং লোকে পরপরিংগাহিতং  
নাদিস্যতি, তমহং ব্রাহ্মণং বদামীতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গিৎসুতি ।

। অঞৎতরথেরবথু ছব্বীসতিমং ।

অর্থ : শাটক এবং আভরণাদি দীঘ হউক বা হ্রস্ব হউক, মণিমুক্তাদি  
সুক্ষ্ম হউক বা স্থূল হউক, মহাঘ্য এবং অল্পাঘ্যবশে শুভ হউক বা অশুভ  
হউক, যে ব্যক্তি ইহজগতে পরদ্রব্য গ্রহণ করেন না, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ  
বলি—এই অর্থ ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। জনৈক স্ত্রীবিদের উপাখ্যান সমাপ্ত ।



## সারিগুত্তথেরবখ । ২৭

‘আসা যস্সা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো সারিপদ্ভুত্তথেরং আরব্ধ কথেসি ।

থেরো কির পণ্ডাভিক্খুসতপরিবারো জনপদে একং বিহারং গন্ত্বা বস্সং উপগচ্ছি । মনুস্সা থেরং দিম্বা বহুং বস্সা-বাসিকং পটিস্সদুণংসু । থেরো পবারেহা সস্বস্মিং বস্সা-বাসিকে অসম্পত্তেষেব সথু সন্তিকং গচ্ছন্তো ভিক্খু আহ—‘দহরানণেব সামণেরানণ মনুস্সেসিহ বস্সাবাসিকে আহটেগেহেহা পেসেয্যাথ, ঠপেহা বা সাসনং পহিণেয্যাথা’তি । এবং বহু চ পন সথু সন্তিকং অগমাসি । ভিক্খু কথং সমুট্ঠাপেসুং ‘অজ্জাপি মণ্ণেণ সারিপদ্ভুত্তথেরস্স তণ্হা

\*

\*

\*

## সারিগুত্ত স্থবিরের উগাখ্যান । ২৭ ।

‘আসা যস্সা’তি ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে সারি-পদ্ভুত্ত স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

স্থবির একবার পণ্ডশত ভিক্ষুদের পরিবার লইয়া জনপদে এক বিহারে যাইয়া বর্ষাবাস করিয়াছিলেন । লোকেরা স্থবিরকে দেখিয়া বহু বর্ষাবাসিক (চীবর) দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন । স্থবির প্রবারণা শেষে দেখিলেন যে সকল ভিক্ষুর উপযোগী বর্ষাবাসিক চীবরের ব্যবস্থা হয় নাই । তিনি শাস্তার নিকট যাইবার সময় ভিক্ষুদের বলিলেন—‘যখন ভক্তরা তরুণ ভিক্ষু এবং শ্রামণেরগণের জন্য বর্ষাবাসিক চীবর আনিবে, সেইগুলি লইয়া পাঠাইয়া দিবে, না আনিলে আমাকে খবর পাঠাইবে ।’

এইরূপ বলিয়া শাস্তার নিকট চলিয়া আসিলেন । ভিক্ষুগণ (ধর্ম-সভায়) কথা উত্থাপন করিলেন—‘মনে হয় অদ্যাপি সারিপদ্ভুত্ত স্থবিরের তৃষ্ণা

অথিষেব । তথাহি মনুস্সেহি বস্সাবাসিকে দিমে অন্তনো  
সন্ধিবহারিকানং ‘বস্সাবাসিকং পেসেস্যাথ, ঠপেত্তা বা  
সাসনং পহিণেয়াথা’তি ভিক্খুনং বহ্বা আগতো’তি । সথা  
আগন্ত্বা ‘কায় নুথ, ভিক্খবে, এতরহি কথায় সন্নি-  
সিন্না’তি পদুচ্ছিত্ত্বা ‘ইমায় নামা’তি বদন্তে ‘ন ভিক্খবে, মম  
পদুত্তমস তণ্হা অথি, মনুস্সানং পন পদুএত্তো দহর-  
সামণেরানণ ধম্মিকলাভতো পরিহানি মা অহোসীতি  
তেনেবং কথিত’ন্তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

‘আসা যস্স ন বিজ্জন্তি, অস্মিং লোকে পরম্হি চ ।

নিরাসাসং বিসংযদন্তং, তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৪১০ ॥

তথ ‘আসা’তি তণ্হা । ‘নিরাসাস’ন্তি নিন্তণ্হং ।

‘বিসংযদন্ত’ন্তি সৰ্ব্বকিলেসেহি বিসংযদন্তং তমহং ব্রাহ্মণং  
বদামীতি অথো ।

\*

\*

\*

ব্রহ্মি গিয়াছে । তাই লোকেরা বর্ষাবাসিক চাঁবর দান করিলে নিজের সঙ্গে  
বসবাসকারী ভিক্ষুদের ‘বর্ষাবাসিক পাঠাইয়া দিবে, যদি দান করে আমাকে  
সংবাদ দিবে’—এই কথা বলিয়া চলিয়া আসিয়াছেন ।’ শাস্ত্রা আসিয়া জিজ্ঞাসা  
করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় আলোচনার জন্য এখন সম্মিলিত  
হইয়াছ ?’ ‘এই বিষয়ে ভস্তু ।’ ‘হে ভিক্ষুগণ, আমার পদ্বের কোন তৃষ্ণা  
নাই । মনুষ্যগণের পদ্য হইতে ( অর্থাৎ তাহারা যে চাঁবরাদি দান করিবে )  
যাহাতে তরুণ শ্রামণেরগণেরও ধর্মিক লাভের পরিহানি না হয় তাই  
শারিপদ্বত্র ঐ কথা বলিয়াছে’ বলিয়া এই গাথাটী ভাষণ করিলেন—

‘ইহলোকে ও পরলোকে যাঁহার কোন প্রত্যাশা নাই, যিনি বাসনা ও  
বন্ধনমুক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ৪১০ ।

অর্থ : ‘আসা’ অর্থাৎ তৃষ্ণা । ‘নিরাসাসং’ বীততৃষ্ণ ব্যক্তিকে ।  
‘বিসংযদন্তং’ যিনি সর্বক্লেশ হইতে বিসংযদন্ত তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গিৎসুদিত ।

। শারিপদ্রুত্তেববথু সন্তবীসতিমং ।

\*

\*

\*

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। শারিপদ্র স্ববিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।



## মহামোগ্গল্লানথেরবথু । ২৮

‘ষস্সালয়া’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো  
মহামোগ্গল্লানথেরং আরব্ভ কথেসি । বথু পুৱরিমস-  
দিসমেব । ইধ পন সথা মোগ্গল্লানথেরস্স নিন্তণ্হভাবং  
বত্তা ইমং গাথমাহ—

‘ষস্সালয়া ন বিজ্জন্তি, অঞ্ঞায় অকথংকথী ।

অমতোগধমনুপত্তং, তমহং ব্ৰুমি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৪১১ ॥

তথ ‘আলয়া’তি তণ্হা । ‘অঞ্ঞায় অকথংকথী’তি  
অট্ঠ বথুনি যথাভূতং জানিত্বা অট্ঠবথুদ্বকায় বিচিকিচ্ছায়  
নিব্বিচিকিচ্ছো । ‘অমতোগধমনুপত্তং’ন্তি অমতং নিব্বানং  
ওগাহেত্বা অনুপত্তং তমহং ব্রাহ্মণং বদামীতি অথো ।

•

•

•

## মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবিরের উপাখ্যান । ২৮ ।

‘ষস্সালয়া’তি ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে মহামৌদ্-  
গল্যায়ন স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন । ঘটনা পুৱের  
সারিপত্র উপাখ্যানের সদৃশ । এখানে শাস্তা মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবিরের  
বীততৃষ্ণ ভাবের কথা শুনিয়া এই গাথাটী ভাষণ করিয়াছিলেন—

‘যাঁহার আলয় ( তৃষ্ণা ) নাই, যিনি জ্ঞানোদয় হেতু সংশয়োত্তীর্ণ, যিনি  
অমৃত ( ধর্মমূর্তি ) অবগাহন করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৪১১ ।

অম্বয় : এখানে ‘আলয়’ বলিতে তৃষ্ণাকেই বুঝাইয়াছে । ‘অঞ্ঞায়  
অকথংকথী’ অষ্টবস্তুরূপে যথাযথভাবে জানিয়া অষ্টবস্তুরূপে সংশয়যুক্ত বলিয়া  
নিঃসংশয় । ‘অমতোগধমনুপত্তং’ অমৃত হইতেছে নিব্বাণ—তাহাতে অবগাহন  
করিয়া অনুপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গিৎসুতি ।

। মহামৌদ্‌গল্লানথেরবথু অট্ঠবীসতিমং ।

\*

\*

\*

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। মহামৌদ্‌গল্যায়ন স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

---

## রেবতথেরবখু । ২১

‘যোধ পদুওঁওঁ’তি ইমং ধম্মদেশনং সথা পদুস্বারামে  
বিহরন্তো রেবতথেরং আরব্ভ কথেসি । বথু ‘গামে বা  
যদি বারওঁওঁ’তি ধ. ম. ৯৮ গাথাবল্লনায় বিথারিতমেব ।  
বদুওঁওঁহি তথ—( ধ. প. অট্ট ১. ৩৫৮ )

পদুন একদিবসং ভিক্খু কথং সমুট্টাপেসদুং ‘অহো  
সামণেরস্স লাভো, অহো পদুওঁওঁ যেন এককেন পণ্ডনং  
ভিক্খুসতানং পণ্ডকুটাগারসতানি কতানী’তি । সথা  
আগন্হা ‘কায় নদুথ, ভিক্খবে, এতরহি কথায় সন্নিসিন্হা’-  
তি পদুচ্ছিন্না ‘ইমায় নামা’তি বদুন্তে, ‘ভিক্খবে, ময্হং  
পদুত্তস্স নেব পদুওঁওঁ অথি, ন পাপং, উভয়মস্স পহীন’-  
ন্তি বত্তা ইমং গাথমাহ—

\*

\*

\*

## রেবত স্থবিরের উপাখ্যান । ২১ ।

‘যোধ পদুওঁওঁ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা পদুস্বারামে অবস্থানকালে  
রেবত স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন । এই ক্ষম্ময়ে ইতিবৃত্ত  
ধম্মপদের ৯৮ নম্বর গাথা ( গামে বা যদি বারওঁওঁ ) বর্ণনার সময় বিস্তৃত-  
ভাবে বলা হইয়াছে ।  
—( ধম্মপদট্টকথা ১/৩৫৮ )

পদুনরায় একদিন ভিক্ষুগণ এই কথা সমুখাপিত করিলে—‘অহো  
প্রামণেরের কি লাভ, অহো পদুণ্য, যিনি একাকী পণ্ডশত ভিক্ষুর জন্য পণ্ডশত  
কুটাগার নির্মাণ করিয়া ফেলিলেন !’ শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—  
‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনার জন্য এখন সম্মিলিত  
হইয়াছ ?’ ‘এই বিষয়ে ভণ্ডে ।’ ‘হে ভিক্ষুগণ, আমার পদুণের পদুণ্যও নাই,  
পাপও নাই । উভয়ই তাহার গ্রহীণ হইয়াছে’ বলিয়া এই গাথা ভাষণ  
করিলেন—



‘যোধ পদুণ্ড্ৰপাপপ, উভো সঙ্গমদুপচগা ।

অসোকং বিৱজং সদুন্ধং, তমহং ব্ৰহ্মি ব্ৰাহ্মণ’ন্তি ॥ ৪১২ ॥

তথ ‘উভো’তি ধৌপি পদুণ্ড্ৰপাপানি চ পাপানি চ ছণ্ডেহ্মাতি  
অথো । ‘সঙ্গ’ন্তি ৱাগাদিভেদং সঙ্গং । ‘উপচগা’তি  
অতিক্ৰন্তো । বটুমূলকসোকাভাবেন অসোকং অভ্যন্তৰে  
ৱাগৱজাদীনং অভাবেন বিৱজং নিৱদুপকিলেসতায় সদুন্ধং  
তমহং ব্ৰাহ্মণং বদামীতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুৰ্গণসুদতি ।

। ৰেবতথৈৱবথু একুনতিংসতিমং ।

\*

\*

\*

‘যিনি ইহলোকে পাপ ও পদুণ্য উভয়েকেই অতিক্ৰম কৰিয়া শোকহীন  
নিঃপাপ ও শুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্ৰাহ্মণ বলি ।’

—ধৰ্ম্মপদ, শ্লোক ৪১২।

অম্বয় : ‘উভো’তি পদুণ্য এবং পাপ উভয়ই ত্যাগ কৰিয়াছেন এই অৰ্থ ।  
‘সঙ্গ’ ৱাগাদিভেদকে সঙ্গ বা আসক্তি বলে । ‘উপচগা’ অতিক্ৰান্ত । সংসাৰ-  
বটুমূলক শোকের অভাবে অশোক, অভ্যন্তরে ৱাগৱজাদিৰ অভাবে বিৱজ,  
উপক্ৰেশশূন্যতার জন্য শুদ্ধ—তাঁহাকেই ব্ৰাহ্মণ বলি ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্ৰাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। ৰেবত স্থবিৱেৰ উপাখ্যান সমাপ্ত ।

—————

## চন্দাভথেরবথু । ৩০

‘চন্দং বা’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো  
চন্দাভথেরং আরব্ভ কথেসি ।

তদ্বায়ং অন্দপুৰ্ব্বী কথা—অতীতে একো বারাণসিবাসী  
বাণিজ্যে ‘পচ্চন্তং গন্ত্বা চন্দনং আহরিস্সামী’তি বহুনি  
বথাভরণাদীনি গহেত্বা পণ্ডিহি সকটসতেহি পচ্চন্তং  
গন্ত্বা গামদ্বারে নিবাসং গহেত্বা অটবিয়ং গোপালদারকে  
পদ্বিচ্ছ—‘ইমস্মিং গামে পব্বতপাদকস্মিকো কোচি  
মনুস্সো অথী’তি ? ‘আম, অথী’তি । ‘কো নামেসো’তি ?  
‘অসুকে নামা’তি । ‘ভরিযায় পনস্স পদ্বত্তানং বা  
কিংনাম’ন্তি ? ‘ইদণ্ণদণ্ডা’তি । ‘কহং পনস্স ঠানে

\*

\*

\*

## চন্দাভ স্থবিরের উগাখ্যান । ৩০ ।

‘চন্দং বা’তি ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে চন্দাভ  
স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

ইহা তাহার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা । অতীতে বারাণসীবাসী একজন  
বাণিক্ ‘প্রত্যন্ত প্রদেশে যাইয়া চন্দন আহরণ করিব’ বলিয়া বহু বস্ত্র-  
আভরণাদি পণ্ডশত শকটে বোঝাই করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে যাইয়া গ্রামদ্বারে  
অবস্থান করিয়া অটবীতে রাখাল বালকদের জিজ্ঞাসা করিলেন—‘এই গ্রামে  
পব্বতপাদকর্ম্মিক কোন লোক আছে কি ?’ ‘হ্যাঁ আছে ।’

‘তাহার নাম কি ?’

‘এই নাম ।’

‘তাহার ভাষা বা পদ্বত্রের নাম কি ?’

‘এই এই নাম ।’

‘তাহার বাড়ী কোথায় ?’

‘ঐ স্থানে ।’

গেহ'ন্তি ? 'অস্দুকট্টানে নামা'তি । সো তেহি দিনসঞ্ণায় সদ্ধথানকে নিসীদিহা তস্স গেহদ্বারং গন্ত্বা যানা ওরুয়্হ গেহং পবিসিহা 'অস্দুকনামে'তি তং ইথিং পক্কোসি । সা 'একো নো ঐতাকো ভবিম্সতী'তি বেগেনা-গন্ত্বা আসনং পঞ্ণাপেসি । সো তথ নিসীদিহা নামং বহ্বা 'মম সহায়ো কহ'ন্তি পদুচ্ছি । 'অরঞ্ণং গতো, সামী'তি । 'মম পদন্তো অস্দুকো নাম, মম ধীতা অস্দুকা নাম কহ'ন্তি সম্বেসং নামং কিত্তেত্তোব পদুচ্ছিহা 'ইমানি নেসং বথাভরণানি দদেয়্যাসি, সহায়স্সাপি মে অটবিতো আগতকালে ইদং বথাভরণং দদেয়্যাসী'তি অদাসি । সা তস্স উলারং সঙ্কারং কহ্বা সামিকস্স আগতকালে 'সামি, ইমিনা আগতকালতো পট্টায় সম্বেসং নামং বহ্বা ইদণ্ণদণ্ণ দিন'ন্তি আহ । সোপিপস্স কত্তব্বযুত্তকং করি ।

•

•

•

বণিক্ তাহাদের দ্বারা প্রদত্ত স্থান-সংজ্ঞা অনুসরণ করিবার জন্য একটি সদ্ধকর শকটে আরোহণ করিয়া ঐ ব্যক্তির গৃহদ্বারে যাইয়া শকট হইতে অবতরণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ভাষার নাম ( যাহা বালকেরা বলিয়াছে ) ধরিয়া ডাকিলেন । 'কোন জ্ঞাতি হইবেন' মনে করিয়া সেই রমণী দ্রুতবেগে আসিয়া বসিবার আসন দিলেন । তিনি আসনে বসিয়া নিজেয় নাম বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমার বন্ধু কোথায় ?'

'প্রভু, তিনি অরণ্যে গিয়াছেন ।'

'আমার ঐ পুত্র, ঐ কন্যা কোথায় ?' বলিয়া সকলের নাম কীর্তন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—

'এই সকল বস্ত্রাভরণ তাহাদের দিবেন, আমার বন্ধু অটবী হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে এইসকল বস্ত্রাভরণ দিবেন ।' বলিয়া সমস্তই তাঁহাকে দিলেন । রমণী তাঁহার প্রভূত সৎকার করিয়া স্বামী ফিরিয়া আসিলে বলিলেন—'স্বামিন্, ইনি আসিয়াই সকলের নাম ধরিয়া ডাকিলেন এবং এই সকল বস্ত্রাভরণ দিয়াছেন ।' স্বামীও আগন্তুকের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিলেন ।

অথ নং সায়ং সয়নে নিসিন্নো পদাচ্ছি—‘সম্ম, পব্বতপাদে চরন্তেন তে কিং বহুং দিট্টপদ্ব’ন্তি? অঞ্ঞং ন পম্সামি, রত্তসাখা পন মে বহু রদ্ধ’খা দিট্টা’তি। ‘বহু রদ্ধ’খা’তি? ‘আম, বহু’তি। ‘তেন হি তে অম্হাকং দম্মেসহী’তি তেন সন্ধিং গত্ত্বা রত্তচন্দনরদ্ধ’খে ছিন্দিত্বা পণ্ড সকটসতানি পুরেত্বা আগচ্ছন্তো তং আহ—‘সম্ম, বারাগসিয়ং অসদ্ধ’কট্টানে নাম মম গেহং, কালেন কালং মম সন্তিকং আগচ্ছেয়্যাসি, অঞ্ঞেণ চ মে পল্লাকারেন অথো নথি, রত্তসাখরদ্ধ’খে এব আহরেয়্যাসী’তি। সো ‘সাধু’তি বত্ত্বা কালেন কালং তস্স সন্তিকং আগচ্ছন্তো রত্তচন্দনমেব আহরতি, সোপিম্স বহুধনং দোতি।

\*

\*

\*

সায়ংকালে শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া বণিক্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—  
‘সৌম্য, পব্বতপাদে বিচরণ করার সময় আপনি কি কি জিনিষ দেখিয়া থাকেন?’

‘বিশেষ কিছু না দেখিলেও বহু রক্তবর্ণের শাখাসম্মিশ্রিত বৃক্ষ দেখিয়া থাকি।’

‘অনেক বৃক্ষ?’

‘হ্যাঁ, অনেক।’

‘তাহা হইলে আমাদের দেখান’ বলিয়া তাঁহার সাহিত ধাইয়া রক্তচন্দন-বৃক্ষসমূহ ছেদন করিয়া পঞ্চশত শকট পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় তাঁহাকে বলিলেন—‘সৌম্য, বারাগসীতে অমদ্ধ স্থানে আমার গৃহ। সময় সময় আমার কাছে অবশ্যই আসিবেন। আমার জন্য অন্য কোন উপহার আনিতে হইবে না, কিন্তু রক্তচন্দনবৃক্ষই সঙ্গে লইয়া আসিবেন।’ তিনি ‘বেশ তাহাই হউক’ বলিয়া তিনি (বারাগসীতে) মাঝে মধ্যে যাইতেন এবং যাইবার সময় রক্তচন্দনই লইয়া যাইতেন। বণিক্ও তাঁহাকে প্রচুর ধন প্রদান করিতেন।

ততো অপরেন সময়েন পরিনিব্বদুতে কস্সপদসবলে  
পতিট্ঠিতে কণ্ঠনথুপে সো পুৱিসো বহুং চন্দনং আদায়  
বারাণসিং অগমাসি। অথস্স সো সহায়কো বাণিজ্জো  
বহুং চন্দনং পিসাপেহ্বা পাতিং পুৱেহ্বা ‘এহি, সম্ম, যাব  
ভত্তং পচতি, তাব চেতিয়করণট্ঠানং গন্ত্বা আগমিস্সামা’তি  
তং আদায় তথ গন্ত্বা চন্দনপূজং অকাসি। সোপি স্স  
পচ্চন্তবাসী সহায়কো চেতিয়কুচ্ছিয়ং চন্দনেন চন্দম’ডলং  
অকাসি। এত্তকমেবস্স পুৱবকস্সমং।

সো ততো চুতো দেবলোকে নিব্বত্তিত্বা একং বুদ্ধান্তরং তথ  
থেপেহ্বা ইমস্মিং বুদ্ধপাদে রাজগহনগরে ব্রাহ্মণমহাসালকুলে  
নিব্বত্তি। তস্স নাভিম’ডলতো চন্দম’ডলসদিসা পভা  
উট্ঠহি, তেনস্স ‘চন্দাভো’ হ্বেব নামং করিংসদু। চেতিয়ে  
কিরস্স চন্দম’ডলকরণনিস্সন্দো এস।

\*

\*

\*

তারপর এক সময় ভগবান কাশ্যপ বুদ্ধ পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার  
জন্য কাণ্ডিন্দ্রপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই প্রত্যন্তবাসী ব্যক্তিও বহু চন্দন  
লইয়া বারাণসীতে আসিলেন। তখন তাঁহার সেই বন্ধু বণিক্ বহু চন্দন  
পেষণ করাইয়া পাত্র পূর্ণ করিয়া বন্ধুকে বলিলেন—‘সৌম্য, আসুন,  
যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ভাত রান্না হইতেছে আমরা চৈত্যকরণস্থানে যাইয়া  
ফিরিয়া আসিব’ বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া চন্দনপূজা করিলেন।  
সেই প্রত্যন্তবাসীও চৈত্যের অভ্যন্তরে চন্দনের দ্বারা একটি চন্দ্রম’ডল করিয়া  
দিলেন। ইহাই তাঁহার পূর্বকর্ম।

তিনি সেইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া এক  
বুদ্ধান্তর কাল সেখানেই অবস্থান করিয়া বর্তমান বুদ্ধের উৎপত্তিকালে রাজ-  
গহনগরে প্রখ্যাত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নাভিম’ডল  
হইতে চন্দ্রম’ডলসদৃশ প্রভা নির্গত হইতেছিল বলিয়া তাঁহার নাম রাখা  
হয় চন্দ্রাভ। ( কাশ্যপ বুদ্ধের ) চৈত্যে চন্দ্রম’ডল অঙ্কন করিয়া দিয়াছিলেন  
বলিয়া সেই সদ্ধর্মের ফলে তাঁহার দেহ হইতে চন্দ্রপ্রভা নির্গত হইতেছে।

ব্রাহ্মণা চিস্তয়িংসু—‘সক্কা অম্‌হেহি ইমং গহেত্তা লোকং  
খাদিতু’ন্তি । তং, যানে নিসীদাপেহা ‘যো ইমস্স সরীরং  
হথেন পরামসতি, সো এবরুপং নাম ইম্মসরিয়সম্পত্তিং  
লভতী’তি বহু বিচরিংসু । সতং, বা সহস্সং, বা দদমানা  
এব তস্স সরীরং, হথেন ফুসিতুং লভন্তি । তে এবং অনন্-  
বিচরন্তা সাবথিং অনন্পত্তা নগরস্স চ বিহারস্স চ অন্তরা  
নিবাসং গণ্‌হিংসু । সাবথিয়স্মি পণ্ণকোটিমত্তা অরিয়-  
সাবকা পুরেভত্তং দানং দত্তা পচ্ছাতত্তং গন্ধমালবথ-  
ভেসজ্জাদিহথা ধম্মস্সবনায় গচ্ছন্তি । ব্রাহ্মণা তে দিম্বা  
‘কহং গচ্ছথা’তি পুচ্ছিংসু । ‘সথু সন্তিকং ধম্মস্সবনায়’তি ।  
‘এথ তথ গত্ত্বা কিং করিস্সথ, অম্‌হাকং চন্দাভস্স ব্রাহ্মণস্স  
আনুভাবসদিসো আনুভাবো নথি । এতস্স হি সরীরং  
ফুসন্তা ইদং নাম লভন্তি, এথ পস্সথ নন্তি’ । ‘তুম্‌হাকং

\*

\*

\*

ব্রাহ্মণগণ চিস্তা করিলেন—‘ইহাকে সঙ্গে লইয়া আমরা পৃথিবীকেও খাইতে  
সক্ষম হইব অর্থাৎ পৃথিবী জয় করিতে পারিব ।’ তাহাকে যানে বসাইয়া  
‘যে ইহার শরীর হাত দিয়া স্পর্শ করিবে সে এই এই ঐশ্বর্য লাভ করিবে’  
বলিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন । একশত বা এক সহস্র মদ্রা দিলে লোকে  
তাহার শরীর স্পর্শ করিতে পারিত । তাঁহারা এইভাবে বিচরণ করিতে  
করিতে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া নগর এবং বিহারের মধ্যস্থানে অবস্থান  
করিতে লাগিলেন । শ্রাবস্তীতে পণ্ণকোটি আর্ষশ্রাবক পূর্বাঙ্কে দান দিয়া  
অপরাঙ্কে গন্ধ-মালা-বস্ত্র-ভৈষজ্যাदि হাতে লইয়া ধর্মশ্রবণের জন্য বিহারে  
যাইতেন । ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কোথায়  
যাইতেছেন ?’

‘শাস্তার নিকট ধর্মশ্রবণ করিতে যাইতেছি ।’

‘আসুন, ওখানে গিয়া কি করিবেন ? আমাদের চন্দ্রাভ ব্রাহ্মণের মত  
প্রভাব অন্য কাহারও নাই । ইহার শরীর স্পর্শ করিলে এই এই লাভ হয় ।  
আসুন দেখুন ।’

চন্দাভস্স ব্রাহ্মণস্স কো আনুভাবো নাম, অম্‌হাকং  
সথায়েব মহানুভাবো’তি । তে অঞ্‌ঞমঞ্‌ঞং  
সঞ্‌ঞাপেতুং অসক্কোস্তা ‘বিহারং গন্ত্বা চন্দাভস্স  
বা অম্‌হাকং বা সথ্‌হু আনুভাবং জানিস্সামা’তি তং গহেত্বা  
বিহারং অগমংসু ।

সথা তস্মিং অন্তনো সন্তিকং উপসংকমন্তেষেব চন্দাভায়  
অন্তরধানং অকাসি । সো সথ্‌হু সন্তিকে অঙ্গারপচ্ছিয়ং  
কাকো বিয় অহোসি । অথ নং একমন্তং নয়িংসু, আভা  
পটিপাকতিকা অহোসি । পুন সথ্‌হু সন্তিকং আনয়িংসু,  
আভা তথেব অন্তরধায়ি । এবং তিক্‌খত্তুং গন্ত্বা অন্তর-  
ধায়মানং আভং দিস্সা চন্দাভো চিস্তেসি—‘অয়ং আভায়  
অন্তরধানমন্তং জানাতি মঞ্‌ঞে’তি । সো সথারং পুচ্ছি—  
‘কিং নু খো আভায় অন্তরধানমন্তং জানাথা’তি ? ‘আম,

\*

\*

\*

‘আপনাদের চন্দ্রাভ ব্রাহ্মণের কিই বা প্রভাব, আমাদের শাস্তাই মহা-  
প্রভাবশালী ।’ তাঁহারা পরস্পরকে বঝাইতে না পারিয়া ‘বিহারে যাইয়া  
জানিব চন্দ্রাভের প্রভাব বেশী, না আমাদের শাস্তার প্রভাব বেশী’ বলিয়া  
চন্দ্রাভকে লইয়া বিহারে আসিলেন ।

শাস্তা চন্দ্রাভ তাঁহার নিকট আসিবা মাত্র চন্দ্রাভের আভা অস্তধান করিয়া  
দিলেন । চন্দ্রাভ শাস্তার নিকট অঙ্গারস্তুপে কাকের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন ।  
তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে অন্যদিকে সরাইয়া লইয়া গেলে তাঁহার আভা  
পূর্ববৎ হইয়া গেল । পুনরায় শাস্তার নিকট অনয়ন করা হইল । আভা  
তদ্রূপ অস্তধান করিল । এইভাবে তিনবার যাইয়া আভা অস্তহিত হইতেছে  
দেখিয়া চন্দ্রাভ চিন্তা করিলেন—‘মনে হয় ইনি আভাকে অস্তধান করার মন্ত  
জানেন ।’ তিনি শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘আপনি কি আভার অস্তধানমন্ত জানেন ?’

‘হ্যাঁ, জানি ।’

জানামী’তি । ‘তেন হি মে দেথা’তি । ‘ন সন্ধা অপৰ্ব্বজিতস্  
দাতুস্তি’ । সো ব্রাহ্মণে আহ—‘এতস্মিৎ মন্ত্রে গহিতে অহং  
সকলজন্মবদীপে জেট্ঠকো ভবিষ্যামি, তুম্হে এথেব  
হোথ, অহং পৰ্ব্বজিত্বা কতিপাহেনেব মন্তং গণ্হিসামী’তি ।  
সো সথারং পৰ্ব্বজ্জং যাচিহ্না উপসম্পজ্জি । অথস্স দ্বিস্তং-  
সাকারং আচিক্খি । সো ‘কিং ইদ’ন্তি পদ্বিচ্ছ । ‘ইদং  
মন্তস্স পরিকম্মং সম্বাযিতুং বটুতী’তি ।

ব্রাহ্মণাপি অন্তরন্তরা আগন্ত্বা ‘গহিতো তে মন্তো’তি  
পদ্বিচ্ছন্তি । ‘ন তাব গণ্হামী’তি । সো কতিপাহেনেব  
অরহন্তং পহ্না ব্রাহ্মণেহি আগন্ত্বা পদ্বিচ্ছিতকালে ‘যাথ  
তুম্হে, ইদানাং অনাগমনধম্মো জাতো’তি আহ ।  
ভিক্খু তথাগতস্স আরোচেসুং—‘অয়ং, ভন্তে, অভূতং  
বহ্না অঞ্ণং ব্যাকরোতী’তি । সথা ‘খীণাসবো ইদানি,

\*

\*

\*

‘তাহা হইলে আমাকে ( ঐ মন্ত্র ) দিন ।’

‘প্রব্রজিত না হইলে দেওয়া সম্ভব নহে ।’

চন্দ্রাভ ব্রাহ্মণদের বলিলেন—‘ইহাঁর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে আমি  
সকল জন্মবদ্বীপে শ্রেষ্ঠ হইব । আপনারা এখানে অবস্থান করুন । আমি  
প্রব্রজিত হইয়া কয়েকদিনের মধ্যেই মন্ত্র শিখিয়া লইব ।’ তিনি শাস্ত্রার  
নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিয়া উপসম্পন্ন হইলেন । তখন ( শাস্ত্রা তাঁহাকে )  
দ্ব্যস্ত্রশাকার শিক্ষা দিলেন । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ইহা কি ?’

‘ইহা মন্ত্রপাঠের প্রস্তুতিকরণ ।’ ব্রাহ্মণগণও মাঝে মধ্যে আসিয়া জিজ্ঞাসা  
করিতেন—‘তুমি মন্ত্র শিখিয়াছ কি ?’

‘না, এখনও পারিনি ।’ তিনি কিছুদিনের মধ্যে অহং প্রাপ্ত হইলেন  
এবং ব্রাহ্মণগণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদের বলিলেন—‘আপনারা  
যান, আমি এখন অনাগমনধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছি ।’ ভিক্ষুগণ তথাগতকে  
জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে, মনে হয় ইনি সত্য বলিতেছেন না ।’ শাস্ত্রা



ভিক্খবে, মম পদন্তো চন্দাভো, ভূতমেবেস কথেষীতি বহ্বা  
ইমং গাথামাহ -

‘চন্দংব বিমলং সদুঙ্কং, বিম্পসন্নমনাবিলং ।

নন্দীভবপরিব্রজীং, তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণ’স্তি ॥ ৪১০ ॥

তথ ‘বিমল’স্তি অভ্রাদিমলরহিতং, ‘সদুঙ্ক’স্তি নিরু-  
পক্কিলেসং । ‘বিম্পসন্ন’স্তি পসন্নচিত্তং । ‘অনাবিল’স্তি  
কিলেসাবিলন্তরহিতং । ‘নন্দীভবপরিব্রজী’স্তি তীসদু  
ভবেসদু পরিব্রজীতগ্হং তমহং ব্রাহ্মণং বদামীতি  
অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গাংসুতি ।

চন্দাভথেরবথু তিসতিমং ।

\*

\*

\*

বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র চন্দ্রাভ এখন ক্ষীণাস্রব ( অহং ),  
সে যাহা সত্য তাহাই বলিতেছে ।’ বলিয়া এই গাথাটী ভাষণ করিলেন—

‘যিনি চন্দ্রের ন্যায় বিমল, শুদ্ধ, প্রসন্ন, অনাবিল, যাহার নন্দী ( আসক্তি )  
ও ভব ( অস্তিত্ব ) পরিব্রজী হইয়াছে, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৪১০

অন্বয় : ‘বিমলং’ অভ্রাদি মলরহিত । ‘সদুঙ্কং’ নিরুপক্কেশ । ‘বিম্পসন্নং’  
প্রসন্নচিত্ত । ‘অনাবিলং’ ক্লেশরূপ আবিলতারহিত । ‘নন্দীভবপরিব্রজীং’  
ত্রিলোকে যাহার তৃষ্ণা পরিব্রজী হইয়াছে—তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। চন্দ্রাভ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

## সীবলিথেরবন্ধ । ৩১

‘যো ইম’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা কু’ডকোলিয়ং নিম্সায়

কু’ডধানবনে বিহরন্তো সীবলিথেরং আরব্ভ কথেসি ।

একস্মিণ্ণ’হি সময়ে সুপ্পবাসা নাম কোলিয়ধীতা  
সত্তবস্সানি গব্ভং ধারেত্বা সত্তাহং মূল’হগব্ভা দ্ধক’থাহি  
তিস্বাহি কট্টকাহি বেদনাহি ফট্ট’ঠা ‘সম্মাসম্বদ্বো বত  
সো ভগবা, যো ইমস্স এবরুপস্স দ্ধক’থস্স পহানায় ধম্মং  
দেসেতি । সুপ্পটিপন্নো বত তস্স ভগবতো সাবকসঙ্ঘো,  
যো ইমস্স এবরুপস্স দ্ধক’থস্স পহানায় পটিপন্নো ।  
সুসু’থং বত তং নিস্বানং, যথিদং এবরুপং দ্ধক’থং ন  
সংবিজ্জতী’তি ইমেহি তীহি বিতকেহি তং দ্ধক’থং  
অধিবাসেন্তী সামিকং সথু বন্দতায় আরোচিতায় সু’খিনী

\*

\*

\*

## সীবলী স্থবিরের উপাখ্যান । ৩১ ।

‘যো ইমং’তি ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা কু’ডকোলির নিকটে কু’ডধানবনে  
অবস্থানকালে সীবলী স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একসময় সুপ্পবাসা নাম্নী কোলিয়কন্যা সপ্তবর্ষ গর্ভ ধারণ করিয়া সপ্তাহ  
ষাবত গর্ভ আসিয়া গর্ভদ্বারে বর্তমান থাকিলে তীব্র কট্টক দঃখ বেদনার  
দ্বারা অভিভূত হইলে তিন প্রকার বিতর্কের দ্বারা সেই দঃখ সহ্য করিতে  
থাকেন । ( সেই তিন প্রকার বিতর্ক হইতেছে ) :

১। সন্যাক্সম্বদ্বা ভগবান যিনি এইরূপ দঃখ হইতে মুক্তিলাভের জন্য  
ধর্মদেশনা করিয়া থাকেন ।

২। ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন যাহা এইরূপ দঃখ হইতে  
মুক্তিলাভের জন্য প্রতিপন্ন ।

৩। সেই নির্বাণ কত সুখের যেখানে এইরূপ দঃখ বিদ্যমান থাকে না ।  
তারপর স্বামীকে ‘শাস্ত্রার নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার বচনের দ্বারা

হোতু স্দুপবাসা কোলিয়ধীতা, অরোগা অরোগং পদন্তং  
বিজায়তু'তি সথারা বদন্তক্খণেয়েব স্দুখিনী অরোগা  
অরোগং পদন্তং বিজায়িত্বা বদন্তপমদুখং ভিক্খুসঙ্ঘং  
নিমন্তেত্বা সত্তাহং মহাদানং অদাসি । পদন্তোপিঙ্গা জাত-  
দিবসতো পট্টায় ধম্মকরণং আদায় সঙ্ঘস্স উদকং  
পরিঙ্গাবেসি । সো অপরভাগে নিক্খমিত্বা পব্বজিতো  
অরহন্তং পাপদুগি ।

অথেকদিবসং ভিক্খু ধম্মসভায়ং কথং সমুট্টাপেসদুং  
'পঙ্গথাবুসো, এবরুপো নাম অরহন্তস্স উপনিঙ্গসয়-  
সম্পনো ভিক্খু এত্তকং কালং মাতুকুচ্ছিঙ্গিঙ্গং দদুখং  
অনুভোসি, কিমঙ্গং পন অণ্ডেণে, বহুং বত ইয়িমা  
দদুখং নিখিগ্গ'ন্তি ।

সথা আগন্ত্বা 'কায় নুখ, ভিক্খবে, এতরুহি কথায় সন্নি-

\*

\*

\*

শাস্তাকে বন্দনা করিতে বলিলেন । স্দুপবাসার হইয়া স্বামী শাস্তাকে বন্দনা  
করিলে শাস্তা বলিলেন—'কোলিয়দুহিতা স্দুপবাসা স্দুখিনী হউক, নীরোগ  
থাকিয়া রোগহীন পুত্রের জন্ম প্রদান করুক ।'—শাস্তা এই কথা বলার সঙ্গে  
সঙ্গে স্দুপবাসা স্দুখিনী ও নীরোগ হইয়া রোগহীন পুত্রের জন্ম দিয়া বদন্ত-  
প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া সত্তাহকাল যাবত মহাদান দিলেন ।  
তাঁহার পুত্রও জাতদিবস হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মকরণডক লইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের  
জন্য জল ছাঁকিলেন । পরে তিনি গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইয়া প্রব্রজিত হইলেন  
এবং অহঁত্ব প্রাপ্ত হইলেন ।

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় এই কথা উত্থাপিত করিলেন—'আবুসো,  
দেখুন । এইরূপ অহঁত্বের উপনিশ্রয়সম্পন্ন ভিক্ষু এত দীর্ঘকাল ( অর্থাৎ  
সাত বৎসর সাত দিন ) মাতৃগর্ভে দঃখভোগ করিয়াছেন । অধিক আর কি  
বলিব ! তিনি অনেক দঃখ ( সাগর ) জয় করিয়াছেন ।' শাস্তা আসিঙ্গা  
জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি কথা আলোচনা করিতে এখন সমবেত হইয়াছ ?

সিদ্ধা'তি পদুচ্ছিত্তা 'ইমায় নামা'তি বদন্তে 'আম, ভিক্খবে,  
মম পদন্তো এত্তকা দদুখা মদুচ্ছিত্তা ইদানি নিব্বানং  
সচ্ছিকত্তা বিহরতী'তি বত্তা ইমং গাথমাহ—

‘যোমং পলিপথং দদুগং, সংসারং মোহমচ্চগা ।

তিগ্নো পারঙ্গতো ঝায়ী, অনেজো অকথংকথী ।

অনুপাদায় নিব্বদতো, তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণ'ন্তি ॥ ৪১৪ ॥

তস্সথো—যো ভিক্খু ইমং রাগপলিপথেষু কিলেস-  
দুগ্গণং সংসারবট্টং চতুন্নং অরিয়সচ্চানং অস্পটিবিষ্মনক-  
মোহং অতীতো, চত্তারো ওঘে তিগ্নো হুত্তা পারং  
অনুপপত্তো, দুবিধেন ঝানেন ঝায়ী, তণ্হায় অভাবেন  
অনেজো, কথংকথায় অভাবেন অকথংকথী, উপাদানানং

\*

\*

\*

‘এই বিষয়ে ভস্তু ।’

‘হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র এত দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া এখন নিবাণ  
প্রত্যক্ষ করিয়া অবস্থান করিতেছে ।’—ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটী ভাষণ  
করিলেন—

‘(মুক্তির) পরিপম্হী, দুর্গম স্ত সংসার মোহ অতিক্রম করিয়া যিনি  
উত্তীর্ণ, পারগত, ধায়ী, নিষ্কলুষ, নিঃসংশয়, উপাদানরহিত ও নিবৃত্ত  
(অনাসক্ত) হইয়াছেন, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’ —ধ্মপদ, শ্লোক ৪১৪ ।

অর্থঃ যে ভিক্ষু এই দুর্জয় রাগ ( = আসক্তি ), দুর্দমনীয় ক্রেশ,  
সংসারবর্ত, চারি আর্ষসত্যের অজ্ঞানরূপ মোহের অতীত হইয়াছেন, যিনি  
চারি ওষ উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে ( অর্থাৎ নিবাণে ) উপস্থিত হইয়াছেন, যিনি  
দুই প্রকার ধ্যানের ( শমথ ও বিদর্শন ) ধায়ী, তৃষ্ণার অভাবে যিনি বীততৃষ্ণ  
( = বীতকলুষ ), যিনি কথংকথার অভাবে অকথংকথী ( অর্থাৎ যিনি

অভাবেন অনূপাদিদিষ্টা কিলেসনিব্বানেন নিব্বদুতো,  
তমহং ব্রাহ্মণং বদামীতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গিৎসুতি ।

সীবলিথেরবথু একতিংসতিমং ।

\*

\*

\*

নিঃসংশয়), উপাদানসমূহের অভাবে যিনি উপাদানরহিত ও ক্লেশনিবাণের  
( = ক্লেশ ধ্বংসের ) দ্বারা নিবৃত্ত, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। সীবলী স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

---

## সুন্দরসমুদ্রদেবের বখ । ৩২

‘যোধ কামে’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো  
সুন্দরসমুদ্রদেবং আরব্ধ কথেসি ।

সাবাথিয়ং কিরেকো কুলপদত্তো সুন্দরসমুদ্রকুমারো নাম  
চত্তালীসকোটিবিভবে মহাকুলে নিব্বত্তো । সো একদিবসং  
পচ্ছাভত্তং গন্ধমালাদিহথং মহাজনং ধম্মস্সবনথায়  
জেতবনং গচ্ছন্তং দিস্বা ‘কহং গচ্ছথা’তি পদ্বিচ্ছিত্বা ‘সথদ্  
সন্তিকং ধম্মস্সবনথায়’তি বদন্তে ‘অহম্পি গমিস্সামী’তি  
বত্তা তেন সন্ধিং গন্ত্বা পরিসপরিয়ন্তে নিসীদি । সথা  
তস্স আসয়ং বিদিত্বা অনন্দপদ্বিৎ কথং কথেসি । সো ‘ন  
সক্কা অগারং অঙ্কাবসন্তেন সত্তথলিখিতং ব্রহ্মচরিয়ং চরিতু’-  
স্তি সথদ্ ধম্মকথং নিস্সায় পব্বজ্জায় জাতুস্সাহো পরিসায়

•

•

•

## সুন্দরসমুদ্র স্থবিরের উপাখ্যান । ৩২ ।

‘ষো চ কামে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতবনে অবস্থানকালে  
সুন্দরসমুদ্র স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

প্রাবর্ত্তীতে সুন্দরসমুদ্রকুমার নামক জনৈক কুলপুত্র চল্লিশ কোটি বৈভব  
সম্পন্ন মহাকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি একদিন অপরাহ্নে গন্ধমালাদি  
হস্তে লইয়া জনগণকে ধর্মপ্রবণের জন্য জেতবনে যাইতে দেখিয়া ‘কোথায়  
যাইতেছেন?’ জিজ্ঞাসা করিয়া ‘শাস্ত্রার নিকট ধর্মপ্রবণ করিতে যাইতেছি’  
শুনিয়া ‘আমিও যাইব’ বলিয়া তাহাদেব সহিত যাইয়া পরিষদের একপাশে  
যাইয়া বসিলেন । শাস্ত্রা তাঁহার আশয় বদ্বিতে পারিয়া আনন্দপদ্বিক কথা  
( অর্থাৎ দানকথা, শীলকথা ইত্যাদি ) ভাষণ করিলেন । তিনি ‘সংসারে বাস  
করিয়া শত্তথলিখিত ব্রহ্মচর্য পালন করা সম্ভব নহে’ ইত্যাদি শাস্ত্রার ধর্মকথা  
শুনিয়া প্রব্রজ্যা লাভের জন্য উৎসাহী হইলেন এবং পরিষদের সকলে চলিয়া

পঞ্চস্তায় সথারং পশ্বজং যাচিহ্না 'মাতাপিতৃহি অননুজ্ঞাতং তথাগতা ন পশ্বাজেস্তা'তি সূত্বা গেহং গন্ত্বা রট্ট-পালকুলপুত্রাদয়ো বিয় মহন্তেন বায়ামেম মাতাপিতরো অনুজ্ঞানাপেত্বা সখ্যু সন্তিকে পশ্বজিত্বা লঙ্ক্যুপসম্পদো 'কিং মে ইধ বাসেনা'তি ততো নিক্খমিত্বা রাজগহং গন্ত্বা পিন্ডায় চরন্তো বীতিনামেসি ।

অথেকদিবসং সাবখিয়ং তস্স মাতাপিতরো একস্মিং ছণ-দিবসে মহন্তেন সিরিসোভগেন তস্স সহায়ককুমারকে কীলমানে দিম্বা 'অম্হাকং পুত্রস্স ইদং দুল্লভং জাত'ন্তি পরিদেবিংসু । তস্মিং খণে একা গণিকা তং কুলং গন্ত্বা তস্স মাতরং রোদমানং নিসিন্নং দিম্বা 'অম্ম, কিং কারণা রোদসী'তি পুচ্ছি । 'পুত্রং অনুস্সরিত্বা রোদামী'তি । 'কহং পন সো, অম্মা'তি ? 'ভিক্খুসু পশ্বজিতো'তি ।

গেলে শাস্তার নিকট যাইয়া প্রজ্যা প্রার্থনা করিয়া 'মাতাপিতা কর্তৃক অননুজ্ঞাত ব্যক্তিকে তথাগতগণ প্ররাজিত করেন না' শুনিয়া গৃহে যাইয়া রাষ্ট্রপাল কুলপুত্রগণের ন্যায় বহু চেষ্টা করিয়া মাতাপিতার অনুমতি লইলেন এবং শাস্তার নিকট প্ররাজিত হইয়া উপসম্পদা লাভ করিয়া 'আমার এখানে থাকিয়া লাভ কি?' চিন্তা করিয়া তথা হইতে নিষ্কান্ত হইয়া রাজগৃহে যাইয়া ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবনধারণ করিতে লাগিলেন ।

একদিন শ্রাবস্তীতে তাঁহার মাতাপিতা এক উৎসবের দিনে মহা প্রীসোভাগ্য সহকারে পুত্রের বন্ধুদের ক্রীড়া করিতে দেখিয়া 'আমাদের পুত্রের ইহা দুর্লভ হইয়াছে' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । সেই মূহুর্তে এক গণিকা সেই পরিবারে যাইয়া ( সুন্দরসমুদ্র কুমারের ) মাতাকে বলিয়া রোদন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল — 'মা, আপনি কাঁদিতেছেন কেন ?'

'পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছি ।'

'মা, আপনার সেই পুত্র কোথায় ?'

'ভিক্ষুদের নিকট প্ররাজিত হইয়াছে ।'

‘কিং উম্পব্বাজ্জেতুং ন বট্টতী’তি ? ‘বট্টতি, ন পন ইচ্ছতি, ততো নিক্খমিহা রাজগহং গতো’তি । ‘সচাহং তং উম্পব্বাজ্জেয্যং, কিং মে করেষ্যাথা’তি ? ‘ইমস্স তে কুলস্স কুটুম্বসামিনিং করেষ্যামা’তি । ‘তেন হি মে পরিব্বয়ং দেথা’তি পরিব্বয়ং গহেহ্বা মহন্তেন পরিবারেন রাজগহং গম্ব্বা তস্স পিণ্ডায় চরণবীথিং সল্লক্খেহ্বা তথেকং নিবাসগেহং গহেহ্বা পাতোব পণীতং আহারং পটিয়াদেহ্বা থেরস্স পিণ্ডায় পবিট্ঠকালে ভিক্খং দহ্বা কতিপাহচ্চয়েন, ‘ভন্তে ইধেব নিসীদিহ্বা ভত্তিকিচ্চং করোথা’তি পত্তং গণ্হি । সো পত্তমদাসি ।

অথ নং পণীতেন আহারেন পরিবিসিহ্বা, ‘ভন্তে, ইধেব পিণ্ডায় চরিতুং ফাসদুক’ন্তি বহ্বা কতিপাহং আলিন্দে

\*

\*

\*

‘তাহাকে কি ফিরাইয়া আনা যায় না ?’

‘পারা যায়, তবে সে ইচ্ছা করে না । এইখানে প্রব্রজিত হইয়া রাজগৃহে গিয়াছে ।’

‘যদি আমি তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারি আমাকে কি দিবেন ?’

‘তোমাকে আমরা এই পরিবারের কুলবধু করিব ।’

‘তাহা হইলে আমাকে যাতায়াতের খরচ দিন’ বলিয়া তাহা লইয়া অনেক দলবল লইয়া রাজগৃহে যাইয়া সুন্দরসমৃদ্ধ স্থবির কোন রাস্তা দিয়া ভিক্ষা করিতে যায় ঠিক করিয়া সেখানেই একটি বাসস্থান ঠিক করিয়া সকাল সকাল উত্তম আহার প্রস্তুত করিয়া স্থবির পিণ্ডপাতের জন্য প্রবিষ্ট হইলে তাহাকে ভিক্ষা দিয়া কিছুদিন পরে ‘ভন্তে, এখানে বসিয়াই ভোজনকৃত্য সম্পাদন করুন’ বলিয়া তাহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিল । তিনি পাত্র দিলেন ।

তারপর তাহাকে উত্তম আহার পরিবেশন করিয়া ‘ভন্তে, এখানেই ত জ্ঞাপনি ভালভাবে পিণ্ডপাত করিতে পারেন’ বলিয়া কিছুদিন অলিন্দে



নিসীদাপেত্ৰা ভোজেত্ৰা দারকে প্ৰবেহি সঙ্গ্গ্ৰহিত্ৰা ‘এথ তুম্হে থেরস্স আগতকালে ময়ি বারেস্তিষাপি ইধাগন্ত্ৰা রজং উট্ঠাপেষ্যাথা’তি আহ। তে প্ৰদ্নদিবসে থেরস্স ভোজনবেলায় তায় করিয়মানাপি রজং উট্ঠাপেসদং। সা প্ৰদ্নদিবসে, ‘ভন্তে, দারকা করিয়মানাপি মম বচনং অসদ্গ্গিত্ৰা ইধ রজং উট্ঠাপেস্তি, অস্তোগেহে নিসীদথা’তি অস্তো নিসীদা পেত্ৰা কতিপাহং ভোজেসি। প্ৰদ্ন দারকে সঙ্গ্গ্ৰহিত্ৰা ‘তুম্হে ময়া করিয়মানাপি থেরস্স ভোজনকালে মহাসদ্গ্গং করেষ্যাথা’তি আহ। তে তথা করিংসদু। সা প্ৰদ্নদিবসে, ‘ভন্তে, ইমস্মিং ঠানে অতিবিয় মহাসদ্গ্গো হোতি, দারকা ময়া বারিয়মানাপি বচনং ন গণ্হস্তি, উপরিপাসাদেয়েব নিসীদথা’তি বত্ৰা থেরেন অধিবাসিতে থেরং প্ৰদ্নতো কত্ৰা পাসাদং অভিরুহস্তী দ্বারানি পিদহ-

বসাইয়া ভোজন করাইয়া কিছু বালককে পিণ্টক দিয়া প্রলুপ্ত করিয়া বলিল—‘তোমরা এই ভিক্ষু আসিলে আমি বারণ করা সত্ত্বেও ধূলা ছড়াইবে।’ পরের দিন ভোজনকালে স্থবির উপস্থিত হইলে বালকেরা ধূলা ছড়াইতে লাগিল—গণিকা বারণ করিলেও তাহারা শুনিল না। পরের দিন গণিকা স্থবিরকে বলিল—‘ভন্তে, বালকেরা আমি বারণ করা সত্ত্বেও আমার কথা না শুনিয়া এখানে ধূলা ছড়াইতেছে, আপনি বরং আমার ঘরের ভিতরে বসুন’ বলিয়া কিছুদিন ঘরের ভিতরে বসাইয়াই তাহাকে ভোজন করাইলেন। প্ৰদ্নরায় বালকদের একত্রিত করিয়া গণিকা বলিল—‘স্থবিরের ভোজনকালে আমি বারণ করা সত্ত্বেও তোমরা জোরে জোরে শব্দ করিবে।’ তাহারা তাহাই করিল। পরের দিন গণিকা স্থবিরকে বলিল—‘ভন্তে, এখানে খুব শব্দ হয়, বালকেরা আমি বারণ করা সত্ত্বেও আমার কথা শুনে না। চলুন, প্রাসাদের উপরে যাইয়া বসিবেন’ বলিয়া স্থবির সম্মতি প্রদান করিলে স্থবিরকে সম্মুখে রাখিয়া প্রাসাদে আরোহণ করিবার সময় সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়াই

মানাব পাসাদং অভিরূহি । থেরো উক্কট্টসপদানচারিকো  
সমানোপি রসতণ্‌হায় বন্ধো তস্মা বচনেন সন্তভূমিকং  
পাসাদং অভিরূহি ।

সা থেরং নিসীদাপেহা ‘চত্তালীসায় খল্ল, সম্ম, পদ্দম্মুখ  
ঠানোহি ইথী পদ্দিসং অচ্চাবদতি বিজম্ভতি বিনমতি  
গিল্লসতি বিলজ্জতি নথেন নথং ঘট্টেতি, পাদেন পাদং  
অক্কমতি, কট্টেন পথাবিং বিলিযতি, দারকং উল্লঙ্ঘেতি  
ওলঙ্ঘেতি, কীলতি কীলাপেতি, চুম্বতি চুম্বাপেতি, ভুজ্জতি  
ভুজ্জাপেতি, দদতি আযাচতি, কতমন্‌করোতি, উচ্চং  
ভাসতি, নীচং ভাসতি, অবিচ্চং ভাসতি, বিবিচ্চং ভাসতি,  
নচ্চেন গীতেন বাদিতেন রোদিতেন বিলিসিতেন বিভূসিতেন

\*

\*

\*

আরোহণ করিলেন । শ্রবিরের সন্‌নাম ছিল যে তিনি ‘সপদানচারিক’ অর্থাৎ  
পিণ্ডপাতের সময় কোন গৃহ বাদ দেন না । এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও  
তিনি রসতৃষ্ণায় বন্ধ হইয়া গণিকার কথামত সন্তভূমিক প্রাসাদে আরোহণ  
করিলেন ।

গণিকা শ্রবিরকে বসাইয়া—‘সৌম্য পদ্দম্মুখ, নারীরা চল্লিশটা উপায়ে  
পদ্দম্মকে প্রলুপ্ত করে—তাহারা বিজম্ভণ করে, দেহ অবনত করিয়া নিজের  
পৃষ্ঠদেশ দেখায়, অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা নানারূপ হাবভাব প্রকাশ করে, লজ্জার  
ভাণ করিয়া কবাট বা ভিত্তির অন্তরালে লুকায়, নখে নখ ঘর্ষণ করে, এক  
পদের উপর অন্য পদ রাখে, কাঠি দিয়া মাটিতে দাগ কাটে, ছেলেকে একবার  
উপরে তুলিয়া, একবার নীচে নামাইয়া নাচায়, তাহাকে খেলা দেয় ও খেলা  
করায়, তাহাকে চুমা দেয় ও তাহার চুমা খায়, তাহাকে খাওয়ায় ও নিজে খায়,  
তাহাকে কিছ্র দেয় এবং তাহার কাছে কিছ্র চায়, ছেলে যাহা করে নিজে  
তাহার অনুকরণ করে, কখনও উচ্চৈঃস্বরে কথা কয়, কখনও মৃদুস্বরে কথা  
কয়, কখনও নিজনে কথা কয়, কখনও জনমধ্যে কথা কয়, নৃত্য-গীত-বাদ্য-  
কন্দন-বিলাস-ভূষণ দ্বারা মন ভুলায়, অট্টহাস্য করে, (খল) নায়কের প্রতীক্ষায়

জঙ্ঘতি, পেচ্ছতি, কটিং চালেতি, গদ্য্ভাডকং চালেতি,  
উরুং বিবরতি, উরুং পিদহতি, থনং দস্বেসতি, কচ্ছং  
দস্বেসতি, নাভিং দস্বেসতি, অক্খিং নিখণতি, ভদ্দকং  
উক্খপতি, ওট্ঠং পলিখতি, জিব্হং নিল্লালেতি, দস্বেসং  
মুণ্ণতি, দস্বেসং বন্ধতি, সিরসং মুণ্ণতি, সিরসং বন্ধতী'তি  
এবং আগতং ইথিকুত্তং ইথীলীলং দস্বেসত্তা তস্স পুরতো  
ঠিতা ইমং গাথমাহ—

‘অলন্তককতা পাদা, পাদদুকারুয়্হ বেসিয়া ।

তুব্বেস্প দহরো মম, অহম্পি দহরা তব ।

উভোপি পব্বজিস্সাম, জিহ্না দ'উপরায়ণা'তি ॥

\*

\*

\*

তাকাইয়া থাকে, কোমর দুলায়, নিতম্বদেশ সঞ্জালন করে, উরুদেশ হইতে  
আবরণ খুলিয়া লয়, আবার আবরণ টানিয়া উরুদেশ ঢাকে, স্তন খুলিয়া  
দেখায়, বক্ষ খুলিয়া দেখায়, নাভি খুলিয়া দেখায়, চক্ষু নিম্নলীন করে, শ্রু  
টানিয়া তুলে, ওষ্ঠ দংশন করে, জিহ্বা বাহির করিয়া একবার নীচে নামায়,  
একবার উপরে তুলে, জিহ্বা দ্বারা অধরোষ্ঠ লেহন করে, বস্ত্র খুলিয়া ফেলে,  
আবার বস্ত্র কশিয়া পরে, চুল খোলে, আবার চুল বান্ধে ।’—এইভাবে প্রচলিত  
স্ত্রীচরিত্র ও স্ত্রীলীলা প্রদর্শন করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই গাথাটী  
ভাষণ করিল—

‘অলন্তক চরণদুগলা পাদদুকায অবস্থিত গণিকা পাদদুকা হইতে নামিয়া  
আসিল এবং ( জোড়হস্তে মধুরবাক্যে মৃদুহাস্যে বলিল— ) তুমিও তরুণ,  
আমিও তরুণী ।...যখন উভয়ে জীর্ণ হইব, ষষ্টির উপর ভার করিয়া চলিব,  
তখন উভয়ে প্রব্রজিত হইব ।’  
( থেরগাথা ৪৫৯, ৪৬২ ) ।

থেরস্স ‘অহো বত মে ভারিয়ং অনন্দপধারেহা কতকস্ম’ন্তি  
মহাসংবেগো উদপাদি। তস্মিং খণে সখা পণ্ডচত্বালীস-  
যোজনমথকে জেতবনে নিসিন্নোব তং কারণং দিস্বা সিতং  
পাঙ্গাকাসি। অথ নং আনন্দথেরো পদ্বিচ্ছ—‘ভস্তু, কো  
নন্দ থো হেতু, কো পচ্চয়ো সিতস্স পাতুকস্সায়্য’তি।  
‘আনন্দ, রাজগহনগরে সপ্তভূমিকপাসাদতলে সুন্দরসমু-  
দস্স চ ভিক্খুনো গণিকায় চ সঙ্গামো বত্ততী’তি। ‘কস্স  
নন্দ থো, ভস্তু, জয়ো ভবিস্সতি, কস্স পরাজয়ো’তি ? সখা,  
‘আনন্দ, সুন্দরসমুদস্স জয়ো ভবিস্সতি, গণিকায়  
পরাজয়ো’তি থেরস্স জয়ং পকাসেহা তথ নিসিন্নকোব  
ওভাসং ফরিহা ‘ভিক্খু উভোপি কামে নিরপেক্খো  
পজ্জহা’তি বহা ইমং গাথমাহ—

\*

\*

\*

‘অহো আমি না বদ্বিয়া অন্যায় করিয়াছি’—এইভাবে স্থবিরের মহাসংবেগ  
উৎপন্ন হইল। সেই মদুহুতে শাস্তা পয়তাল্লিশ যোজন দূরে জেতবনে  
উপবিষ্ট হইয়াই ( সুন্দরসমুদ্রের ) দুর্দশা দেখিয়া স্মিত হাসিলেন। তখন  
আনন্দ স্থবির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভস্তু, আপনার এই স্মিত  
হাসির কি কারণ ?’

‘আনন্দ, রাজগহনগরে সপ্তভূমিক প্রাসাদের উপরে সুন্দরসমুদ্র ভিক্ষু  
এবং গণিকার সংগ্রাম উপস্থিত।’

‘ভস্তু, কাহার জয় হইবে, কাহার পরাজয় ?’

শাস্তা—‘আনন্দ, সুন্দরসমুদ্রের জয় হইবে, গণিকার পরাজয় হইবে’  
এইভাবে স্থবিরের জয় ঘোষণা করিয়া সেখানে উপবিষ্ট অবস্থাতেই শবীয়  
অবভাস বিচ্ছুরিত করিয়া স্থবিরকে বলিলেন—‘হে ভিক্ষু, উভয় প্রকার  
কাম পরিত্যাগ করিয়া নিজেই তৃষামুক্ত কর।’ বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ  
করিলেন—

‘যোধ কামে পহন্তান, অনাগারো পরিব্বজে ।

কামভবপরিক্খীণং, তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৪১৫ ॥

তস্সথো—যো পদুগলো ইধ লোকে উভোপি কামে হিত্বা  
অনাগারো হুত্বা পরিব্বজ্জতি, তং পরিক্খীণকামণেব  
পরিক্খীণভবণ্ড অহং ব্রাহ্মণং বদামীতি অথো ।

দেসনাবসানে সো থেরো অরহন্তং পত্না ইন্ধিবলেন বেহাসং  
অবভুগন্ত্বা কণ্ঠিকামণ্ডলং বিনিবিজ্জিত্বা সখদু সরীরং  
থোমেন্তোষেব আগন্ত্বা সথারং বন্দি । ধম্মসভায়ম্পি  
কথং সমুট্ঠাপেসদুং, ‘আবুসো, জিব্হাবিঞ্ণেয়্যং রসং  
নিম্সায় মনং নট্ঠো সুন্দরসমুদ্রথেরো, সথা পনস্স  
অবস্সযো জাতো’তি । সথা তং কথং সুত্বা ‘ন, ভিক্খবে,  
ইদানেব, পদুবেপাহং এতস্স রসতণ্হায় বদ্ধমনস্স অবস্সযো

\*

\*

\*

‘যিনি ইহলোকে বাসনা পরিহারপূর্বক অনাগারিক হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ  
করিয়াছেন, যিনি কাম ও ভব ( = পুনর্জন্ম ) ক্ষীণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই  
আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’  
—ধম্মপদ, শ্লোক ৪১৫ ।

অন্বয় : যে ব্যক্তি ইহলোকে উভয় প্রকার কাম পরিত্যাগ করিয়া  
অনাগারিক হইয়া প্রব্রজিত হন, সেই পরিক্ষীণ কাম ও পরিক্ষীণ ভবযুক্ত  
ব্যক্তিকে আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

দেশনাবসানে সেই স্থবির অহংত্ব প্রাপ্ত হইয়া ঋদ্ধিবলে আকাশে উঠিয়া গৃহের  
কণ্ঠিকামণ্ডল ভেদ করিয়া শাস্ত্রের দেহের স্মৃতি করিতে করিতে আসিয়া  
শাস্ত্রকে বন্দনা করিলেন । ধর্মসভায়ও এই কথা উঠিল—‘আবুসো, জিহবা-  
বিজ্জেষ্য রসের কারণে সুন্দরসমুদ্র স্থবিরের মন নষ্ট হইয়াছিল । কিন্তু  
শাস্ত্র তাঁহার আশ্রয় হইলেন ।’ শাস্ত্র ইহা শুনিয়া—‘হে ভিক্ষুগণ, শব্দ  
এইবারেই নহে, পদবে’ও আমি রসতৃষ্ণায় আবদ্ধমন এই ব্যক্তির আশ্রয়

জাতোষেবাণীত বহ্না তেহি যাচিতো তস্মথস্ম পকাসনথং  
অতীতং আহরিত্বা—

‘ন কিরথি রসেহি পাপিয়ো,

আবাসেহি বা সন্থবেহি বা ।

বাতমিগং গহননিস্মিতং

বসমানেসি রসেহি সঞ্জয়ো’তি ॥

এককনিপাতে ইমং ‘বাতমিগজাতকং’ বিখ্যারেত্বা ‘তদা  
সুন্দরসমুদ্ভদো বাতমিগো অহোসি, ইমং পন গাথং বহ্না  
তস্ম বিস্মজ্জাপেতা রঞ্ণেণো মহামচো অহমেবা’তি  
জাতকং সমোধানেসীতি ।

। সুন্দরসমুদ্ভদথেরবথু বন্তিসতিমং ।

\*

\*

\*

হইয়াছিলাম ।’ বলিলে ভিক্ষুদের দ্বারা যাচিত হইয়া সেই বিষয় প্রকাশ  
করিবার জন্য অতীত আহরণ করিয়া এককনিপাতের ‘বাতম্গজাতক’  
( জাতক সংখ্যা ১৪ ) বর্ণনাকালে এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘গৃহে কিংবা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে মনকে প্রলুপ্ত করিতে জিহবার লালসার  
সমান কোন পাপ নাই । মধুর লালসায় বাতম্গ গহন কানন ছাড়িয়া  
সঞ্জয়ের নিকট বন্দী হইয়াছিল ।’—এইভাবে বাতম্গজাতক বিস্তৃতভাবে  
বর্ণনা করিয়া শাস্তা জাতকের সমবধান করিয়া বলিলেন—‘তখন সুন্দরসমুদ্ভদ  
ছিল সেই বাতম্গ । এই গাথা বলিয়া তাহার মদুস্তিতা ছিলাম রাজার  
মহামাত্য আমি ।’

॥ সুন্দরসমুদ্ভদ স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

## জটিলখেরবখু । ৩৩

‘যোধ তণ্হ’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেল্লবনে বিহরন্তেতা  
জটিলখেরং আরব্ভ কথেসি ।

তদ্রায়ং অনন্দপূর্ব্বী কথা—অতীতে কির বারাগসিয়ং দে  
ভাতরো কুটুম্বিকা মহন্তং উচ্ছদ্বথেত্তং কারেসদ্বং । অথেক-  
দিবসং কনিট্ঠভাতা উচ্ছদ্বথেত্তং গন্ড্বা ‘একং জেট্ঠভাতি-  
কস্স দস্সামি, একং মষ্হং ভবিস্সতী’তি দে উচ্ছদ্বট্ঠিয়ো  
রসস্স অনিক্খমনথায় ছিন্নট্ঠানে বন্ধিহা গণ্হি । তদা  
কির উচ্ছদ্বনং যন্তেন পীলনকিচ্ছং নথি, অগ্গে বা মূলে বা  
ছিদ্দিহা উক্খিত্তকালে ধম্মকরণতো উদকং বিয় সয়মেব  
রসো নিক্খমতি । তস্স পন থেত্ততো উচ্ছদ্বট্ঠিয়ো  
গহেহা আগমনকালে গন্ড্বাদনে পছেকবুদ্ধো সমাপত্তিতো

\*

\*

\*

## জটিল স্থবিরের উপাখ্যান । ৩৩ ।

‘যোধ তণ্হ’ন্তি ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে জটিল  
স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ দিয়াছিলেন ।

ইহার আনন্দপূর্ব্বিক কথা নিম্নরূপ :—

অতীতে বারাগসীতে কুটুম্বিক দুই ভ্রাতা বিশাল ইক্ষুক্ষেত্র প্রস্তুত  
করিয়াছিলেন । একদিন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইক্ষুক্ষেত্রে যাইয়া ‘একটি জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে  
দিব এবং অপরটি আমার হইবে’ চিন্তা করিয়া দুইখানি ইক্ষু লইয়া যাহাতে  
( কতিংগ ) ছিন্নস্থান হইতে রস বহির্গত না হয় তৎজন্য ঐ স্থান বাঁধিয়া  
লইয়া চলিলেন । তখনকর দিনে যন্ত্রের দ্বারা ইক্ষুর রস নিষ্কাশন করা  
হইত না । ইক্ষুর অগ্রভাগে বা নিম্নভাগে ছেদন করিয়া উপড়ে করিয়া  
ধরিলে রস স্বয়ংই নিগত হইত যেন কমন্ডলু হইতে জলধারা পতিত  
হইতেছে । তিনি যখন ক্ষেত্র হইতে ইক্ষু লইয়া ফিরিতেছিলেন তখন গন্ড-  
বাদন পর্ব্বতে প্রত্যেকবুদ্ধ সমাপত্তি ( ধ্যান ) হইতে উঠিয়া—‘অদ্য কে

বুট্টায় ‘কস্স ন্দু থো অজ্জ অনঙ্গহং করিস্সামী’তি উপধারেন্তো তং অন্তনো ঐগজালে পবিট্টং দিস্সা সঙ্গহং কাতুং সমথভাবণ্ড ঐহ্বা পত্তচীবরং আদায় ইন্ধিয়া আগন্ড্বা তস্স পুরতো অট্টাসি । সো তং দিস্সাব পসন্নচিত্তো উত্তর-সাটকং উচ্চতরে ভূমিপদেসে অথরিত্বা, ‘ভন্তে, ইধ নিসীদ-থা’তি পচ্চেকবুদ্ধং নিসীদাপেহ্বা ‘পত্তং উপনামেথা’তি উচ্ছুষট্ঠিয়া বন্ধনট্টানং মোচেহ্বা পত্তস্স উপরি অকাসি, রসো ওতিরিত্বা পত্তং পুরেসি । পচ্চেকবুদ্ধেন তস্মিং রসে পীতে ‘সাধুকং বত মে অযোন রসো পীতো । সচে মে জেট্টভাতিকো মূলং আহরাপেস্সতি, মূলং দস্সামি । সচে পত্তিং আহরাপেস্সতি, পত্তিং দস্সামী’তি চিন্তেহ্বা, ‘ভন্তে, পত্তং মে উপনামেথা’তি দুতীয়ম্পি উচ্ছুষট্ঠিং মোচেহ্বা রসং অদাসি । ‘ভাতা মে উচ্ছু-

\*

\*

\*

আমার দ্বারা অনঙ্গহীত হইবে’ চিন্তা করিলে তিনি তাঁহার জ্ঞানজালে প্রবিষ্ট এবং তিনি তাঁহাকে সেবা করিতেও সক্ষম দেখিয়া পাত্রচীবর লইয়া স্বাক্ষি প্রভাবে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন । তিনি তাঁহাকে ( প্রত্যেক-বুদ্ধকে ) দর্শন করিবামাত্র প্রসন্ন হইলেন এবং উত্তরশাটক উঁচু ভূমিতে বিছাইয়া দিয়া ‘ভন্তে এখানে বসনু’ বলিয়া প্রত্যেক বুদ্ধকে বসাইয়া ‘পাত্র আমাকে দিন’ বলিয়া ইক্ষুর বন্ধনস্থান খুলিয়া পাত্রের উপর ধরিলেন । রস নির্গত হইয়া ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিল । প্রত্যেকবুদ্ধ সেই রস পান করিলেন দেখিয়া তিনি ভাবিলেন—‘আষ’ ( প্রত্যেকবুদ্ধ ) ভালভাবেই রস পান করিয়াছেন । যদি জ্যেষ্ঠভ্রাতা মূল্য চান মূল্য দিব, দানের ভাগ যদি চান তাহাও দিব’ এবং ‘ভন্তে, পাত্র আমাকে দিন’ বলিয়া দ্বিতীয় ইক্ষুখণ্ড হইতে রস নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহাকে দিলেন । ‘আমার ভ্রাতা ইক্ষুক্ষেত্র হইতে অন্য ইক্ষু লইয়া যাইবেন’ এইরূপ প্রবণ্ণনা-চিত্ত তাঁহার মনেও স্থান পায়নি । প্রত্যেকবুদ্ধ প্রথম ইক্ষুরস পান করিয়াছেন বলিয়া দ্বিতীয় ইক্ষুরস অন্যদের



খেত্ততো অঞ্ঞ উচ্ছুং আহরিয়া খাদিস্সতীতি  
এত্তকম্পি কিরস্স বণ্ণনিচত্তং নাহোসি। পচ্ছেকবুদ্ধো পন  
পঠমং উচ্ছুরসস্স পীতত্তা তং উচ্ছুরসং অঞ্ঞেহিপি  
সন্ধিং সংবিভজিতুকামো হুত্বা গহেত্বাব নিসীদি। সো  
তস্স আকারং এত্বা পণ্ণপতিট্ঠিতেন বন্দিয়া ‘ভস্কে, যো  
অয়ং ময়া দিন্নো অণ্ণরসো, ইমস্স নিস্সন্দেন দেবমনদ্দ-  
স্সসদ্দ সম্পত্তিং অনদ্দভবিয়া পরিয়োসানে তুম্হেহি পত্ত-  
ধম্মমেব পাপদুণেয়া’ন্তি পথনং পট্ঠপেসি। পচ্ছেকবুদ্ধো-  
পিস্স ‘এবং হোত্দ্’তি বত্তা ‘ইচ্ছিতং পথিতং তুষ্হ’ন্তি  
দ্বীহি গাথাহি অনদ্দমোদনং কত্তা যথা সো পস্সতি,  
এবং অধিট্ঠহি ত্বা আকাসেন গম্মমাদনং গম্মত্বা পণ্ণস্সং  
পচ্ছেকবুদ্ধস্সতানং তং রসং অদাসি।

সো তং পাটিহারিয়ং দিস্স্বা ভাতু সন্তিকং গম্মত্বা ‘কহং  
গতোসী’তি বুদ্ধে ‘উচ্ছুখেত্তং ওলোকেতুং গতোম্হী’তি।

\*

\*

\*

সহিত ভাগ করিয়া খাইতে ইচ্ছুক হইয়া তাহা গ্রহণ করিয়া বসিয়া  
থাকিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রত্যেকবুদ্ধের মনোভাব বদ্বিতে পারিয়া পণ্ণ  
প্রতিষ্ঠিতের দ্বারা তাঁহাকে বন্দনা করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন—‘ভস্কে,  
আমি যে অণ্ণরস আপনাকে প্রদান করিয়াছি তাহার পুণ্য প্রভাবে যেন আমি  
দেবমনদ্দ্যুলোকে সুখসম্পত্তি লাভ করিয়া পরিশেষে আপনি যে ধর্ম ( অর্থাৎ  
অহঁত্ব বা বুদ্ধত্ব ) লাভ করিয়াছেন তাহা লাভ করিতে পারি।’ প্রত্যেকবুদ্ধও  
‘তাহাই হউক’ বলিয়া ‘তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক...’ ইত্যাদি দুইটি  
গাথার দ্বারা অনদ্দমোদন করিয়া যাহাতে কনিষ্ঠভ্রাতা সব দেখিতে পান এই  
অধিষ্ঠান করিয়া আকাশ পথে গম্মমাদনে যাইয়া পণ্ণশত প্রত্যেক বুদ্ধকে  
সেই রস প্রদান করিলেন। ( কনিষ্ঠ সমস্তই দেখিতে পাইলেন )।

কনিষ্ঠ এই প্রাতিহাষ দেখিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট উপস্থিত হইলে  
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কোথায় গিয়াছিলে?’

‘ইন্দুক্কেত্রে দেখিতে গিয়াছিলাম।’

‘কিং তাদিসেন উচ্ছৃৎখন্তুং গতেন, নন্দ নাম একং বা ধ্বে  
 বা উচ্ছৃৎখট্ঠিয়ো আদায় আগন্তব্বং ভবেয্যা’তি ভাতরা  
 বদন্তো—‘আম, ভাতিক, ধ্বে মে উচ্ছৃৎখট্ঠিয়ো গহিতা,  
 একং পন পচ্চেকবদ্দকং দিস্বা মম উচ্ছৃৎখট্ঠিতো রসং দত্ত্বা  
 ‘মূলং বা পত্তিৎ বা দস্সামী’তি তুম্হাকম্পি মে উচ্ছৃৎখট্ঠি-  
 তিতো রসো দিব্বো, কিং ন্দ খো তস্স মূলং গণ্হিস্সথ,  
 উদাহু পত্তি’ন্তি আহ । ‘কিং পন পচ্চেকবদ্দকেন কত’ন্তি ?  
 ‘মম উচ্ছৃৎখট্ঠিতো রসং পিবিয়া তুম্হাকং উচ্ছৃৎখট্ঠিতো  
 রসং আদায় আকাসেন গন্ধমাদনং গন্ত্বা পণ্ডসতানং পচ্চেক-  
 বদ্দকানং অদাসী’তি । সো তস্মিং কথেন্তেষেব নিরন্তরং  
 পীতিয়া ফুট্ঠসরীরো হুত্ত্বা ‘তেন মে পচ্চেকবদ্দকেন  
 দিট্ঠধম্মস্সেব অধিগমো ভবেয্যা’তি পথনং অকাসি ।

\*

\*

\*

‘এইভাবে ইক্ষুক্ষেত্রে যাইয়া লাভ কি ?

একটি দইটি ইক্ষুযষ্টি ত সঙ্গে আনিতে পারিতে ?’

‘হ্যাঁ লাভঃ, দইটি ইক্ষুযষ্টি আমি আনিতেছিলাম । কিন্তু একজন  
 প্রত্যেকবদ্দকে দেখিয়া আমার ইক্ষুযষ্টি হইতে তাঁহাকে রস প্রদান করিলাম ।  
 তারপর ‘প্রয়োজন হইলে মূল্য বা পুণ্যাংশ প্রদান করিব’ ভাবিয়া আপনার  
 ইক্ষুযষ্টি হইতেও রস তাঁহাকে প্রদান করিলাম । এখন বলুন ইহার মূল্য  
 লইবেন না পুণ্যাংশ গ্রহণ করিবেন ।’

‘প্রত্যেকবদ্দ কি করিলেন ?’

‘আমার ইক্ষুযষ্টির রস পান করিয়া আপনার ইক্ষুযষ্টির রস গ্রহণ  
 করিয়া আকাশপথে গন্ধমাদনে যাইয়া তাহা পণ্ডশত প্রত্যেকবদ্দকে ভাগ  
 করিয়া দিলেন ।’ কনিষ্ঠ যখন এইভাবে সব বর্ণনা করিতেছিলেন তাহা  
 শুনিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা নিরন্তর আনন্দে আপ্নত হইলেন ( তাঁহার শরীর  
 রোমাঞ্চিত হইল ) এবং প্রার্থনা করিলেন ‘আমি যেন প্রত্যেকবদ্দকে ধর্ম  
 লাভ করিয়াছেন তাহা লাভ করিতে পারি ।’ এইভাবে কনিষ্ঠ যখন

এবং কনিট্ঠেন তিস্সো সম্পত্তিয়ো পথিতা জেট্ঠেন পন  
একপদেনেব অরহত্তং পথিতন্তি ইদং তেসং পদ্বস্বকস্মং ।  
তে যাবতায়দুকং ঠত্বা ততো চুতা দেবলোকে নিব্বত্তিত্বা একং  
বুদ্ধান্তরং থেপয়িস্সু । তেসং দেবলোকে ঠিতকালেষেব  
বিপস্সীসম্মাসম্বুদ্ধো লোকে উপজ্জি । তেপি দেবলোকতো  
চবিত্তা বন্ধুমতিয়া একস্মিং কুলগেহে জেট্ঠো জেট্ঠোব,  
কনিট্ঠো কনিট্ঠোব হুত্বা পটিসন্ধিং গণ্হিস্সু । তেসু  
জেট্ঠস্স ‘সেনো’তি নামং অকংসু, কনিট্ঠস্স ‘অপরা-  
জিতো’তি । তেসু বয়স্পত্তকালে কুটুম্বং সণ্ঠাপেত্বা  
বিহরন্তেসু ‘বুদ্ধরতনং লোকে উপপন্নং ধম্মরতনং, সঙ্ঘরতনং,  
দানানি দেথ, পুণ্ড্রাণি কেরোথ, অজ্জ অট্ঠমী, অজ্জ  
চাতুদ্দসী, অজ্জ পন্নরসী, উপোসথং কেরোথ, ধম্মং  
সুণাথার্থিতা । ধম্মঘোসকস্স বন্ধুমতীনগরে ঘোসনং সুত্বা

\*

\*

\*

তিন প্রকার সম্পত্তি প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি একেবারে অহঁত্ব লাভ  
করিবার জন্য প্রার্থনা নিবেদন করিলেন । ইহাই তাঁহাদের পূর্বজন্ম  
কথা ।

তাঁহারা আয়ত্কালা পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া আয়ত্কালা শেষে সেখান হইতে  
চ্যুত হইয়া দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া এক বুদ্ধান্তর কাল অতিবাহিত করিলেন ।  
তাঁহারা যখন দেবলোকে তখন বিশণী সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত  
হইয়াছিলেন । তাঁহারাও দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া বন্ধুমতী নগরে এক  
কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন—জ্যেষ্ঠভ্রাতা এই জন্মেও জ্যেষ্ঠভ্রাতা হইলেন  
এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ । জ্যেষ্ঠের নাম হইল ‘সেন’ এবং কনিষ্ঠের  
নাম হইল ‘অপরাজিত’ । তাঁহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সংসার বন্ধনে  
আবদ্ধ হইলেন । একদিন সেন গৃহপতি বন্ধুমতী নগরে ঘোষকের ঘোষণা  
শুনিলেন—‘বুদ্ধরত্ন জগতে উৎপন্ন হইয়াছে, ধর্মরত্ন, সঙ্ঘরত্ন জগতে উৎপন্ন  
হইয়াছে । দান দাও । পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর । অদ্য অট্ঠমী...অদ্য  
চতুর্দশী...অদ্য পঞ্চদশী ( অমাবস্যা বা পূর্ণিমা ), উপোসথ কর, ধর্মপ্রবণ

মহাজনং পদুরেত্তত্তং দানং দত্ত্বা পচ্ছান্তত্তং ধম্মস্সবনায়  
গচ্ছত্তত্তং দিস্স্বা সেনকুট্টদ্বিম্বকো ‘কহং গচ্ছথারিত পদ্বিচ্ছত্ত্বা  
‘সথদ্ব সন্তিকব্ব ধম্মস্সবনায়’তি বদন্তে ‘অহম্পি  
গমিস্সামী’তি তেহি সন্ধিংয়েব গন্ত্বা পরিসপারিয়ন্তে  
নিসীদি ।

সথা তস্স অত্থাসয়ং বিদিত্বা অনদ্বপদ্বিবং কথং কথেসি । সো  
সথদ্ব ধম্মং সদ্বত্ত্বা পব্বজ্জায় উস্সাহজাতো সথারং পব্বজ্জং  
যাচি । অথ নং সথা ‘অথি পন তে অপলোকেতব্বা  
ঞাতকা’তি পদ্বিচ্ছি । ‘অথি, ভন্তে’তি । ‘তেন হি অপলো-  
কেত্বা এহী’তি । সো কনিট্টস্স সন্তিকং গন্ত্বা ‘যং ইমস্মিং  
কুলে সাপতেযাং, তং সব্বং তব হোতদ্ব’তি আহ । ‘তুম্হে  
পন, সামী’তি । ‘অহং সথদ্ব সন্তিকে পব্বজিস্সামী’তি । ‘সামি

\*

\*

\*

কর ।’ এই ঘোষণা শুনিয়া জনগণ পদ্বাহ্নে দান দিয়া অপরাহ্নে ধর্ম’  
শ্রবণের জন্য যাইতে লাগিলেন । ইহা দেখিয়া সেন গৃহপতি জিজ্ঞাসা  
করিলেন—আপনারা কোথায় যাইতেছেন ?’

‘শান্তার নিকট ধর্ম’শ্রবণ করিতে যাইতেছি ।’

‘আমিও যাইব’ বলিয়া সেন গৃহপতি তাহাদের সহিত যাইয়া পরিষদের  
এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন ।

শাস্তা তাঁহার অধ্যাশয় জানিয়া অ্যান্দপদ্বিব’ক ভাবে ( অর্থাৎ দান কথা,  
শীলকথা’ নৈস্কম্য কথা ইত্যাদি ) ধর্ম’দেশনা করিলেন । তিনি শান্তার  
ধর্ম’দেশনা শুনিয়া প্রব্রজ্যা লাভের জন্য উৎসাহিত হইয়া শান্তার নিকট  
প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন । শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমার  
পোষ্য কেহ নাই কি ?’ হ্যাঁ ‘ভন্তে, আছে ।’ ‘তাহা হইলে যাও এবং তাহাদের  
অনুমতি লইয়া আইস ।’ তিনি কনিষ্ঠের নিকট যাইয়া বলিলেন—

‘এই গৃহে যত ধনসম্পদ আছে, সমস্তই তুমি গ্রহণ কর ।’

‘প্রভু আপনি কোথায় যাইবেন ?’

‘আমি শান্তার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব ।’

কিং বদেথ, অহং মাতারি মতায় মাতরং বিয়, পিতারি মতে পিতরং বিয় তুম্‌হে অলখং, ইদং কুলং মহাভোগং, গেহে ঠিতেনেব সন্ধা পদুঞ্ঞানি কাতুং, মা এবং করিথা'তি । 'ময়্যা সখদু সন্তিকে ধম্মে সদ্‌তো, ন সন্ধা তং অগারমম্‌থে ঠিতেন পদু‌রেতুং, পম্বজিস্সামেবাহং, স্বং নিবত্তাহী'তি । এবং সো কনিট্‌ঠং নিবত্তাপেত্তা সখদু সন্তিকে পম্বজিত্তা লঙ্কপ-সম্পদো ন চিরস্সেব অরহন্তং পাপদুগ্‌গি । কনিট্‌ঠোপি 'ভাতু পম্বজিতসন্ধারং করিস্সামী'তি সত্তাহং বদুস্পমদুস্পস ভিকখদুসম্বস্স দানং দত্তা ভাতরং বন্দিত্তা আহ—'ভস্‌সে, তুম্‌হেহি অন্তনো ভবনিস্সরগং কতং, অহং পন পণ্‌ঠিহি কামগদুগ্‌গেহি বন্ধো নিক্‌খমিত্তা পম্বজিতুং ন সন্ধোমি, ময়্‌হং গেহে ঠিতস্সেব অনুচ্ছবিকং মহন্তং পদুঞ্ঞকম্মং আচিক্‌খথা'তি । অথ নং থেরো 'সাধু সাধু, পণ্ডিত,

‘প্রভু, আপনি কি বলিতেছেন ? মাতৃবিয়োগ হইলে মাতার মত, পিতৃ-বিয়োগ হইলে পিতার মত আমি আপনাকে লাভ করিয়াছি । এই পরিবারে অনেক ধনসম্পদ আছে । গৃহে অবস্থান করিরাও ত পদ্য্য সঞ্চয় করা যায় । আপনি এইরূপ করিবেন না ।’

‘আমি শাস্তার নিকট ধর্মশ্রবণ করিয়াছি । সংসারে থাকিয়া সেই ধর্ম পালন করা অসম্ভব । আমি প্রব্রজ্যাই গ্রহণ করিব । অতএব তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও ।’ এইভাবে তিনি কনিষ্ঠকে ফিরাইয়া দিয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রাপ্ত হইয়া অচিরেই অহং ভূ লাভ করিলেন । কনিষ্ঠও ‘প্রব্রজিত ভ্রাতার সংকার করিব’ বলিয়া সপ্তাহকাল বুদ্ধ প্রমদু ভিক্ষুসম্মকে দান দিয়া ভ্রাতাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—‘ভস্‌সে, আপনি ত আপনার ভবনিঃসরণ করিয়াছেন । আমি পণ্ড কামগদুগ্‌গে আবদ্ধ বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লাভ করিতে পারিতেছি না । অতএব এমন একটা মহৎ পদ্য্যকর্মের নিদে'শ করুন যাহাতে গৃহে থাকিয়াও আমি মহাপদ্য্যের অধিকারী হইতে পারি ।’ তখন ভ্রাতা স্থবির তাঁহাকে বলিলেন—‘সাধু,

সখ্ণ গন্ধকুটিং করোহী'তি আহ । সো 'সাধু'তি সম্পটি-  
 চ্ছিহ্বা নানাদারুনি আহরাপেহ্বা থম্ভাদীনং অথায় তচ্ছাপেহ্বা  
 একং সুবল্লখচিৎ, একং রজতখচিৎ, একং মণিখচিৎ  
 সম্বানি সন্তরতনখচিতানি কারেহ্বা তেহি গন্ধকুটিং কারেহ্বা  
 সন্তরতনখচিতাহেব ছদনিট্ঠকাহি ছাদাপেসি । গন্ধকুটিয়া  
 করণকালেষেব পন তং অন্তনা সমাননামকো অপরাজিতোষেব  
 নাম ভাগিনেয্যো উপসম্বকমিহ্বা 'অহম্পি করিস্সামি,  
 ময়'হম্পি পত্তিৎ দেথ মাতুলা'তি আহ । 'ন দেমি, তাত,  
 অএহ্ণেহি অসাধারণং করিস্সামী'তি । সো বহুস্পি  
 যাচিহ্বা পত্তিৎ অলভমানো 'গন্ধকুটিয়া পুরতো কুঞ্জরসালং  
 লঙ্কং বটুতী'তি সন্তরতনময়ং কুঞ্জরসালং কারেসি । সো  
 ইমস্মিং বুদ্ধপাদে 'মে'ডকসেট্ঠি' হুহ্বা নিব্বত্তি ।

\*

\*

\*

সাধু, পণ্ডিত ! শাস্ত্রের জন্য একটি গন্ধকুটি নির্মাণ করিয়া দাও ।' তিনিও  
 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া সম্মতি জানাইয়া বিবিধ প্রকার কাষ্ঠ আনাইয়া  
 স্তম্ভ নির্মাণের উপযোগী করিয়া সেইগুলিকে চিরাই করাইয়া একটি সুবর্ণ-  
 খচিত, একটি রজতখচিত, একটি মণিখচিত—এইভাবে সমস্তগুলিকে ( অর্থাৎ  
 স্তম্ভগুলিকে ) সন্তরত্নের দ্বারা খচিত করাইয়া সেইগুলির দ্বারা গন্ধকুটি  
 নির্মাণ করাইয়া সপ্তরত্নখচিত ছাদন ইষ্টকসমূহ নির্মাণ করাইয়া গন্ধকুটি  
 আচ্ছাদিত করাইলেন । তিনি যখন গন্ধকুটি নির্মাণ করাইতেছিলেন তখন  
 তাহার স্বনামীয় ভাগিনা অর্থাৎ অপরাজিত আসিয়া বলিলেন—'মাতুল,  
 আমিও করিব, আমাকেও গন্ধকুটি নির্মাণের পুণ্য দান করুন ।'

'না বৎস, আমি দিতে পারিব না । অন্যদের নিকট যাহা অসাধারণ  
 আমি তাহাই করিব, ( তুমি ইহার ভাগ লইতে আসিওনা ) ।'

ভাগিনা বহু প্রাথনা করিয়াও ঐ পুণ্যকর্মের ভাগ লাভ না করিয়া  
 'গন্ধকুটির সম্মুখে একটি হস্তীশালা থাকা প্রয়োজন' মনে করিয়া সপ্তরত্নময়  
 কুঞ্জরশালা নির্মাণ করাইয়া দিলেন । তিনি অর্থাৎ সেই ভাগিনা বর্তমান  
 ( গোতম ) বুদ্ধের উৎপত্তিকালে মে'ডকপ্রোষ্ঠি নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ।

গন্ধকুটিয়ং পন সন্তরতনময়ানি তীর্ণি মহাবাতপানানি  
 অহেসদং । তেসং অভিমুখে হেট্ঠা সদ্ধাপরিকম্মকতা  
 তিস্সো পোক্খরনিয়ো কারেত্বা চতুজ্জাতিকগন্ধোদকস্স  
 পুরেত্বা অপরাজিতো গহপতি পণ্ডবল্লানি কুসুম্মানি  
 রোপাপেসি তথাগতস্স অন্তো নিসিন্ধকালে বাতবেগেন  
 সমুট্ঠিতাহি রেণুবট্টীহি সরীরস্স ওকিরণথং । গন্ধকুটি-  
 থুপিকায় কপল্লং রত্তসদ্বল্লময়ং অহোসি, পবালময়া সিখরা,  
 হেট্ঠা মণিময়া ছদনিট্ঠকা । ইতি সা নচ্চন্তো বিস্স  
 মোরো সোভমানা অট্ঠাসি । সত্তসদু পন রতনেসদু  
 কোট্টেতব্বযদুত্তকং কোট্টেত্বা ইতরং সকলমেব গহেত্বা  
 জল্লমন্তেন ওধিনা গন্ধকুটিং পরিক্খাপিত্বা পরিবেণং  
 পুরেসি ।

এবং গন্ধকুটিং নিট্ঠাপেত্বা অপরাজিতো গহপতি ভাতিক-  
 থেরং উপসঙ্কমিত্বা আহ—‘ভন্তে, নিট্ঠিতা গন্ধকুটি,

\*

\*

\*

গন্ধকুটিতে সপ্তরত্নময় তিনটি বৃহৎ গবাক্ষ ছিল । ইহাদের অভিমুখে  
 নীচে সদ্ধাপরিকর্মকৃত ( অর্থাৎ চূণকাম করা হইয়াছে এমন ) তিনটি  
 পদুষ্করিণী নির্মাণ করা হইয়া সেইগুলি চারিপ্রকার গন্ধোদকের দ্বারা পূর্ণ  
 করিয়া অপরাজিত গহপতি তাহাতে পণ্ডবর্ণের কুসুম রোপণ করাইলেন—  
 যাহাতে তথাগত গন্ধকুটিতে উপবেশন করিলে বাতবেগের দ্বারা সমুদ্রিত  
 পদুপরেণু যেন তাহার দেহ আবৃত করে । গন্ধকুটির শিখরে যে ভিক্ষাপাত্র  
 ছিল তাহা রত্তসদ্বর্ণময়, শিখর প্রবালময় । নীচের আচ্ছাদন ইষ্টকসমূহ  
 ছিল মণিময়—ইহার ফলে মনে হইতেনিহিল যেন গন্ধকুটির শিখরদেশে একটি  
 ময়ূর নৃত্য করিতেছে । সপ্তরত্নের মধ্যে যাহা যাহা কোট্টনযোগ্য সেইগুলিকে  
 কুটিত করিয়া গন্ধকুটির অভ্যন্তরে বিছাইয়া দিয়া অবশিষ্ট সমস্ত লইয়া গন্ধ-  
 কুটির চতুর্দিকে পরিবেণ জাগুমাত্র গভীর করিয়া পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন ।

এইভাবে গন্ধকুটির নির্মাণকাৰ্য সমাপ্ত করিয়া অপরাজিত গহপতি ভ্রাতা-  
 স্থবিরের নিকট যাইয়া বলিলেন—‘ভন্তে, গন্ধকুটির কাৰ্য সমাধা হইয়াছে,

পরিভোগমস্সা পচ্চাসীসামি, পরিভোগেন কির মহন্তং  
 পদুঞ্ঞং হোতী'তি । সো সথারং উপসঙ্কমিহ্বা, 'ভন্তে,  
 ইমিনা কির যো কুটুদ্বিকেন গন্ধকুটি কারিতা, ইদানি পন  
 পরিভোগং পচ্চাসীসতী'তি আহ । সথা উট্ঠায়াসনা  
 গন্ধকুটিঅভিমুখং গন্ত্বা গন্ধকুটিং পরিক্খাপিহ্বা পরি-  
 ক্খত্তরতনরাসিং ওলোকেন্তো দ্বারকোট্ঠকে অট্ঠাসি ।  
 অথ নং কুটুদ্বিকো 'পবিসথ, ভন্তে'তি আহ । সথা  
 তথৈব ঠত্বা ততিয়বারে তস্স ভাতিকথেরং ওলোকেসি ।  
 সো ওলোকিতাকারেণেব ঞ্ছা কনিট্ঠভাতরং আহ—  
 "এহি তাত, 'মমেব রক্খা ভবিমস্সতি, তুম্হে যথাসমুখং  
 বসথা'তি সথারং বদেহী'তি । সো তস্স বচনং সমুত্ত্বা সথারং  
 পণ্ডপতিট্ঠিতেন বন্দিহ্বা, 'ভন্তে, যথা মনুস্সা রুক্খমূলে  
 পবিসিহ্বা অনপেক্খা পক্কমন্তি, যথা বা নদিং তরিস্বা

\*

\*

\*

এখন শাস্তা যাহাতে তাহা পরিভোগ করেন আমি তাহাই ইচ্ছা করিতেছি,  
 কারণ শাস্তা পরিভোগ করিলেই মহাপদ্যলাভ হইবে ।' ভ্রাতা-স্ববির শাস্তার  
 নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'ভস্বে, আপনার এই গৃহপতি আপনার জন্য  
 একটি গন্ধকুটি নিৰ্মাণ করিয়াছে । এখন সে ইচ্ছা করিতেছে, যাহাতে আপনি  
 ইহা পরিভোগ করেন ।' শাস্তা আসন হইতে উঠিয়া গন্ধকুটি অভিমুখে  
 যাইয়া গন্ধকুটির চতুর্দিকে প্রক্ষিপ্ত রত্নরাশি অবলোকন করিয়া গন্ধকুটির  
 দ্বারকোষ্ঠকে আসিয়া দাঁড়াইলেন । তখন ( অপরািজিত ) গৃহপতি বলিলেন  
 —'ভস্বে, প্রবেশ করুন ।' শাস্তা সেখানেই দাঁড়াইয়া তিনবার তাহার ভ্রাতা-  
 স্ববিরের দিকে তাকাইলেন । তিনি শাস্তার অবলোকনের কারণ বদ্বিতে  
 পারিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন—"আইস বৎস, তুমি শাস্তাকে এইরূপ বল—  
 'ভস্বে, আপনার রক্ষার দায়িত্ব আমার, আপনি এখানে সুখে বাস করুন ।"  
 তিনি জ্যেষ্ঠের কথা শুনিয়া শাস্তাকে পণ্ড প্রতিষ্ঠিতের দ্বারা বন্দনা করিয়া  
 বলিলেন—'ভস্বে, যেমন লোকেরা বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিয়া অনপেক্ষ হইয়া  
 চিনিয়া যায় ( অর্থাৎ বৃক্ষটির কথা চিন্তা করেনা ), যেমন লোকেরা নৌকার



উল্লেখ্যপং অনপেক্ষা পরিচ্ছজন্তি, এবং অনপেক্ষা হৃদ্বা  
তুম্হে বসথা'তি আহ। কিমথং পন সথা অট্ঠাসি ?  
এবং কিরস্স অহোসি—‘বুদ্ধানং সন্তিকং পদুরেভত্তম্পি  
পচ্ছাভত্তম্পি বহু আগচ্ছন্তি, তেসু রতনানি আদায়  
পক্কমন্তেসু ন সন্ধা অম্হেহি' বারেতুং পরিবেণম্হি  
এত্তকে রতনে বোিকিলে অত্তনো উপট্ঠাকে হরন্তেপি ন  
বারেতীতি কুটুম্বিকো ময়ি আঘাতং কহা অপাযুপগো  
ভবেয্যা'তি ইমিনা কারণেন অট্ঠাসি। তেন পন, ‘ভন্তে,  
মমেব রক্খা ভবিম্সসিতি, তুম্হে বসথা'তি বুদ্ধে পার্বসি।  
কুটুম্বিকো সমন্তা রক্খং ঠপেহা মনুস্সে আহ—‘তাতা,  
উচ্ছস্সেন বা পচ্ছিপসিব্বকেহি বা আদায়গচ্ছন্তে বারেয্যাথ,  
হথেন গহেহা গচ্ছন্তে পন মা বারযিথা'তি। অন্তোন-

\*

\*

\*

দ্বারা নদী পার হইয়া অনপেক্ষ হইয়া নৌকাটিকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ অনপেক্ষ  
হইয়াই আপনি এখানে বাস করুন।’ শাস্তা কেন দাঁড়াইয়াছিলেন ? কারণ  
শাস্তার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—‘বুদ্ধগণের নিকট পদ্বাঙ্কে এবং  
অপর্যাঙ্কে বহু ব্যক্তি আসে, তাহারা আসিয়া রত্নসমূহ লইয়া চলিয়া গেলে  
আমরা কিছুই বলিতে পারিব না। পরিবেণে এত রত্ন ছড়াইয়া দেওয়া  
হইয়াছে যে, যে কেহ লইয়া যাইতে পারে। তখন যেন গৃহপতি ‘নিজের  
শিষ্যগণ হরণ করিলেও তিনি বারণ করিতেছেন না’ এই চিন্তা করিয়া আমার  
মনে আঘাত না দেয়, তাহা হইলে সে নরকগামী হইবে।’—এই কারণেই তিনি  
দ্বারকোষ্ঠকে দাঁড়াইয়াছিলেন। কাজেই যখন গৃহপতি বলিলেন—‘ভন্তে,  
সব রক্ষার দায়িত্ব আমার। আপনি সুখে বাস করুন’—তখনই শাস্তা  
গম্বকুটিতে প্রবেশ করিলেন।

গৃহপতি চতুর্দিকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া লোকদের বলিলেন—‘বৎসগণ,  
কৌচায় করিয়া বা খলি ভরিয়া কেহ লইলে বারণ করিবে। হাতে করিয়া  
লইয়া গেলে বারণ করিওনা।’ নগরের অভ্যন্তরেও সকলকেই জানাইয়া দিলেন

গরোপি আরোচাপেসি ‘ময়া গন্ধকুটিপরিবেণে সন্ত রতনানি  
ওকিগ্গানি, সথু সন্তিকে ধম্মং সুত্তা গচ্ছন্তা দগ্গতম্নসু  
উভো হথে পুরেত্তা গণ্হন্তু, সুখিতাপি একেন গণ-  
হন্তু’তি। এবং কিরস্স অহোসি ‘সদ্ধা তাব ধম্মং  
সোতুকামা গমিস্সন্তিয়েব, অস্সদ্ধাপি পন ধনলোভেন গন্তা  
ধম্মং সুত্তা দুক্কথতো মদ্বিচ্ছিস্সন্তী’তি। তস্মা জনসঙ্গ-  
হথায় এবং আরোচাপেসি। মহাজনো তেন বদন্তনিয়ামেনেব  
রতনানি গণ্হি। সাকিং ওকিগ্গরতনেসু খীণেসু যাবর্ততিয়ং  
জল্পমত্তেন ওধিনা ওকিরাপেসিয়েব। সথু পন পাদমূলে  
তিপদুসমত্তং অনঙ্ঘং মণিরতনং ঠপেসি। এবং কিরস্স  
অহোসি—‘সথু, সরীরতো সুবল্লবল্লায় পভায় সদ্ধিং মণি-  
পভং ওলোকেন্তানং তিত্তি নাম ন ভবিস্সতী’তি। তস্মা  
এবমকাসি। মহাজনোপি অতিত্তোব ওলোকেসি।

\*

\*

\*

—‘আমি গন্ধকুটির পরিবেণে সপ্ত রত্ন ছড়াইয়া দিয়াছি। শাস্তার নিকট  
ধর্মশ্রবণ করিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় দুর্গত মনুষ্যাগণ দুই হাত ভরিয়া রত্ন  
লইয়া যাইতে পারিবেন। যাঁহারা সুখী ( অর্থাৎ যাহাদের কিছুর অভাব নাই )  
তাঁহারাও এক মর্দুটি করিয়া রত্ন লইয়া যাইতে পারিবেন।’ তাঁহার মনে এই  
চিন্তা উদিত হইয়াছিল—‘যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ তাঁহারা ত ধর্মশ্রবণ করিতে  
অবশ্যই যাইবেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ নহেন তাঁহারাও অন্ততঃ ধনলোভে  
আসিয়া ধর্মশ্রবণ করিয়া দুঃখ হইতে মুক্ত হইবেন।’ অতএব জনগণের কল্যাণ  
সাধনের জন্যই তিনি তদ্রূপ ঘোষণা করাইয়াছিলেন। লোকেরা তিনি যেভাবে  
বলিয়াছেন সেইভাবেই রত্ন লইয়া গৃহে ফিরিলেন। একবার রত্ন ছড়াইয়া  
তাহা ক্ষীণ হইলে তিনি দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার জাগ্রুমাগ্গভীর রত্ন  
ছড়াইয়া দিলেন। শাস্তার পাদমূলে ত্রিপদু ( = অলাবু ? ) আকারের বতুল  
মহাঘর্ষ মণিরত্ন রাখা হইয়াছিল। তাঁহার মনে এই চিন্তা হইয়াছিল—‘শাস্তার  
শরীর হইতে নিগত সুবর্ণ বর্ণের প্রভার সঙ্গে মণিপ্রভা অখলোকনকারীদের  
তৃপ্তি হইবে না।’ তাই তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন। লোকেরাও অতৃপ্ত হইয়াই  
অখলোকন করিয়াছিলেম। ( অর্থাৎ যতই দেখিতেছে, তৃপ্তি আর হয় না )।

অথেকদিবসং একো মিচ্ছাদিট্ঠিকব্রাহ্মণো ‘সথু কির পাদমূলে মহগ্ঘং মনিরতনং নিক্খিত্তং, হরিঙ্গামি ন’ন্তি বিহারং গম্ভা সথারং বন্দিতুং আগতঙ্গ মহাজনঙ্গ অন্তরেন পার্বিসি। কুট্‌দ্বিম্বকো তঙ্গ পবিসনাকারেনেব ‘মণিং গণ্‌হিতুকামো’তি সল্লক্‌থেত্তা ‘অহো বত ন গণ্‌-হেয়্যা’তি চিন্তেসি। সোপি সথারং বন্দন্তো বিয় পাদমূলে হথং উপনামেত্তা মণিং গহেত্তা ওবটিকায় কত্তা পক্কামি। কুট্‌দ্বিম্বকো তঙ্গি চিত্তং পসাদেত্তুং নাসক্‌খি। সো ধম্মকথাবসানে সথারং উপসঙ্কমিত্তা আহ—“ভন্তে, ময়া তিক্‌খত্তুং গম্‌ধকুটিং পরিব্‌খিপিত্তা জল্পমত্তেন ওধিনা সত্ত রতনানি ওকিণ্ণানি, তানি মে গণ্‌হন্তেসু আবাতো নাম নাহোসি, চিত্তং ভিষ্যো ভিষ্যো পসীদিয়েব। অজ্জ পন ‘অহো বতায়ং ব্রাহ্মণো মণিং ন গণ্‌হেয়্যা’তি চিন্তেত্তা

\*

\*

\*

একদিন জনৈক মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ‘শান্তার পাদমূলে নাকি মহাঘ’ মণিরত্ন আছে, আমি তাহা হরণ করিব’ চিন্তা করিয়া বিহারে যাইয়া শান্তাকে বন্দনা করিতে আগত জনগণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। গৃহপতি তাঁহাকে দেখিবামাত্র ‘মণি চুরি করিতে ইনি আসিয়াছেন’ বুদ্ধিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিলেন—‘অহো ! তিনি যেন মণি চুরি না করেন !’ ব্রাহ্মণও যেন শান্তাকে বন্দনা করিতেছেন এই ভাব দেখাইয়া শান্তার পাদমূলে হাত লইয়া যাইয়া মণি লইয়া স্বীয় বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইয়া প্রস্থান করিলেন। গৃহপতি ইহা দেখিয়া কিছুতেই মনকে সান্ত্বনা দিতে পারিলেন না। ধর্ম-দেশনা শেষ হইলে তিনি শান্তার নিকট যাইয়া বলিলেন—‘ভন্তে, আমি তিনবার গম্‌ধকুটির চতুর্দিকে জাগ্রুগভীর সপ্ত রত্ন বিছাইয়া দিয়াছি। যাহারা তাহা হইতে রত্ন গ্রহণ করিয়াছে আমি তাহাতে বিন্দুমাত্রও দণ্ডিত হই নাই, বরং আমি উত্তরোত্তর অধিক আনন্দ লাভ করিয়াছি। কিন্তু অদ্য ‘এই ব্রাহ্মণ যেন মণিখণ্ড গ্রহণ না করেন’ ইহা সংকল্প করা সত্ত্বেও যখন ব্রাহ্মণ

তস্মিং মণিং আদায় গতে চিত্তং পসাদেতুং নাসক্খি”ন্তি ।  
 সথা তস্স বচনং সুত্তা ‘নন্দ, উপাসক, অন্তনো সন্তকং  
 পরেহি অনাহরণীয়ং কাতুং সঙ্কোসী’তি নয়ং অদাসি ।  
 সো সথারা দিননয়ে ঠত্বা সথারং বন্দিত্বা ‘অজ্জ আদিং কত্বা  
 মম সন্তকং দাসিকসুত্তমত্তম্পি মং অভিভাবিত্বা অনেকসতাপি  
 রাজানো বা চোরা বা গণ্হিতুং সমথা নাম মা হোন্তু,  
 অগ্গিনাপি মম সন্তকং মা ডয়্হতু, উদকেনাপি মা বদয়্-  
 হতু’তি পথনং অকাসি । সথাপিঙ্গস ‘এবং হোতু’তি  
 অনুমোদনং অকাসি । সো গন্ধকুটিমহং করোন্তো অট্ঠ-  
 সট্ঠিয়া ভিক্খুসতসহস্সানং অন্তোবিহারেয়েব নব মাসে  
 মহাদানং দত্বা দানপরিয়োসানে সবেবসং তিচীবরং অদাসি ।  
 সঙ্ঘনযকস্স চীবরসাটকা সহস্সঙ্ঘনকা অহেসুং ।

\*

\*

\*

মণি লইয়া চলিয়া গেলেন, আমি মনে খুব বেশী আঘাত পাইয়াছি ( আমি  
 মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না ) ।’

শান্তা তাঁহার কথা শুনিয়া ‘হে উপাসক, আপনার যাহা আছে তাহা  
 অন্যের দ্বারা অনাহরণীয় করিতে পারেন না কি?’ বলিয়া একটি উপায়  
 বলিয়া দিলেন । গৃহপতি শান্তা কর্তৃক প্রদত্ত উপায় জানিয়া শান্তাকে বন্দনা  
 করিয়া এই দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন—‘অদ্য হইতে শত শত রাজা বা চোর  
 আমাকে অভিভূত করিয়া আমার নিকট হইতে অন্য কিছু অপহরণ করা দূরে  
 থাকুক, একটি সুতাও যেন অপহরণ করিতে না পারে । আমার সম্পদ যেন  
 অগ্নির দ্বারা দগ্ধ না হয়, জলপ্রবাহের দ্বারা ভাসিয়া না যায় ।’ শান্তাও  
 ‘তাহাই হউক’ বলিয়া অনুমোদন করিলেন । গৃহপতি গন্ধকুটি উৎসর্গ  
 করার উৎসব করিবার সময় বিহারস্থ আটঘটি শতসহস্র ভিক্ষুদের নয় মাস  
 ধরিয়া মহাদান দিয়া দানের শেষে সকলকেই ত্রিচীবর প্রদান করিলেন । সঙ্ঘে  
 দ্বাংহারা তরুণ ভিক্ষু তাঁহাদের প্রত্যেকের চীবরের মূল্য সহস্রমুদ্রা ।

সো এবং যাবতায়দুকং পদুঞ্ঞ্ঠানি করিহ্বা ততো চুতো দেবলোকে নিব্বত্তিহ্বা এত্তকং কালং দেবমনুস্সেসদু সংসারিহ্বা ইম্মিস্মিং বুদ্ধদুপাদে রাজগহে একস্মিং সেট্ঠিকুলে পটি-  
সন্ধিং গহেহ্বা অড্ঢমাসাধিকে নব মাসে মাতুকুচ্ছিয়ং বসি ।  
জাতীদিবসে পনস্স সকলনগরে সৰ্বাবুধানি পজ্জলিংসদু,  
সস্সেসং কায়রুল্হানি আভরণানিপি পজ্জলিতানি বিয়  
ওভাসং মূর্ধ্ণংসদু, নগরং একপজ্জাতং অহোসি ।  
সেট্ঠিপি পাতোব রাজদুপট্ঠানং অগমাসি । অথ নং  
রাজা পদুচ্ছি—‘অজ্জ সৰ্বাবুধানি পজ্জলিংসদু, নগরং  
একপজ্জাতং জাতং, জানাসি নু, খো এথ কারণ’ত্তি ?  
‘জানামি, দেবা’তি । ‘কিং, সেট্ঠী’তি ? ‘মম গেহে  
তুম্হাকং দাসো জাতো, তস্স পদুঞ্ঞ্ঠেজেনেবং

\*

\*

\*

তিনি এই প্রকারে যথায়দুকাল পদ্যাকম্ সম্পাদন করিয়া তথা হইতে  
চ্যুত হইয়া দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া এতকাল দেবলোকে ও মনুষ্যালোকে  
জন্মগ্রহণ করিয়া বর্তমান ( গোতম ) বুদ্ধের উৎপত্তিকালে রাজগৃহনগরে এক  
শ্রেষ্ঠিকুলে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়া মাড়ে নয় মাসকাল মাতৃকুক্ষিতে অবস্থান  
করিয়াছিলেন । তাঁহার জন্মদিনে সকল নগরে সকল প্রকার আয়ুধ প্রজর্জলিত  
হইয়াছিল, সকলের পরিহিত আভরণসমূহ দেদীপ্যমান হইয়াছিল, সমস্ত নগর  
একপ্রদ্যোত হইয়াছিল ( অর্থাৎ একই প্রকার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল ) ।  
শ্রেষ্ঠিও প্রাতঃকালেই রাজার নিকট যাইলেন । রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা  
করিলেন—‘অদ্য সর্বাযুধ প্রজর্জলিত হইয়াছে, সমস্ত নগর একপ্রদ্যোতজাত  
হইয়াছে । ইহার কারণ জানেন কি ?’

‘হ্যাঁ মহারাজ, জানি ।’

‘কি শ্রেষ্ঠি !’

‘আমার গৃহে আপনার দাস জন্মগ্রহণ করিয়াছে । তাঁহারই পদ্যাতেজে  
এইরূপ হইয়াছে ।’

অহোসী'তি । 'কিং ন্দু, খো চোরো ভবিস্সতী'তি ?  
 'নখেতং, দেব, প্দ্‌ঞ্‌ঞবা সন্তো কতাভিনীহারো'তি ।  
 'তেন হি নং সম্মা পোসেতুং বট্ঠতি, ইদমস্স খীরমূলং  
 হোতু'তি দেবসিকং সহস্সং পট্ঠপেসি । অথস্স নামগহণ-  
 দিবসে সকলনগরস্স একপজ্জাতভূতত্তা 'জোতিকো'ত্বেব  
 নামং করিংসু ।

অথস্স বয়স্পত্তুকালে গেহকরণথায় ভূমিতলে সোধিয়মানে  
 সক্কস্স ভবনং উণ্‌হাকারং দস্সেসি । সক্কো 'কিং ন্দু খো  
 ইদ'ন্তি উপধারয়মানো 'জোতিকস্স গেহট্ঠানং গণ্‌হন্তী'তি  
 ঞ্জা 'নায়ং এতৈহি কতগেহে বসিস্সতি, ময়াপেথ গন্তুং-  
 বট্ঠতী'তি বড্‌টকীবেসেন তথ গন্দ্‌হা 'কিং করোথা'তি  
 আহ । 'জোতিকস্স গেহট্ঠানং গণ্‌হামা'তি । 'অপেথ,

\*

\*

\*

'সে কি দস্স্য হইবে ?'

'না মহারাজ, ইনি কৃতসঙ্কল্প মহাপদুণ্যবান্‌ সত্ত্ব ।'

'তাহা হইলে তাহাকে ভালভাবে পোষণ করিতে হইবে, ইহাই তাহার  
 ( পেয় ) দুগ্ধমূল্য হউক' বলিয়া প্রত্যেক দিনের জন্য এক সহস্র মদুদ্রার ব্যবস্থা  
 করিলেন । তাহার নামকরণ দিবসে সকল নগর একপ্রদ্যোত হইয়াছিল  
 বলিয়া তাহার নাম রাখা হইল জোতিক ।

যখন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন ( বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে  
 বলিয়া ) গৃহ নির্মাণের জন্য ভূমিতল শোধন করাইবার সময় দেবরাজ শক্কে-  
 র ভবন উত্তপ্ত হইল । শক্কে 'ইহা কি ব্যাপার' চিন্তা করা কালে জানিলেন যে  
 'জোতিকের জন্য গৃহস্থান নির্মাণ হইতেছে' এবং 'ইহাদের দ্বারা নির্মিত গৃহে  
 ত জোতিক বাস করিবেন না, আমাকেই যাইতে হইবে' ইহা চিন্তা করিয়া স্বয়ং  
 সূত্রধরের ( —কাঠের মিস্ত্রী ) বেশে সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—  
 'তোমরা কি করিতেছ ?'

'জোতিকের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করিতেছি ।'

নায়ং তুম্হেহি কতগেহে বসিস্ততী'তি বহ্না সোলসকরী-  
সমন্তং ভূমিপদেসং ওলোকেসি, সো তাবদেব কসিগম্‌ডলং  
বিয় সমো অহোসি । পদ্ন 'ইমস্মিং ঠানে পথবিং ভিন্দিহ্বা  
সন্তরতনময়ো সন্তভূমিকপাসাদো উট্ঠহত্‌'তি চিস্তেহ্বা  
ওলোকেসি, তাবদেব তথারূপো পাসাদো উট্ঠহি । পদ্ন  
'ইমং পরিক্‌খিপিহ্বা সন্তরতনময়া সন্ত পাকারা উট্ঠহন্ত্‌'তি  
চিস্তেহ্বা ওলোকেসি, তথারূপা পাকারা উট্ঠহিংস্‌ । অথ  
'নেসং পরিযন্তে কম্পরূক্‌খা উট্ঠহন্ত্‌'তি চিস্তেহ্বা ওলো-  
কেসি, তথারূপা কম্পরূক্‌খা উট্ঠহিংস্‌ । 'পাসাদস্স  
চত্‌স্‌ কল্লেস্‌ চত্‌স্সো নিধিকুন্‌ভয়ো উট্ঠহন্ত্‌'তি চিস্তেহ্বা  
ওলোকেসি, সৰ্ব্বং তথৈব অহোসি । নিধিকুন্‌ভীস্‌ পন  
একা যোজানিকা অহোসি, একা তিগাব্‌তিকা, একা  
অদ্‌যোজানিকা, একা গাব্‌তম্পমাণা । বোধিসত্তস্স

\*

\*

\*

‘যাও যাও, তোমাদের নির্মিত গৃহে সে থাকিবে না।’ বলিয়া শত্রু  
ষোড়শ করীষ ভূমিপ্রদেশ অবলোকন করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই ভূমিপ্রদেশ  
কৃৎসনমন্ডলের ন্যায় সমান হইল। পদ্নরায় ‘এই স্থানে পৃথিবী ভেদ করিয়া  
সম্প্রসৃত্তময় সম্প্রভূমিক প্রাসাদ উখিত হউক’ চিন্তা করিয়া ঐদিকে অবলোকন  
করিলেন। তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ প্রাসাদ উখিত হইল। পদ্নরায় শত্রু ‘এই  
প্রাসাদকে পরিবেষ্টিত করিয়া সম্প্রসৃত্তময় সাতটি প্রাকার উখিত হউক’ চিন্তা  
করিয়া ঐদিকে অবলোকন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ প্রাকারসমূহ উখিত  
হইল। তারপর ‘ইহাদের নিকটে কম্পবৃক্ষ উখিত হউক’ চিন্তা করিয়া  
ঐদিকে তাকাইলেন। তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ কম্পবৃক্ষসমূহ উখিত হইল।  
‘প্রাসাদের চারি কোণায় চারিটি নিধিকুন্ত উখিত হউক’ চিন্তা করিয়া ঐদিকে  
অবলোকন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহাই হইল। নিধিকুন্তসমূহের মধ্যে  
একটি একযোজনিক, একটি ত্রিগব্যতিক, একটি অর্ধযোজনিক এবং অন্যটি  
এক গব্যত প্রমাণের। বোধিসত্ত্বের জন্য উৎপন্ন নিধিকুন্তসমূহের মূখের

নিম্বন্তুনিধিকুম্ভীনং পন এবং মদুখম্পমাণং অহোসি, হেট্টা পথবীপরিষস্তাব অহেসদুং। জ্যোতিকস্স নিম্বন্তুনিধিকুম্ভীনং মদুখপরিমাণং ন কথিতং, সত্ত্বা মদুখচ্ছিন্নতালফলং বিয় পরিপদ্দাব উট্টহিংসদু। পাসাদস্স চতুস্স কল্লেসদু তরুণতালক্খম্পমাণা চতস্সো স্দুবল্লময়া উচ্ছদুযট্ঠিয়ো নিম্বন্তুংসদু। তাসং মণিময়ানি পত্তানি, সোবল্লময়ানি খন্ধানি অহেসদুং। পদুব্বকম্মস্স দস্সনথং কিরেতানি নিম্বন্তুংসদু।

সত্তুসদু দ্বারকোট্টকেসদু সত্তু যক্খা আরক্খং গণ্হিংসদু। পঠমে দ্বারকোট্টকে যমকোলী নাম যক্খো অন্তনো পরিবারেন যক্খসহস্সেন সন্ধিং আরক্খং গণ্হি, দদুতিয়ে উপলো নাম অন্তনো পরিবারযক্খানং দ্বীহি সহস্সেহি সন্ধিং, ততিয়ে বজিরো নাম তীহি সহস্সেহি সন্ধিং, চতুথে বজিরবাহু নাম চতুহি সহস্সেহি সন্ধিং, পঞ্চমে কসকন্দো

\*

\*

\*

ব্যাস একই আকারের এবং ইহাদের অধোভাগ পৃথিবীতল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জ্যোতিকের জন্য উৎপন্ন নিধিকুম্ভসমূহের মদুখপ্রমাণ কথিত হয় নাই, সমস্তই মদুখচ্ছিন্ন তালফলের ন্যায় পরিপূর্ণ হইয়া উখিত হইয়াছিল। প্রাসাদের চারি কোণায় তরুণ-তালশ্কাধ প্রমাণের চারিটি সুবর্ণময় ইক্ষুদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাদের পাতাগুলি ছিল মণিময়, শ্কাধসমূহ সুবর্ণময়। পূর্বজন্মে কৃত পুণ্যফল প্রদর্শনের জন্য ঐগুলি উৎপন্ন হইয়াছিল।

সপ্ত দ্বারকোষ্ঠকে সাতজন যক্ষ প্রহরা দিতেছিল। প্রথম দ্বারকোষ্ঠকে যমকোলি নামক যক্ষ স্বীয় যক্ষসহস্র সমন্বিত পরিবারের সহিত প্রহরা দিতেছিল। দ্বিতীয় দ্বারকোষ্ঠকে উপল নামক যক্ষ স্বীয় দুই সহস্র যক্ষসমন্বিত পরিবারের সহিত, তৃতীয়ে বজ্র নামক যক্ষ তিন সহস্র যক্ষের সহিত এবং চতুর্থে বজ্রবাহু নামক যক্ষ চারি সহস্র যক্ষের সহিত, পঞ্চমে কসকন্দ



নাম পণ্ণহি সহস্‌সহি সন্ধিং, ছট্‌ঠে কটখো নাম ছহি  
সহস্‌সহি সন্ধিং, সন্তমে দিসামদুখো নাম সন্তহি সহস্‌সহি  
সন্ধিং আরক্‌খং গণ্‌হি । এবং পাসাদম্‌স অস্তো চ বাহি চ  
গাল্‌হরক্‌খা অহোসি । ‘জোতিকম্‌স কির সন্তরতনময়ো  
সন্তভূমিকপাসাদো উট্‌ঠিতো, সন্ত পাকারা সন্তদ্বারকোট্‌ঠকা  
চতম্‌সো নিধিকুম্‌ভয়ো উট্‌ঠিতা’তি সদ্‌দ্বা বিম্বিসারো  
রাজা সেট্‌ঠিচ্ছত্তং পহিণি । সো জোতিকসেট্‌ঠি নাম  
অহোসি ।

তেন পন সন্ধিং কতপ্‌দুওওকম্মা ইথী উত্তরকুরুদু  
নিব্বত্তি । অথ নং দেবতা ততো আনেত্তা সিরিগম্‌ভে  
নিসীদাপেসদুং । সা আগচ্ছমানা একং ত’ডুলনালিং তয়ো  
চ জোতিপাসাণে গণ্‌হি । তেসং যাবজীবং তায়েব ত’ডুল-  
নালিয়া ভত্তং অহোসি । সচে কির তে সকটসতম্পি ত’ডুলা-

\*

\*

\*

নামক যক্ষ পণ্ণ সহস্র যক্ষের সাহিত, ষষ্ঠে কটখ নামক যক্ষ ষড়্‌ সহস্র যক্ষের  
সহিত এবং সপ্তমে দিশামদুখ নামক যক্ষ সপ্ত সহস্র যক্ষের সহিত প্রহরা  
দিতেছিল । এইভাবে প্রাসাদের ভিতরে ও বাহিরে নিশ্চিন্ত আরক্ষার ব্যবস্থা  
হইয়াছিল ।

‘জোতিকের জন্য সপ্তরত্নময় সপ্তভূমিক প্রাসাদ উৎখিত হইয়াছে, সপ্ত  
প্রাকার, সপ্ত দ্বারকোষ্ঠক, চারি নিধিকুম্ভ উৎখিত হইয়াছে’ শুনিয়া রাজা  
বিম্বিসার তাঁহার জন্য শ্বেতচ্ছত্র প্রেরণ করিলেন । তাঁহার জোতিকশ্রেষ্ঠ  
নাম হইয়াছিল ।

তাঁহারই সঙ্গে কৃতপুণ্যকর্মা রমণী উত্তরকুরুতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।  
দেবতারা তাহাকে আনিয়া জোতিকের একটি শ্রীগর্ভে আনাইয়া বাস  
করাইলেন । আসিবার সময় সেই রমণী একটি ত’ডুলনাড়ী ও তিনটি  
জ্যোতিসম্পন্ন পাষণথ’ড আনয়ন করিয়াছিলেন । যাবজীবন সেই  
ত’ডুলনাড়ীর দ্বারাই তাঁহাদের অমৃত্যু সম্পন্ন হইত । যদি তাঁহারা একশত

নং পুরেতুকামা হোন্তি, সা তন্ডুলনালি নালিয়েব হুদ্বা  
তিট্ঠতি । ভন্তপচনকালে তন্ডুলে উক্খলিয়ং পক্খিপিত্বা  
তেসং পাসাগানং উপরিঠপেতি, পাসাণা তাবদেব পঞ্জলিত্বা  
ভন্তে পক্কমন্তে নিব্বায়ন্তি । তেনেব সঞ্ঞাণেন ভন্তস্স  
পক্কভাবং জ্ঞানন্তি । সুপেয্যাদিপচনকালেপি এসেব নয়ো ।  
এবং তেসং জ্যোতিপাসাণেহি আহারো পচ্ছতি ।

মণিআলোকেন চ বসন্তি, অগ্নিস্স বা দীপস্স বা ওভাসং  
নেব জ্ঞানিংসু । ‘জ্যোতিকস্স কির এবরুপা সম্পত্তী’তি  
সকলজস্বদীপে পাকটো অহোসি । মহাজনো যানাদীনি  
যোজেত্বা দস্সনথায় আগচ্ছতি । জ্যোতিকসেট্ঠি আগতা-  
গতানং উত্তরকুরুতন্ডুলানং ভন্তং পচাপেত্বা দাপেসি ।  
‘কম্পরুদ্ধক্খিহি বথানি গণ্হন্তু, আভরণানি গণ্হন্তু’তি  
আণাপেসি । ‘গাব্ধাতিকনিধিকুন্ডিয়া মূখং বিবরাপেত্বা

\*

\*

\*

শকটও তন্ডুলের দ্বারা পরিপূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিতেন, সেই তন্ডুলনাড়ী  
একই প্রকার থাকিত, ( একটুও কমিত না ) । রন্ধনকালে তন্ডুলসমূহকে  
পাত্রে রাখিয়া ঐ তিনটি পাষণখণ্ডের উপর স্থাপিত করিতেন, পাষণ-  
খণ্ডগুলি তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হইয়া রন্ধনকৃত্য শেষ হইলে স্বয়ং নিবাপিত  
হইত । এই লক্ষণ দেখিয়া বুদ্ধিতে পারা যাইত যে, ভাত পক্ক হইয়াছে ।  
সুপাদি ( ব্যঞ্জন ) রন্ধনকালেও এই পদ্ধতিই অনুসৃত হইত ।

এইভাবে জ্যোতিপাষণের দ্বারাই তাঁহাদের আহাৰ্য্য পক্ক হইত । মণির  
আলোকেই তাঁহারা বাস করিতেন, তাই অগ্নি বা প্রদীপের দীপ্তি সম্বন্ধে  
তাঁহাদের জ্ঞান ছিল না । জ্যোতিকের ঈদৃশ সম্পত্তির কথা সমগ্র জস্বদ্বীপে  
প্রকটিত হইল । বহু লোক যানাদিতে আরোহণ করিয়া তাঁহার দর্শনের  
জন্য আসিত । জ্যোতিক শ্রেষ্ঠি আগন্তুক সকলকে উত্তরকুরুর তন্ডুল রন্ধন  
করাইয়া ভোজন করাইতেন ।

‘কম্পবৃক্ষসমূহ হইতে বস্ত্রসমূহ গ্রহণ করুন, আভরণসমূহ গ্রহণ করুন’  
বলিয়া সকলকে তিনি আদেশ দিতেন । ‘গাব্ধাতিক নিধিকুন্ডের মূখ খুলিয়া

যাপনমন্ত্ৰং ধনং গণ্হন্তদীতি আণাপেসি । সকলজম্বদু-  
দীপবাসিকেসদু ধনং গহেত্বা গচ্ছন্তেসদু নিধিকুম্ভিয়া  
অঙ্গদুলিমত্তম্পি উনং নাহোসি । গন্ধকুটিপরিবেণে বালদকং  
কত্বা ওকিল্লরতনানং কিরস্স এসো নিস্সন্দো ।

এবং মহাজনে বখাভরণানি চেব ধনঞ্চ যদিচ্ছকং আদায়  
গচ্ছন্তে বিম্বিসারো তস্স পাসাদং দট্ঠকামোপি মহাজনে  
আগচ্ছন্তে ওকাসং নালথ । অপরভাগে যদিচ্ছকং আদায়  
গতত্তা মনুস্সেসদু মন্দীভূতেসদু রাজা জোতিকস্স পিতরং  
আহ—‘তব পদুত্তস্স পাসাদং দট্ঠকামম্হা’তি । সো  
‘সাধু, দেবা’তি বত্বা গন্ত্বা পদুত্তস্স কথেসি—‘তাত, রাজা  
তে পাসাদং দট্ঠকামো’তি । ‘সাধু, তাত, আগচ্ছতু’তি ।  
রাজা মহন্তেন পরিবারেন তথ অগমাসি । পঠমদ্বার-  
কোট্ঠকে সম্মত্তিজত্বা কচবরচ্ছড্ডিকা দাসী রঞ্ণেঞো হত্থং

\*

\*

\*

প্রয়োজনীয় ধন গ্রহণ করুন’ এই আদেশ দিয়াছিলেন । সকল জম্বদুদীপবাসী  
ধন লইয়া যাইলেও নিধিকুম্ভ এক অঙ্গদুলিমাগ্নও উনতা লাভ করে নাই ।  
গন্ধকুটি পরিবেণে বালদকারাশির মত রত্নসমূহ বিছাইয়া দেওয়ার পরিণামে  
এই সকল সম্ভব হইয়াছে ।

এইভাবে লোকেরা যখন যথেষ্ট বস্ত্রাভরণ ও ধন লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল,  
রাজা বিম্বিসার জোতিকের প্রাসাদ দেখিতে আসিয়াও জনসমূহের কারণে  
অবকাশ লাভ করেন নাই । যথেষ্ট লইয়া চলিয়া যাইলে জনগণের সংখ্যা  
মন্দীভূত হইল । তখন রাজা জোতিকের পিতাকে বলিলেন—‘আমি  
আপনার পুত্রের প্রাসাদ দর্শনাভিলাষী ।’ ‘মহারাজ, বেশ ত’ বলিয়া পিতা  
পুত্রের নিকট যাইয়া বলিলেন—‘বৎস, রাজা তোমার প্রাসাদ দর্শন করিতে  
ইচ্ছুক ।’

‘পিতঃ, বেশ ত, রাজাকে আসিতে বলুন ।’ রাজা মহা পরিবারসহ  
সেখানে গেলেন । প্রথম দ্বারকোষ্ঠকে সম্মার্জন করিয়া জঞ্জাল ফেলিতে

অদাসি, রাজা 'সেট্ঠিজায়া'তি সঞ্‌ঞায় লজ্জমানো তস্সা  
 বাহায় হথং ন ঠপেসি। এবং সেসদ্বারকোট্ঠকেসদ্পি  
 দাসিয়ো 'সেট্ঠিভরিয়ায়ো'তি মঞ্‌ঞমানো তাসং বাহায়  
 হথং ন ঠপেসি। জোতিকো আগম্বা রাজানং পচ্ছদুগম্বা  
 বন্দিদ্বা পচ্ছতো হুদ্বা 'পদুরতো যাত্থ, দেবা'তি আহ।  
 রঞ্‌ঞো মণিপথবী সতপোরিসপপাতো বিয় হুদ্বা  
 উপট্ঠহি। সো 'ইমিনা মম গহণথায় ওপাতো খণিতো'  
 তি মঞ্‌ঞমানো পাদং নিক্খিপিতুং ন বিসহি। জোতিকো  
 'নায়ং, দেব, ওপাতো, মম পচ্ছতো আগচ্ছথা'তি পদুরতো  
 অহোসি। রাজা তেন অক্কম্বকালে ভূমিং অক্কমিত্বা হেট্ঠি-  
 মতলতো পট্ঠায় পাসাদং ওলোকেন্তো বিচরি। তদা  
 অজাতসত্ত্বকুমারোপি পিতু অঙ্গদলিং গহেদ্বা বিচরন্তো  
 চিন্তেসি—'অহো অন্ধবালো মম পিতা, গহপতিকো নাম

\*

\*

\*

ফেলিতে দাসী রাজার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল রথ হইতে নামিবার জন্য।  
 রাজা তাহাকে 'শ্রেষ্ঠিভায়া' মনে করিয়া লজ্জিত হইয়া দাসীর হাতে হাত  
 রাখিলেন না। এই প্রকারে অবশিষ্ট দ্বারকোষ্ঠসমূহেও দাসীদের 'শ্রেষ্ঠি-  
 ভায়া' মনে করিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া ( রথ হইতে ) অবতরণ করিলেন না।  
 জোতিক আসিয়া রাজার প্রত্যুদগমন করিয়া বন্দনা করিয়া পশ্চাতে  
 দাঁড়াইয়া বলিলেন—'মহারাজ, আপনি সম্মুখভাগে গমন করুন।' কিন্তু  
 রাজার মনে হইল তাহার পদতলে মণিময় পৃথিবী যেন শতপদুরূষপ্রপাত  
 ( এক শত পদুরূষের উচ্চতার গভীর )। রাজা 'আমাকে ধরিবার জন্য শ্রেষ্ঠি  
 বোধ হয় ফাঁদ পাতিয়াছেন' ভাবিয়া পদক্ষেপ করিতে চাহিলেন না। জোতিক  
 'না মহারাজ, ইহা ফাঁদ নহে, আপনি আমার পশ্চাতেই আসুন' বলিয়া স্বয়ং  
 অগ্রভাগে গেলেন। জোতিক পদক্ষেপ করিয়া চলিলে রাজাও নিৰ্ভয়ে  
 পদক্ষেপ করিতে করিতে প্রাসাদের অধোভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উপরিভাগ  
 পৰ্ব্বস্ত অবলোকন করিতে করিতে বিচরণ করিলেন। তখন অজাতশত্রুকুমারও  
 পিতার অঙ্গদলি ধরিয়া বিচরণ করিতে করিতে চিন্তা করিল—'অহো! আমার

সত্তরতনময়ে পাসাদে বসন্তে এস রাজা হুহু দারদুময়ে গেহে  
বসতি, অহং দানি রাজা হুহু ইমস্স ইমস্মিং পাসাদে  
বসিতুং ন দস্সামী'তি ।

রঞ্ঞোপি উপরিমতলানি অভিহুহুস্তস্সেব পাতরাসবেলা  
জাতা । সো সেট্ঠিং আমন্তেহা 'মহাসেট্ঠি, ইধেব  
পাতরাসং ভুঞ্জিস্সামা'তি । 'জানামি, দেব, সজ্জিতো  
দেবস্সাহারো'তি । সো সোলসাহি গন্ধোদকঘটেহি ন্হুহু  
রতনময়ে সেট্ঠিস্স নিসীদনম'ডপে পঞ্ঞন্তে তস্সেব  
নিসীদনপল্লঙ্কে নিসীদি । অথস্স হথধোবনুদকং দহু  
সতসহস্সংঘনিকায় সুবল্লপাতিয়া কিলিন্নপায়াসং বড্ঢেহু  
পদুরতো ঠপয়িংসু । রাজা 'ভোজন'ন্তি সঞ্ঞায় ভুঞ্জিতুং  
আরভি । সেট্ঠি 'নয়িদং, দেব, ভোজনং, কিলিন্নপায়াসো  
এসো'তি অঞ্ঞিঞস্সা সুবল্লপাতিয়া ভোজনং বড্ঢেহু

\*

\*

\*

পিতা অশ্ববাল । একজন গৃহপতি হইয়া ইনি সপ্তরত্নময় প্রাসাদে বাস  
করেন । আর ইনি রাজা হইয়াও দারদুময় গৃহে বাস করেন । আমি রাজা  
হইয়া ইহাকে এই প্রাসাদে বাস করিতে দিব না ।'

রাজা প্রাসাদের উপরের তলায় আরোহণ করিবার সময় প্রাতরাশ গ্রহণের  
বেলা হইল । তিনি শ্রেষ্ঠিকে আমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন—'মহাশ্রেষ্ঠি,  
এখানেই প্রাতরাশ ভোজন করিব ।' 'জানি মহারাজ, আপনার আহার  
সজ্জিত হইয়াছে । তিনি ষোলটি গন্ধোদকঘটের দ্বারা স্নান করিয়া শ্রেষ্ঠির  
উপবেশন ম'ডপে সজ্জিত তাহারই রত্নময় উপবেশনপল্লঙ্কে উপবেশন  
করিলেন । তারপর তাহাকে হাত ধুইবার জল দিয়া শতসহস্র মূল্যের  
সোনার থালায় নরম পায়সান্ন বাড়িয়া দিয়া সম্মুখে স্থাপন করা হইল ।  
রাজা 'ভোজন' সংজ্ঞায় তাহা ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন । শ্রেষ্ঠি  
'মহারাজ, ইহা ভোজন নহে, নরম পায়সান্ন মাত্র' বলিয়া অন্য একটি সোনার  
থালায় ভোজন বাড়িয়া পূর্বের পাতে স্থাপন করিলেন । বল হইয়া থাকে

পদ্বিরমপাতিয়ং ঠপয়িংসু । ততো উট্ঠিতউতুনা কির তং  
 ভুজিতুং সুখং হোতি । রাজা মধুরভোজনং ভুজন্তো  
 পমাণং ন অণ্ণেয়াসি । অথ নং সেট্ঠি বন্দিহা অঞ্জলিং  
 পঙ্গব্হ ‘অলং, দেব, এত্তকমেব হোতু, ইতো উত্তরিং জিরা-  
 পেতুং ন সদ্ধা’তি আহ । অথ নং রাজা আহ—‘কিং,  
 গহপতি, গরুদং কহা কথেসি অত্তনো ভত্ত’ন্তি ? ‘দেব,  
 নথেতং, তুমহাকং সম্বস্সাপি হি বলকায়স্স ইদমেব ভত্তং  
 ইদং সুপেয়াং । অপি চ থো অহং অযসস্স ভায়ামী’তি ।  
 ‘কিং কারণা’তি ? ‘সচে দেবস্স কায়ালসিয়মত্তং ভবেয্য,  
 ‘হিষ্যো রণ্ণেয়া সেট্ঠিস্স গেহে ভত্তং ভুত্তং, সেট্ঠিনা  
 কিণ্ণ কতং ভবিস্সতী’তি বচনস্স ভায়ামি, দেবা’তি । ‘তেন  
 হি ভত্তং হর, উদকং আহরা’তি । রণ্ণেয়া ভত্তিকিচ্চা-  
 বসানে সবেবা রাজপরিবারো তদেব ভত্তং পরিভুজি ।

\*

\*

\*

যে এইভাবে পরিবেশিত খাদ্য ভোজন করিতে সুখকর হয় । রাজা মধুর  
 ভোজন করিতে করিতে মাগ্না ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন । তখন শ্রেষ্ঠি তাঁহাকে  
 বন্দনা করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন—‘মহারাজ, আর নয়, এখানেই  
 থামুন, ইহার অধিক ভোজন হজম করা কঠিন ।’ রাজা তখন তাঁহাকে  
 বলিলেন—‘গৃহপতি, আপনি বোধ হয় আপনার ভোজনকে বেশী গুরুত্ব  
 দিতেছেন, তাই আমাকে ভোজনে বিরত হইতে বলিতেছেন !’

‘না মহারাজ, আপনার সকল বলকায়ের জন্য ( অর্থাৎ সৈন্য-সামন্ত  
 সকলের জন্য ) এই একই অন্ন এবং সুপ । কিন্তু আমি অযশ বা নিন্দাকে  
 ভয় করি । কেন ? মহারাজ, যদি ভোজনাশ্তে আপনার কায়ালস্য উৎপন্ন  
 হয়, লোকে ভাবিতে পারে—‘গতকল্য রাজা শ্রেষ্ঠির গৃহে ভোজন গ্রহণ  
 করিয়াছেন, শ্রেষ্ঠি নিশ্চয়ই কিছু করিয়া থাকিবেন’ এই কথাকে আমি ভয়  
 করি মহারাজ ।’

‘তাহা হইলে ভোজন সরাইয়া নিন, জল আনয়ন করুন ।’

রাজার ভোজনকৃত্যবসানে রাজার পরিবারের সকলেই ঐ একই আহার  
 পরিভোগ করিয়াছিলেন ।

রাজা স্নেহকথায় নিসিনো সেট্টিং আমন্ত্বেহা 'কিং ইম্মিং  
গেহে সেট্টিভরিয়া নথী'তি আহ ? 'আম অথি, দেবা'তি ।  
'কহং সা'তি ? 'সিরিগবেভ নিসিনা দেবস্স আগতভাবং  
ন জানাতী'তি । কিণ্ণাপি হি পাতোব রাজা সপরিবায়ো  
আগতো, সা পনস্স আগতভাবং ন জানাতেব । ততো  
সেট্টি 'রাজা মে ভরিয়ং দট্ঠকামো'তি তস্সা সন্তিকং  
গম্ভা 'রাজা আগতো, কিং তব রাজানং দট্ঠং ন বটুতী'তি  
আহ । সা নিপন্নকাব 'কো এস, সামি, রাজা নামা'তি  
বহা 'রাজা নাম অম্‌হাকং, ইস্সরো'তি বদন্তে অনন্তমনতং  
পবেদেস্তী 'দুচ্ছটানি বত নো পুণ্ণে'কস্সামি, যেসং নো  
ইস্সরোপি অথি । অস্সদ্ধায় নাম পুণ্ণে'কস্সামি কহা  
ময়ং সম্পত্তিং পাপদুগ্গহা অণ্ণে'কস্স ইস্সরিয়ট্ঠানে

\*

\*

\*

রাজা যখন শ্রেষ্ঠির সঙ্গে মধুর আলাপ আলোচনায় রত তখন তিনি  
শ্রেষ্ঠিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই গৃহে কি শ্রেষ্ঠি ভাষা নাই ?'

'হ্যাঁ মহারাজ, আছেন ।'

'তিনি কোথায় ?'

'তিনি শ্রীগর্ভে সমাসীনা, আপনার আগমন বার্তা জানেন না ।' [ যদিও  
রাজা সপরিবার প্রাতঃকালেই আসিয়াছেন, শ্রেষ্ঠিভাষা তাঁহার আগমন বার্তা  
জানেন না । ] তখন শ্রেষ্ঠি 'রাজা আমার ভাষাকে দর্শনেচ্ছ' চিন্তা করিয়া  
তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন—'রাজা আসিয়াছেন । তোমার কি রাজাকে  
দর্শন করিতে যাওয়া উচিত নহে ?' তিনি শয়ান অবস্থাতেই জিজ্ঞাসা  
করিলেন—

'স্বামিন্, রাজা আবার কে ?'

'রাজা হইতেছেন আমাদের ঈশ্বর ।' এই কথা শুনিয়া ভাষা নিতান্তই  
অখুশী হইয়া বলিলেন—'আমরা যে পুণ্যকর্ম করিয়াছি নিশ্চয়ই তাহা  
দৃশ্য ছিল, তাই দেখিতেছি আমাদের উপরও ঈশ্বর আছেন । অশ্রদ্ধা-  
বশতঃ পুণ্যকর্ম করিয়া আমরা সম্পত্তি লাভ করিয়াও অন্যের অধীন হইয়া

নিষ্ফলম্‌হা । অন্ধা অম্‌হেহি অসন্দাহিত্বা দানং দিঘং  
 ভবিম্‌সতি, তস্মৈতং ফলম্‌স্তি বত্বা ‘কিং দানি কৰোমি,  
 সামী’তি আহ । তালবটং আদায় আগন্ত্বা রাজানং  
 বীজাহীতি । তস্মা তালবটং আদায় আগন্ত্বা রাজানং  
 বীজেষুয়া রঞ্ঞে বেষ্টনস্স গন্ধবাতো অক্‌খীনি পহরি,  
 অথস্সা অক্‌খীহি অস্সদুধারা পবত্তিংস্দু, তং দিম্বা রাজা  
 সেট্‌ঠিং আহ—‘মহাসেট্‌ঠি, মাতুগামো নাম অম্পবদ্‌দ্ধিকো,  
 ‘রাজা মে সামিকস্স সম্পত্তিং গণ্‌হেয়্যা’তি ভয়েন রোদতি  
 মঞ্ঞে, অস্সাসেহি নং ‘ন মে তব সম্পত্তিয়া অথো’তি ।  
 ‘ন এসা, দেব, রোদতী’তি । ‘অথ কিং এত’ন্তি ? ‘তুম্‌হাকং  
 বেষ্টনগন্ধেনস্সা অস্সদুনি পবত্তিংস্দু । অয়ঞ্ঞ’হি দীপো-  
 ভাসং বা অপিগ্‌ভাসং বা অদিম্বা মণিআলোকেনেব

\*

\*

\*

জম্মগ্রহণ করিয়াছি । নিশ্চয়ই আমরা অশ্রদ্ধায় দান দিয়াছি । ইহা  
 তাহারই ফল ।’

‘স্বামিন্‌ এখন আমাকে কি করিতে হইবে ?’

‘তালবৃন্ত লইয়া রাজাকে পাখা কর ।’

ভাষা তালবৃন্ত লইয়া রাজাকে পাখা করার সময় রাজার উষ্ণীষ হইতে  
 নির্গত তীর গন্ধে আক্ৰান্ত হইয়া তাহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইতে  
 লাগিল । ইহা দেখিয়া রাজা শ্রেষ্ঠিকে বলিলেন—“মহাশ্রেষ্ঠি, মাতৃজাতিয়া  
 অম্পবদ্‌দ্ধি সম্পত্তা হইয়া থাকেন । মনে হয় ‘রাজা আমার স্বামী’র সম্পত্তি  
 অধিগ্রহণ করিবেন’ এই চিন্তা করিয়া ভয়ে রোদন করিতেছেন । তাহাকে  
 আশ্বস্ত করুন । আমার আপনার সম্পত্তির কোন প্রয়োজন নাই ।”

‘মহারাজ, তিনি রোদন করিতেছেন না ।’

‘তাহা হইলে কী ব্যাপার ?’

‘আপনার উষ্ণীষের গন্ধে তাহার চোখে জল আসিয়াছে । ইনি প্রদীপের  
 আলোক বা অগ্নির অবভাস কখনও দেখেন নাই । মণির আলোকেই তিনি



ভুজ্জতি চ নিসীদতি চ নিপজ্জতি চ, দেবো পন দীপা-  
লোকেন নিসিন্নো ভবিমসতী'তি ? 'আম, সেট্ঠী'তি ।  
'তেনহি, দেব, অজ্জ পট্ঠায় মণিআলোকেন নিসীদথা'তি  
মহন্তং তিপদুসমত্তং অনগ্ঘং মণিরতনং অদাসি । রাজা  
গেহং ওলোকেহা 'মহতী বত জোতিকস্স সম্পত্তী'তি বহা  
অগমাসি । অয়ং তাব 'জোতিকস্স উপত্তি' ।

ইদানি জটিলস্স উপত্তি বেদিতব্বা—বারাগসিয়ঞ্ছি  
একা সেট্ঠিধীতা অভিরূপা অহোসি, তং পন্নরসসোল-  
সব্বসন্দেসিককালে রক্খণথায় একং দাসিং দহা সত্তভূমি-  
কস্স পাসাদস্স উপরিমতলে সিরিগব্বেহ বাসয়িস্সু । তং  
একদিবসং বাতপানং বিবরিহা বহি ওলোকয়মানং আকাসেন  
গচ্ছন্তো একো বিজ্জাধরো দিম্বা উপন্নসিনেহো বাত-  
পানেন পবিসিহা তায় সন্ধিং সন্থবমকাসি । সা তেন সন্ধিং

\*

\*

\*

ভোজন করেন, উপবেশন করেন, শয়ন করেন । মহারাজ নিশ্চয়ই প্রদীপের  
আলোতে উপবেশন করিয়া থাকিবেন ।'

'হ্যাঁ শ্রেষ্ঠি ।'

'মহারাজ, তাহা হইলে অদ্য হইতে মণির আলোকেই উপবেশন করিবেন'  
বলিয়া বড় ত্রিপদুষ ( = অলাবু ? ) আকারের একটি মহামূল্য মণিরত্ন তিনি  
রাজাকে প্রদান করিলেন । রাজা শ্রেষ্ঠির গৃহ অবলোকন করিয়া 'জোতিক  
মহাসম্পত্তির অধিকারী' বলিয়া প্রশংসা করিলেন ।—ইহাই জোতিকের  
উৎপত্তি কথা ।

এখন জটিলের উৎপত্তি কথা জানিতে হইবে । বারাগসীতে এক সুন্দরী  
শ্রেষ্ঠিকন্যা ছিলেন । তাঁহার বয়স যখন পঞ্চদশ-ষোড়শ তাঁহার রক্ষার  
নিমিত্ত এক দাসী দিয়া সত্তভূমিক প্রাসাদের উপরিতলায় শ্রীগব্বে তাঁহাকে  
রাখা হইয়াছিল । একদিন তিনি জানালা খুলিয়া দেখিলেন আকাশপথে  
গমনরত এক বিদ্যাধর শ্রেষ্ঠিকন্যাকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া  
জানালা দিয়া প্রবেশ করিয়া শ্রেষ্ঠিকন্যার সহিত যৌনসংসর্গ করিলেন ।

সংবাসমন্বায় ন চিরস্সেব গব্ভং পটিলভি । অথ নং সা দাসী দিম্বা, ‘অস্ম, কিং ইদ’ন্তি বহ্না ‘হোতু মা কস্সচি আচিক্খী’তি তায় বদ্ব্তা ভয়েন তুণ্হী অহোসি । সাপি দসম্মাসচ্চয়েন পদ্ব্তং বিজায়িত্বা নবভাজনং আহরাপেত্বা তথ তং দারকং নিপজ্জাপেত্বা তং ভাজনং পিদহিত্বা উপরি পদ্ব্পদামানি ঠপেত্বা ‘ইমং সীসেন উক্খিপিত্বা গঙ্গায় বিস্সজ্জিহি, ‘কিং ইদ’ন্তি চ পদ্ব্ঠা ‘অয্যায় মে বলিকস্ম’ ন্তি বদেয্যাসী’তি দাসিং আণাপেসি । সা তথা অকাসি ।

হেট্ঠাগঙ্গায়ম্পি বে ইথিয়ো ন্হায়মানা তং ভাজনং উদকেনাহরিয়মানং দিম্বা একা ‘ময্হেতং ভাজন’ন্তি আহ । একা যং এতস্স অন্তো, তং ময্হ’ন্তি বহ্না ভাজনে সম্পত্তে তং আদায় থলে ঠপেত্বা বিবরিত্বা দারকং দিম্বা

\*

\*

\*

শ্রেষ্ঠিকন্যা তাঁহার সহিত সহবাস করিয়া অচিরেই গর্ভিনী হইলেন । দাসী তাঁহাকে দেখিয়া বলিল—‘মা, এইটা কি হইল ?’

‘হউক, তুমি কাহাকেও কিছ্ দ বলিবে না ।’ দাসী ভয়ে চুপ থাকিল । শ্রেষ্ঠিকন্যা দশ মাস পরে পদ্ব্ঠ-সন্তানের জন্ম দিয়া নতুন পাত্র আনাইয়া তাহাতে সেই বালককে শয়ন করাইয়া, পাত্রের মূখ ঢাকিয়া দিয়া তাহার উপরে পদ্ব্পদামাদি রাখিয়া বলিলেন—‘মাথায় তুলিয়া লইয়া যাইয়া এই পাত্র গঙ্গায় নিক্ষেপ কর । যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে ‘এটা কি ?’ তুমি বলিবে ‘ইহার মধ্যে আছে আমার আয়ার ( = শ্রেষ্ঠিকন্যার ) বলিকর্ম’ ( = পূজা )’ দাসী তাহাই করিল ।

নীচে গঙ্গায় দুই রমণী স্নান করিবার সময় জলে ভাসমান ঐ পাত্রটি দেখিয়া একজন বলিল—‘এই পাত্রটি আমার ।’ অন্যজন বলিল—‘ঐ পাত্রে ঘাহা আছে তাহা আমার ।’ যখন পাত্রটি তাহাদের নিকট পৌঁছিল তাহারা পাত্রটি লইয়া নদীর পারে রাখিয়া খুলিয়া দেখিল তাহাতে একটি শিশু সন্তান

একা ‘মম ভাজনন্তি বদন্ততায় দারকো মমেব হোতী’তি  
আহ। একা ‘যং ভাজনস্স অন্তো, তং মমেব হোতুতি  
বদন্ততায় মম দারকো’তি আহ। তা বিবদমানা বিনিচ্ছয়ট্-  
ঠানং গন্ত্বা তমথং আরোচেত্বা অমচ্ছেসদ্ বিনিচ্ছিতুং  
অসক্কোন্তেসদ্ রঞ্ণে সন্তিকং অগমংসদ্। রাজা তাসং  
বচনং স্দ্ভা ‘ত্বং দারকং গণ্হ, ত্বং ভাজনং গণ্হা’তি আহ।  
যাব পন দারকো লক্কো, সা মহাকচ্চানথেরস্স উপট্ঠায়িকা  
অহোসি। তস্সা সা দারকং ‘ইমং থেরস্স সন্তিকে পব্বাজে-  
স্সামী’তি পোসেসি। তস্স জাতদিবসে গব্ভমলস্স  
ধোবিত্তা অনপনীততায় কেসা জটিতা হ্দ্ভা অট্ঠংসদ্,  
তেনস্স ‘জটিলো’ ত্বেব নামং করিংসদ্। তস্স পদসা  
বিচরণকালে থেরো তং গেহং পিণ্ডায় পার্বিসি। উপাসিকা  
থেরং নিসীদাপেত্বা আহারমদাসি। থেরো দারকং দিম্বা

\*

\*

\*

রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া একজন বলিল—‘আমার ভাজন বলিয়াছি,  
অতএব শিশুটিও আমার।’ অন্যজন বলিল—‘আমি বলিয়াছিলাম—পাত্রের  
ভিতরে যাহা আছে তাহা আমার। অতএব এই শিশুটি আমার।’  
তাহারা উক্ত ব্যাপার লইয়া বিবদমানা হইয়া নিষ্পত্তির জন্য বিচারালয়ে গেল  
এবং সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। কিন্তু বিচারকগণ—বিচার করিতে না পারায়  
তাহারা রাজার নিকট গেল। রাজা তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—  
‘তুমি শিশুটিকে নাও, আর তুমি পাত্রটি নাও।’ যে শিশুটিকে পাইল সে  
ছিল মহাক্কায়ন স্থবিরের সেবিকা। তাই সে ‘ইহাকে স্থবিরের নিকট  
প্ররাজিত করিব’ বলিয়া শিশুটিকে পোষণ করিতে লাগিল। তাহারা জন্ম-  
দিনে গব্ভমল ধৌত করিবার সময় দেখা গেল তাহার চুল জট পাকাইয়া আছে।  
তাই তাহার নাম রাখা হইল ‘জটিল’। শিশুটি যখন পঁয়ষট্টি চালাতে  
শিখিল তখন স্থবির তাহাদের গৃহে পিণ্ডপাতের জন্য আসিলেন। উপাসিকা  
স্থবিরকে বসাইয়া তাহাকে আহার প্রদান করিলেন। স্থবির শিশুপুত্রটিকে

‘কিং উপাসিকে দারকো লন্ধো’তি পদুচ্ছি । ‘আম, ভন্তে, ইমাহং দারকং তুম্‌হাকং সন্তিকে পব্বাজেস্সামীতি পোসেসিং, পব্বাজেথ ন’ন্তি অদাসি । থেরো ‘সাধু’তি আদায় তং গচ্ছন্তো ‘অথি নু থো ইমস্স গিহিসস্পত্তিং অনদ্ভবিতুং পদুণ্ণ্‌একস্স’ন্তি ওলোকেন্তো ‘মহাপদুণ্ণ্‌এো সন্তো মহাসস্পত্তিং অনদ্ভবিস্সতি, দহরো এস তাব, এোণস্পিস্স পরিপাকং ন গচ্ছতী’তি চিন্তেত্বা তং আদায় তঙ্কসিলায়ং একস্স উপট্ঠাকস্স গেহং অগমাসি ।

সো থেরং বন্দিত্বা ঠিতো তং দারকং দিস্স্বা ‘দারকো বো, ভন্তে, লন্ধো’তি পদুচ্ছি । ‘আম, উপাসক, পব্বজিস্সতি, দহরো তাব, তবেব সন্তিকে হোতু’তি । সো ‘সাধু ভন্তে’তি তং পদুত্তট্ঠানে ঠপেত্বা পটিজ্জগি । তস্স পন গেহে দ্বাদস বস্সানি ভাডকং উস্সন্নং হোতি । সো গামন্তরং

\*

\*

\*

দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘উপাসিকে, তুমি পদুত্ত সন্তান লাভ করিয়াছ ?’ ‘হ্যাঁ ভন্তে, আমি এই পদুত্তটিকে আপনার নিকট প্রব্রজিত করিব বলিয়া পোষণ করিতেছি ।’ আপনি ইহাকে প্রব্রজ্যা দিন ।’ স্থবির ‘বেশ’ তাহাই হউক’ বলিয়া ছেলেটীকে লইয়া যাইবার সময় চিন্তা করিলেন—‘গৃহীসস্পত্তি লাভ করিবার মত ইহার কোন পদুণ্যকম্ম আছে কি ?’ এবং দেখিলেন যে ‘এই সত্ত্ব মহাপদুণ্যবান এবং মহাসস্পত্তির অধিকারী হইবে । এখন সে তরুণ, তাহার জ্ঞানও পরিপক্ব হয় নাই ?’ চিন্তা করিয়া তাহাকে লইয়া তঙ্কশিলাতে এক সেবকের গৃহে যাইলেন ।

উপাসক স্থবিরকে বন্দনা করিয়া সেই বালককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ‘ভন্তে, আপনি এই ছেলেটিকে পাইয়াছেন ?’ ‘হ্যাঁ উপাসক, এ প্রব্রজিত হইবে । এখন বয়স কম । তোমার নিকটই থাকুক ।’ তিনি ‘ভন্তে, বেশ তাহাই হউক’ বলিয়া তাহাকে নিজের পদুত্তের মত লালনপালন করিতে লাগিলেন । ঐ গৃহে দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া দ্রব্যাদি সঞ্চিত হইতেছিল ।

গচ্ছন্তো সৰ্ব্বম্পি তং ভণ্ডং আপণং হরিহা দারকং আপণে  
নিসীদাপেহা তস্স তস্স ভণ্ডকস্স মূলং আচিক্খিত্বা  
‘ইদণ্ণ ইদণ্ণ এত্তকং নাম ধনং গহেহা দদেঘ্যাসীগীত বহ্বা  
পক্কামি। তংদিবসং নগরপরিগ্গাহিকা দেবতা অন্তমসো  
মরিচজীরকমন্তেনাপি অথিকে তস্সেব আপণাভিমুখে  
করিংসু। সো দ্বাদস বস্সানি উস্সন্নং ভণ্ডকং একদিবসে-  
নেব বিক্কিণি। কুটুম্বিকো আগন্হা আপণে কিণ্ণ  
অদিম্বা ‘সম্বং তে, তাত, ভণ্ডকং নাসিত’ন্তি আহ। ‘ন  
নাসেমি, সম্বং তুমহেহি বদন্তনয়েনেব বিক্কিণিং ইদং অসু-  
কস্স মূলং, ইদং অসুকস্সা’তি। কুটুম্বিকো পসীদিহা  
‘অনণ্ণেঘা পুৱিসো, যথ কথচি জীবিতুং সমথো’তি অন্তনো  
গেহে বয়ম্পত্তং ধীতরং তস্স দহা ‘গেহমস্স কয়োথা’তি

\*

\*

\*

উপাসক অন্য গ্রামে যাইবার সময় সমস্ত দ্রব্যাদি দোকানে একত্রিত করিয়া  
ছেলোটকে দোকানে বসাইয়া বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য বলিয়া দিলেন—‘এই এই  
দ্রব্যের জন্য এত পরিমাণ মূল্য গ্রহণ করিবে।’ এবং তিনি প্রস্থান করিলেম।  
সেই দিন নগর পরিগ্ৰাহিকা দেবতা এমন কি যাহাদের মরিচ, জিরাদিরও  
প্রয়োজন আছে তাহাদের সকলকে ঐ দোকানাভিমুখ করিয়া দিলেন।  
ছেলোটি দ্বাদশ বৎসরে সঞ্চিত দ্রব্যাদি একই দিনে বিক্রয় করিয়া ফেলিল।  
গৃহপতি ফিরিয়া আসিয়া দোকানে কোন দ্রব্যই না দেখিয়া বলিলেন—‘বৎস,  
সমস্ত দ্রব্য নাশ করিয়াছ?’

‘না, আমি নাশ করি নাই। আপনার কথামতই সমস্ত কিছু বিক্রয়  
করিয়াছি—ইহা ইহার মূল্য, ইহা ইহার মূল্য।’ গৃহপতি প্রসন্ন হইয়া  
বলিলেন—‘এই যে পদ্রুঘ তাহাকে মূল্য দিয়া কেনা যাইবে না। সে  
যেখানেই যাউক না কেন জীবন রক্ষা করিতে পারিবে।’ চিন্তা করিয়া  
নিজের বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাকে তাহার হস্তে প্রদান করিয়া ‘ইহার জন্য গৃহ

পদ্দরিসে আণাপেত্বা নিট্ঠিতে গেহে ‘গচ্ছথ, তুম্হে অন্তনো গেহে বসথা’তি আহ।

অথস্স গেহপবিসনকালে একেন পাদেন উস্মারে অক্কন্তমন্তে গেহস্স পচ্ছিমভাগে ভূমিং ভিন্দিত্বা অসীতিহথো সুবল্ল-পব্বতো উট্ঠহি। রাজা ‘জটিলকুমারস্স কির গেহে ভূমিং ভিন্দিত্বা সুবল্লপব্বতো উট্ঠিতো’তি সুত্বাব তস্স সেট্ঠি-চ্ছত্তং পেসেসি। সো ‘জটিলসেট্ঠি’ নাম অহোসি। তস্স তয়ো পদ্ভা অহেসুং। সো তেসং বয়স্পত্তকালে পব্বজ্জায় চিত্তং উপাদেত্বা ‘সচে অম্হেহি সমানভোগং সেট্ঠিকুলং ভবিমসতি, পব্বজিতুং দস্সন্তি। নো চে, ন দস্সন্তি। অথি নু থো জম্বদ্বীপে অম্হেহি সমানভোগং কুল’ন্তি বীমংসনথায় সুবল্লময়ং, ইট্ঠকং সুবল্লময়ং পতোদলট্ঠিং, সুবল্লময়ং পাদকণ্ড কারাপেত্বা পদ্দরিসানং হথে দত্বা ‘গচ্ছথ,

\*

\*

\*

নিমণি কর’ বলিয়া লোকদের আদেশ দিয়া গৃহকার্য সম্পূর্ণ হইলে বলিলেন—‘যাও, তোমরা নিজেদের গৃহেই বাস কর।’

তখন তাঁহার ( অথাৎ জটিলের ) গৃহ প্রবেশ কালে একটি পা সিঁড়িতে রাখামাত্রই পশ্চিম ভাগে ভূমি ভেদ করিয়া অশীতি হস্তবিশিষ্ট সুবর্ণ পর্বত উৎখত হইল। রাজা ‘জটিল কুমারের গৃহের ভূমি ভেদ করিয়া সুবর্ণ পর্বত উৎখত হইয়াছে’ শুনিয়াই তাঁহার জন্য শ্রেষ্ঠিচ্ছত্র প্রেরণ করিলেন অথাৎ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহার নাম হইল জটিল শ্রেষ্ঠি। তাঁহার তিন পুত্র ছিল। তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত কালে তিনি স্বয়ং প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য মনস্থির করিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন যে, যদি তাঁহার সমান ভোগসম্পন্ন কোন শ্রেষ্ঠি ( জম্বদ্বীপে ) থাকিয়া থাকেন, আমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি দিবে। নচেৎ দিবে না। জম্বদ্বীপে আমাদের সমান ভোগসম্পন্ন শ্রেষ্ঠিকুল আছে কি ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য সুবর্ণময় ইষ্টক, সুবর্ণময় চাবুক ও সুবর্ণময় পাদুকা নিমণি করাইয়া নিজের লোক-

ইমানি আদায় কিঞ্চিদেব ওলোকয়মানা বিয় জম্বদুদীপতলে  
বিচরিত্বা অম্‌হেহি সমানভোগস্স সেট্ঠিকুলস্স অথিভাবং  
বা নথিভাবং বা এত্বা আগচ্ছথা'তি পহিণি ।

তে চারিকং চরন্তা ভন্দিয়নগরং পাপদুগিংসু । অথ নে  
মে'ডকসেট্ঠি দিম্বা, 'তাতা, কিং করোন্তা বিচরথা'তি  
পুচ্ছিত্বা 'একং ওলোকেন্তা বিচরামা'তি বুদ্ধে 'ইমেসং  
ইমানি গহেত্বা কিঞ্চিদেব ওলোকেতুং বিচরণকিচ্ছং নথি,  
রট্ঠং পরিণ্ণগহমানা বিচরন্তী'তি এত্বা, 'তাতা, অম্‌হাকং  
পচ্ছিমগেহং পবিসিত্বা ওলোকেথা'তি আহ । তে তথ  
অট্ঠকরীসমন্তে ঠানে হথিঅস্সউসভ'পমাণে পিট্ঠিয়া  
পিট্ঠিং আহচ্চ পথাবিং ভিন্দিত্বা উট্ঠিতে হেট্ঠা বুদ্ধপ-  
কারে সুবল্লমে'ডকে দিম্বা তেসং অন্তরন্তরা বিচরিত্বা

\*

\*

\*

দের হাতে দিয়া বলিলেন—'যাও এইসব লইয়া জম্বদুদীপে বিচরণ কর ।  
যেন তোমরা কিছু খুঁজিয়া বেড়াইতেছ । তারপর আমাদের সমান ভোগ-  
সম্পন্ন শ্রেষ্ঠিকুল আছে কি নাই জানিয়া ফিরিয়া আইস ।' এবং তাহাদের  
পাঠাইয়া দিলেন ।

তাহারা চতুর্দিকে বিচরণ করিতে করিতে ক্রমে ভন্দিয়নগরে আসিয়া  
উপস্থিত হইলেন । তাহাদের দেখিয়া মে'ডকশ্রেষ্ঠি জিজ্ঞাসা করিলেন—  
'বৎসগণ, তোমরা কিসের সন্ধানে বিচরণ করিতেছ ?'

'আমরা বিশেষ কোন কিছুর সন্ধানে বিচরণ করিতেছি না ।'

'এইসব দ্রব্য লইয়া কেহ বিনা কারণে ঘুরিয়া বেড়ায় না । নিশ্চয়ই  
রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ কিছুর সন্ধানে তাহারা বিচরণ করিতেছে'—ইহা চিন্তা  
করিয়া তিনি ( মে'ডকশ্রেষ্ঠি ) তাহাদের বলিলেন—'বৎসগণ, আমাদের  
গৃহের পশ্চাৎ দিকে যাইয়া অবলোকন কর ।' তাহারা সেখানে অট্ঠ করীষ  
স্থানে হস্তী-অশ্ব-বৃষভ আকারের সুবর্ণ মে'ডক সমূহ দেখিল যাহারা পিঠে  
পিঠ লাগাইয়া পৃথিবী ভেদ করিয়া উথিত হইয়াছে ( উপরে তাহার বর্ণনা

নিক্খমিংসু। অথ ন সেট্ঠি, 'তাতা, যং ওলোকেন্তা বিচরথ, দিট্ঠো বো সো'তি পদচ্ছিত্তা 'পম্সাম, সামী'তি বদন্তে 'তেন হি গচ্ছথা'তি উষ্যোজ়েসি। তে ততোব গন্ত্বা অন্তনো সেট্ঠিনা 'কিং, তাতা, দিট্ঠং বো অম্‌হাকং সমানভোগং সেট্ঠিকুল'ন্তি বদন্তে, 'সামি, তুম্‌হাকং কিং অথি, ভন্দিয়নগরে মে'ডকসেট্ঠিনো এবরুপো নাম বিভবো'তি সম্বং তং পবন্তি আচিক্খংসু। তং সুত্ত্বা সেট্ঠি অন্তমনো হুত্ত্বা 'একং তাব সেট্ঠিকুলং লঙ্কং, অপরম্পি নু থো অথী'তি সতসহস্সংঘনিকং কম্বলং দত্ত্বা 'গচ্ছথ, তাতা, অঞ্‌ঞম্পি সেট্ঠিকুলং বিচিনথা'তি পহিণি।

তে রাজগহং গন্ত্বা জোতিকসেট্ঠিস্স গেহতো অবিদুরে

•

•

•

আরও দেওয়া হইয়াছে)। জটিল শ্রেষ্ঠির লোকেরা সুবর্ণমে'ডক সমূহের ফাঁকে ফাঁকে বিচরণ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। তখন শ্রেষ্ঠি তাহাদের বলিলেন—'বৎসগণ, তোমরা যাহার সম্ধান করিতেছ, নিশ্চয়ই দেখিয়াছ।'।

'হ্যাঁ প্রভু, দেখিয়াছি।'।

'তাহা হইলে ফিরিয়া যাও' বলিয়া তাহাদের ফেরত পাঠাইয়া দিলেন।

তাহারা ফিরিয়া গেলে নিজেদের শ্রেষ্ঠি জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎসগণ, আমাদের সমান ভোগসম্পন্ন শ্রেষ্ঠিকুল দেখিয়াছ কি?'

'প্রভু, আপনার কি আছে! ভন্দিয়নগরে মে'ডক শ্রেষ্ঠির এত এত বৈভব।'—বলিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রেষ্ঠিকে জানাইল। ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠি আনন্দিত হইয়া বলিলেন—'যাহা হউক, একটি শ্রেষ্ঠিকুলের সম্ধান পাওয়া গেল, আরও একটি আছে' বলিয়া শতসহস্র মূল্যের একখানি কম্বল তাহাদের দিয়া বলিলেন—'যাও বৎসগণ, অন্য শ্রেষ্ঠিকুলটির সম্ধান কর।'।

তাহারা রাজগৃহে যাইয়া জোতিক শ্রেষ্ঠির গৃহের অবিদুরে দারুদ্রাশিতে



দারুৱাসিং কহা অগ্নিং দহা অট্ঠংসু । ‘কিং ইদ’ন্তি  
পদট্ঠকালে চ ‘একং নো মহাশ্বকম্বলং বিক্ৰিণন্তানং  
কয়িকো নথি, গহেহা বিচরন্তাপি চোরানং ভায়াম,  
তেন তং ঝাপেহা গমিস্সামা’তি বদিংসু । অথ নে  
জোতিকসেট্ঠি দিম্বা ‘ইমে কিং করোন্তী’তি  
পদুচ্ছিহা তমথং সুহা পক্কোসাপেহা ‘কিং অশ্বনকো  
কম্বলো’তি পদুচ্ছি । ‘সতসহস্সশ্বনকো’তি বদন্তে সত-  
সহস্সং দাপেহা ‘দ্বারকোট্ঠকং সম্মজ্জিহা কচবরহুঙ্কায়  
দাসিয়া দেথা’তি তেসংযেব হথে পহিণি । সা কম্বলং  
গহেহা রোদমানা সামিকস্স সন্তিকং আগন্তা ‘কিং মং,  
সামি, অপরাধে সতি পহরিতুং ন বট্ঠতি, কস্সা মে এবরুপং  
থলকম্বলং পহিণিথ, কথাহং ইমং নিবাসেস্সামি বা  
পারুপিস্সামি বা’তি । ‘নাহং তব এতদথায় পহিণিং,

\*

\*

\*

আগুন জ্বালাইয়া অবস্থান করিতেছিল । ‘এটা কি ব্যাপার ?’ জিজ্ঞাসা  
করা হইলে তাহারা বলিল—‘একটি মূল্যবান কম্বল আনিয়াছিলাম বিক্রয়  
করার জন্য, কিন্তু ক্রেতা পাইলাম না, আর ইহা লইয়া বিচরণ করাও  
বিপজ্জনক কারণ চোরের ভয় আছে, তাই ইহাকে পোড়াইয়া আমরা  
( নিবি’য়ে ) বিচরণ করিব ।’ জোতিকশ্রেষ্ঠ তাহাদের দেখিয়া ‘ইহারা কি  
করিতেছে’ জিজ্ঞাসা করিয়া উক্ত বিষয় অবগত হইয়া তাহাদের ডাকাইয়া  
জিজ্ঞাসা করিলেন—‘এই কম্বলের মূল্য কত ?’ ‘শতসহস্র মদ্রা’ শুনিয়া  
তাহাদের ঐ মূল্য দিয়া ‘দ্বারকোট্ঠক সম্মজ্জিত’ করিয়া যে আবজ’না  
ফেলে সেই দাসীকে এই কম্বলটি দাও’ বলিয়া তাহাদের হাত দিয়াই  
পাঠাইলেন । দাসী সেই কম্বল লইয়া কাঁদতে কাঁদতে প্রভুর নিকট  
আসিয়া বলিল—

‘প্রভু, আমার অপরাধ হইয়া থাকিলে আমাকে প্রহার করিতে পারিতেন,  
কিন্তু এইরূপ মোটা কম্বল কেন আমার জন্য পাঠাইলেন, আমি ইহা  
অস্তবাস করিব, না বহিবাস করিব ?’

এতং পন পলিবেঠেহা তব সয়নপাদমূলে ঠপেহা নিপজ্জন-  
কালে গন্ধোদকেন ধোতানং পাদানং পদুজ্জনথায় তে পহিণিং,  
কিং এতম্পি কাতুং ন সঙ্কোসী'তি । সা 'এতং পন কাতুং  
সক্খিস্সামী'তি গহেহা অগমাসি । তে চ পদুরিসা তং  
কারণং দিম্বা অন্তনো সেট্ঠিস্স সন্তিকং গম্বা 'কিং, তাতা,  
দিট্ঠং বো সেট্ঠিকুল'ন্তি বদন্তে, 'সামি, কিং তুম্হাকং  
অখি, রাজগহনগরে জোতিকসেট্ঠিস্স এবরুপা নাম  
সম্পত্তী'তি সৰ্বং গেহসম্পত্তিং আরোচেহা তং পবত্তিং,  
আচিক্খিংসু । সেট্ঠি তেসং বচনং সুহা তুট্ঠমানসো  
'ইদানি পব্বজিতুং লভিস্সামী'তি রঞ্-ঞো সন্তিকং গম্বা  
'পব্বজিতুকামোম্হি, দেবা'তি আহ । 'সাধু, মহাসেট্ঠি,  
পব্বজাহী'তি । সো গেহং গম্বা পদুন্তে পঙ্কোসাপেহা

\*

\*

\*

'আমি এইজন্য তোমার কাছে পাঠাইনি । ইহাকে ভাঁজ করিয়া তোমার  
শয়ন-পাদমূলে রাখিয়া শয়নকালে গন্ধোদকের দ্বারা পদধৌত করিয়া তাহা  
মোছার জন্য পাঠাইয়াছি । তুমি এইটাও করিতে পারিবে না ?' দাসী 'হ্যাঁ,  
এইটা করিতে পারিব' বলিয়া কম্বলখানি লইয়া চলিয়া গেল । জটিল  
শ্রেষ্টির লোকেরা এই দৃশ্য দেখিয়া হতবাক্ হইয়া নিজেদের শ্রেষ্টির নিকট  
ফিরিয়া আসিলে শ্রেষ্টি জিজ্ঞাসা করিলেন—

'বৎসগণ, শ্রেষ্টিকুল দেখিয়াছ কি ?'

'প্রভু, আপনার কীই বা আছে ! রাজগহনগরে জোতিক শ্রেষ্টির এই  
রকম এই রকম সম্পত্তি বলিয়া সমস্ত প্রকার গৃহসম্পত্তির কথা তাঁহাকে বলিয়া  
ইতিবৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন ।

শ্রেষ্টি তাঁহাদের কথা শুনিয়া তুট্ঠচিত্ত হইয়া 'এখন প্রব্রজ্যা লাভ করিতে  
পারিব' চিন্তা করিয়া রাজার নিকট যাইয়া বলিলেন—'মহারাজ, আমি  
প্রব্রজ্যা লাভ করিতে ইচ্ছুক ।'

'হে মহাশ্রেষ্টি, বেশ বেশ । আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করুন ।'

পদ্বল্লদং বজিরকুন্দালং জেট্ঠপদ্বল্লস হথে ঠপেত্তা, তাত, পচ্ছিমগেহে সুবল্লপব্বততো সুবল্লপিংড উদ্ধরাহী'তি আহ।  
সো কুন্দালং আদায় গন্ত্বা সুবল্লপব্বতং পহরি, পিট্ঠি-  
পাসাণে পহটকালো বিয় অহোসি। তস্স হথতো কুন্দালং  
গহেত্তা মণ্ডিমপদ্বল্লস হথে দত্তা পহিণি, তস্সপি সুবল্ল-  
পব্বতং পহরন্তস্স পিট্ঠিপাসাণে পহটকালো বিয়  
অহোসি। অথ নং কনিট্ঠপদ্বল্লস হথে দত্তা পহিণি, তস্স  
তং গহেত্তা পহরন্তস্স কোট্টেত্তা রাসিকতায় মত্তিকায় পহট-  
কালো বিয় অহোসি। অথ নং সেট্ঠি 'এহি, তাত, অলং  
এত্তকেনা'তি বত্তা ইতরে বে জেট্ঠভাতিকে পক্কোসাপেত্তা  
'অয়ং সুবল্লপব্বততো ন তুম্হাকং নিব্বত্তো, ময়্হণ্ড কনিট্ঠ-  
স্স চ নিব্বত্তো, ইমিনা সন্ধিং একতো হত্ত্বা পরিভুজথা'তি

\*

\*

\*

তিনি গৃহে যাইয়া পদ্বল্লগণকে ডাকিয়া সোনার দণ্ডযুক্ত হীরক নির্মিত  
কোদাল জ্যেষ্ঠপদ্বল্লের হাতে দিয়া বলিলেন—'বৎস, গৃহের পশ্চাতে অবস্থিত  
সুবল্লপর্বত হইতে সুবল্লপিংড গ্রহণ কর।' জ্যেষ্ঠপদ্বল্ল কোদাল লইয়া যাইয়া  
সুবল্লপর্বতকে প্রহার করিল, মনে হইল যে পাষণপৃষ্ঠে কেহ আঘাত  
করিয়াছে। শ্রেষ্ঠ তাহার হস্ত হইতে কোদাল লইয়া মধ্যমপদ্বল্লের হাতে দিয়া  
অনুরূপ আদেশ দিলেন। সেও যখন সুবল্লপর্বতকে আঘাত করিল, মনে  
হইল যেন পাষণপৃষ্ঠে কেহ আঘাত করিয়াছে। তারপর তাহার হস্ত হইতে  
কোদাল লইয়া শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ পদ্বল্লের হাতে দিয়া অনুরূপ আদেশ করিলেন।  
সে যখন প্রহার করিতে লাগিল, সুবল্লখণ্ডগদূলি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া রাশিকৃত  
হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল যেন মত্তিকায় আঘাত করিতেছে।  
তখন শ্রেষ্ঠ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—'বৎস, আইস, আর প্রয়োজন নাই।'।  
বলিয়া তাহার দহই জ্যেষ্ঠভাতাকে ডাকিয়া বলিলেন—'এই সুবল্লপর্বত  
তোমাদের জন্য উৎপন্ন হয় নাই। আমার এবং কনিষ্ঠের জন্য উৎপন্ন  
হইয়াছে। ইহার সহিত একত্র থাকিয়া পরিভোগ কর।'।

আহ। কস্মা পন সো তেসমেব নিব্বত্তীতি, কস্মা চ জটিলো  
জাতকালে উদকে পাতিতোতি ? অন্তনো কতকস্মেনেব ।  
কস্সপসস্মাসস্বদ্ধস্স হি চেতিয়ে করিয়মানে একো খীণা-  
সবো চেতিয়ট্ঠানং গন্ত্বা ওলোকেত্বা, ‘তাতা, কস্মা  
চেতিয়স্স উত্তরেন মূখং ন উট্ঠহতী’তি পুচ্ছি । ‘সুবল্লং  
নম্পহোতী’তি আহংসু । অহং অন্তোগামং পবিসিত্বা  
সমাদপেঙ্গসামী, তুম্হে আদরেন কস্মং করোথাতি । সো  
এবং বস্বা নগরং পবিসিত্বা, ‘অস্মা, তাতা, তুম্হাকং  
চেতিয়স্স একস্মিং মূখে সুবল্লং নম্পহোতি, সুবল্লং  
জানাথা’তি মহাজনং সমাদপেন্তো সুবল্লকারকুলং অগমাসি ।  
সুবল্লকারোপি তত্ত্বথণেয়েব ভরিয়ায় সন্ধিং কলহং করোন্তো  
নিসিন্নো হোতি । অথ নং থেরো ‘চেতিয়ে তুম্হেহি

\*

\*

\*

কিন্তু কেন সেই সুবর্ণপৰ্বত শুদ্ধ তাহারা দুইজনের জন্য উৎপন্ন  
হইয়াছে ? জন্মক্ষণেই জটিলকেই বা কেন জলে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল ?  
—নিজেদের কৃতকর্মের জন্যই ।

কশ্যপ সম্যক্সস্বদ্ধের জন্য চৈত্য নির্মাণকালে একজন অহং চৈত্যান্ধানে  
ঘাইয়া অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘তাতা, চৈত্যের উত্তর-  
দিকের সম্মুখভাগের কাজ সম্পন্ন হইতেছে না কেন ?’

‘সুবর্ণের অভাব হইয়াছে ।’

‘আমি গ্রামে প্রবেশ করিয়া গ্রামবাসীদের এইজন্য উদ্বুদ্ধ করিব ।  
তোমরা সাদরে কাজ চালাইয়া যাও । এইরূপ বলিয়া তিনি নগরে প্রবেশ  
করিলেন এবং সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—‘মাতৃগণ, পিতৃগণ,  
আপনাদের চৈত্যের একদিকের মূখের জন্য স্বর্ণ কুলাইতেছে না । এইজন্য  
স্বর্ণ দান করুন ।’

এইভাবে জনগণকে দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া একটি স্বর্ণকারের গৃহে  
ঘাইলেন । স্বর্ণকারও সেই মূহুর্তেই ভাষার সহিত বিবাদ করিতে করিতে  
বসিয়াছিলেন । স্থবির তাঁহাকে বলিলেন—‘আপনি যে চৈত্যের উত্তরমূখ

গহিতমদুখস্ স্দবল্লং নপ্পহোতি, তং জানিতুং বটুতীতি  
 আহ। সো ভরিষায় কোপেন 'তব সথারং উদকে থিপিহা  
 গচ্ছা'তি আহ। অথ নং সা 'অতিসাহসিককস্মং তে কতং,  
 মম কুদ্ধেন তে অহমেব অক্লোসিতব্বা বা পহরিতব্বা বা,  
 কস্মা অতীতানাগতপচ্ছপ্পন্যেস্দ বুদ্ধেস্দ বেরমকাসী'তি  
 আহ। স্দবল্লকারো তাবদেব সংবেগপ্পত্তো হুহ্বা 'খমথ  
 মে, ভন্তে'তি বহ্বা থেরস্স পাদমূলে নিপত্তিজ। 'তাত, অহং  
 তয়া ন কিঞ্চি বদন্তো, সথারং খমাপেহী'তি। 'কিস্তি কহ্বা  
 খমাপেমি, ভন্তে'তি। 'স্দবল্লপদ্মফানং তয়ো কুস্বেদ কহ্বা  
 অন্তোদাতুনিধানেন পক্খিপিহা অল্লবথো অল্লকেসো হুহ্বা  
 খমাপেহি, তাতা'তি।

সো 'সাধু, ভন্তে'তি বহ্বা স্দবল্লপদ্মফানি করোন্তো তীস্দ

\*

\*

\*

নির্মাণের দায়িত্ব লইয়াছেন, তাহাতে স্বর্ণ কুলাইতেছে না, আপনি জানেন  
 কি?' তিনি ভাষার সহিত কলহবশতঃ কোপসহকারে বলিলেন—'আপনাদের  
 শাস্ত্রকে জলে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যান।' তখন ভাষা বলিলেন—'তুমি  
 খুব গহিত কাজ করিয়াছ। আমার প্রতি ব্রুদ্ধ হইলে আমাকে আক্রোশ  
 করিতে বা প্রহার করিতে পারিতে! কেন অতীত-অনাগত-প্রত্যুৎপন্ন  
 বুদ্ধগণের প্রতি বৈরীভাব প্রকাশ করিতেছেন?' স্বর্ণকার তৎক্ষণাৎ  
 সংবেগপ্রাপ্ত হইয়া 'ভন্তে, আমাকে ক্ষমা করুন' বলিয়া স্থবিরের পাদমূলে  
 পতিত হইলেন।

'তাত, আপনি আমাকে ত কিছু বলেন নাই। আপনি শাস্ত্রার নিকটই  
 ক্ষমাপ্রার্থনা করুন।'

'ভন্তে, কিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিব?'

'তাত, স্দবর্ণপদ্মের তিনটি কুণ্ড নির্মাণ করিয়া ধাতু নিহিত করার  
 প্রকোষ্ঠে সেইগদূল রাখিয়া সিন্তবস্ত্রে ও সিন্তকেশে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

তিনি 'ভন্তে, বেশ তাহাই হউক' বলিয়া স্দবর্ণপদ্মসমূহ নির্মাণ করিয়া

পদন্তেসদু জেট্ঠপদন্তং পক্কোসাপেত্তা ‘এহি, তাত, অহং  
 সথারং বেরবচনেন অবচং, তস্মা ইমানি পদুফানি কত্তা  
 ধাতুনিধানেন পক্খিপিত্তা খম্মাপেঙ্গামি, ত্বম্পি খো মে  
 সহায়ো হোহী’তি আহ। সো ‘ন ত্বং ময়া বেরবচনং  
 বদাপিতো, ত্বংয়েব করোহী’তি কাতুং ন ইচ্ছি। মজ্জিম-  
 পদন্তং পক্কোসিত্তা তথেবাহ, সোপি তথেব বত্তা কাতুং ন  
 ইচ্ছি। কনিট্ঠং পক্কোসিত্তা তথেবাহ, সো ‘পিতু উপ্পন্ন-  
 কিচ্চং নাম পদন্তস্স ভারো’তি বত্তা পিতুসহায়ো হত্ত্বা  
 পদুফানি অকাসি। সদুবল্লকায়ো বিদাখিপ্পমাণানং পদুফানং  
 তয়ো কুন্ডে নিট্ঠাপেত্তা ধাতুনিধানেন পক্খিপিত্তা অল্লবথো  
 অল্লকেসো সথারং খম্মাপেসি। ইতি সো সত্তক্খত্তুং  
 জাতকালে উদকে পাতনং লভি। অয়ং পনস্স কোটিয়ং  
 ঠিতো অন্তভাবো। ইধাপি অস্সেব নিস্সন্দেন উদকে

\*

\*

\*

তিন পদ্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠকে ডাকিয়া বলিলেন—‘তাত, আইস, আমি শাস্তার  
 প্রতি বৈরীসূচক কথা বলিয়াছি। তাই এই পদ্রসমূহ নিৰ্মাণ করিয়া ধাতু-  
 নিধান করার প্রকোষ্ঠে এইগুলি রাখিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিব। তুমিও আমার  
 সহায় হও।’ সে বলিল—‘আমি ত আপনাকে বলি নাই যে, আপনি  
 এইরূপ বৈরীসূচক কথা বলুন? অতএব আপনিই করুন’ বলিয়া পিতাকে  
 সাহায্য করিতে চাহিল না। তিনি তখন মধ্যম পদ্রকে ডাকিয়া তদ্রূপ  
 বলিলেন। সেও অনুরূপভাবে করিতে ইচ্ছা করিল না। তখন তিনি  
 কনিষ্ঠকে ডাকিয়া তদ্রূপ বলিলেন। সে বলিল—‘পিতার কোন কাজ  
 উৎপন্ন হইলে তাহাতে পদ্রেরও দায়িত্ব থাকে’ এবং পিতার সহায় হইয়া  
 পদ্রসমূহ নিৰ্মাণ করিল। স্বর্ণকার বিতালি আকারের পদ্রসমূহ তিনটি  
 কুন্ডে রাখিয়া ধাতুনিধান প্রকোষ্ঠে সেইগুলি রাখিয়া সিস্তবস্তু ও সিস্তকেশে  
 শাস্তার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিল।—পূর্বজন্মের এই কর্মের ফলে সাত জন্মে  
 জন্ম হওয়া মাত্রই তাঁহাকে জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমান জন্ম  
 সেই সাত জন্মের শেষ জন্ম। তাই ঐ কর্মফলে এইবারও তিনি জলে নিক্ষিপ্ত

পাতিতো। যে পনস্‌সে দে জেট্‌ষ্ঠভাতিকা পদ্বত্তা  
সদ্বল্পপদ্বক্ষানং কারণকালে সহায়্য ভবিতুং ন ইচ্ছিংসদু,  
তেসং তেন কারণেন সদ্বল্পপদ্বত্তো ন নিব্বত্তি, জটিলস্‌সে চেব  
কনিট্‌ষ্ঠপদ্বত্তস্‌সে চ একতো কতভাবেন নিব্বত্তি, ইতি  
সো পদ্বত্তে অনদ্বাসিস্বা সথদু সন্তিকে পদ্বজ্জিহ্বা  
কতিপাহেনেব অরহত্তং পাপদ্বর্ণি। সথা অপরেন সময়েন  
পদ্বজ্জিহ্বা ভিক্কুদ্বসত্তেহি সন্ধিং পিণ্ডায়চরন্তো তস্‌স পদ্বত্তানং  
গেহদ্বারং অগমাসি, তে বদ্বক্ষপদ্বক্ষস্‌সে ভিক্কুদ্বসত্ত্বস্‌সে  
অড্‌টমাসং ভিক্‌খাদানং অদংসদু।

ভিক্কুদ্ব ধম্মাসভায়ং কথং সমদ্বট্‌ষ্ঠাপেসদুং ‘অজ্জাপি তে,  
আবদ্বসো জটিল, অসীতিহত্তে সদ্বল্পপদ্বত্তে চ পদ্বত্তেসদু  
চ তণ্‌হা অথীতি। ‘ন মে আবদ্বসো, এতেসদু তণ্‌হা বা  
মানো বা অথীতি। তে ‘অয়ং জটিলথেরো অভূতং বত্তা

\*

\*

\*

হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই জ্যেষ্ঠপুত্র সদ্বর্ণপদ্বক্ষ নিমাণে সহায়ক হইতে  
অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। সেই কারণে তাহাদের নিকট সদ্বর্ণপদ্বত্ত  
উৎপন্ন হয় নাই। জটিল এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র একত্রে (ঐ পদ্বক্ষকর্ম  
সম্পাদন) করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের নিকট সদ্বর্ণপদ্বত্ত উৎপন্ন  
হইয়াছিল। এইভাবে তিনি পুত্রগণকে অনদ্বাসন দিয়া শাস্ত্রার নিকট  
প্রব্রজিত হইয়া কিছুদিনের মধ্যেই অহত্ত্ব লাভ করিলেন। অন্য এক সময়ে  
শাস্ত্রা পদ্বক্ষত ভিক্কুদের সঙ্গে লইয়া পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণকালে তাঁহার  
পুত্রদের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহারা বদ্বক্ষপদ্বক্ষ ভিক্কু-  
সত্ত্বকে অধমাস যাবত ভিক্কাদান প্রদান করিয়াছিল।

ভিক্কুগণ ধর্মভায় কথা সমদ্বখাপিত করিলেন—‘আবদ্বসো জটিল,  
অদ্যাপি অশীতিহত্ত উচ্চতাবিশিষ্ট সদ্বর্ণপদ্বত্তের প্রতি আপনার বা আপনার  
পুত্রগণের তৃষ্ণা আছে কি?’

‘আবদ্বসো, এইগুলির প্রতি আমার কোন তৃষ্ণাও নাই মানও নাই।’

ভিক্কুগণ বলিলেন—‘এই জটিলস্থাবর বোধহয় সত্যকথা বলিতেছেন না।’

অঞ্‌ঞং ব্যাকরোতী'তি বদিংসদ্‌ । সথা তেসং কথং সদ্‌হা  
'ন, ভিক্‌খবে, মম পদ্‌ত্তস্স তেসদ্‌ তণ্‌হা বা মানো বা  
অখী'তি বহা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘যোধ তণ্‌হং পহন্‌দ্বান, অনাগারো পরিস্বজে ।

তণ্‌হাভবপরিক্‌খীণং, তমহং ব্‌দামি ব্রাহ্মণ'ন্তি ॥ ৪১৬ ॥

তস্সথো—যো ইধ লোকে ছদ্‌ধারিকং তণ্‌হং বা মানং বা  
জ্‌হিহ্বা ঘরাবাসেন অনাথিকো অনাগারো হদ্‌হা পরিস্বজ্‌জতি,  
তণ্‌হায় চেব ভবস্স চ পরিক্‌খীণত্তা তণ্‌হাভবপরিক্‌খীণং  
তমহং ব্রাহ্মণং বদামীতি ।

দেসনাবসানে বহদ্‌ সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্‌ণিংসদ্‌তি ।

। জটিলথেরবথদ্‌ তেত্তিংসতিমং ।

\*

\*

\*

শাস্তা তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, সেইগুণের প্রতি  
আমার পদ্‌ত্তের কোন তৃষ্ণা বা মান নাই ।’—তারপর ধর্ম‌দেশনাকালে এই  
গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘এই জগতে যিনি তৃষ্ণা পরিহারপূর্ব‌ক অনাগারিক হইয়া প্রজ্‌জ্যা গ্রহণ  
করিয়াছেন এবং তৃষ্ণাজাত ভব ক্ষয় করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ৪১৬ ।

অর্থঃ : যিনি এই জগতে ষড়্‌ধারিক তৃষ্ণা বা মানকে পরিত্যাগ করিয়া  
গৃহবাসে অনিচ্ছুক হইয়া অনাগারিক হইয়া প্রজ্‌জ্যা গ্রহণ করেন, তৃষ্ণা  
এবং ভবের পরিক্ষীণহেতু তৃষ্ণাভবপরিক্ষীণ হইয়াছেন তাঁহাকেই আমি  
ব্রাহ্মণ বলি ।

দেশনাবসানে বহদ্‌ ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ জটিল স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



## জ্যোতিকাথেরবন্ধু । ৩৪

‘যোধ তগ্হ’ন্তি পদ্বন ইমং ধম্মদেসনং সথা বেলদ্ববনে  
বিহরন্তো জ্যোতিকাথেরং আরব্ভ কথেসি ।

অজাতসত্তুকমারো হি দেবদন্তেন সন্ধিং একতো হুত্বা  
পিতরং ঘাতেত্বা রণেজ পতিট্ঠিতো ‘জ্যোতিকাসেট্ঠিস্স  
মহাপাসাদং গণ্হিস্সামী’তি যুদ্ধসঙ্কেজা নিক্খমিত্বা  
মণিপাকারে সপরিবারস্স অন্তনো ছায়ং দিস্স্বা ‘গহপতিকো  
যুদ্ধসঙ্কেজা হুত্বা বলং আদায় নিক্খন্তো’তি সল্লক্খেত্বা  
উপগম্মুং ন বিসাহি । সেট্ঠিপি তং দিবসং উপসথিকো  
হুত্বা পাতোব ভুত্তপাতরাসো বিহারং গম্ম্বা সথদ্দ সন্তিকে  
ধম্মং সুদন্তো নিসিন্নো হোতি । পঠমে দ্বারকোট্ঠকে  
আরক্খং গহেত্বা ঠিতো পন যমকোলি নাম যক্খো তং

\*

\*

\*

## জ্যোতিকা স্ববিরের উপাখ্যান । ৩৪ ।

‘যোধ তগ্হ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা পদ্বনরায় বেগদ্ববনে অবস্থানকালে  
জ্যোতিকা স্ববিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

অজাতশত্রু কুমার দেবদন্তের সহিত একত্রিত হইয়া পিতাকে হত্যা করিয়া  
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং ‘জ্যোতিকা শ্রেষ্ঠির মহাপ্রাসাদ দখল করিব’  
বলিয়া যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া মণিপ্রাকারে সপরিবার  
নিজের ছায়া দেখিয়া ‘গহপতি যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া সেনাবাহিনী লইয়া  
নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন’ মনে করিয়া আর অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না ।  
শ্রেষ্ঠিও সেইদিন উপোসথিক হইয়া প্রাতঃকালেই প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া  
বিহারে যাইয়া শাস্তার নিকট ধর্মশ্রবণ করিতে বসিয়াছিলেন । প্রথম দ্বার-  
কোষ্ঠের প্রহরী যমকোলি নামক যক্ষ তাঁহাকে (অজাতশত্রুকে) দেখিয়া

দিম্বা ‘কহং গচ্ছসী’তি সপরিবারং বিদ্ধংসেত্বা দিসাবিদি-  
সাসন্ অনুবন্ধি । রাজা বিহারমেব অগমাসি ।

অথ নং সেট্ঠি দিম্বাব ‘কিং, দেবা’তি বত্তা উট্ঠায়সনা  
অট্ঠাসি । “গহপতি, কিং ত্বং তব পুত্রিসে ‘ময়া সন্ধিং  
যদুত্থা’তি আগাপেত্বা ইধাগম্ম ধম্মং সুগন্তো বিয়  
নিসিন্নো”তি । ‘কিং পন দেবো মম গেহং গণ্হিতুং  
গতো’তি ? ‘আম, গতোম্হী’তি । ‘মম অনিচ্ছায় মম গেহং  
গণ্হিতুং রাজসহস্সম্পি ন সঙ্কোতি, দেবা’তি । সো ‘কিং  
পন ত্বং রাজা ভবিম্সসী’তি কুঙ্খি । ‘নাহং রাজা, মম  
সন্তকং পন দাসিকসদুত্তম্পি মম অনিচ্ছায় রাজ্জুহি বা  
চোরোহি বা গহেতুং ন সঙ্কা’তি । ‘কিং পনাহং তব রুচিষা

\*

\*

\*

‘কোথায় যাইতেছ ?’ বলিয়া সপরিবার তাঁহাকে ধ্বংস করিয়া ‘দিগবিদিকে  
তাঁহাকে অনুসরণ করিল । রাজা (ভীত হইয়া) বিহারেই প্রবেশ করিলেন ।

তাঁহাকে দেখিয়াই প্রেষ্ঠি ‘কি মহারাজ !’ বলিয়া আসন হইতে উঠিয়া  
দাঁড়াইলেন ।

‘গৃহপতি, আপনি কি আপনার লোকদের আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার  
আদেশ দিয়া এখানে আসিয়া ধর্মশ্রবণের ভান করিয়া বসিয়া আছেন ?’

‘মহারাজ, আপনি কি আমার প্রাসাদ দখল করিতে গিয়াছিলেন ?’

‘হ্যাঁ গিয়াছিলাম ।’

‘মহারাজ, আমার ইচ্ছা না থাকিলে ( আপনার মত ) সহস্র রাজাও  
আমার প্রাসাদ দখল করিতে পারিবেন না ।’

ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—‘আপনি কি রাজা হইতে চান ?’

‘আমি রাজা নহি, তথাপি আমার ইচ্ছা না থাকিলে রাজগণ বা দস্যুগণ  
কেহই আমার নিকট হইতে সামান্য সদ্ভাও নিতে পারিবে না ।’

‘তাহা হইলে কি আপনার রুচি হইলেই আপনার প্রাসাদ আমি অধি-  
গ্রহণ করিব ?’

গণ্‌হিস্সামী'তি ? 'তেনহি, দেব, ইমামে দসসদ্‌ অঙ্গদুলীসদ্‌ বীসতি মদ্‌ন্দিকা, ইমাং তুম্‌হাকং ন দেমি । সচে সঙ্কোথ, গণ্‌হথা'তি । সো পন রাজা ভূমিয়ং উক্কুটিকং নিসীদিদ্বা উল্লগ্‌ঘন্তো অট্‌ঠারসহং ঠানং অভিৰদ্‌হতি, ঠদ্বা উল্লগ্‌ঘন্তো অসীতিহং ঠানং অভিৰদ্‌হতি । এবং মহাবলো সমানোপি ইতো চিতো চ পরিবন্তেন্তো একং মদ্‌ন্দিকম্পি কড্‌টিতুং নাসক্‌থি । অথ নং সেট্‌ঠি 'সাটকং পথর, দেবা'তি বদ্বা অঙ্গদুলিয়ো উজ্জ্‌দকা অকাসি, বীসতিপি মদ্‌ন্দিকা নিক্‌খমিংসদ্‌ । অথ নং সেট্‌ঠি 'এবং, দেব, মম সন্তকং মম অনিচ্ছায় ন সঙ্কা গণ্‌হিতু'ন্তি বদ্বা রঞ্‌ঞো কিরিয়ায় উম্পন্নসংবেগো 'পব্বজিতুং মে অনদ্‌জান, দেবা'তি আহ । সো 'ইমস্মিং পব্বজিতে সদ্‌খং পাসাদং গণ্‌-হিস্সামী'তি চিন্তেদ্বা একবচনেব 'ইং পব্বজাহী'তি

\*

\*

\*

'মহারাজ, আমার দশ অঙ্গদুলিতে বিশটি আংটি আছে । আমি এইগুলি আপনাকে দিব না । যদি ক্ষমতা থাকে গ্রহণ করুন ।' রাজা তখন ভূমিতে উৎকুটিক হইয়া বসিয়া লম্ফ প্রদান করিয়া আঠার হাত উপরে উঠিতে পারেন, দাঁড়াইয়া লম্ফ প্রদান করিলে আশি হাত উপরে উঠিতে পারেন । এইরূপ মহাবলী হওয়া সত্ত্বেও এদিকে সেদিকে লম্ফ প্রদান করিয়া একটি আংটিও নিতে পারিলেন না । তখন শ্রেষ্ঠ 'মহারাজ আপনার শাটক খুলিয়া ধরুন' বলিয়া তাহার উপর নিজের অঙ্গদুলিগুলি উপদ্রু করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে বিশটি আংটি খুলিয়া শাটকের উপর পতিত হইল । তখন শ্রেষ্ঠ 'মহারাজ, দেখিলেন ত ! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কোন কিছুই আপনি গ্রহণ করিতে পারিবেন না ।' বলিয়া রাজার কার্ষকলাপে উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন—'মহারাজ, আমাকে প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি দিন ।' রাজা চিন্তা করিলেন—

'ইনি যদি প্রব্রজিত হন, তাহা হইলে আমি সহজেই তাহার প্রাসাদ দখল করিতে পারিব' এবং এক কথাতেই রাজা হইয়া বলিলেন—'আপনি প্রব্রজ্যা

আহ । সো সথ্‌ সন্তিকে পব্বজিত্বা ন চিরস্সেব অরহত্তং  
পত্বা জোতিকেথেরো নাম অহোসি । তস্স অরহত্তং পত্তক্‌খ-  
ণেষেব সম্বাপি সা সম্পত্তি অন্তরধায়ি, তস্পস্স সতুল-  
কায়িং নাম ভরিয়ং দেবতা উত্তরকুরুমেব নায়িংসদ্‌ ।

অথেকাদিবসং ভিক্‌খু তং আমন্তেত্বা ‘আব্দুসো জোতিকে,  
তস্মিং পন তে পাসাদে বা ইথিয়া বা তণ্‌হা অথী’তি  
পদচ্ছিত্বা ‘নথাব্দুসো’তি বদন্তে সথ্‌ আরোচেসদ্‌—‘অয়ং  
ভন্তে, অভূতং বত্বা অঞ্ঞং ব্যাকরোতী’তি । সথা  
‘নথেব, ভিক্‌খবে, মম পদ্‌ত্তস্স তস্মিং তণ্‌হা’তি বত্বা ইমং  
গাথমাহ—

‘যোধ তণ্‌হং পহন্তান, অনাগারো পরিব্বজে ।

তণ্‌হাভবপরিব্‌খীণং, তমহং ব্‌দামি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৪১৬ ॥

\*

\*

\*

গ্রহণ করুন ।’ তিনি শাস্তার নিকট যাইয়া প্রব্রজিত হইয়া অচিরেই অহ’ত্ব  
লাভ করিলেন । তাঁহার নাম হইল জোতিকে স্থবির । তাঁহার অহ’ত্বপ্রাপ্তি  
ক্ষণেই তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি অস্তিহ’ত হইল । তাঁহার সতুলকায়ী  
নামক ভাষাকেও দেবতারা উত্তরকুরুতেই লইয়া গেলেন ।

একদিন ভিক্ষুগণ জোতিকে স্থবিরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—  
‘আব্দুসো জোতিকে, সেই প্রাসাদ বা ভাষার প্রতি আপনার কোন তৃষ্ণা আছে  
কি ?’

‘আব্দুসো নাই ।’

এই কথা শুনিয়া ভিক্ষুগণ শাস্তাকে জানাইলেন—‘ভস্তু এই জোতিকে  
বোধ হয় সত্য কথা বলিতেছেন না ।’

শাস্তা—‘হে ভিক্ষুগণ, সেই প্রাসাদ বা ভাষার প্রতি আমার পদ্‌ত্তের কোন  
তৃষ্ণা নাই’ এই কথা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘এই জগতে যিনি তৃষ্ণা পরিহারপূর্বক অনাগারিক হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ  
করিয়াছেন এবং তৃষ্ণাজাত ভব ক্ষয় করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ  
বলি ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ৪১৬ ।

ইমিস্সা গাথায়থো হেট্ঠা জটিলথেরবথ্‌ম্‌হি ব্দন্তনয়েনেব  
বেদিতত্বেষা ।

দেসনাবসানে বহ্‌ সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্‌গিংসদ্‌তি ।

। জ্যোতিকথেরবথ্‌ চতুতিংসতিমং ।

\*

\*

\*

অম্বয় : এই গাথার অর্থ উপরে জটিল স্থবিরের উপাখ্যানে . যেরূপ  
প্রদত্ত হইয়াছে তদ্রূপ জ্ঞাতব্য ।

দেশনাবসানে বহ্‌ ব্যক্তি স্নোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। জ্যোতিক স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

---

## নটপুত্ৰকথেরবন্ধু । ৩৫

‘হিঙ্গা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেলদুবনে বিহরন্তো একং নটপুত্ৰকং আরম্ভ কথেসি ।

সো কির একং নটকীলং কীলয়মানো বিচরন্তো সথদ্ ধম্ম-  
কথং সদ্ভা পব্বজিহ্বা অরহন্তং পাপদুণি । তস্মিং বুদ্ধপ-  
মুথেন ভিক্খুসঙ্ঘেন সন্ধিং পিণ্ডায় পবিসন্তে ভিক্খু  
একং নটপুত্ৰং কীলন্তং দিস্বা, ‘আব্দসো, এস তয়া  
কীলিতকীলিতং কীলতি, অথি নদ্দ খো তে এথ সিনে-  
হো’তি পদুচ্ছিহ্বা ‘নথী’তি বদন্তে ‘অয়ং, ভন্তে, অভূতং বহ্বা  
অএণ্ণং ব্যাকরোতী’তি আহংসদ্ । সথা তেসং কথং সদ্ভা,  
‘ভিক্খবে, মম পুত্ৰো সৰ্ব্বযোগে অতিক্ৰন্তো’তি বহ্বা ইমং  
গাথমাহ—

\*

\*

\*

## নটপুত্ৰক স্থবিরের উপাখ্যান (ক) । ৩৫ ।

‘হিঙ্গা’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে এক নটপুত্ৰকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন । তিনি এক সময় নটক্ৰীড়া প্রদর্শন করিতে করিতে বিচরণ করিবার সময় শাস্তার ধর্ম কথা শুনিয়া প্রব্রজিত হইয়া অহং প্রাপ্ত হইলেন । তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত পিণ্ড-  
পাতের জন্য প্রবেশকালে ভিক্ষুগণ একটি নটপুত্ৰকে ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আব্দসো, আপনার ক্রীড়িত ক্রীড়া এ প্রদর্শন করিতেছে । ইহার প্রতি আপনার কি কোন স্নেহ (মমতা) নাই ?’

‘নাই ।’

ভিক্ষুগণ বলিলেন—‘ভস্তু, এই ভিক্ষু বোধ হয় সত্য কথা বলিতেছেন না ।’ শাস্তা তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্ৰ সমস্ত প্রকার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে’—এবং এই গাথাটী ভাষণ করিলেন—

‘হিহ্ম মানদুসকং যোগং, দিব্বং যোগং উপচ্চগা ।

সব্বযোগবিসংযুত্তং, তমহং ব্ৰহ্মি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৪১৭ ॥

তথ ‘মানদুসকং যোগ’ন্তি মানদুসকং আয়ুশ্চৈব পণ্ড  
কামগদুগে চ । দিব্বযোগেপি এসেব নয়ো । ‘উপচ্চগা’তি  
যো মানদুসকং যোগং অতিক্রান্তো, তং সৰ্ব্বোহি চতুর্হিপি  
যোগেহি বিসংযুত্তং অহং ব্রাহ্মণং বদামীতি অথো ।

দেমনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গাংসুতি ।

। নটপদ্যকস্থেবথু পণ্ডতিংসতিমং ।

\*

\*

\*

‘যিনি মানবিক যোগ ( = বন্ধন ) পরিহারপূর্বক দিব্যযোগও অতিক্রম  
করিয়াছেন, যিনি সর্ববিধ যোগ বা বন্ধনমুক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’

—ধ্মপদ, শ্লোক ৪১৭ ।

অন্বয় : ‘মানদুসকং যোগং’ মানদুষক আয়ু এবং পণ্ড কামগদুগ । ‘দিব্ব-  
যোগ’-এর ক্ষেত্রেও ইহাই গ্রহণ করিতে হইবে । ‘উপচ্চগা’ যিনি মানদুষক  
যোগ বা বন্ধন ত্যাগ করিয়া দিব্যযোগও অতিক্রম করিয়াছেন, তিনিই চারি  
প্রকার যোগ ( কামযোগ, ভবযোগ, মিথ্যাদৃষ্টিযোগ ও অবিদ্যা যোগ )  
হইতে বিসংযুক্ত তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

দেমনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। নটপদ্যক স্থবিরের ( ক ) উপাখ্যান সমাপ্ত ।

## নটপুত্রকথেরবথু । ৩৬

‘হিস্কা রতিগা’তি ইমং ধম্মদেশনং সথা বেল্লবনে বিহরন্তো  
একং নটপুত্রকংয়েব আরব্ভ কথেসি । ~

বথু পুৱিমসদিসমেব । ইধ পন সথা, ‘ভিক্খবে, মম  
পুৱত্তো রতিগা অরতিগা পহায় ঠিতো’তি বহা ইমং  
গাথমাহ—

‘হিস্কা রতিগা অরতিগা, সীতিভূতং নিরুপধিং ।

সব্বলোকাভিভুং বীরং, তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৪১৮ ॥

তথ ‘রতি’ন্তি পণ্ডকামগুণরতিং । ‘অরতি’ন্তি অরণ্ণ-  
বাসে উক্কিণ্ঠিতত্তং । ‘সীতিভূত’ন্তি নিব্বুতং । নিরুপ-  
ধি’ন্তি নিরুপকিলেসং । ‘বীর’ন্তি তং এবরুপং সব্বং  
খন্ধলোকং অভিভবিস্কা ঠিতং বীরিয়বন্তং অহং ব্রাহ্মণং  
বদামীতি অথো ।

## নটপুত্রক স্থবিরের (খ) উপাখ্যান । ৩৬ ।

‘হিস্কা রতিগা’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা বেণুবনে অবস্থানকালে একজন  
নটকপুত্রককেই উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন । ঘটনা পূর্বের  
উপাখ্যানবৎ । এখানে শাস্ত্রা ‘হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র রতি এবং অরতি  
উভয়কেই পরিহার করিয়া স্থিত’ বলিয়া এই গাথাটী ভাষণ করিলেন—

‘যিনি রতি ও অরতি ত্যাগ করিয়া শাস্ত্র ও নিরুপধি হইয়াছেন, সেই  
সর্বলোকবিভূ বীরকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’ —ধম্মপদ, স্লোক ৪১৮ ।

অম্বয় : ‘রতিং’ পণ্ডকামগুণরতিকে । ‘অরতিং’ অরণ্যবাসে উৎ-  
কণ্ঠিততাকে । ‘সীতিভূতং’ নিব্বৃত্ত । ‘নিরুপধিং’ যিনি নিরুপক্লেশ ।  
‘বীরং’ সর্ব খন্ধলোককে অভিভূত করিয়া স্থিত তাদৃশ বীরবানকেই  
আমি ব্রাহ্মণ বলি ।



দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্বিগ্ধংসতি ।

। নটপদ্যকস্থেরবথু ছত্তিগ্ধংসতিমং ।

\*

\*

\*

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। নটপদ্যক স্থবিরের (খ) উপাখ্যান সমাপ্ত ।

## বঙ্গীসখেরবথু । ৩৭

‘চুতিং’ যো বেদী’তি ইমং ধম্মদেশনং সখা জেতবনে  
বিহরন্তো বঙ্গীসখেরং আরব্ভ কথেসি।

রাজগৃহে কিরেকো ব্রাহ্মণো বঙ্গীসো নাম মতমনুস্সানং  
সীসং আকোটেষা ‘ইদং নিরয়ে নিব্বত্তস্স সীসং, ইদং তির-  
চ্ছানয়োনিয়ং, ইদং পেত্তিবিসয়ে, ইদং মনুস্সলোকে, ইদং  
দেবলোকে নিব্বত্তস্স সীস’ন্তি জানাতি। ব্রাহ্মণা ‘সক্কা  
ইমং নিস্সায় লোকং খাদিতু’ন্তি চিন্তেত্বা তং ধ্বংস-  
বথানি পরিদহাপেত্বা আদায় জনপদং চরন্তা মনুস্সে  
বদন্তি ‘এসো বঙ্গীসো নাম ব্রাহ্মণো মতমনুস্সানং সীসং  
আকোটেষা নিব্বত্তট্ঠানং জানাতি, অন্তনো ঐত্তকানং

## বঙ্গীশ স্ববিরের উপাখ্যান । ৩৭ ।

‘চুতিং যো বেদি’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে বঙ্গীশ  
স্ববিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

রাজগৃহে বঙ্গীশ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন যিনি মৃত মনুষ্যদের খুন্দিতে  
টোকা দিয়া বলিতে পারিতেন—‘ইহা নরকে উৎপন্ন ব্যক্তির খুন্দি, ইহা  
তিষক্‌যোনিগত ব্যক্তির খুন্দি, ইহা প্রেতলোকে গত ব্যক্তির খুন্দি, ইহা  
মনুষ্যালোকে জাত ব্যক্তির খুন্দি, ইহা দেবলোকে উৎপন্ন ব্যক্তির খুন্দি’  
ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণগণ চিন্তা করিলেন—‘এই ব্যক্তিকে ব্যবহার করিয়া আমরা পৃথিবীর  
লোকদের প্রবঞ্চিত করিতে পারি।’—ইহা চিন্তা করিয়া তাঁহারা বঙ্গীশকে  
দুই খণ্ড লাল বস্ত্র পরিহিত করাইয়া জনপদে বিচরণ করিতে করিতে  
লোকদের বলিতেন—‘ইনি বঙ্গীশ নামক ব্রাহ্মণ। ইনি মৃত মনুষ্যদের  
খুন্দিতে টোকা দিয়া বলিতে পারেন মৃত ব্যক্তি কোথায় জন্ম লইয়াছে।

নিষ্বত্তট্ঠানং পদুচ্ছথা'তি। মনুস্মা যথাবলং দসপি  
কহাপণে বীসীতিপি সতম্পি দত্তা ঐতকানং নিষ্বত্তট্ঠানং  
পদুচ্ছন্তি। তে অনুপদুশ্বেন সাবখিং পত্তা জেতবনস্স  
অবিদুরে নিবাসং গণ্হিংসু। তে ভুত্তপাতরাসা মহাজ্জনং  
গন্ধমালাদিহথং ধম্মস্সবনায় গচ্ছন্তং দিস্সা 'কহং গচ্ছথা'-  
তি পদুচ্ছিত্তা 'বিহারং ধম্মস্সবনায়'তি বদুত্তে 'তথ গম্মা  
কিং করিস্সথ, অম্হাকং বঙ্গীসব্রাহ্মণেন সদিসো নাম নথি,  
মতমনুস্সানং সীসং আকোট্টেত্তা নিষ্বত্তট্ঠানং জানাতি,  
ঐতকানং নিষ্বত্তট্ঠানং পদুচ্ছথা'তি আহংসু। তে  
'বঙ্গীসো কিং জানাতি, অম্হাকং সথারা সদিসো নাম  
নথী'তি বত্তা ইতরেহিপি 'বঙ্গীসসদিসো নথী'তি বদুত্তে  
কথং বড্ঢেত্তা 'এথ, দানি বো বঙ্গীসস্স বা অম্হাকং বা

\*

\*

\*

তোমরা নিজেদের পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনদের উৎপত্তিস্থান জানিতে পার।'  
লোকেরা যথাসামর্থ্য দশ, বিশ বা একশত কাষাপণের বিনিময়ে নিজেদের  
আত্মীয়-স্বজনদের পুনর্জন্ম স্থান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এই  
ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই ব্রাহ্মণগণ শ্রাবস্তীতে আসিয়া জেতবনের অবিদুরে  
বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আহারাশ্বে মনুষ্যগণকে গন্ধমালাদিহস্তে  
ধর্মশ্রবণের জন্য যাইতে দেখিয়া 'কোথায় যাইতেছেন?' জিজ্ঞাসা করিয়া  
'ধর্মশ্রবণের জন্য বিহারে যাইতেছি' শুনিয়া 'সেখানে যাইয়া কি করিবেন?  
আমাদের বঙ্গীশ ব্রাহ্মণের মত আর কেহ নাই, মৃত লোকদের খুলিতে টোকা  
দিয়া তিনি বলিতে পারেন ঐসকল ব্যক্তি কোথায় কোথায় জন্মগ্রহণ  
করিয়াছে। আপনারাও আপনাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনদের উৎপত্তিস্থান  
জানিতে পারেন। জিজ্ঞাসা করুন।' তাঁহারা বলিলেন—'বঙ্গীশ কি  
জানেন? আমাদের শাস্তার মত আর কেহ নাই।' ব্রাহ্মণগণও বলিলেন—  
'আমাদের বঙ্গীশের মত আর কেহ নাই।' এইভাবে কথায় কথায় কথা বাড়িয়া  
গেল। শেষে স্থির হইল—'চলুন, দেখা যাক কে বেশী জানেন—আপনাদের  
বঙ্গীশ, না আমাদের শাস্তা' বলিয়া তাঁহাদের বিহারে লইয়া গেলেন। শাস্তা

সখ্যে জ্ঞাননভাবং জানিস্সামা'তি তে আদায় বিহারং  
 অগমংসু। সখা তেসং আগমনভাবং ঞ্জা নিরয়ে তির-  
 চ্ছানযোনিয়ং মনুস্সলোকে দেবলোকেতি চতুসু ঠানেসু  
 নিব্বত্তানং চত্তারি সীসানি, খীণাসবসীসণ্ণাতি পণ্ড সীসানি  
 আহরাপেজ্জা পটিপাটিয়া ঠপেজ্জা আগতকালে বঙ্গীসং  
 পদুচ্ছি—‘ত্বং কিং সীসং আকোটেজ্জা মতকানং নিব্বত্তট্-  
 ঠানং জানাসী'তি ? ‘আম, জানামী'তি । ‘ইদং কস্স  
 সীস'ন্তি ? সো তং আকোটেজ্জা ‘নিরয়ে নিব্বত্তস্সা'তি  
 আহ । অথস্স সখা ‘সাধু সাধু'তি সাধুকারং দজ্জা  
 ইতরানিপি তীণি সীসানি পদুচ্ছিজ্জা তেন অবিরজ্জিহ্বা  
 বদুত্তবদুত্তক্খণে তথৈব তস্স সাধুকারং দজ্জা পণ্ডমং সীসং  
 দস্সেজ্জা ‘ইদং কস্স সীস'ন্তি পদুচ্ছি, সো তম্পি  
 আকোটেজ্জা নিব্বত্তট্ঠানং ন জানাতি ।

\*

\*

\*

তাহাদের আগমনের কথা জানিয়া নরকে, তিষ'ক্খোনিতে, মনুষ্যালোকে এবং  
 দেবলোকে—চারি স্থানে জন্মপ্রাপ্ত চারিজনের চারিটি মাথার খুলি এবং  
 একজন অহ'তের মাথার খুলি—এই পাঁচটি খুলি একত্র করিয়া পরপর  
 সাজাইয়া বঙ্গীশ পেঁঁছিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তুমি নাকি মৃত  
 ব্যক্তিদের মাথার খুলিতে টোকা দিয়া বলিতে পার কে কোথায় জন্মগ্রহণ  
 করিয়াছে ।’

‘হ্যাঁ জানি ।’

‘এইটা কাহার খুলি ?’

বঙ্গীশ ঐ খুলিতে টোকা দিয়া বলিলেন—‘এই ব্যক্তি নরকে জন্মগ্রহণ  
 করিয়াছে ।’ তখন শাস্তা তাহাকে ‘সাধু সাধু’ বলিয়া সাধুবাদ দিয়া অন্য  
 তিনটি খুলির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । বঙ্গীশ ঐ তিনজনের মধ্যে কে  
 কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিলেন । শাস্তা তাহাকে সাধুবাদ দিয়া পঞ্চম  
 খুলিটি তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন—‘এইটা কাহার মাথার খুলি ?’ কিন্তু ঐ  
 খুলিতে টোকা দিয়া বঙ্গীশ বলিতে পারিলেন না তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ  
 করিয়াছেন ।

অথ নং সথা ‘কিং, বঙ্গীস, ন জানাসী’তি বহ্বা, ‘আম, ন জানামী’তি বহ্বন্তে ‘অহং জানামী’তি আহ। অথ নং বঙ্গীসো যাচি ‘দেথ মে ইমং মন্ত’ন্তি। ‘ন সন্ধা অপব-  
জিতস্স দাতু’ন্তি। সো ‘ইমস্মিং মন্তে গহিতে সকল-  
জম্বদীপে অহং জেট্ঠকো ভবিস্সামী’তি চিন্তেহা তে  
ব্রাহ্মণে ‘তুম্হে তথেব কতিপাহং বসথ, অহং পব্বজিস্সা-  
মী’তি উষোজেহা সথ্ধ সন্তিকে পব্বজিস্সা লদ্ধপসম্পদো  
বঙ্গীসথেরো নাম অহোসি। অথস্স সথা দ্বিত্তংসাকার-  
কম্মট্ঠানং দহ্বা ‘মন্তস্স পরিকম্মং সঙ্ঘাযাহী’তি আহ।  
সো তং সঙ্ঘাযন্তো অন্তরন্তরা ব্রাহ্মণেহি ‘গহিতো তে  
মন্তো’তি পদুচ্ছিন্নমানো ‘আগমেথ তাব, গগ্হামী’তি বহ্বা

\*

\*

\*

তখন শান্তা তাঁহাকে বলিলেন—‘কি বঙ্গীশ, তুমি জান না ?’

‘না, আমি জানি না।’

‘আমি কিন্তু জানি।’ [ শান্তা বলিলেন ] তখন বঙ্গীশ শান্তাকে প্রার্থনা করিলেন—

‘আমাকে এই মন্ত্র দিন।’

‘আমার নিকট প্রব্রজিত না হইলে দেওয়া সম্ভব নহে।’

বঙ্গীশ চিন্তা করিলেন—‘এই মন্ত্র পাইলে সমগ্র জম্বুদ্বীপে আমি শ্রেষ্ঠ হইব’ এবং ব্রাহ্মণদের বলিলেন—‘আপনারা কিছুদিন এখানেই থাকুন, আমি প্রব্রজিত হইব’ এবং তাঁহাদের পাঠাইয়া দিয়া শান্তার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিয়া বঙ্গীশ ছবির নামে পরিচিত হইলেন। শান্তা তাঁহাকে দ্বাত্রিংশাকার ‘কম’স্থান’ ভাবনা দিলেন এবং বলিলেন—‘মন্ত্রের প্রারম্ভিক শব্দগুলি বারবার আবৃত্তি কর।’ তিনি এইভাবে মন্ত্র শিখিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ মাঝে মাঝে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—‘মন্ত্র শিক্ষা হইয়াছে কি ?’

কতিপাহেনেব অরহত্তং পত্তা পদ্বন ব্রাহ্মণেহি পদুট্টো  
 ‘অভবো দানাহং, আবদুসো, গম্বু’ন্তি আহ। তং সদ্বত্তা  
 ভিক্খু ‘অয়ং, ভন্তে, অভূতেন অঞ্‌ঞং ব্যাকরোতী’তি  
 সখদু আরোচেসদুং। সখা ‘মা, ভিক্খবে, এবং অবচুখ,  
 ইদানি, ভিক্খবে, মম পদ্বত্তো চুতিপটিসন্ধিকুসলো  
 জাতো’তি বত্তা ইমা গাথা অভাসি—

‘চুতিং যো বেদি সত্তানং, উপপত্তিঞ্চ সব্বসো।

অসত্তং সদুগতং বদ্বন্ধং, তমহং বদ্বমি ব্রাহ্মণং ॥

‘ষম্স গতিং ন জানন্তি, দেবা গন্ধম্বমানদুসা।

খীণাসবং অরহন্তং, তমহং বদ্বমি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৪১৯-৪২০ ॥

তথ ‘যো বেদী’তি যো সত্তানং সব্বাকারেণ চুতিঞ্চ পটি-  
 সন্ধিঞ্চ পাকটং কত্তা জানাতি, তমহং অলংগতায় ‘অসত্তং’,

\*

\*

\*

‘আর কিছুকাল অপেক্ষা করুন, আমি শিক্ষা করিতেছি।’

কিছুদিনের মধ্যেই বঙ্গীশ অহং প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ পদ্বনরায়  
 আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—‘আবদুসো, আমি এখন যাইতে  
 অপারগ।’ ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ শাস্তাকে জানাইলেন—‘ভন্তে, ইনি বোধ  
 হয় যাহা সত্য তাহা বলিতেছেন না।’ শাস্তা বলিলেন—হে ভিক্ষুগণ,  
 এইরূপ বলিও না, এখন আমার পদ্বত্ত চুতি-উৎপত্তি বিষয়ে কুশলী হইয়াছে’  
 এবং এই দইটী গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যিনি সর্বতোভাবে প্রাণিগণের উৎপত্তি ও লয়-রহস্য জ্ঞাত হইয়াছেন,  
 যিনি অনাসক্ত, সদুগত (সদুগতি প্রাপ্ত) এবং বদ্বন্ধ, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ  
 বলি।’

যাঁহার গতি দেবতা, গন্ধব’ ও মানবগণ জানে না, সেই ক্ষীণাম্রব  
 অহংকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

—ধম্মপদ, শ্লোক ৪১৯-৪২০।

অর্থঃ ‘যো বেদি’ যিনি সত্ত্বগণের সর্বাকারে চুতি এবং উৎপত্তি  
 বিশেষভাবে জানেন, অনাসক্ত বলিয়া তাঁহাকে আমি ‘অসত্ত’ বলি, সদুগত-

পটিপত্তিয়া স্দুট্ঠু গতত্তা 'স্দুগতং', চতুন্নং সচ্চানং  
বুদ্ধতায় 'বুদ্ধং' ব্রাহ্মণং বদামীতি অথো । 'যস্সা'তি  
যস্সেতে দেবাদয়ো গতিং ন জানন্তি, তমহং আসবানং  
খীণতায় 'খীণাসবং', কিলেসেহি আরকত্তা 'অরহন্তং'  
ব্রাহ্মণং বদামীতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপুণিংসুত্তি ।

। বঙ্গীসখেরবথু সত্ততিংসতিমং ।

• • •

ভাবে গত হইয়াছেন বলিয়া 'স্দুগত', চারি আষ'সত্যকে জানিয়াছেন বলিয়া  
'বুদ্ধ'—তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি । 'যস্সা'তি যাঁহার গতি ই'হারা  
দেবতা, গন্ধর্ব' প্রভৃতির জানেন না তাঁহাকে আমি আস্রবসমূহের ক্ষীণ বা  
ক্ষয় হেতু 'খীণাসব' বলি, ক্রেশসমূহ হইতে দূরীভূত বলিয়া 'অরহন্ত'—  
তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। বঙ্গীশ শ্রবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

---

## ধম্মাদিন্নখেরীবথু । ৩৮

‘ষস্সা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেল্লবনে বিহরন্তো  
ধম্মাদিন্নং নাম ভিক্খুনিং আরম্ভ কথেসি ।

একদিবসঞ্ছি তস্সা গিহিকালে সামিকো বিসাত্থো  
উপাসকো সথু সন্তিকে ধম্মং সত্ত্বা অনাগামিফলং পত্ত্বা  
চিন্তেসি—‘ময়া সত্ত্বং সাপতেষ্যং ধম্মাদিন্নং পটিচ্ছাপেতুং  
বট্টতী’তি । সো ততো পুত্তেব আগচ্ছন্তো ধম্মাদিন্নং  
বাতপানেন ওলোকেন্তিৎ দিস্সা সিতং করোতি । তং  
দিবসং পন বাতপানেন ঠিতং অনোলোকেন্তোব অগম্মাসি ।  
সা ‘কিং নু খো ইদ’ন্তি চিন্তেত্ত্বা ‘হোতু, ভোজনকালে  
জ্ঞানিস্সামী’তি ভোজনবেলায় ভত্তং উপনামেসি । সো  
অঞ্ঞেসু দিবসেসু ‘এহি, একতো ভুজ্জামা’তি বদতি,

\*

\*

\*

## ধম্মাদিন্না খেরীর উপাখ্যান । ৩৮ ।

‘ষস্সা’তি এই ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে ধম্মাদিন্না নামক  
ভিক্ষুণীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তাঁহার গাহস্থাজীবনে তাঁহার স্বামী উপাসক বিশাখ একদিন শাস্তার  
নিকট ধর্ম শুনিয়া অনাগামিফল প্রাপ্ত হইয়া চিন্তা করিলেন—‘আমার সমস্ত  
সম্পত্তি ধম্মাদিন্নার হস্তে সমর্পণ করা উচিত ।’ ইতিপূর্বে গৃহে ফিরিবার  
সময় ধম্মাদিন্নাকে জানালায় দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে অবলোকন করার সময়  
তিনি মৃদু হাসিতেন । কিন্তু সেইদিন ধম্মাদিন্না জানালায় দাঁড়াইয়া  
থাকিলেও তিনি তাঁহার দিকে না তাকাইয়াই গৃহে প্রবেশ করিলেন ।  
ধম্মাদিন্না ভাবিলেন—‘ব্যাপার কি ?’

‘ঠিক আছে, ভোজনের সময় জানিব’ বলিয়া ভোজনবেলায় ভোজন  
উপস্থাপিত করিলেন । অন্যান্য দিন বিশাখ বলিতেন—‘আইস, একত্রে



তং দিবসং পন তুণ্হীভূতোব ভুঞ্জি । সা ‘কেনচিদেব কারণেন কুপিতো ভবিম্মসতী’তি চিন্তেতি । অথ নং বিসাখো সদ্ধানিসিন্নবেলায় তং পক্কোসিদ্ধা ‘ধম্মদিম্মে ইমস্মিং গেহে সৰ্বং সাপতেষাং পটিচ্ছাহী’তি আহ । সা ‘কুন্ধা নাম সাপতেষাং ন পটিচ্ছাপেত্তি, কিং ন্দু থো এত’ন্তি চিন্তেত্ত্বা ‘তুম্হে পন, সামী’তি আহ । ‘অহং ইতো পট্ঠায় ন কিঞ্চি বিচারেমী’তি । ‘তুম্হেহি ছিদ্ভিতং খেলং কো পটিচ্ছিম্মসতি, এবং সন্তে মম পব্বজ্জং অনন্দ-জানাথা’তি । সো ‘সাধু, ভদ্দে’তি সম্পটিচ্ছিদ্ধা মহন্তেন সন্ধারেন তং ভিক্খুদনীউপসসয়ং নেত্ত্বা পব্বাজেসি । সা লন্ধুপসম্পদা ধম্মদিম্মথেরী নাম অহোসি ।

সা পবিবেককামতায় ভিক্খুদনীহি সন্ধিং জনপদং গন্ত্বা

\*

\*

\*

ভোজন করিব’ সেইদিন কিম্বু নীরবে ভোজন করিলেন । ধম্মদিম্মা চিন্তা করিলেন—‘মনে হয় কোন কারণে তিনি কুপিত হইয়াছেন ।’ ভোজনশেষে বিশাখ সদ্ধাসনে বসিয়া ধম্মদিম্মাকে ডাকিয়া বলিলেন—‘ধম্মদিম্মে, এই গৃহে ষত সম্পত্তি আছে সবই তোমার । গ্রহণ কর ।’ ধম্মদিম্মা চিন্তা করিলেন—

‘যাহারা ঋদ্ধ হয় তাহারা কখনও নিজের সম্পত্তি দিয়া গ্রহণ করিতে বলে না । ব্যাপার কি’ এবং বলিলেন—

‘স্বামিন্, আপনি কোথায় যাইবেন ?’

‘আমি এখন হইতে জাগতিক কিছুর সহিত সম্পর্ক রাখিব না ।’

‘আপনি যে থুতু নিক্ষেপ করিয়াছেন কে তাহা গ্রহণ করিবে ? আমাকে অনর্দমতি দিন, আমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব ।’

তিনি ‘বেশ বেশ’ বলিয়া সম্মতি জানাইয়া ধুমধাম সহকারে ধম্মদিম্মাকে ভিক্ষুণী আবাসে লইয়া যাইয়া প্রব্রজিত করিলেন । উপসম্পদা লাভ করার পর তাঁহার নাম হইল ধম্মদিম্মা থেরী ।

তিনি নিজের বাসে অভিলাষিণী হইয়া ভিক্ষুণীদের সহিত জনপদে

তথ বিহরন্তী ন চিরস্সেব সহ পটিসম্ভিদাহি অরহত্তং  
 পত্তা 'ইদানি মং নিস্সায় এত্তিজনাপ্পাণ্ণানি করি-  
 স্সন্তী'তি পদ্বদেব রাজগহং পচ্চাগচ্ছি। উপাসকো  
 তস্সা আগতভাবং সত্ত্বা 'কেন ন্দু থো কারণেন আগতা'তি  
 ভিক্খুনীউপস্সয়ং গত্ত্বা থেরিং বন্দিত্ত্বা একমন্তং  
 নিস্সিন্নো 'উক্কিণ্ঠিতা ন্দু থোসি, অযোতি বত্তং অম্পতি-  
 রুপং, পএহ্মেকং নং পদ্বিচ্ছস্সামী'তি চিন্তেত্ত্বা সোতা-  
 পত্তিমগ্গে পএহ্মং পদ্বিচ্ছি, সা তং বিস্সজ্জেসি। উপাসকো  
 তেনেব উপায়েন সেসমগ্গেসদ্বাপি পএহ্মং পদ্বিচ্ছিত্বা  
 অতিকম্ম পএহ্মস্স পদ্বট্টকালে তায় 'অচ্চযাসি,  
 আবদুসো, বিসাত্থা'তি বত্তা 'আকম্মমানো সত্থারং উপসস্ক-  
 মিত্ত্বা ইমং পএহ্মং পদ্বিচ্ছ্যাসী'তি বত্তে থেরিং বন্দিত্ত্বা  
 উট্টাযাসনা সত্থা সন্তিকং গত্ত্বা তং কথাসল্লাপং সম্বং

\*

\*

\*

যাইয়া সেখানে অবস্থান করাকালে অচিরেই প্রতিসম্ভিদা সহ অহত্ত্ব লাভ  
 করিয়া চিন্তা করিলেন—'এখন আমাকে লক্ষ্য করিয়া আমার জ্ঞাতীগণ  
 পদ্যকর্ম করিবে' এবং রাজগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। উপাসক (বিশাখ)  
 তাহার আগমনের কথা শুনিয়া কেন আসিয়াছেন জানিবার জন্য ভিক্ষুণী-  
 আবাসে যাইয়া থেরীকে বন্দনা করিয়া একপাশেব উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা  
 করিলেন—'আৰ্ঘ্যে, আপনি কি উৎকীর্ণতা হইয়াছেন' এই কথা বলা ঠিক  
 হইবে না। তাহাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।' স্রোতাপত্তিমাগ' বিষয়ে  
 তিনি তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাহার উত্তর দিলেন।  
 উপাসক একই উপায়ে অবশিষ্ট মাগ'সমূহ সম্বন্ধেও প্রশ্ন করিয়া যখন অহত্ত্ব  
 মাগ' সম্বন্ধেও প্রশ্ন করিলেন, তখন ধম্মদিম্মা বলিলেন—'আবদুসো, বিশাখ,  
 আপনি অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন আমাকে করিতেছেন। ইচ্ছা হইলে শাস্তার নিকট  
 উপস্থিত হইয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।' এই কথা বলাতে  
 বিশাখ থেরীকে বন্দনা করিয়া আসন হইতে উঠিয়া শাস্তার নিকট যাইয়া

ভগবতো আরোচেসি। সখা ‘সদুর্কথিতং মম ধীতাব  
ধৰ্ম্মদিম্বায়, অহম্পেতং পঞ্হং বিস্সজেজন্তো এবমেব  
বিস্সজেজ্য’ন্তি বহ্বা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমাহ—

‘যস্স পদুরে চ পচ্ছা চ, মজ্জেক্কা চ নখি কিণ্ডনং।

অকিণ্ডনং অনাদানং, তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৪২১ ॥

তথ ‘পদুরে’তি অতীতেসু খন্ডেসু। ‘পচ্ছা’তি অনাগতেসু  
খন্ডেসু। ‘মজ্জেক্কা’তি পচ্ছদুস্পন্থেসু খন্ডেসু। ‘নখি  
কিণ্ডন’ন্তি যস্সেতেসু ঠানেসু তণ্হাগাহসখাতং কিণ্ডনং  
নখি, তমহং রাগকিণ্ডনাদীহি ‘অকিণ্ডনং’ কস্সচি গহণস্স  
অভাবেন ‘অনাদানং’ ব্রাহ্মণং বদামীতি অথো।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগিৎসুতী।

। ধৰ্ম্মদিন্থেথেরীবথু অট্ঠতিংসতিমং।

\*

\*

\*

ধৰ্ম্মদিম্বার সহিত তাঁহার কথাবার্তা হইয়াছে সমস্তই ভগবানকে জানাইলেন।  
শাস্তা বলিলেন—‘আমার কন্যা ধৰ্ম্মদিম্বা যাহা বলিয়াছে যথার্থই বলিয়াছে।  
আমাকে প্রশ্ন করিলেও আমি একই উত্তর দিতাম’ এবং ধৰ্ম্মদেশনাকালে এই  
গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘যাঁহার অতীত, অনাগত ও বর্তমান পঞ্চস্কন্ধের প্রতি কোন তৃষ্ণা নাই,  
যিনি অকিণ্ডন ও অনাসক্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।’

—ধৰ্ম্মপদ, শ্লোক ৪২১।

অর্থঃ ‘পদুরে’ অতীত স্কন্ধসমূহে। ‘পচ্ছা’ অনাগত স্কন্ধসমূহে।  
‘মজ্জেক্কা’ বর্তমান স্কন্ধসমূহে। ‘নখি কিণ্ডনং’ যাঁহার এই সমস্ত বিষয়ে  
তৃষ্ণাগ্রাহ নামক কিণ্ডন নাই, যিনি রাগকিণ্ডনাদি না থাকাতে ‘অকিণ্ডন’, কোন  
গ্রহণের অভাবে যিনি ‘অনাদান’, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

। ধৰ্ম্মদিম্বা থেরীর উপাখ্যান সমাপ্ত।

## অঙ্গুলিমালখেরবথু । ৩১

‘উসভ’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো অঙ্গুলিমালখেরং আরব্ভ কথেসি । বথু ‘ন বে কদরিয়া দেবলোকং বজন্তী’তি ( ধ. প. ১৭৭ ) গাথাবগ্ননায় বদন্ত-মেব । বদন্তঃ্‌হি তথ -

ভিক্‌খু অঙ্গুলিমালং পদচ্ছিংসদু—‘কিং নু থো, আবদুসো অঙ্গুলিমাল, দদুট্‌হথিং ছত্তং ধারেহা ঠিতং দিম্বা ভায়ী’তি ? ‘ন ভায়িং, আবদুসো’তি । তে সথারং উপ-সংকমিত্বা আহংসদু—‘অঙ্গুলিমালো, ভন্তে, অণ্ড্‌-এং ব্যাকরোতী’তি । সথা ‘ন, ভিক্‌খবে, মম পদন্তো অঙ্গুলিমালো ভায়তি । খীণাসবউসভানঃ্‌হি অন্তরে জেট্‌কউসভা মম পদন্তুসদিসা ভিক্‌খু ন ভায়ন্তী’তি বহা ইমং গাথমাহ—

\*

\*

\*

## অঙ্গুলিমাল স্থবিরের উপাখ্যান । ৩১ ।

‘উসভং’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অঙ্গুলিমাল স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন । ঘটনা ধম্মপদের ১৭৭ নং শ্লোকের উপাখ্যানের বর্ণনায় বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে ।

উক্ত হইয়াছে—ভিক্ষুগণ অঙ্গুলিমালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘আবদুসো অঙ্গুলিমাল, দদুট্‌হন্তী যখন আপনার মন্তকোপরি ছত্র ধারণ করিয়াছিল, আপনি কি ভয় পাইয়াছিলেন ?’

‘আবদুসো, না, ভয় পাইনি ।’

তাহারা শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘ভস্‌থে, অঙ্গুলিমাল সত্য বলিতেছেন না ।’ শাস্তা বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ আমার পুত্র অঙ্গুলিমাল ভয় পায় না । ক্ষীণাস্রব-ঋষভগণের মণ্যে শ্রেষ্ঠ ঋষভসদৃশ আমার ভিক্ষুপুত্রগণ ( কখনও ) ভয় পায় না ।’—ইহা বলিয়া তিনি এই গাথাটী ভাষণ করিলেন—

‘উসভং পবরং বীরং, মহেসিং বিজিতাবিনং ।

অনেজং ন্হাতকং বুদ্ধং, তমহং ব্রহ্মি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৪২২ ॥

তস্মস্থো—অচ্ছম্ভিতট্টেন উসভসদিসতায় ‘উসভং’  
উত্তমট্টেন ‘পবরং’ বীরিয়সম্পত্তিয়া ‘বীরং’ মহন্তানং  
সীলক্খন্দাদীনং এসিতত্তা ‘মহেসিং’ তিল্লং মারানং  
বিজিতত্তা ‘বিজিতাবিনং’ ন্হাতকিলেসতায় ন্হাতকং  
চতুসচ্চবুদ্ধতায় ‘বুদ্ধং’ তং এবরুপং অহং ব্রাহ্মণং বদামীতি  
অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গিৎসূতি ।

। অঙ্গুলিমালথেরবথু একুনচত্তালীসং ।

\*

\*

\*

‘যিনি ঋষভ ( অগ্রগণ্য ), প্রবর ( শ্রেষ্ঠ ), বীর, মহর্ষি, বিজিতাবী,  
নিষ্কলুষ, স্নাতক ( ধৌতপাপ ) ও বুদ্ধ, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ৪২২ ।

অন্বয় : অভীতার্থে ঋষভ ( ব্ৰষভ ? ) সদৃশার্থে ‘উসভং’, উত্তমার্থে  
‘পবরং’, বীর্যবন্তার জন্য ‘বীরং’, মহা শীলস্কন্ধাদির এষিতত্ত্বের জন্য  
( অবৈষণার জন্য ) ‘মহেসিং’, তিন প্রকার মারবিজয়ী বলিয়া ‘বিজিতাবিনং’,  
কলুষসমূহ ধৌত হইয়াছে বলিয়া ‘ন্হাতকং’, চারি আর্ষসত্যের প্রবুদ্ধতার  
জন্য ‘বুদ্ধং’—যিনি এইরকম গুণসম্পন্ন তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। অঙ্গুলিমাল স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

## দেবহিতব্রাহ্মণবখ্ । ৪০

‘পদ্বেশ্বনিবাস’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো দেবহিতব্রাহ্মণস্স পঞ্হং আরব্ভ কথেসি ।

একস্মিঞ্হুহি সময়ে ভগবা বাতরোগেন আবাব্বিকো হুত্ত্বা উপবাণথেরং উণ্হোদকথায় দেবহিতব্রাহ্মণস্স সন্তিকং পহিণি । সো গন্ডা সথ্হু আবাব্বিকভাবং আচিক্খিত্বা উণ্হোদকং যাচি, তং সত্ত্বা ব্রাহ্মণো তুট্ঠমানসো হুত্ত্বা ‘লাভা বত মে, যং মম সন্তিকং সম্মাসম্বুদ্ধো উণ্হোদকস্স-থায় সাবকং পহিণী’তি উণ্হোদকস্স কাজং পদুরিসেন গাহাপেত্তা ফাণিতস্স চ পদুটং উপবাণথেরস্স পাদাসি । থেরো তং গাহাপেত্তা বিহারং গন্ডা সথারং উণ্হোদকেন ন্হাপেত্তা উণ্হোদকেন ফাণিতং আলোলেত্তা ভগবতো

\*

\*

\*

## দেবহিতব্রাহ্মণের উপাখ্যান । ৪০ ।

‘পদ্বেশ্বনিবাসং’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে দেবহিত-ব্রাহ্মণের ( জিজ্ঞাসিত ) প্রশ্নকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

এক সময় ভগবান বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া উষ্ণোদক আনিবার জন্য উপবাণ স্থবিরকে দেবহিতব্রাহ্মণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন । স্থবির যাইয়া শাস্ত্রার রোগের কথা ব্যক্ত করিয়া উষ্ণোদক চাহিলেন । ইহা শ্রুনিয়া ব্রাহ্মণ তুষ্টচিত্ত হইয়া ‘অহো, আমার কি সৌভাগ্য, সম্যক্সম্বুদ্ধ উষ্ণোদকের জন্য আমার নিকট তাঁহার প্রাবককে প্রেরণ করিয়াছেন’ বলিয়া উষ্ণোদকের একটি কাজ ( একটি দীর্ঘাকারের দণ্ড যাহার দুই মাথায় দুইটি কলস বা যে কোন বোঝা ঝুলাইয়া লওয়া যায় ) নিজের লোকের দ্বারা বহন করাইয়া গুড়ের একটি পট্টলি উপবাণ স্থবিরের হাতে দিলেন । স্থবির তাহা লইয়া বিহারে যাইয়া শাস্ত্রাকে সেই উষ্ণোদকের দ্বারা স্নান করাইয়া জলের সহিত

পাদাসি, তস্ম তৎথগেষেব সো আবোধো পটিপস্সম্ভি ।  
ব্রাহ্মণো চিন্তেসি—‘কস্স নু থো দেয্যধম্মো দিন্নো মহ’ফলো  
হোতি, সথারং পদুচ্ছিস্সামী’তি । সো সথদু সন্তিকং গন্ত্বা  
তমথং পদুচ্ছন্তো ইমং গাথমাহ—

‘কথ দত্তজা দেয্যধম্মং, কথ দিন্নং মহ’ফলং ।

কথঞ্ছ’হি যজমানস্স, কথং ইত্ত্বাতি দক’খিণা’তি ॥

অথস্স সথা ‘এবরুপস্স ব্রাহ্মণস্স দিন্নং মহ’ফলং হোতী’তি  
বহ্না ব্রাহ্মণং পকাসেস্সো ইমং গাথমাহ—

‘পদুস্বেনিবাসং যো বেদি, সঙ্গাপায়ণ পস্সতি ।

অথো জাতিক’থয়ং পন্তো, অভিঞ্ছ’ঞাবোসিতো মদুনি ।

সব্ববোসিতবোসানং, তমহং ব্রু’মি ব্রাহ্মণ’ন্তি ॥ ৪২৩ ॥

তস্সথো—যো পদুস্বেনিবাসং পাকটং কহ্না জানাতি,  
ছব্বীসীতিদেবলোকভেদং সঙ্গণ চতু’ব্বিধং অপায়ণ দিব্ব-

\*

\*

\*

গুড় মিশ্রিত করিয়া ভগবানকে দিলেন । তৎক্ষণাৎ শাস্তার বাতরোগ  
প্রশমিত হইল । ব্রাহ্মণ চিন্তা করিলেন—‘কাহাকে দান করিলে মহাফল  
লাভ হয় শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিব’ এবং শাস্তার নিকট যাইয়া সেই বিষয়  
জিজ্ঞাসা করিবার জন্য এই গাথাটী ভাষণ করিলেন—

‘কোন ক্ষেত্রে দান দেওয়া উচিত, কোথায় দান করিলে মহাফল হয়,  
যজমানের ( দাতার ) ক্ষেত্রে কিভাবে দক্ষিণা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ( মহাফলদায়ক  
হয় ) [ সংযদুত্তনিকায় ১।১।১৯৯ ]? তখন শাস্তা ঈদৃশ ব্রাহ্মণকে দান দিলে  
মহাফলদায়ক হয় বলিয়া ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা প্রকট করিবার জন্য এই গাথাটী  
ভাষণ করিলেন—

‘যে মদুনি পূর্ব ( পূর্ব ) নিবাস ( জন্মপরম্পরা ) বিদিত আছেন, যিনি  
( মানসনেত্রে ) স্বর্গ-নরক প্রত্যক্ষ করেন, যিনি পুনর্জন্ম ক্ষয় করিয়াছেন,  
যাঁহার অভিজ্ঞা পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং যিনি সর্ববিধ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ।  
তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।’

—ধর্মপদ, শ্লোক ৪২৩ ।

অন্বয়ঃ যিনি পূর্ব পূর্ব নিবাসসমূহ স্পষ্ট ভাবে জানেন, ছাব্বিস  
প্রকার দেবলোকভেদে স্বর্গকে, চতুর্বিধ নরককে দিব্যচক্ষুর দ্বারা দেখেন,

চক্খুনা পস্সতি, অথো জাতিক্খয়সংখাতং অরহত্তং  
পত্তো, অভিঞ্জেয়াং ধম্মং অভিজানিত্বা পরিঞ্জেয়াং  
পরিজানিত্বা পহাতব্বং পহায় সচ্ছিকাতব্বং সচ্ছিকত্বা  
বোসিকো নিট্ঠানং পত্তো, বদ্বিসিতবোসানং বা পত্তো,  
আসবক্খয়পঞ্ঞায় মোনভাবং পত্তন্তা মদ্বিনি, তমহং  
সম্বেসং কিলেসানং বোসানং অরহত্তমংগঞাণং ব্রহ্মচরিয়-  
বাসং বদ্বুত্খভাবেন সম্ববোসিতবোসানং ব্রাহ্মণং বদামীতি ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গাংসু ।  
ব্রাহ্মণোপি পসন্নমানসো সরণেসু পতিট্ঠায় উপাসকত্তং  
পবেদেসীতি ।

। দেবহিতব্রাহ্মণবত্থু চত্তালীসং ।

। ব্রাহ্মণবগ্গবগ্ননা নিট্ঠিতা ।

॥ ছব্বীসতিমো বগ্গো ॥

পুনর্জন্মক্ষয় নামক অহঁত্ব যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, অভিজ্ঞেয় ধর্মকে অভিজ্ঞাত  
হইয়া পরিজ্ঞেয় ধর্মকে পরিজ্ঞাত হইয়া, প্রহাতব্য ( — পরিহার যোগ্য ) ধর্মকে  
পরিহার করিয়া, উপলব্ধব্য ধর্মকে উপলব্ধি করিয়া অস্তিম ও পরিশেষ  
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহার বাস উষিত প্রাপ্ত হইয়াছে, ( অর্থাৎ যাঁহার  
পুনর্জন্ম আর হইবে না ), আস্রবক্ষয়জ্ঞানের দ্বারা মোনভাব প্রাপ্তিহেতু যিনি  
মদ্বিনি হইয়াছেন, সমস্ত ক্লেষের ( কলুষের ) পরিসমাপ্তি সূচক যে অহঁত্বমার্গ-  
জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মচর্যবাস উষিতভাবে দ্বারা সর্ব বাসের ( জন্মের )  
পরিসমাপ্তি যিনি করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ব্রাহ্মণও  
প্রসন্নচিত্ত হইয়া ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাস্তার উপাসকত্ব গ্রহণ করিলেন ।

। দেবহিতব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

। ব্রাহ্মণ বর্গ বর্ণনা সমাপ্ত ।



## নিগমনকথা

এতাবত সস্বপঠমে যমকবঙ্গে চুন্দস বখ্‌নি, অম্পমাদবঙ্গে নব, চিত্তবঙ্গে নব, পদুফবঙ্গে দ্বাদস, বালবঙ্গে পন্নরস, পিঁডিতবঙ্গে একাদস, অরহন্তবঙ্গে দস, সহস্রবঙ্গে চুন্দস, পাপবঙ্গে দ্বাদস, দণ্ডবঙ্গে একাদস, জরাবঙ্গে নব, অন্ত্র-বঙ্গে দস, লোকবঙ্গে একাদস, বুদ্ধবঙ্গে নব, সুখবঙ্গে অট্ঠ, পিষবঙ্গে নব, কোধবঙ্গে অট্ঠ, মলবঙ্গে দ্বাদস, ধম্মট্ঠবঙ্গে দস, মগ্গবঙ্গে দ্বাদস, পকিগ্গকবঙ্গে নব, নিরয-বঙ্গে নব, নাগবঙ্গে অট্ঠ, তণ্‌হাবঙ্গে দ্বাদস, ভিক্‌খু-বঙ্গে দ্বাদস, ব্রাহ্মণবঙ্গে চত্তালীসীতি পণ্ডাধিকারি তীণি বখ্‌সতানি পকাসেত্তা নাতিসংখেপনাতিবিথারবসেন উপরিচিতা দ্বাসত্তিভাণবারপমাণা ‘ধম্মপদস্স অথবল্লনা’ নিট্ঠিতাতি ।

•

•

•

## উপসংহারকথা

এই প্রকারে সর্বপ্রথমে যমকবর্গে চৌদ্দটি উপাখ্যান, অপ্রমাদবর্গে নয়টি, চিত্তবর্গে নয়টি, পদুফবর্গে বারটি, বালবর্গে পনেরটি, পিঁডিতবর্গে এগারটি, অহংবর্গে দশটি, সহস্রবর্গে চৌদ্দটি, পাপবর্গে বারটি, দণ্ডবর্গে এগারটি, জরাবর্গে নয়টি, আত্মবর্গে দশটি, লোকবর্গে এগারটি, বুদ্ধবর্গে নয়টি, সুখবর্গে আটটি, প্রিয়বর্গে নয়টি, ক্রোধবর্গে আটটি, মলবর্গে বারটি, ধম্ম-বর্গে দশটি, মার্গবর্গে বারটি, প্রকীর্ত্তবর্গে নয়টি, নরকবর্গে নয়টি, নাগবর্গে আটটি, তৃষ্ণাবর্গে বারটি, ভিক্ষুবর্গে বারটি এবং ব্রাহ্মণবর্গে চা্লিশটি—সর্বমোট তিনশত পাঁচটি উপাখ্যান প্রকাশ করিয়া নাতিসংক্ষেপ ও নাতি-বিস্তারবশে উপরিচিত বাহ্যভাণবার আকারের ধর্মপদের অর্থবর্ণনা সমাপ্ত হইল ।

পত্তং ধম্মপদং যেন, ধম্মরাজেননুত্তরং ।

গাথা ধম্মপদে তেন, ভাসিতা যা মহেসিনা ॥

সত্তেব্বীসা চতুস্সতা, চত্‌সচ্চবিভাবিনা ।

সতত্ত্বয়ঞ্‌হি কথ্‌দ্বনং, পণ্ণাধিকা সম্মট্‌ঠিতা ॥

বিহারে অধিরাজেন, কারিতম্‌হি কতঞ্‌ঞ্‌দ্বনা ।

পাসাদে সিরিকূটস্স, রঞ্‌ঞ্‌ঞো বিহরতা ময়া ॥

অথব্যঞ্জনসম্পন্নং, অথায় চ হিতায় চ ।

লোকস্স লোকনাথস্স, সঙ্‌কম্মট্‌ঠিতিকম্মাতা ॥

তাসং অট্‌ঠকথং, এতং, করোন্তেন সদ্‌নিম্মলং ।

দ্বাসত্ত্বতিপমাণায়, ভাণবারেহি পালিয়া ॥

যং পত্তং কুসলং তেন, কুসলা সম্বপাণিনং ।

সম্বে ইত্ত্বান্তদ্‌ সঙ্‌কম্পা, লভন্তু মধ্‌দুরং ফলন্তি ॥

\*

\*

\*

যে ধর্মরাজের দ্বারা অনুত্তর ধর্মপদ ( = নিবাণ ) প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই মহর্ষির দ্বারা ধর্মপদের গাথাগুলি ভাষিত হইয়াছে । ১ ।

চারি আশ্রমতত্ত্বের জ্ঞাতা ( তাহার দ্বারা ) ধর্মপদের চারিশত তেইশটি গাথা ভাষিত হইয়াছে । বস্তু বা উপাখ্যানের সংখ্যা তিনশত পাঁচ । ২ ।

রাজা শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদে মহারাজকৃত বিহারে সকৃতজ্ঞাচিত্তে বসবাস করার সময় । ৩ ।

জগতের যিনি নাথ সেই লোকনাথ বুদ্ধের সঙ্‌কম্মস্থিতি কামনা করিয়া ( মানবজাতির ) মঙ্গল ও হিতের জন্য,

( ধর্মপদের ) সেই সকল গাথার অর্থব্যঞ্জনসম্পন্ন এই সদ্‌নির্মল অট্‌ঠকথা আমার দ্বারা পালিতে কৃত হইয়াছে । ইহার আয়তন বাহ্যিকত্বটি ভাণবারের সমান ।

ইহার দ্বারা যে কুশল অর্জিত হইয়াছে তদ্‌ দ্বারা সমস্ত প্রাণিগণের যাবতীয় কুশল সঙ্‌কম্প পরিপূর্ণ হউক । তাহারা ইহার মধুর ফল লাভ করুক ।

পরমবিসুদ্ধসদ্ধাবুদ্ধিবীরিয়পটিমিডতেন সীলাচারজ্জবমন্দ-  
বাদিগুণসমৃদয়সমৃদ্ধিতেন সকসময়সময়ন্তরগহনজ্ঞেয়াগাহণ-  
সমথেন পঞ্ঞাবেয্যাক্তিয়সমনাগতেন ত্রিপিটকপরিয়াক্তিপ-  
ভেদে সাট্ঠকথে সথুদাসানে অম্পটিহতঞাগম্পভাবেন  
মহাবেয়্যাকরণেন করণসম্পত্তিজানিতসুখবিনিগ্গতমধুরো-  
দারবচনলাবণ্যযুত্তেন যুত্তমুত্তবাদিনা বাদীবরেন মহাকবি-  
প্রভিন্নপটিসম্মিতাদাপরিবারে ছল্লিভিঞঞাপটিসম্মিতাদিপ-  
ভেদগুণপটিমিডতে উত্তরিমনুসম্মে সূপ্পতিট্ঠিতবুদ্ধী-  
নং থেরবংশম্পদীপানং থেরানং মহাবিহারবাসীনং বংশা-  
লঙ্কারভূতেন বিপুলবিসুদ্ধবুদ্ধিনা 'বুদ্ধঘোসো'তি গরুহি  
গহিতনামধেয়্যেন থেরেন 'কতায়ং ধম্মপদট্ঠকথা'—

তাব তিট্ঠতু লোকস্মিং, লোকনিথরণেসিনং ।

দস্পেন্তী কুলপদত্তানং, নয়ং সদ্ধাদিবুদ্ধিয়া ॥

\*

\*

\*

পরমবিশুদ্ধ শ্রদ্ধাবুদ্ধিবীর্য-প্রতিমিডত শীলাচার-ঋজুতা-মৃদুতা-  
গুণসমৃদয়-সমৃদ্ধিত স্বকসময়-সময়ান্তর-গ্রহণ-নিমজ্জন-সমর্থ প্রজ্ঞাদীপ্তি-  
সমন্বাগত ত্রিপিটক-পরিয়াক্তিভেদে সাট্ঠকথ-শাস্তু-শাসনে অপ্রতিহত জ্ঞান-  
প্রভাবসম্পন্ন মহাবৈয়াকরণ-করণ-সম্পত্তিজানিত-সুখবিনির্গত-মধুরোদারবচন  
লাবণ্যযুক্ত যুত্তমুত্তবাদী বাদীবর মহাকবি প্রভিন্নপ্রতিসম্মিতা-পরিবারে  
ষড়্ভিজ্ঞাপ্রতিসম্মিতাদি-প্রভেদগুণ-প্রতিমিডত উত্তরিমনুসম্মে সূপ্রতিষ্ঠি-  
বুদ্ধিসম্পন্ন থেরবংশম্পদীপ মহাবিহারবাসি থেরগণের বংশালঙ্কারভূত  
বিপুলবিসুদ্ধবুদ্ধি 'বুদ্ধঘোষ' ইতি গুরুগুণ-গৃহীত নামধেয় থেরের দ্বারা  
কৃত এই ধম্মপদট্ঠকথা.....

যতদিন তাদৃশ শুদ্ধচিত্ত, লোকশ্রেষ্ঠ মহাবীর 'বুদ্ধ' এই নামও জগতে  
বর্তমান থাকিবে, ততদিন সংসার হইতে নিস্তার পাইতে ইচ্ছুক কুলপদ্রুদের

যাব বুদ্ধোতি নামস্পি, সদ্ধাচিন্তস্স তাদিনো ।

লোকম্হি লোকজ্জেট্ঠস্স, পবন্ততি মহেসিনোতি ॥

ইতি তেবীসাদিকচতুসতগাথাপণ্ডাধিকতিসতবথুপটিমণ্ডিতা

ছব্বীসতিবগ্গসমন্বাগতা ধম্মপদবল্লনা সমাপ্তা ।

ধম্মপদ-অট্ঠকথা সম্বাকারেণ নিট্ঠিতা ।

\*

\*

\*

শ্রদ্ধাদিবুদ্ধির দ্বারা মার্গদর্শন করাইত করাইতে ( এই ধম্মপদট্ঠকথা )  
জগতে বিদ্যমান থাকুক ।

ইতি চয়োবিংশত্যাধিক-চতুঃশতগাথা-পণ্ডাধিক-ত্রিশত-বস্তু-প্রতিমণ্ডিত  
ষড়্বিংশতিবগ্গসমন্বাগত ধর্মপদবর্ণনা সমাপ্ত ।

॥ সর্বাকারে ধম্মপদট্ঠকথা সম্পন্ন ॥

সমাপ্ত

# ধন্যপদের গাথাসূচী

( বর্ণানুক্রমিক )

অকক্সং বিঞ্ঞাপনিং	৪০৮	অনেকজাতিসংসারং	১৫৩
অকতং দক্কতং	৩১৪	অশ্বভূতো অয়ং লোকো	১৭৪
অক্কোচ্ছি মং	৩,৪	অপি দিষ্বেসদু কামেসদু	১৮৭
অক্কোধনং বতবন্তং	৪০০	অপদঞ্ঞলাভো চ	৩১০
অক্কোধেন জিনে	২২৩	অপকা তে মনদস্সেসদু	৮৫
অক্কোসং বধবশ্বং চ	৩৯৯	অপমত্তো অয়ং গম্ধো	৫৬
অচরিষা ব্রহ্মচরিয়ং	১৫৫, ১৫৬	অপমত্তো পমত্তেসদু	২৯
অচিরং বত' যং	৪১	অপমাদরতা হোথ	৩২৭
অঞ্ঞাহি লাভূপনিসা	৭৫	অপমাদরতো ভিক্খু	৩১, ৩২
অট্ঠীনং নগরং	১৫০	অপমাদেন মঘবা	৩০
অন্তদশং পরশ্বেন	১৬৬	অপমাদো অমতপদং	২১
অন্তনা চোদয়ত্তানং	৩৭৯	অপ্পিম্পি চে সহিতং	২০
অন্তনা'ব কত পাপং	১৬১, ১৬৫	অপ্পলাভো পি চে ভিক্খু	৩৬৬
অন্তানণ্ডে তথা করিরা	১৫৯	অপ্পস্সদুতা'য়ং পুরিসো	১৫২
অন্তানণ্ডে পিয়ং জঞ্ঞা	১৫৭	অভয়ে চ ভয়দস্সিনো	৩১৭
অন্তানমে'ব পঠমং	১৫৮	অভিষরেথ কল্যাণে	১১৬
অন্তা হবে জিতং সেয়্যা	১০৪	অভিবাদনসীলস্স	১০৯
অন্তাহি অন্তনো	৩৮০, ১৬০	অভূতবাদী নিরয়ং উপেতি	৩০৬
অশ্বম্হি জাতম্হি	৩৩১	অয়সা'ব মলং সমদুট্ঠিতং	২৪০
অথ পাপানি	১৩৬	অযোগে যুজ্জমত্তানং	২০৯
অথব'স্স অগারানি	১৪০	অলঙ্কতো চোপি	১৪২
অনবট্ঠিতচিহ্নস্স	৩৮	অলঙ্জিতায়ে লঙ্জিস্ত	৩১৬
অনবস্সদুতচিহ্নস্স	৩৯	অবজ্জ বজ্জমতিনো	৩১৮
অনিব্বসাবো কাসাবং	৯	অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধেসদু	৪০৬
অনুপদুশ্বেন মেধাবী	২৩৯	অসঙ্খায়মলা মন্তা	২৪১
অনুপবাদো	১৮৯	অসতং ভাবনমিচ্ছয়া	৭৩

অসংসট্ঠং গহট্ঠেহি	৪০৪	এতং দল্হং বন্ধনমাহু	৩৪৬
অসারে সারম্মতিনো	১১	এতম্মখবসং ঞ্জা	২৮৯
অসাহসেন ধম্মেন	২৫৭	এতং বিসেসতো ঞ্জা	২২
অসুভানুপস্‌সিং	৮	এতং হি তুম্‌হে পটিপন্ন	২৭৫
অস্‌সক্কো অকতঞ্‌ঞ্‌	৯৭	এথ পস্‌সখিমং লোকং	১৭১
অস্‌সো যথা ভদ্রো	১৪৪	এবং ভো পুৱিস, জানাহি	২৪৮
অহং নাগো'ব সন্‌ম্মে	৩২০	এবং সঞ্‌খারভূতেসু	৫৯
অহিংসকা য়ে মনুয়ো	২২৫	এসোব মগ্‌গো	২৭৪
আকাসে চ পদং নখি	২৫৪, ২৫১	ওবদেয়্যানুসাসেয়	৭৭
আরোগ্যা পরমা লাভা	২০৪	কণ্‌হং ধম্মং বিম্পহায়	৮৭
আসা যস্‌স	৪১০	কয়িরা চে কয়িরাথেনং	৩১৩
ইদং পুরে চিত্তমচারি	৩২৬	কামতো জায়তে সোকো	২১৩
ইধ তপ্পতি	১৭	কায়ম্পকোপং রক্‌থেয়	২৩১
ইধ নন্দতি	১৮	কায়েন সংবরো সাধু	৩৬১
ইধ মোদতি	১৬	কায়েন সংবুতা ধীরা	২৩৪
ইধ বস্‌সং	২৮৬	কাসাবক'ঠা বহবো	৩০৭
ইধ সোচতি	১৫	কিচ্ছো মনুস্‌সপটিলাভো	১৮২
উচ্ছিদ্‌ সিনেহমন্তনো	২৮৫	কিং তে জটাহি	২৯৪
উট্‌ঠানকালম্‌হি	২৮০	কুম্‌ভুপমং কায়মিমং	৪০
উট্‌ঠানবতো সতিমতো	২৪	কুসো যথা দুগ্‌গহিতো	৩১১
উট্‌ঠানেন'পমাদেন	২৫	কো ইমং পঠবিং	৪৪
উত্তিট্‌ঠে নপ্পমজ্জিয়া	১৬৮	কোথং জহে	২২১
উদকং হি	৮০, ১৪৫	কো নু হাসো	১৪৬
উপনীববয়ো	২৩৭	খন্তী পরমং তপো	১৮৪
উষ্যজ্জিস্ত সতীমন্তো	৯১	গতাক্কিনো বিসোকস্‌স	৯০
উসত্তং পবরং বীরং	৪২২	গন্তমেকো উপ্পজ্জিস্ত	১২৬
একং ধম্মং অতীতস্‌স	১৭৬	গম্ভীরপঞ্‌ঞ্‌ মেধাবিং	৪০৩
একস্‌স চরিতং সেয়ো	৩৩০	গহকারক, দিট্‌ঠোসি	১৫৪
একাসনং একসেয়ং	৩০১	গামে বা যদি বা	৯৮
এতং থো সরণং থেমং	১৯২	চক্‌খুনা সংবরো সাধু	৩৬০

চিন্তারি ঠানানি	৩০৯	তেসং সম্পন্নসীলানং	৫৭
চন্দনং তগরং	৫৫	দদাতি বে যথা সন্ধং	২৪৯
চন্দং'ব বিমলং	৪১৩	দন্তং নয়ন্তি সমিতিং	৩২১
চরণে নাথিগচ্ছেয়	৬১	দিবা তপতি আদিচো	৩৮৭
চরন্তি বালা দদ্মেধা	৬৬	দিসো দিসং যন্তং কয়িরা	৪২
চিরংপবাসিং	২১৯	দীঘা জাগরতো রন্তি	৬০
চুতিং যো বেদি	৪১৯	দুক্খং দুক্খসমুৎপাদং	১৯১
ছন্দজাতো অনক্খাতে	২১৬	দুস্মিগ্গহস্ স লহুনো	৩৫
ছিদ্দ সোতং পরক্কম্ম	৩৮৩	দুপ্পব্বজ্জং দুৱভিরমং	৩০২
ছেত্বা নন্দিং	৩৯৮	দুৱল্লভো দুৱিসাজ্জপ্পো	১৯৩
জয়ং বেরং পসবতি	২০১	দুৱস্কমং একচরং	৩৭
জিঘচ্ছা পরমা রোগা	২০৩	দুৱে সন্তো পকাসেত্তি	৩০৪
জীরন্তি বে রাজরথা	১৫১	ধনপালো নাম কুঞ্জরো	৩২৪
ঝায় ভিক্খু	৩৭১	ধম্মং চরে	১৬৯
ঝায়িং বিরজমাসীনং	৩৮৬	ধম্মপীতি	৭৯
তণ্ কম্মং কতং সাধু	৬৮	ধম্মারামো	৩৬৪
তণ্হাষ জায়তে সোকে	২১৬	ন অন্তহেতু	৮৪
ততো মলা মলতরং	২৪৩	ন অন্তলিক্খে	১৭৭, ১২৮
তত্রাভিরতিমিচ্ছেয়া	৮৮	ন কহাপণ	১৮৬
তত্রায়মাদি ভবতি	৩৭৫	নগরং যথা পচ্ছত্তং	৩১৫
তথৈব কতপুপ্পপ্প	২২০	ন চাহং ব্রাহ্মণং	৩৯৬
তং পুত্ত-পসুসম্মত্তং	২৮৭	ন চাহু ন চ ভবিস্ সতি	২২৮
তং বো বদামি	৩৩৭	ন জটাহি ন গোত্তোহি	৩৯৩
তসিণায় পুৱক্খতা	৩৪২, ৩৪৩	ন তং কম্মং কতং সাধু	৬৭
তস্মা পিয়ং ন কয়িরাথ	২১১	ন তং দল্ হং বম্বনমাহু	৩৪৫
তস্মা হি ধীরণ্ণ পপ্পপ্প	২০৮	ন তং মাতা-পিতা কয়িরা	৪৩
তিণদোসানি	৩৫৬-৫৯	ন তাবতা ধম্মধরো	২৫৯
তুম্হেহি কিচ্চং আতপং	২৭৬	ন তেন অরিল্লো হোতি	২৬০
তে ঝায়িনো সার্তিতকা	২৩	ন তেন পিণ্ডতো হোতি	২৫৮
তে তাদিসে পুজয়তো	১৯৬	ন তেন ভিক্খু সো হোতি	২৬৬

ন তেন হোতি ধ্বংসট্টো	২৫৬	পমাদং অপমাদেন	২৮
নখি ঝানং অপঞ্‌ঞস্‌স	৩৭২	পমাদমনদ্বদ্বঞ্‌জন্তি	২৬
নখি রাগসমো অগ্‌গি	২০২, ২৫১	পরদক্‌খদ্বদানেন	২৯১
ন নগ্‌গচরিয়া	১৪১	পরবজ্জানদ্বপস্‌সিস্‌স	২৫০
ন পরেসং বিলোমানি	৫০	পরিজিন্নমিদং রূপং	১৪৮
ন পদ্প্‌ফগম্‌ধো	৫৪	পরে চ ন বিজানন্তি	৬
ন ব্রাহ্মণস্‌স পহরেয়া	৩৮৯	পবিবেকরসং পীত্বা	২০৫
ন ব্রাহ্মণস্‌সেতদাকিণ্ণ	৩৯০	পংসুদুলধরং জন্তুং	৩৯৫
ন ভজে পাপকে	৭৮	পস্‌স চিত্তকতং বিম্বং	১৪৭
ন মদ্ব্‌ভকেন	২৬৪	পাণিম্‌হি চে বণো	১২৪
ন মোনেন মদ্বিন	২৬৮	পাপণে পদ্বিরিসো	১১৭
ন বাক্করণমন্তেন	২৬২	পাপানি পরিবজ্জতি	২৬৯
ন বে কদরিয়া	১৭৭	পাপোপি পস্‌সতি ভদ্রং	১১৯
ন সন্তি পদ্বস্তা	২৮৮	পামোজবহুলো ভিক্‌খু	৩৮১
ন সীলস্বতমন্তেন	২৭১	পিয়তো জায়তে সোকো	২১২
ন হি এতেহি ষানোহি	৩২৩	পদ্বঞ্‌ঞণে পদ্বিরিসো কয়িরা	১১৮
ন হি পাপং	৭১	পদ্বস্তমখি ধনমখি	৬২
ন হি বেরেন	৫	পদ্বপ্‌ফানি হেব পচিনন্তং	৪৭, ৪৮
নিট্‌ঠং গতো	৩৫১	পদ্বশ্বেনিবাসং যো বেদি	৪২০
নিধায় দণ্ডং	৪০৫	পদ্বজারহে পদ্বজয়তো	১৯৫
নিধীনং'ব পবস্তারং	৭৬	পেমতো জায়তে সোকো	২১০
নেক্‌খং জম্বেনদস্‌সেব	২৩০	পোরাগমেতং অতুলং	২২৭
নেতং খো সরণং	১৮০	ফদ্বনং চপলং চিত্তং	৩৩
নেব দেবো ন গম্‌ধম্বে	১৫৫	ফদ্বসামি নেক্‌খম্‌সদ্ব্‌খং	২৭২
নো চে লভেথ নিপকং	৩২৯	ফেণদ্বপমং কায়মিমং	৪৬
পণ্ড ছিন্দে	৩৭০	ভম্‌দোপি পস্‌সতি পাপং	১২০
পটিসম্‌হারব্‌তাস্‌স	৩৭৬	মগ্‌গানট্‌ঠাঙ্গিকো সেট্‌ঠো	২৭৩
পঠবীসমো নো বিরদ্ব্‌জ্‌ঝতি	৯৫	মস্তা সদ্ব্‌খপরিচাগা	২৯০
পদ্বপলাসো'ব	২৩৫	মদ্ব'ব মঞ্‌ঞতি	৬৯
পথব্যা একরম্‌জেন	১৭৮	মনদ্বজস্‌স পমত্তচারিনো	৩৩৫



মনোপকোপং রক্খৈয়া	২৩৩	যথা সৎকারধানস্মিং	৫৮
মনো পদ্বস্বমা ধম্মা	১, ২	যদা ঋয়েসদু ধম্মেসদু	৩৮৪
মম্বেব কতমণ্ড্ৰেতু	৭৪	যম্‌হা ধম্মং বিজ্ঞানেয়া	৩৯২
মলিখিয়া দদুচ্চারিতং	২৪২	যং হি কিচ্চং	২৯২
মাতরং পিতরং হম্মা	২৯৪, ২৯৫	যম্‌হি সচ্চং চ	২৬১
মা পমাদমনদুযুজ্জেথ	২৭	যস্‌স অচ্চত্তদুস্‌সীলং	১৬২
মা পিয়েহি সমাগঙ্ঘি	২১০	যস্‌স কায়েন	৩৯১
মা'বমণ্ড্ৰেতু পাপস্‌স	১২১	যস্‌স গতিং	৪২০
মা'বমণ্ড্ৰেতু পদুণ্ড্ৰেতুস্‌স	১২২	যস্‌স চেতং সমুচ্ছিন্নং	২৫০, ২৬৩
মা'বোচ ফরুসং	১৩৩	যস্‌স ছত্তিংসতি সোতা	৩৩৯
মাসে মাসে কুসগ্গেন	৭০	যস্‌স জালিনী	১৮০
মাসে মাসে সহস্‌সেন	১০৬	যস্‌স জিতং	১৭৯
মিদ্ধী যদা হোতি	৩২৫	যস্‌স পাপং	১৭৩
মদুগ পদুরে	৩৪৮	যস্‌স পারং অপারং	৩৮৫
মদুহত্তমপি	৬৫	যস্‌স পদুরে চ	৪২১
মেষ্তাবিহারী	৩৬৮	যস্‌স রাগো চ	৪০৭
যং এসা সহতে জম্মী	৩৩৫	যস্‌সালয়া ন বিজ্জন্তি	৪১১
যং কিণ্ড যিট্‌ঠং	১০৮	যস্‌সাসবা	৯৩
যং কিণ্ড সিথিলং কম্মং	৩১২	যস্‌সিস্পিয়ানি	৯৪
যণ্ডে বিণ্ড্ৰেতু পসংসন্তি	২২৯	যানিমানি	১৪৯
যতো যতো সম্মসতি	৩৭৪	যাবজ্জীবম্পি	৬৪
যথাগারং দদুচ্ছন্নং	১৩	যাবদেব অনখায়	৭২
যথাগারং সদুচ্ছন্নং	১৪	যাবং হি বনথো	২৮৪
যথা দণ্ডেন গোপালো	১৩৫	যে চ থো	৮৬
যথাপি পদুপ্‌ফরাসিম্‌হা	৫৩	যে ঝান-পসদুতা	১৮১
যথা পি ভমরো	৪৯	যে রাগরত্তা	৩৪৭
যথা পি মুলে	৩৩৮	যেসণ্ড সুসমারক্কা	২৯৩
যথা পি রহদো	৮২	যেসং সমিচয়ো	৯২
যথা পি রুচিরং	৫১, ৫২	যেসং সম্বেদি	৮৯
যথা বদুদুলকং	১৭০	যো অস্পদদুট্‌ঠস্‌স	১২৫

যো ইমং পলিপথং	৪১৪	বরং অস্‌সতরা দস্তা	৩২২
যোগা বে জায়তী	২৮২	বস্‌সিকা বিয়	৩৭৭
যো চ গাথা	১০২	বহুদ্পি চে সহিতং	১৯
যো চ পদুস্বে পমজ্জিত্বা	১৭২	বহুং বে সরণং	১৮৮
যো চ বুদ্ধং	১৯০	বাচানরুক্ষী	২৮১
যো চ বস্তুকসাব	১০	বারিগজো'ব	১২৩
যো চ বস্‌সসতং জন্তু	১০৭	বারিগজো'ব	৩৪
যো চ বস্‌সসতং জীব	১১০-১৫	বারি পোক্‌খরপত্তে'ব	১৪১
যো চ সমেতি	২৬৫	বালসঙ্গতচারী হি	২০৭
যো চেতং সহতী	৩৩৬	বাহিতো পাপো	৩৮৮
যো দণ্ডেন	১৩৭	বিতরুপমথিতস্‌স	৩৪৯
যো দক্‌খস্‌স	৪০২	বিতরুপসমে চ	৩৫২
যো' ধ কামে	৪১৫	বীততগ্‌হো অনাদানো	৩৫২
যো' ধ তগ্‌হং	৪১৬	বেদনং ফরুসং	১৩৮
যো' ধ দীঘং	৪০৯	স চে নেরেসি	১৩৪
যো' ধ পদুঞ্ঞং চ	২৬৭, ৪১২	সচে লভেথ	১২৮
যো নিস্বনথো	৩৪৪	সচ্চং ভগে	২২৪
যো পাণমতিপাতোতি	২৪৬	সদা জাগরমানানং	২২৬
যো বালো	৬৩	সক্কো সীলেন সম্পম্মো	৩০৩
যো ম্‌খসঞ্ঞতো	৩৬৩	সন্তকায়ে	৩৭৮
যো বে উপতিতং	২২২	সন্তং তস্‌স মনং	৯৬
যো সহস্‌সং	১০৩	সম্বথ বে সম্পদুরিসা	৮৩
যো সাসনং	১৬৪	সম্বদানং ধম্মদানং	৩৫৪
যো হবে দহরো	৩৮২	সম্বপাপস্‌স অকরণং	১৮৩
স্‌তিয়া জায়তে	২১৪	সম্বসঞ্ঞোজনং	৩৯৭
সমণীয়ানি অরঞ্ঞানি	৯৯	সম্বসো নামরুপস্মিং	৩৬৭
রাজতো বা উপসগ্গং	১৩৯	সম্বাভিভু সম্ববিদু	৩৫৩
বচী পকোপং	২৩২	সম্বে তসন্তি	১২৯, ১৩০
বজ্জং বজ্জতো	৩১৯	সম্বে ধম্মা অনন্তা	২৭৯
ধনং ছিন্দথ	২৮৩	সম্বে সঙ্‌খারা	২৭৭, ২৭৮

সরিতানি সিনেহিতানি	৩৪১	সুদুদ্দসং	৩৬
সলাভং নাতিমঞ্ঞেয়্য	৩৬৫	সুভান্দুপস্‌সিং	৭
সবন্তি সম্বাধি	৩৪০	সুদ্রামেরয়পানং	২৪৭
সহস্‌সম্পি চে গাথা	১০১	সুসুদুং বত	১১৭—২০০
সহস্‌সম্পি চে বাচা	১০০	সেথো পঠবিং	৪৫
সাধুদস্‌সনমরিয়ানং	২০৬	সেয়েয়া অয়ো	৩০৮
সারং সারতো	১২	সেলো যথা	৮১
সিগ্‌ ভিক্‌খু	৩৬৯	সো করোহি	২৩৬, ২৩৮
সীলদস্‌সনসম্পন্নং	২১৭	হথসঞ্ঞতো	৩৬২
সুদুকারানি অসাধুনি	১৬৩	হনন্তি ভোগা	৩৫৫
সুখকামানি	১৩১, ১৩২	হংসাদিচ্চপথে	১৭৫
সুদুং যাব জরা সীলং	৩৩৩	হিহ্বা মান্দসকং	৪১৭
সুখা মন্তেয়্যতা	৩৩২	হিহ্বা রতিং	৪১৮
সুথো বুদ্ধানমুপাদো	১৯৪	হিররী নিসেধো	১৪৩
সুজীবং অহিররীকেন	২৪৪	হিররীমতা চ	২৪৫
সুঞ্ঞাগারং	৩৭৩	হীনং ধম্মং	১৬৭
সুদস্‌সং	২৫২		

# ধ্মপদে ব্যবহৃত শব্দার্থকোষ\*

## সংখ্যাগুলি গাথাজ্ঞাপক

**অস্ত্রা**—৩১, ১০৪, ১৫৯, ১৬০ আত্মা, স্বয়ং, নিজ। কৰ্ম্ম কারকে  
অস্তানং, অস্তজং—১৬১ আত্মজ ; অস্তদখং—১৬৬ আত্মার্থ ; অস্তদন্তস্—  
১৬৬ আত্মসংঘমীর ; অস্তদন্তো—৩২২ আত্মসংঘমী ; অস্তমনো—৩২৮  
সন্তুষ্ঠচিত্ত ; অস্তসম্ভবং—১৬১ আত্মজ ; অস্তহঞ্—১৬৪ আত্মহত্যার  
নিমিত্ত। অস্তহেতু—৮৪ আপনার নিমিত্ত ; অস্তানদুযোগিনং—২০৯ আত্ম-  
হিতে নিষদুষ্টিগকে।

**অনাত্মা**—২৭৯ অনাত্মা। উপনিষদ-গ্রন্থাবলীতে উক্ত আছে—সৰ্বপ,  
যব, অঙ্গুষ্ঠ ও বিতস্তি প্রভৃতি আকার ও পরিমাণবিশিষ্ট অজর, অব্যয় ও  
অক্ষয় আত্মা জীবহৃদয়ে বা শরীরে বিদ্যমান। উহা পরমাত্মার অংশ। জৈন  
মতে আত্মা অনিত্য, পরিণামী ও গতিশীল এবং আত্মায়তনের হ্রাসবৃদ্ধি ও  
পুনর্জন্ম আছে। বৌদ্ধধর্মে সংস্কার দৃষ্টি ও আত্মবাদ উপাদান রূপে ইহা  
বর্ণিত হইয়াছে। ইহা মূক্তির অন্তরায়। এইরূপ আত্মার অভাবই  
অনাত্মা। এই অনাত্মতত্ত্ব উপলব্ধিই দঃখমুক্তির অন্যতম উপায়। ইহা  
লোকান্তর সম্যক্ দৃষ্টি। সর্ব সংস্কার অনিত্য দঃখ ও অনাত্মান্। নিবাণ  
কেবল অনাত্মন।

**অনিব্বসাবো**—৯ রাগাদি কষায় বা কলুষযুক্ত। ৩০৭, ৩১১, ৩১২  
গাথা তুলনীয়।

**অনিমিত্ত**—৯২, ৯৩ অনিদর্শন ( Deliverance ), নির্গুণ সাধক যখন  
'সব সংস্কার অনিত্য' ভাবনা করেন, তখন তৎপ্রতি তাঁহার নিত্যাদি ভ্রান্ত  
নিমিত্ত তিরোহিত হয়, এই উপায়ে নিবাণ প্রত্যক্ষকারীর উদ্ভাবিত মার্গ  
'অনিমিত্ত বিমোক্ষ' ; যখন 'সর্ব সংস্কার দঃখ' ভাবনা করেন তখন তাঁহার  
চিত্ত তৃষ্ণাপ্রণিধি ( প্রার্থনা ) মুক্ত হয়। এই উপায়ে নিবাণ প্রত্যক্ষ করিয়া  
উদ্ভাবিত মার্গ 'অপ্রণিহিত বিমোক্ষ' ; আর যখন সংস্কৃত অসংস্কৃত  
'সর্ব ধর্ম অনাত্মা' ভাবনা করেন তখন তাঁহার আত্মাভিনিবেশ পরিত্যক্ত হয় ;  
এই উপায়ে নিবাণ প্রত্যক্ষ করিয়া উদ্ভাবিত মার্গ 'শূন্যতা ( Signless )

\* পণ্ডিত ধর্মধার মহাস্থাবিরের 'ধ্মপদ' গ্রন্থ হইতে সংকলিত

বিমোক্ষ'। ( অভিধ্বংস-সংগ্ৰহে বিমোক্ষ-ভেদ দ্রষ্টব্য )। বর্তমান গ্রন্থের ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, গাথানুসারে বিদর্শন ভাবনা করিলে পরিণামে ষথাক্রমে এই ত্রিবিধ বিমোক্ষের মাধ্যমে সাধকের মুক্তি লাভ হয়। এখানে 'অপ্রাণিহিত বিমোক্ষ' উহ্য রহিয়াছে।

**অমুপাদিয়ানো**—২০ আসক্তিহীন হইয়া, কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত ও আত্মাবাদ উপাদানহীন হইয়া।

**অনুশয়**—৩৪৩ 'থামগতট্টেনে অনুসেস্তুতীতি অনুসয়া'—শক্তভাবে চিন্তা-সম্বর্তিতে শয়ন করে এই অর্থে অনুশয় ; প্রকৃত অকুশল মনোবৃত্তি—কাম-রাগ ( কাম বাসনা ), ভবরাগ ( জীবনের অনুরাগ ), প্রতিষ ( প্রতিহিংসা ), মান ( অহংকার ), দৃষ্টি ( ভ্রান্তধারণা ), বিচিকিৎসা ( সংশয় ) ও অবিদ্যা অনুশয় ( বিভঙ্গ—৫১৭ পৃঃ )।

**অপদ**—১৭৯, ১৮০ নিষ্কলুষ, কর্মক্লেশ ( রাগদ্বেষাদি রিপদ ) বিমুক্ত। সেই অপদ বুদ্ধকে কোন উপায়ে ( পদ ) বিচলিত করিবে ? অর্থাৎ 'যস্ স হি রাগপদাদিসদ্ব একপদম্পি অস্মি তং তুয়ং নেয়্যাথ, বুদ্ধস্ পন এক-পদম্পি নস্মি তং অপদং বুদ্ধং কেন পদেন নেস্ সথ' ? ( চাইলডার্স অভিধান ) যাহার রাগাদি উপাদানের একটি মাত্র পদ বা অবস্থাও বর্তমান আছে, তাহাকেই তোমরা লইয়া যাইতে পার। কিন্তু বুদ্ধের তথাবিধ এক পদ মাত্রও নাই, সুতরাং সেই অপদ বুদ্ধকে কোন পদ ( উপায় বা প্রলোভন ) দ্বারা লইয়া যাইবে ?

**অপায়**—২১১ অপগম, বিয়োগ, বিচ্ছেদ। বিণ্—অপায়িন্, অপেত—৯, ৪১, ৯৫। অনপায়িনী ( স্ত্রী ) ২, অবিচ্ছিন্ন ; চতুর্বিধ অপায়—৪২৩, নিরয়, তিষ'ক ঘোনি, প্রেতলোক ও অসুরভূমি। ( সত্য দর্শন ৬২ পৃঃ )

**অপার**—৩৮৫ ভবনদীর এই অপার, কুল। পার—পরপার।

তুলনীয়—'নদীর এপারে বসে ভাবে মনে মন,  
ওপারেতে শান্তি সুখ জ্বলন্ত জীবন।'

পারাপার—উভয় পার। অর্থাৎ আন্তর, ইন্দ্রিয়, বাহ্যিক বিষয় কিংবা উভয়ের প্রতি যাহার আশ্রয় ও মমত্ববোধ নাই, তিনি ভয় ও সংযোজন মুক্ত।

**অপুণ্ড্রজ্ঞনসেবিত**—২৭২ পৃথক্ বা প্রাকৃতজন অসেবিত, অর্থাৎ আর্ষগণসেবিত। এখানে বলা হইতেছে সংযম, শাস্ত্রজ্ঞান, লৌকিক অষ্ট সমাপত্তি লাভ, নিজ্জনে বাস দ্বারা নিষ্কাম সুখ মিলে না। এ সকলের সহিত তৃষ্ণাক্ষয়ের গোণ সম্বন্ধ। অনাগামী মার্গদ্বারা কামরাগ সমুদ্বিগ্ন হয়। উহাই আর্ষজনসেবিত নিষ্কাম সুখ। কিন্তু তাঁহারও ভবরাগ বা ব্রহ্মত্ব-লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায় ; সুতরাং ব্রহ্মলোকে পুনর্জন্ম ঘটে। বুদ্ধের ভাষায়—

‘যথাপি অম্পমত্তকোপি গুথো দুগ্গংগ্গো হোতি,  
এবং অম্পমত্তকোপি ভবো দুক্কথো’তি।’

অরহন্ত মার্গদ্বারা আশ্রব ক্ষয়েই সর্ব দুঃখের অবসান ঘটে। সুতরাং উহাই সাধকের চরম লক্ষ্য, শীলসমাধি নহে। ( মণ্ডিয়ম নিকায়ে ‘রথাবিনীত সুত্ত’ দ্রষ্টব্য )।

**অপ্লামত্ত**—৫৬, অপ্লামত্ত। অপ্লামত্ত—২১ অপ্লামত্ত, সতর্ক, উদ্যোগী, সংকর্মে উৎসাহ ও স্মৃতিশীল। অপ্লামত্তেরা নিবাণ অধিগত হইয়া পুনর্জন্মের ক্ষয় করেন, সুতরাং তাঁহারা অমর। প্লামত্তেরা মৃতের স্যামিল। মৃতের ন্যায় তাহারা আত্মশুদ্ধি সাধনে অসমর্থ।

**অপ্লামাদ**—২১ ; অপ্লামাদ ; সংকর্মে উৎসাহ ও স্মৃতিশীলতা। যাবতীয় কুশলকর্ম অপ্লামাদের দ্বারা সাধিত হয়।

**অভাবিত**—১৩ ; সাধনাবিহীন, শমথ ও বিদর্শন ভাবনা বিরহিত ; বিপরীত ‘সুভাবিত’—১৪ ; সাধনাপূত ; সাধনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি জন্মে। সুতরাং তাহাতে রাগাদি প্রবিষ্ট হয় না।

**অভিজ্ঞা**—৪২৩ ; অভিজ্ঞা ; উচ্চতর জ্ঞান। ইহা লৌকীয় ও লোকোত্তর ভেদে দ্বিবিধ। বিবিধ ঋদ্ধি ( অলৌকিক বিভূতি ) দিব্যাশ্রোত্র, পরিচিস্ত জ্ঞান, অতীত জন্ম পরম্পরার স্মৃতি ও দিব্যচক্ষু বা সত্ত্বগুণের জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞানই ‘লৌকীয়-অভিজ্ঞা’। ইহাদের সহিত তৃষ্ণা ক্ষয়ের সম্বন্ধ গোণ। লোকোত্তর অভিজ্ঞা ‘আশ্রবক্ষয়-জ্ঞান’, ইহাতেই প্রকৃত দুঃখমুক্তি ঘটে।

**অমৃত**—৩৭৪ ; অমৃত, নিবাণ । অমৃতপদ—২১, ১১৪ ; অমৃতাদিগ-  
মোপায় । অমর্তোগধ—৪১১ ; অমর্তে অবগাহিত, স্নাত ।

**অমৃতঞ্জ**—৭ ; অমৃতান্জ ; ভোজনে মাত্ৰান্জানহীন অর্থাৎ যিনি  
ভোজ্যদ্রব্যের অশ্বেষণ, গ্রহণ ও পরিভোগের পরিমাণ ও পরিণাম সম্বন্ধে  
অজ্ঞ । বিপরীত ‘মৃতঞ্জ’—৮ ; ‘পরিঞ্জাতভোজনা ।’

**অরহন্ত**—১৬৪ ; অহংগণের ; মাননীয় ব্যক্তিগণের ; যাঁহারা বুদ্ধের  
প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণে আস্রবক্ষয় করেন, তাঁহারা অহং ।  
কর্মকারকে অরহন্ত, ৪২০ ।

**অরহতি**—৯, ১০, ২৩০ ; যোগ্য হওয়া ; উপবৃত্ত হওয়া ।

**অরিয়**—৭৯, আৰ্য, সম্ভ্রান্ত, পবিত্র, উত্তম, আদর্শস্থানীয় । বিশেষার্থে  
স্নোতাপন্ন, স্কৃদাগামী, অনাগামী ও অহং মার্গস্থ ও ফলস্থ ভেদে আট  
আৰ্যপদঙ্গল । ‘অরিয়’ পবেদিতে ধম্মে—৭৯, বুদ্ধাদি আৰ্য ( পবিত্র ) গণ  
প্রচারিত বোধিপক্ষীয় ধর্মে । অরিয়ভূমি—২৩৬, শূদ্ধাবাসভূমি । অনাগামী  
আৰ্যেরা দেহান্তে ব্রহ্মলোকের ‘শূদ্ধাবাসে’ উৎপন্ন হন । তথা হইতে ক্রমশঃ  
উদ্বাগামী হইয়া অকনিষ্ঠ ভূমিতে নিবাণ প্রাপ্ত হন । উদ্বাগামী তাঁহাদেরই  
নাম । আৰ্য জাতি বিশেষের নাম । বৌদ্ধ-সাহিত্যে ইহাকে পূর্তচরিত্র বুদ্ধ  
ও জীবন্মুক্তগণের সাধারণ সংজ্ঞায় ব্যবহার করা হইয়াছে । অরিয়সচ্চানি  
—১৯০, চারি আৰ্য ( শ্রেষ্ঠ ) সত্য ; অরিয়ণ অট্টাঙ্গিকং মগ্গং—১৯১ ।

**অবিজ্জা**—৩৪৩ ; অবিদ্যা । চতুরাৰ্য সত্য, পূর্বাস্ত, অপরাস্ত ও প্রতীত্য-  
সমুৎপাদ সম্বন্ধে অজ্ঞান ।

**অশ্লথ** ( ভাবনা )—৩৫০ ; অশ্লভ ; অশ্লচি । অসুভানুপস্ংসিং—৮,  
অশ্লভদর্শী অর্থাৎ অশ্লভ ভাবনাকারী । ‘দেবমন্দির’ বা ‘ধর্মক্ষেত্র’ আখ্যা  
দিলেও এই দেহ বহিঃ প্রকার অশ্লচির ভাণ্ড, যথা—কেশ, লোম, নখ, দন্ত,  
শৃঙ্খ, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বক্ষ, হৃদপিণ্ড, যকৃত, ক্রোম, প্লীহা,  
ফুসফুস, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ ( বন্ধনী ), উদরীয় ( উদরস্থ খাদ্য ), করীষ ( বিষ্ঠা )  
মস্তিষ্ক, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বস ( চর্ম ), থুথু,  
শিখনী, লসিকা ( গ্রন্থির তরল পদার্থ ) ও মূত্র । মূত্রভাণ্ডে কৃমির ন্যায়  
এই দেহ অশ্লচিতে উৎপন্ন হয় । বিষ্ঠাপূর্ণ পাল্লখানার ন্যায় ইহা অশ্লচিতে

**গম্হা**—২১১ ; গ্রম্হি, গিরা, বন্ধন । বিশেষার্থে—অভিধা, ব্যাপাদ, শীলতপরামর্শ, ও ইহা সত্য্যভিনিবেশ । ‘যস্ সংবিজ্জন্তি তং চুতিপটি-সম্ভবসেন বট্টটীম্হং গম্হন্তি (ঘট্টন্তি) তি গম্হা । (গতি=গম্হনে) যাহার নিকট ইহারা বিদ্যমান তাহাকে চ্যুতি প্রতিসম্ভবশে গ্রম্হন করে, বন্ধন করে, এই অর্থে ইহারা গ্রম্হি । ওষ দ্রষ্টব্য । গম্হপহীনস্ ৯০ ।

**গোচর**—গোচারণ ভূমি ; কর্মে গোচরং ১৩৫ । আলম্বন, বিষয় ইন্দ্রিয়-গণের চরণ-ভূমি :—৯২, ৯৩ । ‘অরিহানং গোচরে রক্তা’ স্ত্রোভাপন্নাদি আর্শগণের বিষয়ে অর্থাৎ নবলোকোত্তর ধর্মে ও সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীর ধর্মে রত । বুদ্ধের জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয় অনন্ত, সেই কারণে তাঁহাকে ‘অনন্ত গোচর’ ১৭৯ বলা হয় ।

**ছত্ত্বিংসাত সোভা**—৩৩৯ ; ছত্রিশ প্রকার তৃষ্ণাস্রোত ; চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন ছয় ইন্দ্রিয়, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পৃষ্টব্য, ও ধর্ম ছয় বিষয়, এই দ্বাদশ আয়তনের সংযোগজনিত বেদনা (অনুভূতি) হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয় । কামতৃষ্ণা (Craving for sensual pleasures), ভবতৃষ্ণা (craving connected with the view of Eternalism) ও বিভব তৃষ্ণা (and craving connected with the view of Nihilism) এই ত্রিবিধ তৃষ্ণা দ্বারা গুণিত হইলে ইহা ৩৬ প্রকার ধারায় প্রবাহিত হয় ।

**ছন্দ**—১১৭, ১১৮ ; রুচি, ইচ্ছা । ২১৮ ; সংকল্প, অভিপ্রায় । ভোগের বা পাইবার তৃষ্ণাকেও ছন্দ বলে যথা কামচ্ছন্দ । এখানে নির্বাণ সম্বন্ধে জাতছন্দ পাওয়ার ও ভোগের ইচ্ছা নহে, নির্বাণ হইবার সংকল্প । ইহার দার্শনিক পরিভাষা ‘কন্তুকামতা’ ।

**ঝান**—৩৭২ ; ধ্যান, একাগ্রতা দ্বারা চিন্তা-শুদ্ধি সম্পাদনের প্রণালী, উহা শমধ ও বিদর্শন ভেদে দ্বিবিধ । ক্রমোন্নত স্তর হিসাবে প্রত্যেক ধ্যান পাঁচ ভাগে বিভক্ত ।

**তথাগত**—২৫৪ ; পূর্ববর্তিগণ যথা আগত কিংবা গত ইহারাও তথাগত ; বুদ্ধ ও মনুষ্য পুরুষদের নামান্তর ।

**ভগ্হা**—১৮০, ৩৩৪,—তৃষ্ণা, কামনা, বিষয়-বাসনা, প্রলোভন । (তৃষ্ণার



‘হিস্তিসংসতি সোতা’ দেখ। তৃষ্ণা দূঃখের হেতু, দ্বিতীয় আৰ্যসত্য। পূৰ্ণ-জন্মের অন্যতর কারণ। অষ্টাঙ্গিক মার্গানুযায়ী জীবন গঠন করিয়া ইহার ক্ষয় সাধনই বৌদ্ধ সাধনার লক্ষ্য।

**ধম্ম**—ধর্ম, গুণ, স্বভাব, অবস্থা, শীল, নীতি, ধর্মগ্রন্থ, জাগতিক বিধান, সত্য, চৈতন্যিক, পদার্থ, পদ্য; আচার, সমাধি, প্রজ্ঞা, মার্গ-ফল, নির্বাণ। বৌদ্ধসাহিত্যে ‘ধর্ম’ শব্দ বহু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। ‘সম্মে ধম্মা অনন্তা’ ২৭৯; এখানে ‘ধম্ম’ কার্য-কারণ সম্বন্ধ জাত জড় চেতন সমস্ত পদার্থকে এবং উহাদের অতীত অবস্থা নির্বাণকেও বুঝাইতেছে। ‘এস ধম্মো সনন্তনো’ ৫=এই নীতি সনাতন (পুরাতন); ‘ষম্‌হি সচ্চ ধম্মো চ’ ২৬১, ৩৯৩; সত্য এবং সাধুতা (গুণ); চত্তারো ধম্মা ১০৯—চারি গুণ বা অবস্থা; পাপকা ধম্মা ২৪২—পাপ আচার; সত্ত ধম্মো=১৫১; আৰ্যগণের অধিগত নব লোকোত্তর ধর্ম (অবস্থা) চারি মার্গ, চারিফল ও নির্বাণ; অথবা সাধুগণের লৌকিক ধর্ম মৈত্রী, করুণা, মৃদুতা ও উপেক্ষা জরায় উপনীত হয় না, কখনো হ্রাস পায় না। ‘একং ধম্মং অতীতস্স’ ১৭৬ একটি শীল বা নীতি লেখনকারীর; ‘বিস্সং ধম্মং সমাদায়’ ২৬৬—বিষম নীতি গ্রহণ করিয়া; এবং ‘ধম্মানি সুত্তান’ ৮২=ধর্ম শাস্ত্র বা উপদেশ শ্রবণ করিয়া ‘ধম্মং চরে সুচরিতং’ ১৬৯=পিণ্ডাচরণাদি ধূতাস্ত্র রত উত্তম-রূপে আচরণ করিবে। ‘কণ্‌হং ধম্মং’ ৮৭, কৃষ্ণ ধর্ম বা মন্দ আচার, ‘ধম্মং সরণং গতো’ ১৯০ ধর্মকে আদর্শ করিয়াছেন। ‘হীনং ধম্মং’ ১৬৭—হীন আচার, পণ্ডকামগুণ। করণ কারকে ‘অসাহসেন ধম্মেন’ ২৫৭ নিরপেক্ষ নীতি দ্বারা। ‘ধম্মস্স হোতি অনুধম্মচারী ২০=নবলোকোত্তর ধর্মের অনুগামী। ‘ধম্মস্স গুত্তো’ ২৩৭=ধর্মের (ন্যায়) রক্ষক। ‘বিরাগো সেট্টো ধম্মানং’ ২৭৬=‘সম্মধম্মানং নিম্বানসংখাতো বিরাগো সেট্টো’ সমস্ত অবস্থার মধ্যে নির্বাণ নামক বিরাগই শ্রেষ্ঠ। সংখতধম্মানং ৭০=ধর্ম উপলব্ধিকারীদের। সম্বেসদু ধম্মেসদু ৩৫৩=ত্রিলোকের যাবতীয় বিষয়ে। ষ্বেসদু ধম্মেসদু ৭৮৪=শমথ ও বিদর্শনে।

**ধম্মা মনোপুত্তম্মা**—১, ২; এখানে ‘ধম্মা’ অর্থ মানসিক অকুহাসমূহ অর্থাৎ বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারের অন্তর্গত চৈতন্যিক বা মনোবৃত্তিসমূহ। মনকে পূর্বস্ম অর্থাৎ প্রমুখ করিয়াই ইহারা মনের সঙ্গে যুগপৎ উৎপন্ন হয়,

নিরুদ্ধ হয়, এবং একই বিষয় ও বস্তু অবলম্বন ও আশ্রয় করে। মনের সহযোগিতা ব্যতীত ইহারা উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু মন সদসৎ বৃত্তি নিচয়ের এক জাতিকে বাদ দিয়া অপরকে নিরা উৎপন্ন হইতে পারে ; সুতরাং মন ইহাদের প্রধান অগ্রণী ও পূর্বগামী। কিন্তু স্থান ও কাল হিসাবে পূর্বগামী নহে। এইরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহারা মনোময় বা মনোগঠিত ; অন্যজাত নহে। মন ধর্মসমূহের উপর আধিপত্য করে এই অর্থে মন ভাহাদের শ্রেষ্ঠ। উপনিষৎকার বলেন :—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ ।

বন্ধায় বিষয়াসক্তং মদুত্ত্যৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম্ ॥

মৈত্রায়ণী ৪।১১

অর্থাৎ মনই মানুষ্যের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের এবং নির্বিষয় মন মুক্তির কারণ হয়।

বিষয় ইন্দ্রিয় গোচর হইলে চিত্ত-বীথির ব্যবস্থাপন স্থানে কিম্বা মানস কল্পিত বিষয়ে মনোদ্বারাবর্তন স্থানে মন স্বীয় গৃহীত আলম্বন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করে, তদনুসারে সৎ কিম্বা অসৎ বৃত্তিনিচয় মনের সঙ্গে উৎপন্ন হয়, জীবিত বা ধাবিত হয়, নিরুদ্ধ হয়। এইরূপে জীবের মনে সদসৎ কর্ম গঠিত হয়। কায় ও বাক্ সহযোগে অনর্দিত হওয়ায় কায়কর্ম, বাক্কর্ম নামেও ব্যবহৃত হয়। এই কর্মই অনুগামীরূপে ভাবীকালে ভাল মন্দ ফলদানে সামর্থ্য রাখে।

ন প্রণশ্যন্তি কমাণি কল্পকোটীশতৈরপি,

সামগ্রীং প্রাপ্য কালঞ্চ ফলন্তি খলু দেহিনাম্ ।...

দেহিগণের কর্মরাশি শত কোটী কল্পেও বিনষ্ট হয় না, আনুষ্ঠানিক প্রত্যয় সামগ্রী ও অবসর প্রাপ্ত হইলে নিশ্চয় ফলপ্রসূ হয়।

**ধনুপদ**—৪৫, ৪৬ ; ধর্মমূলক গাথা, ধর্মোপলব্ধির উপায়। অর্থকথা বলে :—সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম।

**নশ্চি**—৩৯৮ ; চর্মরূপ, বন্ধন ; তত্র তত্রাভিনন্দিনী অর্থে তৃষ্ণা। পাঠান্তরে 'নশ্চি'—ক্রোধ, বন্ধবেরী।

**নন্দী-ভব**—৪১৩ ; ভবের জন্য নন্দী ; ভব-তৃষ্ণা ; কাম, রূপ ও

অরূপভাবে জন্মের বাসনা । যাহার এ বাসনা ক্ষয় হইয়াছে তিনি 'নন্দীভয়-  
পরিব্রাজক' ।

**ব্রহ্মত্বক**—স্নাতক ; যিনি চিত্তের ক্রেশ ধুইয়া ফেলিয়াছেন ।

**নাথ**—১৬০, ৩৮০, আশ্রয়, রক্ষক, গ্রাণকর্তা, প্রভু । নিজেই নিজের  
উত্তম আশ্রয়, গ্রাণকর্তা । বৌদ্ধ মাতেই বুদ্ধ, ধর্ম ও সৎ অর্থাৎ শিক্ষক,  
শিক্ষা ও শিক্ষারতীর ( জীবন্মুক্ত আর্ষগণের ) শরণ গ্রহণ করেন । এই  
ত্রিভু বৌদ্ধদের জীবনাদর্শ, কিন্তু মূল্য নিভর করে প্রত্যেকের নিজের  
উপর ।

**নামরূপ**—৩৬৭ চৈতন ও জড় ; নাম=বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ( ৫০  
চৈতনিক ) এবং বিজ্ঞান ( ৮৯ চিত্ত ) স্কন্ধ । রূপ=দেহ, জড়পদার্থ ;  
বৌদ্ধধর্মে ইহাকে ২৮ প্রকার গুণে বিভাগ করিয়া পারমার্থিকভাবে 'রূপ-  
স্কন্ধ' আখ্যা দিয়াছে ।

**নিট্ঠংগতে**—৩৫২ ; নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, লক্ষ্যে উপনীত, অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত ।

**নিব্বান**—নি+বান=অর্থাৎ বান বা তৃষ্ণা হইতে নিগমন, নির্বাণ ।  
চিত্তের তৃষ্ণা ক্ষয়ের অবস্থার নাম ক্রেশ ( কারণের ) নির্বাণ বা সউপাধিশেষ  
নির্বাণ, বৌদ্ধ সাধনার চরম লক্ষ্য । ধম্মপদে গুণবাচক প্রতিশব্দ—অমৃত  
২১, যোগক্ষেম ২৩, অনক্খাত ২১৮, অগতংদিসং ৩২২ জাতিব্রজ ৪২৩ ।

**নিরয়**—৩০৬, ৩১৫ ; ( নি+অয় ) সুখহীন অবস্থা—যে কোন জীবনে  
কিংবা জগতে । ইহা অনন্ত নহে, সান্ত । যখন পাপকর্ম ইহাজীবনে কিংবা  
জন্মান্তরে ফলপ্রসূ হয় তখন এ দুঃখময় অবস্থা বিকশিত হয় আর সেই  
প্রারম্ভ কর্মক্ষেত্রে তত্ত্বজ্ঞানিত দুঃখের অবসান ঘটে ।

**নিরুত্তিপদকোবিদ**—৩৫২ ; ব্যাকরণ সম্বন্ধে শব্দার্থে অভিজ্ঞ,  
বিশেষার্থে অর্থ, ধর্ম, নিরুত্তি ও প্রতিভান এই চারি প্রতিপত্তি বা বিশ্লেষণ  
জ্ঞানে দক্ষ ।

**নিরুপাধি**—৪১৮ ; উপাধিহীন, বিশেষার্থে স্কন্ধ, ক্রেশ, কর্ম ও কাম  
প্রহীন । অর্হত্তের গুণবাচক শব্দ ।

**নীবরণ**—২৯৫ ( অনুবাদে ) 'চিত্তং নীবরণা' যে সকল মনোবৃত্তি চিত্ত-  
শুদ্ধির আবরণ বা প্রতিবন্ধক তাহারা নীবরণ । উহারা পঞ্চবিধ—কামচ্ছন্দ

( কাম লালসা), ব্যাপাদ ( হিংসা), খীনমির ( আলস্য-জড়তা), উক্কচ-কুক্কচ ( ঔক্কতা-কৌকুতা ), বিচিকিচ্ছা ( সংশয় ) ।

**পঠবিং**—পৃথিবী ৪৪, ৪৫,—রূপকার্থে ‘অন্তভাবসংখ্যাতং পঠবিং’—এই জীবনরূপ পৃথিবী অর্থাৎ নিজকে জয় করিবে ।

**পমত্ত**—প্রমত্ত, অসাবধান, ধর্ম জীবনে বিস্মৃত, বিষয়ভোগে নিমগ্ন ।

**পমিরুপাসতি**—৬৪, পদনঃ পদনঃ উপস্থিত হয়, সঙ্গ করে ।

**পর**—অন্য ১৬০, ২য় পরং ১৮৪, পরং গতং ২২০—পরলোক গত ব্যক্তিকে, পরসম্ হেতু—অন্যের জন্য ; পরেসং ২৪৯ । পরম্ হি ১৬৮ = পরলোকে ; প্রথমার বহুবচনে ‘পরে’ ৬—পণ্ডিত ব্যতীত অন্য সকলে । পরং ২০২ = উচ্চতর ।

**পরথ**—১৭৭, পরত, অন্য স্থানে, পরলোকে । পরথেন ১৬৬ = পরার্থ ; পরের জন্য ।

**পরিঞাওত ভোজন**—৯২, আহার ও আহাৰ্য সম্বন্ধে ষথার্থ জ্ঞান । জ্ঞাত, তীরণ ও প্রহাণ ত্রিবিধ পরিজ্ঞা ।

**পাতিমোক্খ**—১৫৮, ৩৭৫ ; প্রাতিমোক্খ । ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের প্রতি পালনীয় ২২৭ প্রকার প্রধান নিয়মাবলী ।

**পুথুজ্জন**—৫০ পৃথগ্জন, প্রাকৃতজন, সাধারণ লোক । যাহারা মূর্ত্তি-মার্গের সম্বন্ধে পান নাই তাহাদের সাধারণ নাম পৃথগ্জন । তন্মধ্যে মার্গ অব্বেষণে নিরতদিগকে কল্যাণ পৃথগ্জন আর সংসার মোহে আচ্ছন্নগণকে অম্ম পৃথগ্জন বলে ।

**ভব**—কর্ম ; উৎপত্তি ভব, জীবনের অস্তিত্ব ; কাম, রূপ, অরূপ ভব । ‘ভবায়-বিভবায়’ ২৮২ = উৎপত্তির জন্য ও ধ্বংসের জন্য ।

**ভাবনা**—অবিদ্যমান কুশলের উৎপাদন ও বিদ্যমান কুশলের রক্ষণ ও সংগঠনই ভাবনা । সাধনা ইহার নামান্তর । একাগ্রচিত্তে পদনঃ পদনঃ চিন্তা দ্বারা ইহা সাধনা করিতে হয় । ‘ভাবনায়’ ৩০১ = মৈত্রী ভাবনায় । ‘অসতং ভাবনমিচ্ছেয়া’ ৭৩ = অবিদ্যমান গুণসমূহের সজ্জাবনা ইচ্ছা করে । ভাবিতন্তানং ১০৬ = ভাবিতাত্মকে, অর্থাৎ যিনি চিন্তকে ভাবনা বা সাধনা দ্বারা সুগঠিত করিয়া ক্রেশমন্ত হইয়াছেন ।

**মগ্গ**—২৭০, ৪০০, মার্গ, পথ, উপায় ; ‘কিলেসে মারেস্তো গচ্ছতীতি মগ্গো’ ক্লেশকে মারিয়া গমন করে এই অর্থে মার্গ । ইহা আর্য সত্যের চতুর্থ সত্য । ইহার আট অঙ্গ : সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি । অঙ্গসমূহ চতুর্বিধ লোকোত্তর মার্গচিন্তেই পূর্ণতা লাভ করে ।

**মরীচিধ্বংস**—৪৬ ; মরীচিকা স্বভাব, মৃগতৃক্ষিকাবৎ এই দেহ যথার্থ সারহীন ।

**মার**—৭, রাগ-দ্বेष-মোহ প্রভৃতি অকুশল মনোবৃত্তি বা রিপুসমূহ ক্লেশ মার । নব নব কর্মসম্পাদন দ্বারা পুনর্জন্ম গঠনকারী পশুস্কন্ধকে স্কন্ধমার, এবং ‘পরিনিম্মিত বসবস্তী’ ( ৬ষ্ঠ ) স্বর্গের অংশ বিশেষের অধিপতি শক্তিশালী দেবতাকে দেবপুত্র-মার বলা হয় । ইনি ইন্দ্রের উর্দ্ধে ও ব্রহ্মার নীচে অবস্থিত । তাহার প্রভাব সর্বত্র । কণ্ঠ ( ১ ), অস্তক ৪৮, নম্ভুচি, পমত্তবন্ধু, কন্দর্প, পাপিমা প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয় । রতি, অরতি, তৃষ্ণা নাম্নী তিন কন্যা ও কাম ক্ষুৎপিপাসা আদি অগণিত সৈন্য-সামন্ত কল্পিত হয় । মারদ্বয়—মারের রাজ্য—ক্লেশ-বৃত্ত অর্থাৎ অবিদ্যা-তৃষ্ণা উপাদান । মার-বন্ধন—৩৭, ২৭৬, ৩৫০, কাম, রূপ, অরূপ এই ত্রিলোকই মারের বন্ধনাগার ।

**মেস্তাবিহারী**—৩৬৮, যিনি মৈত্রী ভাবনায় কালাতিপাত করেন । নিজের ন্যায় পরেরও হিতসুখ কামনা মৈত্রী । চিন্তে মৈত্রীর অনুশীলন মানব মাত্রেরই কর্তব্য ।

**যিট্ঠ**—১০৮ ‘যজ্জিত’ ইট্ঠ—উৎসর্গিত, প্রদত্ত । উৎসব অনুষ্ঠানে ঘাহা প্রদত্ত হয় । ( অট্ঠকথা )

**যোগ**—২৩, সাধারণ অর্থ সংযোগ ‘সম্বন্ধ’ ‘মানুসকং যোগং’ মনুষ্য লোকের সহিত সম্বন্ধ ‘দিস্বং যোগং—দেবলোকের সহিত সম্বন্ধ’ ৪১৭ । বিশেষার্থ :—“বট্টিস্মং যোজেস্তীতি যোগা”=সংসারাবর্তে সত্ত্বগণকে সংযুক্ত করে এই অর্থে যোগ । কাম, ভব, ভ্রান্তদৃষ্টি ও অবিদ্যা এই চারি যোগ । সম্বযোগ-বিসংযুক্তং ৪১৭—সর্ববিধ যোগমুক্ত । যোগক্খেম—যোগ-মুক্ত অর্থাৎ নির্বাণ । অপর অর্থ মনঃসংযোগ অর্থাৎ ধ্যান-সাধনা—যোগা বে জায়তী ভুরী ২৮২, যোগ বা সাধনা হইতে জ্ঞান জন্মে ।

**বর**—১৭৮, শ্রেষ্ঠ, উত্তম । ‘বরমাদায়’ ২৬৮—শ্রেষ্ঠ গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি উত্তম গুণ গ্রহণ করিয়া । বরন্তং—৩৯৮, = বরদা, হস্তীর কক্ষ রজ্জ্ব, রূপকার্থে আসক্তি ।

**বিজ্ঞাচরণা**—১৪৪, বিদ্যা ও আচরণ । ত্রিবিদ্যা পূর্ব-জন্মের স্মৃতি, সত্ত্বগুণের জন্মমৃত্যু জ্ঞান, ও স্বীয় আশ্রয় ক্ষয়জ্ঞান । ইন্দ্রিয় সংযম, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান, জাগ্রতসাধনা প্রভৃতি আচরণ ।

**বিদ্যসীদন্তি**—৮২, অতিশয় প্রসন্ন হন । অর্থাৎ অহং ভূ লাভ করেন ।

**বিবেক**—৭৫, ৮৭ ; বিচ্ছিন্নতা, নিজর্জনতা, নিবাণ । কায়বিবেক = গণবজ্জন, লোকালয় হইতে দূরে বাস । চিত্ত বিবেক = চিত্তের ক্লেশ-বজ্জন । উপাধি বিবেক = সংস্কার বজ্জন, নিবাণ । ত্রিবিধ বিবেক পরস্পরের পূরক ও পরিপোষক ।

**বিমোক্ষো**—৯২, ৯৩, বিমোক্ষ-নিবাণ । রাগ-দ্বेष-মোহ-মুক্তি ।

বিষ্ণু-প্রাণস্বস নিরোধেন তৎহাক্ষয়-বিমুক্তিনো,  
পঞ্জেতাস্বসেব নিশ্বানং বিমোক্ষো হোতি চেতসো ।

( দীঃ নিঃ )

তৈলহীন প্রদীপের নিবাণের ন্যায় তৃষ্ণাক্ষয় ( হেতু ) বিমুক্তির চরম বিজ্ঞান নিরোধের সহিত চিত্তের বিমোক্ষ হয় । ( ‘অনিমিত্ত’ দেখুন । )

**সংগাপায়**—৪২৩, স্বর্গ ও নরক ; জীব স্থিতির স্তর বিশেষ । ‘বিসদ্বন্ধিমগ্গে’ লোকচক্রবাল ৩১ স্তরে বিভক্ত হইয়াছে :—৪ অপায় ভূমি, ১ মনুষ্যালোক, ৬ দেবলোক, ১৬ সাকার ব্রহ্ম ও ৪ নিরাকার ব্রহ্মলোক । কর্মের তারতম্য হিসাবে ইহাতে জীবের জন্ম হয়, এবং সেই কর্মক্ষয় হইলে ভোগের সাথে ভোগীরও জীবনাবসান ঘটে । সুতরাং উহাদের হইতে জীবের উদ্ধার ও পতন সম্ভব । এই ধর্মে অনন্ত স্বর্গ ও নরক স্বীকৃত নহে ।

ন সম্বকালিকা এতে বুদ্ধবোসেন ভাসিতা,  
যতো বিনস্ সতি ভোগো সহেবেষ ভোগিনা ।

**সত্ত্বস্বরং ব্রহ্মচরিয়ং**—৩১২, শত্কা-স্মরণীয় । ‘সৎকায় সৱিতস্বং অস্তনো আসংকাহি সৱিতং ।’ সভয় স্মরণীয়, স্বীয় আশঙ্কার সহিত

স্মৃত অর্থাৎ যাহা স্মরণ করিলে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য মনে আশঙ্কা জন্মে তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য ।

**সংখ্যাতত্ত্বশাস্ত্রাণং**—৭০ ধর্ম :সংস্কৃত, আবিষ্কৃত, প্রত্যক্ষভূত হইয়াছে যাহাদের । অর্থাৎ যাহারা চতুর্বিধ আর্ষসত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই আর্ষদের । ( অর্থকথা ) সংখ্যত, সমবায়ে কৃত । প্রত্যয়োৎপন্ন, তদ্বিপরীত 'অসংখ্যত' অসংস্কৃত, যাহা নির্বাণের নামাস্তর । সংখ্যায়তি ক্রিয়াপদ হইতে নিষ্পন্ন 'সংখ্যাত' শব্দের অর্থ সংখ্যা করা, তুলনা করা, পরীক্ষা করা । সংখ্যাতুং ১৯৬=পরিমাণ করিতে ।

**সঙ্খার**—সংস্কার, যাহা প্রত্যয়জাত, সমবায়ে উৎপন্ন, বহুবচনে 'সংখারা' প্রতীত্যসমুৎপাদে 'অবিজ্ঞা-পচ্ছয়া সঙ্খারা=অবিদ্যা' হইতে ভাল মন্দ সংস্কার বা কর্ম জাত হয় । সংস্কার স্কন্ধ বেদনা ও সংজ্ঞা ব্যতীত ৫০ প্রকার চৈতসিক । 'সম্বে সঙ্খারা অনিচ্ছা' ২৭৭, 'সম্বে সঙ্খারা দৃক্খা' ২৭৮, এখানে নির্বাণ ব্যতীত বিশ্বের জড়-চেতন সমস্ত উপকরণ, যাহাতে কার্যকারণ প্রবাহ অটুট থাকে তাহাই সংস্কার ।

**সঙ্গ**—৩৪২, বন্ধন, আসক্তি । "উভো সঙ্গং" ৪১২—পাপ পুণ্য উভয় পুনঃ জন্মের ও অনিয়ত গতির কারণ স্মৃতরাং বন্ধন । পঞ্চসঙ্গাতিগো ১৭০—রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান ও দৃষ্টি এই পঞ্চ সঙ্গের ( বন্ধনের ) অতিক্রমকারী ।

**সঙ্ঘ**—দল, গণ, সমূহ । "সঙ্ঘে সন্নগং গতো" ১৯০ যিনি সম্বেষের শরণাগত অর্থাৎ সংঘজীবন আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । 'সঙ্ঘগতা সতি' ২৯৮—আর্ষ সম্বেষের 'সুপ্রতিপন্ন' আদি গুণে নিযুক্ত স্মৃতি । ইহা সঙ্ঘানুস্মৃতি ভাবনা ।

**সংযোজন**—৩১, বন্ধন । দার্শনিক অর্থ 'যস্মৈ সংযোজ্যন্তি তং পদং গুলং বট্টস্মৈ সংযোজ্যন্তি ( বন্ধন্তি )' তি সংযোজনা, যাহার নিকট এইসব মনোবৃত্তি বিদ্যমান তাহাকে সংসার-চক্রে যুক্ত করে, বন্ধন করে এই অর্থ সংযোজন । তন্মধ্যে সংকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রতপরামর্শ, কামরাগ ও ব্যাপাদ নিম্নভাগীয় ; রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা উর্ধ্বভাগীয় । স্রোতাপত্তি মার্গ দ্বারা প্রথম তিন সংযোজনের সমুচ্ছেদ হয় ; সকৃদাগামী মার্গ কামরাগ ও ব্যাপাদ ক্ষীণ করে ; অনাগামী

মার্গে উহার সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় এবং অহংত্ব মার্গে অবশিষ্ট সংযোজনের সমুদ্রোদয় হয় ।

**সজ্জা**—৩৩০, শ্রদ্ধা, যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস নহে । অসুস্কো ৯৭—যিনি শ্রদ্ধার অতীত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শী, অহং ।

**সম্মিচয়ো**—৯২, সঙ্গয়, দ্বিবিধ সঙ্গয়—(১) ভোগ সম্পত্তি, (২) কুশলা-কুশল কর্ম ।

**সমং চরেন্য**—১৪২, শাস্ত্যভাবে জীবন যাপন করে ।

**সম্বোধি**—৮৯, বোধি, লোকোত্তর মার্গজ্ঞান । বোধির সপ্ত অঙ্গ :—স্মৃতি, ধর্মবিচয় ( প্রজ্ঞা ), বীৰ্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা ।

**সম্মসতি**—৩৭৪, সংমর্শন করে, বার বার ভাবনা করে, ক্রিয়াপদ ।  
**সম্মা সতি**—সম্যক স্মৃতি, চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা ।

**সম্মাপণিহিত**—৪৩, দশ কুশল কর্মে নিষ্কৃত :—দান, শীল, ভাবনা, সম্মান, সেবা, পদ্যাদান, পদ্যান্দমোদন, ধর্মশ্রবণ, ধর্মপ্রচার ও সম্যকদৃষ্টি ।

**সহনুক্রম**—৩৯৮, সহ + অনুক্রম, বল্গা, তৃষ্ণার অনুশয়াদি অনুচর ।  
**পালি**—অর্গল ; রূপকার্থে অবিদ্যা ।

**সহসা**—২৫৬, প্রভাবিত হইয়া, লোভ, দ্বেষ, মোহ ও ভয়ের বশীভূত হইয়া ।

**সার**—১১, সত্য, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শন এবং পরমার্থ নিবাণ । ইহা ব্যতীত সমস্তই অসার ।

**সেখো**—৪৫, শৈক্ষ্য, শিক্ষারতী, যিনি লোকোত্তর মার্গ লাভ করিয়াছেন, এখনও অধিশীল, অধিচিহ্ন, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষায় রত । শৈক্ষ্য উপলব্ধি করেন 'যৎ কিঞ্চিৎ সমুদয়ধর্ম্যং সৎসং তৎ নিরোধধর্ম্যং' যে পদার্থের উদয় আছে তাহার বিলয় অবশ্যজ্ঞাবী । যখন শিক্ষা সমাপ্ত হয়, তখন তিনি অশৈক্ষ্য অর্থাৎ অহং ।

**সোতাপত্তি**—১৭৮, নিবাণমুখী স্রোত প্রাপ্তির অবস্থা । ত্রিবিধ সংযোজন সমুদ্রোদয় করিয়া স্রোতাপন্ন হয় । জীবন্মুক্তের প্রথম স্তর ।

**সংস**—৯১, হাঁস । আদিক পথে ১৭৫, আদিত্য পথে । ভগবদ্গীতায়



মুক্ত পদরূষকে হংস বলা হইয়াছে । তিনি দেহান্তে সূর্যলোকে গমন করেন আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না । ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে, মন কর্মমুক্ত হইলে সূর্যলোক প্রাপ্ত হয় ।

**হতাবকাসো**—১৭, যাহার পাপ-পুণ্য সর্ববিধ কর্মোৎপত্তির অবকাশ ( সূযোগ ) হত হইয়াছে ।

**হিরী**—হুী, লজ্জা, শ্রীলতা । হিরীনিসেধো ১৪৩=হিরী হইয়াছে নিষেধ অর্থাৎ বাধা যার । হিরীমতা ২৩৫=কুকর্মে লজ্জাশীল । আত্ম-মর্ষাদা জ্ঞান বলে যিনি কুকর্মে বিরত, তিনিই হুীমান বা লজ্জাশীল ।

**হুত্তং**—১০৮, আহুতি । কর্ম ও কর্মফলে শ্রদ্ধাধারা অতিথিকে কিম্বা অন্য উপায়ে যাহা উৎসর্গিত । ( অর্থকথা )

**হুরং**—২০, অন্যত্র, অন্য জীবনে । হুরাহুরং ৩৩৪ জন্ম হইতে জন্মান্তরে ।



# ধম্মপদে ব্যবহৃত শব্দনির্দেশ

প্রথম সংখ্যাটি সান্দ্রবাদ ধম্মপদটীকাকথার খণ্ড-সংখ্যা

এবং

দ্বিতীয় সংখ্যাটি ধম্মপদের গাথা-সংখ্যা

অকরুস	৯১৪০৮	অজিনসারি	৯১৩৯৪
অকতএণ্ণু	৯১৩৮৩	অজিনি	৯১৩-৪
অকথংকথী	৯১৪১১, ৪১৪	অজ্জতন	৭১২২৭
অকরণং	৬১২৮৩, ৮১৩৩৩	অজ্জত্তরত ( ভিক্খু )	৮১৩৬২
অকারিয়	৬১১৭৬	অজ্জায়তো	৮১৩৭২
অকিণ্ণ ৪১৮৮, ৭১২২১, ৯১৩৯৬, ৪২১		অএণ্ণা	৫১৫৭, ৫১৯৬
অকুতোভয়	৬১১৯৬	অট্টঙ্গিকং	৬১১৯১, ৭১২৭৩
অকুসলং	৭১২৮১	অটিট	৬১১৪৯
অক্কেছি	৯১৩-৪	অট্টীনং	৬১১৪৯-১৫০
অক্কোধং	৭১২২৩, ৯১৪০০	অণুং	২১৩১, ৭১২৬৫, ৯১৪০৯
অক্কোস	৯১৩৯৯	অতন্দিতং	৮১৩০৫, ৩৬৬, ৩৭৫
অক্খরানং	৮১৩৫২	অতিত্ত ( কামেসু )	৩১৪৮
অক্খাত	৭১২৭৫	অদিম্নং	৭১২৪৬, ৯১৪০৯
অগত	৮১৩২৩	অদ্ধগু	৮১৩০২
অগন্ধকং	৩১৫১	অদ্ধান	৭১২০৭
অগারং	৯১১৩	অধম্ম	৪১৮৪, ৭১২৪৮
অঙ্গি ২১৩১, ৫১১০৭, ১৩৬, ১৪০,		অধিগচ্ছতি ( সমাধিং )	৭১২৪৯
৭১২০২, ২৫১, ৮১৩০৮, ৯১৩৯২		অধিচিত্ত	৬১১৮৫
অগ্ঘতি	৪১৭০	অধিপন্ন	৭১২১৬
অঙ্কুসঙ্গহ	৮১৩২৬	অধিমুত্ত ( নিম্বানং )	৭১২২৬
অচ্চন্ত ( দুসসীল্য )	৬১১৬২	অনঙ্গং	৭১২৩৬, ২৩৮, ৮১৩৫৬
অচ্ছুত ( ঠান )	৭১২২৫	অনত্তা	৭১২৭৯
অচ্ছিদবুত্তি	৭১২২৯	অনথং	৪১৭২, ৭১২৫৬
অচ্ছিদ ( ভবসল্লানি )	৮১৩৫১	অনথপদসংহিত ( গাথা )	৫১১০০-১০২

অনন্তগোচর ( বুদ্ধ )	৬১৭৯-১৮০	অনুদ্যুজ্জতি	৭১২৪৭
অনপায়িনী ( ছায়া )	১১২	অনুযোগী	৭১২০৯
অনপেক্ষী ( ধীরা )	৮১৩৪৬-৩৪৭	অনুসয়	৮১৩৩৮
অনুপকং	৫১১৪৪	অনুসাসতি	৬১১৫৯
অনবট্ঠিত ( চিত্ত )	৩১৩৮	অনুসিক্খিনং	৭১২২৬
অনবস্তুত ( চিত্ত )	৩১৩৯	অনুসুদ	৯১৪০০
অনাতুর	৭১১৯৮	অনুসুদং	৯১৪০০
অনাদান	৮১৩৫২, ৯১৩৯৬, ৪০৬, ৪২১	অনুপঘাত	৬১১৮৫
অনাবিলং	৪১৮২, ৯১৪১৩	অনুপলিত্ত	৮১৩৫৩
অনাসক	৫১১৪১	অনুপবাদ	৬১১৮৫
অনাসবং	৫১৯৪, ১২৬, ৯১৩৮৬	অনুহত	৮১৩৩৮
অনিরুসা	১১৯	অনেজ ( ব্রাহ্মণ )	৯১৪১৪, ৪২২
অনিচ্ছ	৭১২৭৭	অনোক	৮৭
অনিষ্বসং	৬১১৫৩	অনোকসারী ( ব্রাহ্মণ )	৯১৪০৪
অনিমিত্ত	৫১৯২-৯৩	অন্তকো	৩১৪৮, ৭১২৮৮
অনিবেসন	৩১৪০	অন্তরায়াং ( ন বুদ্ধ্যতি )	৭১২৮৬
অনিষ্মিত ( আহারে )	৫১৯৩	অন্তিম ( সমুদ্রস্রো )	৮১৩৫১
অনুদকন্ততি	৮১৩১১	অন্তিমসারীর	৮১৩৫২, ৯১৪০৩
অনুদট্ঠহানো	৭১২৮০	অনুভূত ( পদুদুজ্জন )	৩১৫৯, ৬১১৭৪
অনুদট্ঠানমল	৭১২৪১	অপচায়ী ( বুদ্ধ )	৫১১০৯
অনুতপ্পতি	৪১৬৭-৬৮, ৮১৩১৪	অপজিত	৫১১০৫
অনুত্তর	৩১৫৫	অপখানি	৬১১৪৯
অনুত্থনং ( পদুগানি )	৬১১৫৬	অপদ ( বুদ্ধ )	৬১১৭৯-১৮০
অনুদ্বন্দ্বচারী	১১২০	অপবোধিত	৫১১৪৩
অনুপতন্তি	৮১৩৪৭	অপায়	৯১৪২৩
অনুপাদায় ( নিষ্পদতো )	৪১৮৯, ৯১৪১৪	অপদ্রুৎপ্রলাভং	৮১৩০৯-৩১০
অনুপাদিমান	১১২০	অপেখা	৮১৩৪৫
অনুদপ্পত্তং	৯১৩৮৬, ৪০৩, ৪১১	অপেত ( কদম )	৫১৯৫
		অপেত ( বিষ্ণুপ্রাণ )	৩১৪১
		অপ্পগম্ভ	৭১২৪৫

অপ্পমাদ	২।২১, ২২, ২৫, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৮।৩২৯	অষোজয়ং ( যোগস্মিং )	৭।২০৯
অপ্পসথ	৫।১২৩	অরতিং	৯।৪১৮
অপ্পসাদা	৬।১৮৬	অরহতং	৬।১৬৪, ৯।৪২০
অপ্পস্দুত	৬।১৫২	অরিয়ং	৬।১৯১, ৭।২৩৬, ২৭০
অপ্পিয়	৪।৭৭	অরিয়সচ্চানি	৬।১৯০
অপ্পাস্দুন্ধ	৮।৩৩০	অরিয়ানং	২।২২, ৬।১৬৪, ৭।২০৭
অশ্বত	৭।২৬৪	অরুকায়ং	৬।১৪৭
অশ্বক্খান ( দারুণং )	৩।৩৯	অলিকবাদিনং	৭।২২৩
অভস্ব	২।৩২	অলীন	৭।২৪৫
অভয়	৭।২৫৮, ৮।৩১৭	অবজ্জীয়তি	৬।১৭৯
অভিঞ্ঞায়	৪।৭৫, ৬।১৬৬, ৮।৩৫৩	অবজ্জং	৮।৩১৯
অভিঞ্ঞাবোসিত ( মূনি )	৯।৪২৩	অবিজ্ঞানতং ( সন্ধস্মং )	৪।৬০
অভিঞ্ঝেথ ( কল্যাণে )	৫।১১৬	অবিজ্জা	৭।২৪৩
অভিভুষ্য	৮।৩২৮	অবিতিল্লকস্ব	৫।১৪১
অভিভূ	৮।৩৫৩	অবিদ্দস্দু	৭।২৬৮
অভিবাদনসীলী	৫।১০৯	অবেক্খন্তং	৬।১৭০
অভিবাদনা	৫।১০৮	অবেয়	১।৫
অভিমস্বতি	৬।১৬১	অসংবদতং	১।৭
অভিরত	৭।২৫৪	অসংসট্ট	৯।৪০৪
অভিরতিং	৪।৮৮	অসংজ্জমান	৭।২২১
অভিসজে ( ন কিণ্ঠ )	৯।৪০৮	অসন্তাসী	৮।৩৫১
অভিসম্বন্ধান	৩।৪৬		
অভূতবাহী	৮।৩০৬	অসম্ভ	৪।৭৭
অমতং	৫।১১৪, ৮।৩৭৪	অসরীরং	৩।৩৭
অমতপদং	২।২১	অসারং	১।১১-১২
অমানদুসী ( রতি )	৮।৩৭৩	অসোকং	২।২৮, ৯।৪১২
অষসা	৭।২৪০	অহিংসা	৭।২৬১, ২৭০, ৮।৩০০
অষোগ	৭।২০৯, ২৮২	অহেঠয়ং	৩।৪৯
অয়োগদুল	৮।৩০৮		

আকাশ	৫১৯২-৯৩, ৬১৭৪,	ইতরীতর	৮১৩৩১
	৭১২৫৪-২৫৫	ইন্ধি	৬১১৭৫
আকিরতে ( রজং )	৮১৩১৩	ইন্দখিল	৫১৯৫
আচারকুসল	৮১৩৭৬	ইন্দ্রিয়	১১৭-৮, ৫১৯৪, ৮১৩৭৫
আচিনং	৫১২২১-১২২	ইসি'পবেদিত ( ম'গ )	৭১২৮১
আজানীয় ( সিন্ধব )	৮১৩২২	ইস্সরিয়	৪১৭৩
আতাপী	৫১১৪৪	ইস্স'কী	৭১২৬২
আদানপটি'নিস্স'গ	৪১৮৯		
আদিচ্চ	৬১১৭৫, ৯১৩৮৭	উক্ক'টিক'পধান	৫১১৪১
আদিয়তি	৭১২৪৬, ৯১৪০৯	উক্'খিত্তপলিঘ ( ব্রাহ্মণ )	৯১৩৯৮
আনন্দ	৬১১৪৬	উচ্চয়	৫১১১৭-১১৮
আপজ্জতি	৮১৩০৯	উচ্চাবচ	৪১৮৩
আবাধ	৫১১৩৮	উজ্জ্বানসঞ'ঞী	৭১২৫৩
আভস্সর ( দেব )	৭১২০০	উজ্জ্বাত	৩১৫৮
আযোগ ( অধিচিহ্নে )	৬১১৮৫	উট'ঠান	২১২৪-২৫, ৭১২৮০
আর'গ	৯১৪০১, ৪০৭	উত্তম	৫১৯৭, ৬১১৯২, ৯১৩৮৬, ৪০৩
আর'ক্কব'রিয়	১১৮	উদকং	৪১৮০, ৫১১৪৫, ৮১৩৩৬
আরা ( আসবক'খয়া )	৭১২৫৩	উদয়'ব্বয়ং	৮১৩৭৪
আরাধয়ে	৭১২৮১	উদয়'ব্যয়ং	৫১১১৩
আরাম ( সরণং )	৬১১৮৮	উদীরয়ে	৯১৪০৮
আরোগ্যপরম	৭১২০৪	উদ্দি'সেযাং	৮১৩৫৩
আসব	৫১৯৩, ৭১২২৬, ২৫৩,	উক্কংসোত	৭১২১৮
	৮১২৯২-২৯৩	উক্করথ ( অন্তানং )	৮১৩২৭
আসা	৯১৪১০	উম্মল ( পমত্ত )	৮১২৯২
আহার ( অনিস্সিত )	৫১৯৩	উপ'গ	৮১৩৪১
		উপ'চ্চগ	৯১৪১৭
ইচ্ছকং	৮১৩২৬	উপন'ীতবয়	৭১২৩৭
ইচ্ছা	৪১৭৪, ৭১২৬৪	উপপ'জ্জয়ে ( নিরয়ং )	৮১৩০৭
ইঞ্জিতং	৭১২৫৫	উপস'ন্ত	৫১৯৬
ইতরা ( পজা )	১১৪, ৪১৮৫, ৫১১০৪	উপস'ম্পদা ( কুসল'স )	৬১১৮৩

উপসম্মতি	৫১০০-১০২	ওহিত	৬১৫০
উপসঙ্গ	৫১৩৯		
উপহত ( কংসো যথা )	৫১৩৪	কট্টক	৪১৬৬, ৮১৩২৪
উপেতি	৮১৩০৬, ৩২৫	কট্টক	৬১৬৪
উপেহসি	৭১২৩৬, ৮১৩৪৮	কণ্ঠং	৪১৮৭
উপ্তিত	৭১২২২	কতাকতং	৩১৫০
উপ্পল	৩১৫৫	কদরিষ	৬১১৭৭, ৭১২২৩
উপ্পাদ	৬১৮২, ১৮৪	কবলং	৮১৩২৪
উষ্মজ্জতি	৫১১১	কস্মং	৪১৬৬-৬৮, ৭১, ৬১১৭৩,
উষ্যোগমুখ	৭১২৩৫		৮১৩১২
উসভ ( ব্রাহ্মণ )	৯১৪২২	কলা ( সোলসি )	৪১৭০
উসীর	৮১৩৩৭	কলি	৭১২০২, ২৫২
উসুকার	৩১৩৩, ৪১৮০, ৫১১৪৫	কলিঙ্গর	৩১৪১
উস্শুক	৭১১৯৯	কসানিবিট্ট	৫১১৪৪
		কাকসুদ্র	৭১২৪৪
একঘণ	৪১৮১	কাপোতক ( অট্টীনি )	৬১১৪৯
একচরং	৩১৩৭	কাম	৬১১৮৬
একচরিয়ং	৪১৬১	কাসাবং	১১৯-১০
একন্তং	৭১২২৮	কাসাবকণ্ঠা	৮১৩০৭
একসেয্যং	৮১৩০৫		
একাসনং	৮১৩০৫	কাহসি	৬১১৫৪
একাহং	৫১১১০-১১৫		
এসন	৫১৩১১-১৩২	কাহিতি	৮১৩৫০
		কিচ্ছ	৬১১৮২
ওক	৩১৩৪, ৪১৮৭, ৫১৯১	কিতবা	৭১২৫২
ওঘতিগ্ন	৮১৩৭০	কুশ্বতো	৩১৫২
ওখত	৬১১৬২	কুশ্বান	৭১২১৭
ওনদ্ধ	৬১১৪৬	কুমুদং	৭১২৮৫
ওপদনাতি	৭১২৫২	কুম্ভূপমং	৩১৪০
ওহারী ( বন্ধন )	৮১৩৪৬	কুলং	৬১১৯৩

কুসীত	৫১১২	চিত্তং	৩১৩৩-৪০, ৪২-৪৩, ৪৮৯,
কোণ	৬১১৫		৫১১৬, ৬১৫৪, ১৭১, ৮১৩৭১
কোথং	৭১২২১-২২৩	চিরম্পবাসী ( পদ্রিস )	৭১২১৯
কোবিদ	৮১৩৫২, ৯১৪০৩	চুতি	৯১৪১৯
কোসজ্জ	৭১২৪১	চেত	৩১৩৯, ৪১৭৯
ক্লেস ( চিত্ত )	৪১৮৮	চোদয় ( অস্তানং )	৮১৩৭৯
খম্ভিত	৬১১৮৪, ৯১৩৯৯	ছন্দ	৫১১৭-১১৮, ৭১২১৮
খম্ভানং	৮১৩৭৪	ছন্দ ( কারো )	৩১৪১
খীগাসবং	৪১৮৯, ৯১৪২০	ছেচ্ছতি ( মারবন্ধনং )	৮১৩৫০
খেমং	৬১১৮৯, ১৯২		
খেমী	৭১২৫৮	জঞ্জ্ঞা	৬১১৫৭, ৮৩৫২
		জটা	৫১১৪১, ৯১৩৯৩-৩৯৪
গম্ভ	৩১৫৪, ৫৬	জন্তু	৫১১০৫, ১০৭, ৮১৩৪১, ৯১৩৯৫
গম্ভব্ব	৫১১০৫	জম্বোনদ	৭১২৩০
গম্ভীর	৪১৮২	জম্মী ( তগ্হা )	৮১৩৩৫-৩৩৬
গহ	৭১২৫১	জয়ং	৭১২০১
গহকারক	৬১১৫৩-১৫৪	জরা	৫১১৩৫, ৬১১৫০-১৫১, ৮১৩৪১
গহকট	৬১১৫৪	জাতি	৬১১৫৩, ৯১৪২৩
গাথা	৫১১০১-১০২	জানি	৫১১৩৮
গিহী	৪১৭৪	জাল	৭১২৫১, ৮১৩৪৭
গুহাসয়ং ( চিত্তং )	৩১৩৭	জালিনী	৬১১৮০
গোতমসাবক	৮১২৯৬-৩০১	জিঘচ্ছা	৭১২০৩
		জিনে	৭১২২৩
চক্ৰং	১১১	জিব্চ্ছা	৪১৬৫, ৮১৩৬০
চন্দনং	৩১৫৪-৫৫	জীবিতং	৫১১১০-১১৫, ১৩০,
চন্দিমা	৬১১৭২-১৭৩ ; ৭১২০৮,		৬১১৪৮, ১৮২, ৭১২৪৪
	৯১৩৮৭	জীরতি	৬১১৫১-১৫২
চাপাতিখীণা	৬১১৫৬		
চারিকা	৮১৩২৬	ঝান	৬১১৮১, ৮১৩৭২

ঝায়ী	৯১০৮৬-০৮৭, ৪১৪	থাবর	১৪৩৫
		থল	২১৩১, ৭১২৬৫
ঠিতি	৬১৪৭	থের	৭১২৬০-২৬০
		থোক	৫১২২১-১২২, ৭১২৩৯
ডহং	২১৩১	থোকিকা	৮১৩১০
ডয়্‌হমানো	৮১৩৭১		
		দজ্জা	৭১২২৪
তক্ষর	১১১৯	দজ্জং	৫১২৪২, ৮১৩১০, ৯১৪০৫
তগ্‌হা	৬১১৫৪, ১৮৭, ৭১২১৬, ৮১৩৩৬, ৩৩৮, ৩৫৩	দম্‌ধ	৫১১১৬
		দম্‌ধ	৪১৬৪
তথাগত	৭১২৫৪, ২৭৬	দম্‌	২১২৫, ৭১২৬২
		দম্‌ধ	৩১৩৫
তপ	৬১১৮৪, ১৯৪	দম্‌	৯১৩৮৫
তপতি	৯১৩৮৭	দম্‌হ	২১২৩, ৪১৬১, ৫১১১২, ৮১৩৩৮, ৩৪৫, ৩৪৯
তম্পতি	১১১৭, ৫১১৩৬, ৮১৩১৪		
তসা	১১৪০৫	দহং	২১৩১
তসন্তি	৫১১২৯-১৩০	দহন্তং	৪১৭১
তসিণা	৩৪২-৩৪৩		
তিগদোস	৮১৩৫৬-৩৫৯		
তিন্ন	৬১১৯৫, ৯১৪১৪	দানং	৬১১৭৭
তিতিক্‌খতি	৮১৩২১, ৯১৩৯৯	দিটিট	৬১১৬৪
তিতিক্‌খা	৬১১৮৪	দিন্ন	৮১৩৫৬-৩৫৯
তিতিক্‌খিসং	৮১৩২০	দিব্ব	৬১১৮৭, ৭১২৩৬
তিত্তি	৬১১৮৬	দীপ	২১২৫, ৭১২৩৬-২৩৮
তুট্‌ঠি	৮১৩৩১	দুট্‌ট	৮১৩১৪, ৯১৩৯১
তেজ্‌নং	৩১৩৩, ৪১৮০, ৫১১৪৫	দুট্‌টর	৬১১৬৩
		দুট্‌ক্‌খা	৫১১৩৩, ১৫৩
তেজ্‌সা	৯১৩৮৭	দুখা	৬১১৮৬, ৭১২০৩
		দুগ্‌গ	৮১৩২৭, ৯১৪১৪
থিঁড়লসায়িকা	৫১১৪০	দুগ্‌গতিং	১১১৭, ৭১২৪০, ৮১৩১৬-৩১৮



দঙ্গাহিত	৮১৩১১	ধর্ম্মানিসংহত	৯১৩৯৫
দক্ষিণ	৬১১৬৯, ৭১২৩১-২৩৩, ২৪২	ধর্ম্মিক	৪১৮৪
দক্ষিণ	১১১৩	ধী	৯১৩৮৯
দক্ষিণজীব	৭১২১৫	ধীরং	৭১২০৮, ৮১৩২৮-৩২৯
দক্ষদম	৬১১৫৯	ধেয্য	৩১৩৪, ৪১৮৬
দক্ষদস	৭১২৫২	ধোরয়্‌হসীল	৭১২০৮
দক্ষিণদিটিঠ	৮১৩৩৯		
দক্ষিণবারয়	৩১৩৩, ৮১৩২৪	নক্‌খন্তপথং	৭১২০৮
দক্ষপঞ্চাং	৬১১১১, ১৪০	নগরং‌পমং	৩১৪০
দক্ষপঞ্চজ	৮১৩০২	নগচরিয়া	৬১১৪১
দক্ষ্মেধং	৬১১৬১, ৮১৫৩৫	নন্ধি	৯১৩৯৮
দক্ষরুচয়া	৮১৩৩৬	নন্দিভবপরিব্‌খীণ	৯১৪১৩
দক্ষরুচয়	৬১১২-১৩	নাগ	৮১৩২০, ৩২৪, ৩২৯-৩৩০
দক্ষরুভিরম	৮১৩০২	নাথং	৬১১৬০
দক্ষরাবাস	৮১৩০২	নামরূপ	৭১২২১, ৮১৩৬৭
দক্ষরুভ	৬১১৬০, ১৯৩	নাবা	৮১৩৬৯
দক্ষসতি	৬১১২৫	নিকামসেয্যা	৮১৩০৯
দক্ষসীল	৬১১১০, ৮১৩০৮, ৩২০	নিক্‌খ ( জম্বোনদস )	৭১২৩০
দক্ষসীল্য	৬১১৬২	নিপ্পয়্‌হবাদী	৪১৭৬
দক্ষক্‌খ	৩১৩৩	নিচ্ছেষ্য	৭১২৫৬
দক্ষরম	৪১৮৭-৮৮	নিট্‌ঠং‌গত	৮১৩৫১
দেব	৬১১৪, ৬১১৮১, ৭১২০০, ২৩০	নিদ্‌দর	৭১২০৫
দেবলোকং	৬১১৭৭	নিদ্ধম্‌তমল	৭১২৩৬, ২৩৮
দোস	৭১২৬৩, ৮১৩৫৬-৩৫৯	নিদ্ধমে	৭১২৩৯
ধেয্যপথ	৭১২৮২	নিধায়	৬১১৪২, ৯১৪০৫
		নিধি	৪১৭৬
ধংসী	৭১২৪৪	নিদ্‌দং	৬১১৪৩, ৮১৩৫৯
ধনং	২১২৬, ৪১৬৪, ৮৪, ৬১১৫৫-১৫৬, ৭১২০৪	নিগ্‌	৬১১৮
ধনপাল	৮১৩২৪	নিপক	৮১৩২৮-৩২৯
		নিপ্পপণ	৭১২৫৪

নিশ্চয়	৭১২৮৩, ৮১৩৪৪	পচেস্‌সতি	৩১৪৪-৪৫
নিশ্চয়ান	২১২৩, ৩২, ৪১৭৫-৫১৩৪, ৬১৮৪, ৭১২০৩-২০৪, ২২৬, ২৭৭-২৭৯, ২৮৯	পজা	৪১৮৫, ৭১২৫৪, ৮১৩৪২, ৩৪৩, ৩৫৬-৩৫৯,
নিশ্চিন্দতি	৭১২৭৭-২৭৯	পজ্জলিত	৬১১৪৬
নিশ্চদত	৬১১৫-১১৬, ৯১৪০৬, ৪১৪	পঞ্জ্‌ঞবন্তু	৫১১১১
নিরয়	৫১২৬, ১৪০, ৮১৩০৬-৩০৭, ৩০৯, ৩১১, ৩১৫	পঞ্জ্‌ঞা	৩১০৮, ৬১১৫২, ৮১৩৭২
নিরাসাস ( ব্রাহ্মণ ) ( = নিরাসয় )		পটিঙ্কোসতি	৬১১৬৪
	৯১৪১০	পটিজ্‌ঞেয্য ( পিঁডতো )	৬১১৫৭
নিরুদ্বি	৮১৩৫২	পটিনিম্পঙ্গ	৪১৮৯
নিরুপধি	৯১৪১৮	পটিবন্ধমন	৭১২৮৪
নিবাপদট্ট	৮১৩২৫	পটিমংসেথ	৮১৩৭৯
নিবেসয়ে	৬১১৫৮	পটিবাত	৩১৫৪, ৫১২৫
নিসম্মকারী	২১২৪	পটিসম্মহারবুদ্বি	৮১৩৭৬
নিহীনকম্ম	৮১৩০৬	পণিহিত	৩১৪২-৪৩
নুদতি	২১২৮	পণেতি	৮১৩১০
নেক্‌থং	৭১২৩০	পণ্ডিতং	৪১৬৪-৬৫, ৭৬
নেক্‌থম্ম	৬১১৮১, ৭১২৭২	পণ্ডু ( পলাস )	৭১২৩৫
নেত্তিক	৪১৮০, ৫১১৪৫	পতিস্সথ	৫১১৪৪
নুহাতক	৯১৪২২	পদকোবিদ	৮১৩৫২
পংসুকুলধর	৯১৩৯৫	পদমং	৩১৫৮
পকোপ ( কায়-মনো-বচী )	৭১২৩১-২৩৩	পধান ( উক্কট্টিক )	৫১১৪১
পক্‌খন্দী	৭১২৪৪	পন্নভার ( ব্রাহ্মণ )	৯১৪০২
পঙ্গাভ	৭১২৪৪	পপণ	৬১১৫৫, ৭১২৫৪
পঙ্গয়্‌হ	৭১২৬৮	পপ্বজিত	৪১৭৪
পচ্চত্তং	৬১১৬৫	পভঙ্গুর	৫১১৩৯, ৬১১৪৮
পচ্চত	৮১৩১৫	পমন্ত	১১১৯, ৮১৩০৯, ৩৭১
		পমাদ	২১২১, ২৬-২৮, ৩০-৩২, ৬১১৬৭, ৭১২৪১, ৮১৩৭১
		পমোক্‌খম্মিত্ত	৭১২৭৬
		পমোহন	৭১২৭৪

পরক্ৰম	৯১০৮৩	পারগ	৮১০৮৮, ৯১০৮৮
পরিচাগ	৮১২৯০	পিধীয়তি	৬১২৭৩
পরিভ্রমতি	৯১০৯৭	পিহয়ন্তি	৫১৯৮, ৬১২৮১
পরিদ্ব	৬১২৯৫	পিহেত	৭১২০৯
পরিপ্লব ( পসাদ )	৩১০৮	পদঙ্গলং	৮১০৮৮
পরিফন্দতি	৩১০৮	পদ্বজ্ঞন	৩১৫৯
পরিবাজো	৮১০১৭	পদপ্ফং	৩১৮৯, ৫১-৫২
পরিমজ্জসি ( বাহিরং )	৯১০৯৮	পদ্বাপর	৮১০৫২
পরিয়োদপন	৬১২৮৩	পদ্বদলক	৬১২৭০
পরিসম্পত্তি	৮১০৮২	পদরক্খত	৮১০৮২-৩৮৩
পরিমসয়	৮১০২৮	পদরিস	৭১২৮৮
পরিহান	২১০২	পদরেক্খার	৮১৭৩
পরপষাতী	৬১২৮৮	পদজয়ে	৫১০৬-১০৭
পলিঘ	৯১০৯৮	পদতি ( সম্বেদহ )	৬১২৮৮
পলিত	৭১২৬০	পেচ্চ	১১৫-১৮, ৫১০১১-১০২,
পলিপথ	৯১৮১৮		৮১০০৬
পল্লল	৫১৯১, ৬১২৫৫	পেত্তেষ্যতা	৮১০০২
পবর ( ব্রাহ্মণ )	৯১৮২২	পোক্খর	৮১০০৬
পবিবেক ( রস )	৭১২০৫	পোস	৫১০০৮, ১২৫, ৭১২২৮
পসাদ ( পরিপ্লব )	৩১০৮		
পসুত	৬১২৬৬, ১৮১	ফরুস	৫১০৩৩, ১০৮
পয়িরুপাসতি	৮১৬৮-৬৫	ফল্লতি ( অন্তঘাতায় )	৬১২৬৮
পহাতবে	৩১০৮	ফাসুক	৬১২৫৮
পহীনমান	৫১৯৮	ফুট্ঠ	৮১৮৩
পাতিমোক্খ	৬১২৮৫, ৮১০৭৫	ফুসন্তি	২১২৩
পাথেষ্য	৭১২৩৫, ২৩৭		
পাপধম্ম	৭১২৮৮, ৮১০০৭	বদ্ধ	৮১০২৮
পাপিয়	৮১৭৬	বন্ধনং	৮১০৮৮-৩৮৬, ৩৮৯
পাপদুগে	৫১০৩৮	বন্ধিত (সস)	৮১০৮২-৩৮৩
পারাপার	৯১০৮৫	বয়	৫১১৩, ৮১০৭৭

বল	৫১০৯, ৯৩৯৯	ভোবাদী ( ব্রাহ্মণ )	৯৩৯৬
বলানীক	৯৩৯৯		
বাহিতপাপ ( ব্রাহ্মণ )	১৩৮৮	মক্কটক	৮৩৮৭
বদ্বাং	৬১৭৯-১৮০, ১৯০, ৯৩৯৮,	মক্খ	৬১৫০, ৯৪০৭
	৪১৯, ৪২২	মঙ্গাং	৩৫৭, ১২৩, ৬১৯১, ৭১২৭৩,
বদ্বাগতা	৮১২৯৬		২৭৭-২৮১, ২৮৯, ৯৪০৩
বদ্বাসান	৮৩৬৮, ৩৮১-৩৮২	মঘবা	২১৩০
ব্যস্তিকাহিত	৮৩৫০	মঙ্কু	৭১২৪৯
ব্যাসস্তমনস	৩৪৭-৪৮, ৭১২৮৭	মচ্চ	৩৫৩, ৬১৮২
ব্রহ্মচরিয়ং	৬১৫৫-১৫৬, ৮৩১২	মচ্ছ	৩৪৭, ৫১২৮, ১৩৫, ৬১৫০
ব্রহ্মঞ্ঞতা	৮৩৩২		৭১২৮৭
ব্রহ্মদুগা	৫১০৫, ৭১২৩০	মচ্ছরী	৭১২৬২
ব্রাহ্মণং	৯৩৮৫-৪২৩	মচ্ছের	৭১২৪২
		মক্কঞ্ঞ	১৮, ৬১৮৫
ভঙ্গ	৬১৫৪	মস্তা	৮১২৯০
ভগং	৭১২৬৪	মন্দব	৮৩৭৭
ভদ্রং	৫১১৯-১২০, ৮৩৮০	মনাপসবন	৮৩৩৯
ভস্বং	৭১২২২	মনদুজ	৮৩০৬, ৩৩৪
ভমর	৩৪৯	মন	৫১১৬, ৮৩০০-৩০১
ভয়ং	৩৩৯, ৫১২৩, ৭১২২-২১৬,	মস্তভাণী	৮৩৬৩
	২৮৩	মমায়িত	৮৩৬৭
ভবসল্লানি	৮৩৫১	মরীচিকং	৬১৭০
ভস্ম ( ছমো পাবকো )	৪৭১	মরীচিধস্ম	৩৫৬
ভাগবা	১১৯-২০	মহম্বস	৮৩২৫
ভাণী	৭১২২৭	মাতঙ্গ ( নাগ )	৮৩২৯-৩৩০
ভিক্খতে	৭১২৬৬	মার	১৭৭৮, ৩৩৪, ৩৭, ৪০, ৪৬,
ভিক্খদু	৮৩৬০-৩৮২		৫৭, ৫১০৫, ৬১৭৫, ৭১২৭৬,
ভিষো	৮৩১৩, ৩৪৯		৮৩৩৭, ৩৫০
ভুত	৮৩০৮	মালদ্বা	৬১৬২, ৮৩৩৪
ভুস	৭১২৫২	মিচ্ছাদিট্ঠি	৬১৬৭

মিতভাগী	৭১২২৭	রাগদোস	৮১৩৫৬
মিষ্কী	৮১৩২৫	রূপং	৬১১৪৮
মীরস্টি	২১২১	রোগ	৭১২০৩
মুন্ডক	৭১২৬৪		
মুন্কা	৪১৭২	লাভূপনিসা	৪১৭৫
মুনাতি	৭১২৬৯		
মুসাবাদং	৭১২৪৬	বল্ল	৫১১০৯
মৈতাবিহারী	৮১৩৬৮	বল্লগন্ধং	৩১৪০৯
মেধগা	১১৬	বনং	৭১২৮৩, ৯১৩৮৪
মেধাবিং	৪১৭৬, ৯১৪০৩	বস্মিকা	৮১৩৭৭
মেরয়	৭১২৪৭	বস্মিকী	৩১৫৫
মোঘজিগ্ন	৭১২৬০	বানর	৮১৩৩৪
মোহং	১১২০, ৯১৪১৪	বিবেকং	৪১৭৫
		বিসং	৫১১২৩
যমপদ্রিস	৭১২৩৫	বিস্মাসং	৭১২৭২
যমলোকং	৩১৪৪-৪৫	বীরং	৯১৪১৮, ৪২২
যোগ ২১২৩, ৭১২০৯, ২৮৭, ৯১৪১৭		বেরং	১১৩-৪, ৭১২০১
যোজনং	৪১৬০	ব্যাসস্তম্ননসং	৩১৪৭-৪৮
যোনিসো	৮১৩২৬		
		সঙ্গং	৫১১২৬
রজ্জ	৫১১৪১, ৮১৩১৩	সংকম্প	৮১৩৩৯
রজ্জত	৭১২৩৯	সংথার	৭১২৫৫, ২৭৭-২৭৮
রট্ঠং	৪১৮৪, ৮১২৯৪, ৩২৯	সঙ্ঘং	৬১১৯০
রতি ৬১১৪৯, ১৮৭, ৭১২১৪, ৮১৩১০,		সংসারং	৬১১৫৩
৩৭৩, ৯১৪১৮		সচ্চং	৭১২২৪, ২৬১, ৯১৩৯৩
রযং	৭১২৩২	সচ্চানি	৬১১৯০
রসং	৩১৪৯, ৭১২০৫, ৮১৩৫৪	সতি	৬১১৪৬, ৮১২৯৩, ২৯৬-২৯৮
রস্মিপ্পাহ ( জন )	৭১২২২	সন্ধস্মং	৩১৩৮, ৪১৬০, ৮১৩০২-৩০৫,
রাগ ১১১৩-১৪, ২০, ৮১৩৩৯, ৩৪৭,			৩৭৭
৩৬৯, ৩৭৭		সন্ধা	৮১৩৩৩

ସନ୍ତତଂ	୫୧୯୬, ୪୧୦୬୪, ୦୪୧	ସନ୍ଥାବହଂ	୦୩୦୫-୦୬
ସମ୍ବୋଧି	୫୮୪୯	ସନ୍ତତଂ	୯୮୫୧୯
ସମଚାରିୟ	୯୧୦୪୪	ସନ୍ତ୍ରାଂ ଶ୍ରୁତ	୫୧୯୨-୯୦
ସମ୍ପଦ ୫୧୫୫୨, ୬୧୧୪୫, ୧୧୫୫୫-୨୫୬,		ସନ୍ତ୍ରାଂ ଶ୍ରୁତ	୧୧୫୦୪
	୨୬୫, ୪୧୦୧୫	ସୋକ	୪୧୦୦୫
ସମାଧି	୧୧୫୫୯-୨୫୦, ୪୧୦୬୫	ସୋତଂ	୪୧୦୫୧, ୯୧୦୪୦
ସମ୍ପଦ	୬୧୧୪୪-୧୧୨	ସୋଷିୟ	୪୧୨୯୫
ସମ୍ପଦ ୬୧୫୫୧, ୪୧୦୫୨, ୯୧୫୦୦			
ସାବକ	୫୧୧୫, ୬୧୧୯୫	ହଂସ	୫୧୯୧, ୬୧୧୧୫
ସନ୍ତ୍ରାଂ ୧୧୨, ୨୧୨୧, ୫୧୧୯, ୫୧୦୯, ୧୦୧-୧୦୨		ହିମବନ୍ତ	୪୧୦୦୫
		ହନ୍ତାହନ୍ତା	୪୧୦୦୫

—: ସମାପ୍ତ :—



### গ্রন্থকার সম্বন্ধে

গ্রন্থকার ডক্টর সুকোমল চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সংস্কৃত ও পালিভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং ত্রিপিটক বিশারদ। ইংরাজী ও বাংলায় তাঁহার বহু গ্রন্থ পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত। দেশবিদেশের বহু পত্র-পত্রিকায় বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সম্পাদনায় “ধর্মধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী” হইতে ইতিমধ্যে ৩৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিগত চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। তিনি কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত কলেজের পালি বিভাগের প্রফেসর ও উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৭৬ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ও সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করিতেছেন। শৈশবাবধি বৌদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ। বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের চিরাচরিত আচার অনুষ্ঠানের অনেক কিছু তাঁহার মনঃপূত না হইলেও এই সমাজকে বাদ দিয়া তিনি চলেন না। সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য তিনি আজীবন যথাসাধ্য প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছেন। এই সুবাদে তিনি বহু বৌদ্ধ সংস্থার সক্রিয় সদস্য। বর্তমানে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াও ত্রিপিটক ও ত্রিপিটক-বহির্ভূত পালি গ্রন্থাবলীর অনুবাদের কাজ করিয়া যাইতেছেন। সম্প্রতি পালি-হিন্দী পূর্ণাঙ্গ অভিধান রচনার কাজে হাত দিয়াছেন।

# —পুস্তক তালিকা—

মহামানব গৌতমবুদ্ধ ( দ্বিঃ সং )	ডঃ সুকোমল চৌধুরী	১২০
মহামানব গৌতম বুদ্ধ (হিন্দী)	ডঃ সুকোমল চৌধুরী	২০০
গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন	ডঃ সুকোমল চৌধুরী	১৫০
বৌদ্ধ সাহিত্য	ডঃ বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী	৮০
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস	ডঃ মণিকুন্তলা হালদার	১৫০
বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য	ডঃ সাধন চন্দ্র সরকার	১৪০
দীঘনিকায়	ভিক্ষু শীলভদ্র	২০০
থেরীগাথা	ভিক্ষু শীলভদ্র	৬০
প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ	শ্রী এস কে দাশগুপ্ত	১০০
ধম্মপদ ( বাংলা, পালি, সংস্কৃত )	চারুচন্দ্র বসু	৬০
ধম্মপদ ( পালি, বাংলা )	ভিক্ষু শীলভদ্র	৩০
অশোকচরিত	ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন	৩০
বৌদ্ধ গান ও দোহা	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৩০০
বৌদ্ধ রমণী	ডঃ বিমলাচরণ লাহা	৭৫
বুদ্ধবাণী	ভিক্ষু শীলভদ্র	৯০
বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা	শ্রীশরৎচন্দ্র দাস	৪০০
ধম্মপদট্টকথা ( ১মঃ যমক বর্গ )	শ্রীশীলালংকার মহাস্থবির	১৩০
ধম্মপদট্টকথা ( ২য়ঃ অপমাদ বর্গ )	ধর্মকীর্ত্তি মহাস্থবির	১৩০
ধম্মপদট্টকথা ( ৩য়ঃ চিত্ত, পুত্তপ বর্গ )	ডঃ সুকোমল চৌধুরী	১৫০
ধম্মপদট্টকথা ( ৪র্থঃ বাল, পণ্ডিত বর্গ )	ঐ	১৫০
ধম্মপদট্টকথা ( ৫ঃ অরহন্ত, সহস্র, পাপ ও দণ্ডবর্গ )	ঐ	২০০
ধম্মপদট্টকথা ( ৬ঃ জরা, অত্ত, লোক ও বৃদ্ধবর্গ )	ঐ	২০০
ধম্মপদট্টকথা ( ৭ঃ সুখ, প্রিয়, ক্রোধ, মল, ধম্মস্থ ও মঙ্গবর্গ )	ঐ	২০০
ধম্মপদট্টকথা ( ৮ঃ প্রকীর্ত্ত, নরক, নাগ, তৃষা ও ভিক্ষুবর্গ )	ঐ	২০০
ধম্মপদট্টকথা ( ৯ঃ ব্রাহ্মণ বর্গ )	ঐ	২০০
অশোকলিপি	ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন	১০০
বুদ্ধকথা	ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন	১০০
সিদ্ধার্থ ( কাব্য )	শ্রীলক্ষ্মীকেশ ভট্টাচার্য	১৫০
সুত্ত নিপাত	ভিক্ষু শীলভদ্র	১২০
সৌন্দর্যানন্দ কাব্য	শ্রী বিমলাচরণ লাহা	১০০
বুদ্ধদেব	শ্রী সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	১০০
কচ্ছায়ন ব্যাকরণ	শ্রী বংশদীপ মহাস্থবির	১৫০
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য	শ্রী প্রবোধ চন্দ্র বার্কচি	৭৫